শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৮ম বর্ষ

১ম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৭৫

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্

২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬।

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)।

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)।

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী (আসাম)।

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)।

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৩। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১৪। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৮ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৭৪। ১৪ গোবিন্দ, ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ফাল্গুন, বুধবার; ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮। | ১ম সংখ্যা

শ্রীগুরু-স্বরূপ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

শাস্ত্রসকল তিন ভাগে বিভক্ত। কর্ম্ম-বিচার, জ্ঞান-বিচার ও ভক্তি-বিচারে শাস্ত্রার্থ ভিন্নভাবে গৃহীত হয়। যাঁহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য জীবাদির স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান বা অনুভূতি স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর অবস্থিতি নাই। এই নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বস্তুমাত্রকেই 'ব্রহ্ম' বলিয়া জানেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম হইতে গুরু পৃথক্ নহেন। ইঁহারা উপাসনা বা ভক্তিমার্গ স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিমার্গ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে তত্ত্ব **অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত** অর্থাৎ যাবতীয় বস্তু **যুগপৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মেই অবস্থিত। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, কিন্তু শক্তিগত পার্থক্যে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয়ে পৃথক্ ধর্ম্মবিশিষ্ট।** মায়াবাদী জ্ঞানিগণ তত্ত্ব-বিষয়ে যে ধারণা করেন, তাহাকে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বলে। **শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশিত তত্ত্বজ্ঞান সবিশেষ।**

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক বস্তু হইয়া **ছয়টি** ভিন্ন তত্ত্বে প্রকাশমান—(১) গুরুতত্ত্ব, (২) শ্রীবাসাদি ভক্ততত্ত্ব, (৩) অংশাবতার অদ্বৈত-তত্ত্ব, (৪) স্বরূপ-প্রকাশ নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, (৫) গদাধরাদি নিজ-শক্তি-তত্ত্ব, (৬) স্বয়ং ভগবান্-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। **এই ছয় তত্ত্বই** একমাত্র **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।** তাহা হইলে **গুরুতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।** অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে **ছয় তত্ত্বই ভগবান্; কিন্তু পরস্পর পৃথক্।** শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, অদ্বৈত অংশাবতার, নিত্যানন্দ প্রকাশস্বরূপ এবং গুরুদেব এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত **অভেদ হইলেও এই পাঁচ তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্ দাসতত্ত্ব।** শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ ভগবান্ই গুরুদেব। গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রকাশ হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয় বস্তু। **তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়।**

> কৃষ্ণ-সাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য আস্বাদন।
> কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্তপদ।
> ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
> সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥
> নানা ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।

আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান॥
সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে।
কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটী ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥
মুঞি যে চৈতন্যদাস, আর নিত্যানন্দ।
দাসভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব,—তাঁর কিঙ্কর॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

এই সকল পদ্য কৃষ্ণ এবং গুরুদেব-সম্বন্ধেও আলোচ্য। ভক্ত, কৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেব কেবল অভিন্ন হইলে ভক্তি-মার্গের অস্তিত্ব থাকে না, উহা নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানমার্গ হইয়া যায়। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু গুরুদেবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন নাই; কিন্তু ভগবদ্বুদ্ধি করিলেও তাঁহাকে ভগবানের সেবক ভক্ত জানিয়াছেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তগণ সকলেই গুরুদেবকে ভগবদ্দৃষ্টি করিয়া থাকেন, কেহই প্রাকৃত-দৃষ্টি করেন না। কিন্তু শুদ্ধ-ভক্তগণ গুরু ও ভগবানে অভেদ-দৃষ্টি করিলেও গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম জানেন।

শ্রীরূপানুগ আচার্য্যপ্রবর শ্রীজীবগোস্বামী অজাতরুচি বৈধমার্গীয় ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা-সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।" অর্থাৎ শুদ্ধ-ভক্তগণ শ্রীগুরুর এবং শ্রীশিবের সহিত ভগবানের অভেদদৃষ্টি-ব্যাপারকে ভগবানের প্রিয়তমত্ব বলিয়া মনে করেন। প্রমাণস্বরূপ আমাদিগের আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত (৪।৩০।৩৮) হইতে গুরুদেবকে ভগবানের প্রিয়তম জানিবার পরিষ্কার প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা এই—

বয়ন্তু সাক্ষাৎ ভগবন্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাস্ম॥

তব যঃ প্রিয়ঃ সখা তস্য ভবস্য। অত্যন্তমচিকিৎসস্য ভবস্য জন্মনো মৃত্যোশ্চ ভিষক্তমং সদ্বৈদ্যং ত্বাং গতিং প্রাপ্তা ইত্যেষা। শ্রীশিবো হ্যেষাং বক্তৃণাং গুরুঃ। শ্রীপ্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজং পুরুষম্॥

প্রাচীনবর্হি-তনয় প্রচেতোগণ শ্রীশিবের শিষ্য। প্রচেতোগণ রুদ্র-গীত-দ্বারা ভগবান্ অষ্টভুজকে আবির্ভাব করাইয়া যে স্তব করেন, তাহার মধ্যে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়। প্রচেতোগণ বলিলেন,—"হে ভগবন্, আমরা আপনার প্রিয় সখা শিবের অল্পকাল সঙ্গ-প্রভাবে অত্যন্ত দুঃশ্চিকিৎস্য জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারের ভিষক্-শ্রেষ্ঠ আদ্য-গতি তোমাকে লাভ করিয়াছি।" এই শ্লোকে প্রচেতোগণ তাঁহাদের গুরু শিবকে ভগবান্ কৃষ্ণের প্রিয় সখা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

আচার্য্যবর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীরূপানুগ-জনের রাগানুগ-মার্গীয় প্রধান আচার্য্য। তিনি বলেন,—

ন ধর্ম্মং না ধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং নমু মনঃ॥

(শ্রীল দাসগোস্বামীকৃত মনঃশিক্ষা ২য় শ্লোক)

অর্থাৎ হে মন, তুমি বেদাদিষ্ট ধর্ম্ম-সমূহ বা বেদ-নিষিদ্ধ অধর্ম্মাদি কিছুই করিও না। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর-পরিচর্য্যা এখানেই সাধন কর। শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দন জানিবে; গুরুদেবকে কৃষ্ণ-প্রিয়তম জানিয়া স্মরণ করিবে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪)

—এ স্থলে শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্য না হইলেও চৈতন্য-দেবের প্রকাশ। শুদ্ধভক্ত জগতের গুরু চৈতন্যদেবের প্রকাশ, নিত্যানন্দ-প্রভু বিষ্ণু-তত্ত্বের মূলবস্তু হইলেও দশদেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণসেবা করেন।

শ্রীপাদ ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনার মধ্যে লিখিয়াছেন,—

সুবর্ণের ঝারি করি', রাধাকুণ্ডের জল পূরি',
তুঁহাকার অগ্রেতে রাখিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে,
চামরের বাতাস করিব॥
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।

সে সম্বন্ধ নাহি যার', বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার॥

শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥
(গুর্ব্বষ্টক ৭ম শ্লোক)

অর্থাৎ যদিও সকল শাস্ত্রে গুরুদেব ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং তাহাই বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক জানিতে হইবে, তথাপি শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও ভগবানের প্রিয়, কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীগৌরপার্ষদ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু, তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী শুদ্ধভক্তের পরমাদৃত স্বীয় পদ্ধতি-গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "শ্রীমহাপ্রভুশেষনির্ম্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্ষদান্ পূজয়েৎ। তথৈব তদুক্তান্ শ্রীগুর্ব্বাদীন্ ভক্তিতঃ।" অর্থাৎ শ্রীগৌর-নির্ম্মাল্যদ্বারা শ্রীবাসাদি পার্ষদ ভক্তগণের পূজা করিবে। সেই প্রকার গৌর-প্রসাদ দ্বারা শ্রীগুরুদেব-প্রমুখ ভক্তগণের ভক্তি-সহকারে পূজা করিবে।

শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'হরিনাম চিন্তামণি'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু।
গুরু কৃষ্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ, নিত্য-প্রভু॥

গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত, শুদ্ধ-বৈষ্ণবের মত নহে। সাধক ভক্তগণ এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। মায়াবাদ সূচাক্ষরে সাধন-মধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত সাধন দূষিত করিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীতত্ত্বসূত্র

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৭৩ পৃষ্ঠার পর]

*** বিরুদ্ধসামান্যং তস্মিন্নচিত্রং ॥ ৩॥**

[তস্মিন্ পরমেশ্বরে বিরুদ্ধধর্ম্মানাং সাহচর্য্যং ন চিত্রং নাশ্চর্য্য মিত্যর্থঃ।
"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষু স শৃণোত্যকর্ণ" ইতি শ্রুতেঃ॥]

ঈশ্বরে অসংখ্য বিরোধীগুণ-সকল দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যায় তাহাই বিরোধ-সূচক। যেমন ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলে নির্ব্বিকার পুরুষের বিকার স্বীকার করা হয়। ঈশ্বর পালন করিতেছেন বলিলে অকর্ত্তা পুরুষে কর্ত্তৃত্ব আরোপ হয়। ঈশ্বর সংহার করেন বলিলে, মঙ্গলময় পুরুষে অমঙ্গল দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর আছেন বলিলে, কালাতীত-তত্ত্বে কালান্তর্গতত্ত্ব প্রতিপাদন হয়। এই প্রকার বিরোধের অন্ত পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বাক্য ও মন উভয়েই ঈশ্বর বিষয়ক বর্ণনে ও চিন্তনে অসমর্থ। যুক্তিদ্বারা এই সকল বিষয়ের বিচার করিতে হইলে কখনই মীমাংসা হইবে না বরং বিচারকের অনেক অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে চার্ব্বাকাদি ঋষিগণেরাও নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছেন। অনেকে সংশয়াত্মা হইয়া বিনাশকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব এরূপ অমঙ্গল-জনক তর্ক হইতে যত শীঘ্র মনের নিবৃত্তি হয় ততই মঙ্গল। ভক্তি-বৃত্তিকে বিশ্বাস করাই এই অমঙ্গল হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়। এই বিশ্বাসের প্রথম অবস্থাকে শ্রদ্ধা বলা যায়, অতএব শ্রদ্ধাই মূল। তথাহি গীতা, ৪র্থ অ—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥

* ননু নির্গুণত্বেপি সর্ব্বশক্তিত্বমিতি কথং বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবস্থিতিরিতি শঙ্কাং পরিহরতি।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

অতএব স্বতসিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা জগদীশ্বরে বিরোধী গুণ-সকলের সামঞ্জস্য স্বীকার করাই বিধেয়। তাহা না করিলে নাস্তিকতারূপ ভয়ানক ফলের উদয় হয়। ঈশ্বরে এরূপ বিরোধ সামঞ্জস্য বিচিত্র নহে, যেহেতু তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইবার কোন কারণ নাই।

উপলব্ধ-পদার্থের কোন একটী স্বরূপ অবশ্যম্ভাবী। পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা এস্থলে প্রয়োজন।

* **স সচ্চিদানন্দো জ্ঞানাগম্যো ভক্তিবিষয়ত্বাৎ** ॥ ৪ ॥

[স চ পরমেশ্বরঃ সত্যজ্ঞানানন্দময়বিগ্রহোঽবাঙ্মনস-গোচরো জ্ঞানেনাগ্রাহ্যঃ কেবলং ভক্তিগ্রাহ্যত্বাৎ। 'যদ্বাচা নভ্যুদিতং যন্মনো ন মনুতে' ইতি শ্রুতেঃ 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য' ইতি স্মৃতেঃ।]

সেই পরতত্ত্ব সচ্চিদানন্দস্বরূপ জ্ঞান-চক্ষের দ্বারা দৃষ্ট নহেন, কিন্তু কেবল ভক্তিদ্বারা উপলব্ধ। সচ্চিদানন্দ কাহাকে বলা যায় ইহার বিচার করা কর্ত্তব্য। শ্রুতৌ যথা —

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ লক্ষণং।

তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণং॥

বিষ্ণুপুরাণে সচ্চিদানন্দশব্দের এই ব্যাখ্যা যথা,—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়িনোগুণবর্জ্জিতে॥

অস্যটীকাচ। হে ভগবন্, ত্বয়ি ভগবতি ঈশ্বরে সর্ব্বসংশ্রয়ে সর্ব্বেষামাশ্রয়ভূতে একা অচিন্ত্যশক্তিঃ হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিদিতি ত্রয়ং ভবতীত্যর্থঃ। কথম্ভূতে ত্বয়ি গুণ বর্জ্জিতে সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিগুণাতীতে। হ্লাদতাপকরী সুখদুঃখময়ী মিশ্রাশক্তি নো ভবতীত্যর্থঃ। অতএবানন্দাখ্য পরমানন্দময়ী শক্তিস্ত্বয়ি বর্ত্ততে ইতি ধ্বনিতং।

পরতত্ত্বের উপলব্ধাংশকে ঈশ্বরের স্বরূপ বলিতে হইবে। ঈশ্বর অপরিমেয় পদার্থ। অতএব তাঁহার সম্পূর্ণ সাক্ষাৎ খণ্ড-চৈতন্য-স্বরূপ জীবদিগের অপ্রাপ্য। কিন্তু যে কিছু অংশ জীবের ভক্তি অর্থাৎ অনুভব বৃত্তির দ্বারা উপলব্ধ হইতে পারে তাহাই তাঁহার স্বরূপ।

জীব অন্তবিশিষ্ট, অতএব ঈশ্বরের আনন্ত্য কখনও কোন অবস্থাতেই জীব কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ উপলব্ধ হইবার সম্ভাবনা হয় না। কেবল ভক্তির উন্নতির সহিত ঈশ্বর সাক্ষাৎকারজনিত আহ্লাদ ক্রমশ বৃদ্ধি হইবে এই মাত্রই সাত্বত পুরুষদিগের আশা। সেই এক পরতত্ত্ব যে অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ঐ অনন্ত-শক্তির সমষ্টি একমাত্র অনাদি শক্তিকে বুঝায়। সেই অনাদি শক্তি অনন্তভাবে পরিণত হইতে পারে অতএব সেই শক্তিকে অনন্ত কহা যায়। সেই ভগবচ্ছক্তির বিষয় মার্কণ্ডেয় পুরাণে শক্তি মাহাত্ম্যে (চণ্ডী, প্রথমাধ্যায়ে)—

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহিতং জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরং।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

পরমেশ্বরের সেই অনাদিশক্তিকে অলঙ্কারের দ্বারা কর্ত্তৃত্বাদি আরোপ করিয়া চণ্ডিকারূপে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বেদব্যাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জড়গুণে স্ত্রীত্ব কল্পনা করা কবিদিগের পক্ষে দূষণীয় নহে। অতএব ব্রহ্মকবি বেদব্যাস শক্তি-শক্তিমানের বিশেষ বিচারের জন্য এরূপ পথ অবলম্বন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কোন কোন সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা চণ্ডিকাকে অপরা শক্তি ব্যাখ্যান করত বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকাকে পরাশক্তি বলেন। কিন্তু সমস্ত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পক্ষে মান্য নারদ-পঞ্চরাত্রগ্রন্থে ঈশ্বরের শক্তির অদ্বয়ত্ব প্রতিপাদন দেখা যায়। চণ্ডিকাদেবী পরমেশ্বরকে স্তব করিতে করিতে কহিলেন ;—

তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে।
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পাদপদ্মার্চ্চনে রতা॥

---

* নন্বেবম্বিধবিবিধবিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্টস্য কথং জ্ঞেয়ত্ত্ব ইত্যপেক্ষায়ামাহ।

লক্ষ্মী বা দুর্গা বা অন্য কোন নামেই হউক ভগবানের যে এক পরাশক্তি তাহাই নির্দিষ্ট হইল, তত্ত্বনির্ণায়ক গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক এক অদ্বয়তত্ত্বে নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ স্বীকৃত হইলেই তাহাকে পুরুষ-প্রকৃত্যাত্মক কহা যায়। গীতায়াং নবমাধ্যায়ে চোক্তং ভগবতা ;—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥

ফলতঃ ঈশ্বর স্বয়ং শক্তি ও শক্তিমান। ঐ শক্তি আহ্লাদরূপা অর্থাৎ বিলাসিনী অতএব আনন্দভাবে জীবের গ্রাহ্য। শক্তিমান ভাবটীতে কেবল মাত্র চৈতন্য বুঝায় এবং উভয়ের অভেদ্য ঐক্য সনাতন অর্থাৎ সৎ। এপ্রযুক্ত পরমেশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দই বলিতে হইবে। যে প্রদেশে যে কোন ধর্ম্মানুসারী পরতত্ত্বের অনুশীলন হউক না কেন সচ্চিদানন্দত্বই মাত্র ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধ হয়। এই স্বরূপটী কদাচ যুক্তির দ্বারা বিচারিত হয় না কেবল স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা অনুভূত মাত্র।

অনেকেই সেই পরতত্ত্বের স্বরূপ সাকার কি নিরাকার এই বিষয়ে বহুতর বিবাদ করিয়া থাকেন। সাকার-বাদিরা কহেন যে পরমেশ্বরের আকার না থাকিলে উপাসনা বা কোনপ্রকার ক্রিয়ার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব তাঁহার একটী নিত্য দেহ আছে। তথাহি নারদপঞ্চরাত্রে শিববাক্যং ;—"তেজোঽভ্যন্তরে রূপঞ্চ ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ সদা। দাসানাঞ্চ কুতো দাস্যং বিনা দেহেন নারদ॥" পক্ষান্তরে নিরাকারবাদিগণ পরমেশ্বরকে পরমাত্মারূপ জ্ঞান করত সর্ব্বব্যাপিত্বের ব্যাঘাত আশঙ্কায় নিরাকার বলিয়া প্রতিপাদন করেন। পুনরায় নারদপঞ্চরাত্রে লিখিয়াছেন ;—"শরীরং প্রাকৃতং সর্ব্বং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরং। গুণেন সজ্জতে দেহো নির্গুণস্য কুতো ভবেৎ॥" বস্তুত উভয়পক্ষেরই কিছু কিছু কুসংস্কার আছে। নিরাকারবাদিরা সর্ব্বব্যাপী পুরুষের আকারকে অসম্ভব বলায় পরমেশ্বরের এককালে উভয় ভাবাপন্ন (অর্থাৎ নিরাকার ও সাকার) হইতে সামর্থ্য স্বীকার স্বীকার করেন না। এপ্রকার বিশ্বাসে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত হইয়া উঠে। অপিচ সর্ব্বৈশ্বর্য্য ভগবানের নিরাকারত্বে অর্থাৎ সত্ত্বের অভাব যুক্তি বিরোধী। বিচিত্রশক্তিক্রমে ভগবান্ একইকালে সর্ব্বব্যাপী ও সাকার থাকিতে পারেন। ইহা কেবল ব্রহ্মেতর পদার্থের পক্ষে দুঃসাধ্য। তথাহি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে, —

আনন্দো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূর্ত্তামূর্ত্ত প্রভেদতঃ।
অমূর্ত্তস্যাশ্রয়ো মূর্ত্তো মূর্ত্তানন্দোঽচ্যুতো মতঃ॥
অমূর্ত্তঃ পরমাত্মাচ জ্ঞানরূপশ্চ নির্গুণঃ।
স্বস্বরূপশ্চ কূটস্থো ব্রহ্মচেতি সতাং মতং॥
অমূর্ত্তমূর্ত্তয়োর্ভেদো নাস্তি তত্ত্ববিচারতঃ।
ভেদস্তু কল্পিতো বেদৈর্মণি তত্তেজসোরিব॥

কপিল পঞ্চরাত্রে চ ;—

দ্বে ব্রহ্মণী তু বিজ্ঞেয়ে মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ।
মূর্ত্তামূর্ত্তস্বভাবোঽয়ং ধ্যেয়ো নারায়ণো বিভুঃ।

বেদসকলও পরতত্ত্বের উভয়ত্ব স্বীকার করেন ; যথা ;— হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ;—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

পরমেশ্বর বস্তুত সাকার নিরাকার উভয়াত্মক। যে ব্যক্তিরা উভয়ের মধ্যে কোন একটীর প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া অপর স্বরূপকে অগ্রাহ্য করেন তাঁহারা উভয় চক্ষে দৃষ্টি করেন না বলিতে হইবে। সাকার নিরাকার লইয়া বিবাদ করা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। পরমেশ্বরের ভৌতিক আকার নাই কিন্তু ভূতাতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বময় বিভুর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সকল ভক্তের গ্রাহ্য। সিদ্ধান্ত এই যে প্রাকৃত চক্ষের পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার এবং অপ্রাকৃত চক্ষের পক্ষে সাকার ইহা বলা যাইতে পারে অতএব উভয় স্বরূপই তাঁহার স্বীকৃত। সাত্বত তত্ত্ব সমস্ত সম্প্রদায়ের অতীত। অতএব সাকার-নিরাকার-রূপ বিবাদে সারগ্রাহীগণ কদাচ লিপ্ত হইবেন না। ভক্তি-উদয় হইলেই মানবের বুদ্ধিবৃত্তিতে উভয়াত্মক ঈশ্বর প্রতীত হইবেন।

এইস্থলে একটী সংশয় উদয় হইতে পারে অর্থাৎ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে যদি ভক্তি সর্ব্বলোকের

স্বাভাবিক বৃত্তি এবং অনায়াসে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের গ্রাহক হয় তবে অনেকেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে কেন পারেন না। এই সংশয়ের মীমাংসা এই যে বৃত্তি হইতে বৃত্তির বিষয় যদি দূরে থাকে অথবা বৃত্তি ও বিষয়ের মধ্যে কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকে, তাহা হইলে স্বাভাবিক বৃত্তিও অকর্ম্মণ্য হইয়া হতপ্রায় অবস্থিতি করে। যেমন অপুত্রক পিতার পুত্র স্নেহ উদয় হয় না, অবিবাহিত স্ত্রীর স্বামীর প্রতি স্নেহ উপলব্ধ হয় না, উপকারী পুরুষের প্রতি অজ্ঞান বশতঃ উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ ইতরানুরাগী মূঢ়দিগেরও স্বতঃসিদ্ধ ভগবৎ-প্রেমও কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। নাস্তিকেরা অধিকতর জড় বিষয়ের আলোচনা করত বিশুদ্ধ ঈশ্বর প্রেমের আস্বাদক হইতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষ কর্ত্তা এরূপ বলিতে পারেন যে পরতত্ত্ব সম্বন্ধে যদি জ্ঞানের কোন কোন সামর্থ্য নাই, তবে এই তত্ত্বসূত্রে বিচার পরিত্যাগ করিয়া কেবল জপ, ধ্যান, বন্দনা, পূজা ও শ্রীমূর্ত্তি দর্শনাদি ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়। তদুত্তরে বাচ্য এই যে, তত্ত্বসূত্র বিচারটী ব্রহ্মসূত্র, কর্ম্মসূত্র ও সাংখ্যসূত্র বিচারের ন্যায় নিরস নহে। এই তত্ত্বসূত্র বাস্তবিক নিরুপাধিক ভক্তিসূত্র মাত্র। উপযুক্ত স্থলে দর্শিত হইবে যে ভক্তি রাগরূপা মাত্র, জ্ঞানরূপা বা কর্ম্মরূপা নহে। ঐ রাগ যদি পরতত্ত্ব স্বরূপ ভগবৎপদার্থে অর্পিত হয় তবেই ইহার চরিতার্থতা স্বীকার করা যায়, নতুবা ইতর পদার্থে তাহা অনুগত হইলে সংসার-রূপ ঘোর বন্ধন তাহার ফল হয়। অতএব তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই সাধকের পরমার্থের মূল। আদৌ শ্রদ্ধা প্রভৃতি শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর শ্লোক বিচার করিলে ঐ শ্রদ্ধাকেই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা বলা যাইবে। শ্রদ্ধাব্যতীতই বা শ্রেয় কোথা? পদার্থ উপলব্ধ না হইলে তাহাতে রাগ কিরূপে হইবে? জিজ্ঞাসা ব্যতীতই-বা কিরূপে পদার্থ উপলব্ধ হয়? শুষ্কতর্ক ও প্রতিকূল যুক্তিদ্বারা অবশ্যই শ্রদ্ধার ব্যাঘাত হয় কিন্তু পরতত্ত্ব বিচার তদ্রূপ নহে। আত্মার স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ ও তদুভয়ের সম্বন্ধ স্বরূপ যাঁহার বিচার নাই তাঁহার রাগ উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত না হইয়া ইতর পদার্থে উপগত হইলেও তিনি স্বীয় অপগতি বুঝিতে পারেন না। তিনি মনে করেন যে জ্ঞানশূন্য রাগের দ্বারা তাঁহার নির্ম্মল ভজন ও পুলকাশ্রু প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ হইতেছে কিন্তু হয়ত তাঁহার রাগ ঔপাধিক ভাবে কোন চিৎ বা অচিৎ পদার্থে উপগত হওয়ায় তাঁহাকে বঞ্চনা করিতেছে। অতএব ভক্তদিগের পক্ষে শুষ্কজ্ঞান, ফল্গুবৈরাগ্য ও বন্ধ্যাতর্ক পরিত্যাগ যেরূপ আবশ্যক, তত্ত্ববিচার ও তৎপদার্থে বিমল অনুরাগ অর্পণ করাও সেইরূপ আবশ্যক জানিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা রাগ-বাহুল্য প্রযুক্ত তত্ত্ববিচারে অনাদর করেন তাঁহাদিগকে নিতান্ত মুক্ত অথবা নিতান্ত বদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে। ইহাই তত্ত্বসূত্রের রহস্য। তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ;—

> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।
> বিচার করিলে চিত্তে পাইবে চমৎকার॥
> বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
> তবু না পাইয়ে কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

সেই সচ্চিদানন্দ পদার্থকে যদি কেহ ভাণ বা অচিরস্থায়ী বা স্বরূপতা বশত দেশ কালের দ্বারা বদ্ধ ও আদি অন্তযুক্ত কহেন। তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে ; যথা —

নন্‌ু পরমেশ্বরস্য ভক্তিগ্রাহ্যত্বে তত্ত্বে গ্রাহ্য জগদণ্ডঃ পাতিত্বং স্যাদিত্যাশঙ্কা নিরসনায় পঞ্চমসূত্রমারভতে,

(ক্রমশঃ)

কপট ভজন ,—

গোরার আমি গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥
লোক-দেখান গোরাভজা তিলক মাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥

যুক্ত বৈরাগ্য ,—

শুদ্ধভক্তির অনুকূল কর অঙ্গীকার।
শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার॥
দেহযাত্রার উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজন।
বিষয় স্বীকার করি' কর দেহের রক্ষণ॥

নববর্ষারম্ভে 'শ্রীচৈতন্যবাণী'-বন্দনা

শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখা মঠ সমূহের মুখপত্র পরম ঔদার্য্যময়ী—পরমকরুণাময়ী শ্রীচৈতন্য বদনবিলাসিনী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-স্বরূপিণী 'শ্রীচৈতন্যবাণী' তৎকৃপাভিষিক্ত মঠসেবকগণকে সপ্ত সৌরবর্ষব্যাপিয়া তচ্চরণারবিন্দ-সেবা-সৌভাগ্য প্রদান পূর্ব্বক আজ অষ্টম বর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন। আমরা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ অভিবাদন জ্ঞাপনমুখে শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-মন্দিরাদি মাঙ্গলিক কীর্ত্তনাঙ্গ বাদ্যধ্বনিসহ সঙ্কীর্ত্তন-মুখে সু-স্বাগত জানাইতেছি। তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের সযত্নে সংগৃহীত আসন, পাদ্য, অষ্টাঙ্গার্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দনাত্মক ষোড়শোপচার পূজা অঙ্গীকার করত তাঁহার নিতান্ত অযোগ্য দীনহীন সেবকাধমগণকে কৃতকৃতার্থ করুন, আমাদের বাণীপূজা সার্থক হউক। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় শ্রীচৈতন্যাভিন্নপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুমুখামৃত দ্রবসংযুত পরমানন্দরসময় শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতই আমাদের 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' পূজার একমাত্র উপায়ন। কিন্তু চিন্তার বিষয়—পূজক হইতে হইলে ত' আসন-শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধ্যাদির প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য্য, ভূতশুদ্ধি ব্যতীত পূজক ত' কখনই বাণী-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারেন না? অপ্রাকৃত—বিশুদ্ধজ্ঞানঘনবিগ্রহ ত' প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপার বিশেষ নহেন? কোন জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃত পদার্থ ত' অপ্রাকৃত বস্তু-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না? "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর"। কোন বস্তু শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করিবার পূর্ব্বে 'এতস্মৈ নৈবেদ্যায় নমঃ' ইত্যাদি বলিয়া তাহার পূজা বিধান পূর্ব্বক তাহা শ্রীভগবান্‌কে সম্প্রদান করিবার বিধান আছে। 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ' এই বিচারানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত —

> "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
> নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
> কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
> র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

এই ভূতশুদ্ধিরমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আত্মশুদ্ধি চিন্তা-সহকারে প্রতি পূজোপকরণে ভগবৎ-সম্বন্ধ যোজনা করিয়া বস্তুর চিন্ময়ত্ব চিন্তা-মূলেই পূজাবিধি শাস্ত্র ও মহাজন-সম্মত। আসন শুদ্ধি, জল শুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি প্রভৃতির ইহাই তাৎপর্য্য। সদ্‌গুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্ম হইয়া যিনি যে পরিমাণে শুদ্ধ হইতে পারিতেছেন এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-তাৎপর্য্য-মূলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যিনি যে পরিমাণে পূজোপকরণ-সমূহের চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিতেছেন, তাঁহার পূজা সেই পরিমাণেই শুদ্ধ হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তম ভক্তরাজ উদ্ধব কৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীনন্দব্রজরমণীগণের হরিকথোদ্‌-গানকেই ত্রিভুবন-পাবন বলিয়া জানাইয়া তাঁহাদের পাদরেণু নিরন্তর বন্দনা করিতেছেন। ইষ্টে স্বারসিকী-রতি—শরণাগতির চরম পরম আদর্শ—ব্রজগোপী-শিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনী, তদ্ভাববিভাবিত শ্রীব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে সর্ব্ববেদবেদান্তসার-নির্য্যাসস্বরূপ যে 'শিক্ষাষ্টক' গান করিয়াছেন এবং তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক তৎপ্রিয়পার্ষদ শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীবাদি গোস্বামিগণ যে-সকল মহামূল্য উপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন, আবার তাহা অবলম্বনে অস্মদীয় রূপানুগবর গুরুপাদপদ্ম যে সকল উপদেশামৃত আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য-বাণীর পূজাপ্রার্থী দীন পূজকগণের তাহাই একমাত্র পূজার উপকরণ হউন, তাহা হইলেই শ্রীচৈতন্যবাণী-পূজা সিদ্ধ হইবে—সার্থক হইবে।

পূজ্য, পূজক ও পূজা এক অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হইলে পূজ্যের চিদিন্দ্রিয় তর্পণ-রূপ চিন্ময়ী পূজার শুদ্ধত্ব সংরক্ষিত হইতে পারে না। চিৎএর সহিতই চিত্তত্ত্বের সমন্বয় সংসাধিত হইতে পারে, চিৎ ও জড়ে কখনও সমন্বয় সংঘটিত হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যবদনবিগলিত শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই—'বিদ্যাবধূ-জীবনম্'। সদ্‌গুরুপাদপদ্মে সেই সংকীর্ত্তনযজ্ঞে দীক্ষিত সুমেধোগণই সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলিযুগপাবনাবতারী সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরহরির আরাধনা করিয়া পরবিদ্যাবধূর প্রকৃত আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন। "সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া"। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর জীবাতু শ্রীরূপরঘুনাথানুগত কৃষ্ণকীর্ত্তন ছাড়িয়া কৃষ্ণেতর বাগ্‌বেগ-দ্বারা জনগণ-

মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হওয়া কখনই শ্রীচৈতন্য-বাণী-পূজা হইতে পারে না। সপার্ষদ গৌরসুন্দরের শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আচার-মুখে প্রচার-রত হইতে পারিলেই শ্রীচৈতন্যবাণী-পূজা সত্য-সত্য সার্থক হইতে পারে। আমরা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীচৈতন্যবাণীর সেই শুদ্ধপূজন যোগ্যতাই প্রার্থনা করিতেছি।

'সংখ্যা' শব্দে সম্যক্জ্ঞান। অষ্টম সংখ্যাটি সেই সম্যক্ জ্ঞান-সংস্মারক। 'অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন'। তিনিই মথুরা ধামে বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ বসুদেবকে পিতৃত্বে বরণ পূর্ব্বক শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপা ভগবৎপ্রকাশিকা মহাশক্তি-স্বরূপিণী দেবকীদেবীর অষ্টম গর্ভ-রূপে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া অষ্টমীতিথিতে জন্মলীলা আবিষ্কার করিয়া অষ্টম সংখ্যার পরমপবিত্রতা সম্পাদন করিলেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—শ্রীরোহিণীদেবী শ্রীবলদেবের নিত্যমাতা হইলেও শ্রীবলদেব দেবকীগর্ভে ভগবৎ-প্রবেশানুরোধে প্রথমে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার ভগবন্নিবাস, শয্যা, আসনাত্মক 'শেষ'-নামক স্বাংশরূপকে দেবকী গর্ভে স্থাপন করিয়া নিজ নিত্যমাতা রোহিণীগর্ভে প্রবিষ্ট হন। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী মহাশক্তি দেবকীগর্ভে প্রাকৃত ষড়্গর্ভের প্রবেশ কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর লিখিয়াছেন—ভক্তজনে শ্রবণকীর্ত্তনাদি-লক্ষণা ভক্তি অবস্থান করেন, সেই শুদ্ধভক্তি মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ—এই পঞ্চবিষয় ও ষষ্ঠেন্দ্রিয় মনের কাম—এই ষড়্বিধ বিষয়ভোগ-স্পৃহা আনুষঙ্গিকভাবে বর্ত্তমান থাকে। 'হায় আমি এই সকল দ্বারা সংসারান্ধ-কূপে পতিত হইব' ভক্তহৃদয়ে এইরূপ ভয়োদয়ে ঐ ভোগবাসনা কালক্রমে নষ্ট হয়, তখন ভগবদ্ যশঃ শ্রবণ-কীর্ত্তন-পরিচর্য্যাদিময়ী ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হন, অতি প্রবৃদ্ধা ভক্তিতেই রূপগুণমহোদধি ভগবানের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ভক্তিই ভগবৎপ্রকাশিকা, মাঠর শ্রুতিবাক্যও বলেন — "ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরের ভূয়সী।" ভক্তিই ভগবৎ-পাদপদ্মে লইয়া যান, দর্শন করান। ভক্তিগর্ভগত ষড়্বিষয়-ভোগ বিনিবৃত্ত হইলে যেমন ভক্তিগর্ভে ভগবৎযশঃ পরিচর্য্যাদিময়ী প্রেমভক্তির উদয় হয়, তদ্রূপ দেবকীর ষড়্গর্ভ নিবৃত্তানন্তর সাক্ষাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপ ভগবদ্-যশোনিবাস শয্যাসনচ্ছত্রাদিরূপ সপ্তমগর্ভে অনন্তের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রেমভক্ত্যাবির্ভাবানন্তরই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয়। এই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার যেমন ভক্তির অষ্টমগর্ভ, শুদ্ধভক্তি স্বরূপিণী দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবও তদ্রূপ তাৎপর্য্যপর।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রজলীলায় অষ্টপ্রধানা সখী, অষ্টপ্রধানা মঞ্জরী, অষ্ট নায়িকা প্রভৃতি সর্ব্বত্রই অষ্টম সংখ্যার মহামর্য্যাদা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরাও শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত হইতে শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে ঐ সকল অমৃত আস্বাদন-মুখে শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রীতিবিধান করিতে পারিলেই বাণীপূজার সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। 'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে' এই শ্রীমুখবাক্যানুসারে পরানুশীলন প্রবল না হইলে পরহিংসা পড়পীড়ন হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্যাদি অপগুণ কিছুতেই প্রশমিত হইবে না।

জীবাত্মার পরমধর্ম্ম অধোক্ষজ শ্রীভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি, এই পরধর্ম্ম নিত্যধর্ম্ম জৈবধর্ম্মানু-শীলনে প্রবৃত্ত না হইলে অধর্ম্মের তাণ্ডবনৃত্য কিছুতেই থাকিবে না। মানুষ মনুষ্যত্বের বহু নিম্নস্তরে অবনমিত অধঃপতিত হইয়াছে। তাহাকে উন্নত উজ্জীবিত করিতে হইলে সচ্ছাস্ত্রসম্মত সদ্ধর্ম্মানুগত অবশ্যই হইতে হইবে। এই ধর্ম্মহীন বিদ্যা ও নীতি কখনও রাষ্ট্রের হিতসাধক হইতে পারে না। আর আচারবিহীন প্রচার দ্বারাও কোন সুফল ফলিবে না। শ্রীচৈতন্য-বাণীর বিজয় বৈজয়ন্তী সর্ব্বজগতে সগৌরবে সমুন্নত হউক, সেই বাণী-বৈজয়ন্তীর ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই জগতের সকল সমস্যার সুসমাধান হইবে।

আমরা শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণত হইয়া শ্রীচৈতন্য-বাণী-সেবায় তাঁহাদের শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু

ওঁ স্বস্তি নো গৌরবিধুর্দধাতু

শ্রীশ্রীজগন্নাথ ধামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে দারুব্রহ্ম অর্চ্চাবতার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। অথর্ব্ববেদে পাওয়া যায়—

"আদৌ যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপুরুষম্।

তদালভস্ব দুর্দ্দনো তেন যাহি পরং স্থলম্॥"

উহার সাংখ্যায়ন-ভাষ্য এইরূপ —

"অদৌ বিপ্রকৃষ্টদেশে বর্ত্তমানং যদ্দারু, **দারুময়ং পুরুষোত্তমাখ্য দেবতাশরীরং** প্লবতে জলস্যোপরি বর্ত্ততে, অপুরুষং নির্ম্মাতৃরহিতত্বেন অপুরুষং, তৎ আলভস্ব। দুর্দ্দনো হে হোতঃ, তেন দারুময়েণ দেবেন উপাস্যমানেন পরং স্থলং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছেত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে বিপ্রকৃষ্টদেশে (বিশেষরূপে প্রকৃষ্ট—এই প্রকার অর্থে 'পরমোত্তম প্রদেশে'; অভিধানে 'বিপ্রকর্ষ' শব্দে 'দূরত্ব' ও 'বিপ্রকৃষ্ট' শব্দে 'দূরস্থ' বা 'অনাসন্ন' এইরূপ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। অনাসন্ন—এইরূপ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। অনাসন্ন—'অনিকটস্থ' বা 'দূরবর্ত্তী' অর্থে যাহা জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, আবার সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের নিকট যাহা দূরস্থ হইয়াও নিকটস্থ—"তদ্দূরে তৎ উ অন্তিকে"—এই প্রকার ভাবার্থ গৃহীত হইতে পারে।) যে দারুময় পুরুষোত্তমাখ্য দেবতা শরীর—দারু-ব্রহ্ম জলোপরি—সমুদ্রোপরি বা সমুদ্রতীরে বিরাজমান আছেন, যিনি নির্ম্মাতা-রহিত বলিয়া 'অপুরুষ'—কোন প্রাকৃত পুরুষ সম্বন্ধী তত্ত্ব-বিশেষ নহেন—অপৌরুষেয় তত্ত্ব, তাঁহাকে লাভ কর। হে হোতঃ, সেই দারুময় দেবের বা দারু-ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পরম বৈষ্ণবলোকে গমন কর।

অথর্ব্ববেদোক্ত ঐ বাক্যটি মঃ মঃ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও 'বাচস্পত্য'-নির্ম্মাতা তারানাথ প্রভৃতিও অথর্ব্ববেদের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণান্তর্গত উৎকল-খণ্ডেও (২১শ অধ্যায়ে) দারুব্রহ্ম অর্চ্চাবতারটিকে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তাহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে, "এই শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেব নিত্যকাল বাস করিতেছেন। এই ক্ষেত্র সৃষ্টি বা প্রলয়ের বিষয়ীভূত নহেন"।

নীলাম্বুধিতটে নীলাদ্রিনাথ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির সাধাণরতঃ প্রাসাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত:— (১) মূলমন্দির—গর্ভমন্দির বা বড়দেউল, (২) শ্রীমুখশালা, (৩) শ্রীজগমোহন বা নাট্য মন্দির এবং (৪) ভোগ-মণ্ডপ (ছত্রভোগ-মণ্ডপ)।

(১) মুখ্যমন্দির বা বড়দেউলে শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীবলরাম, শ্রীসুভদ্রাদেবী ও শ্রীসুদর্শনচক্র সহ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি যে গর্ভমন্দিরে বিরাজমান, তাহা 'মণিকোঠা' ও যে উচ্চবেদীর উপর অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা 'রত্নবেদী' নামে প্রসিদ্ধ। এই মূল মন্দিরটিকেই 'গর্ভমন্দির' বা 'বড়দেউল' বলে। রত্নবেদীর উপরিভাগে পূর্ব্বমুখী হইয়া শ্রীজগন্নাথ উত্তর পার্শ্বে, শ্রীবলরাম দক্ষিণ-পার্শ্বে এবং শ্রীসুভদ্রাদেবী উভয়ের মধ্যস্থলে বিরাজিতা আছেন।

(২) গর্ভমন্দিরের সম্মুখেই শ্রীমুখশালা, এইস্থান হইতেই সাধরণ যাত্রিগণ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর জগমোহনে অবস্থিত গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন, এজন্য গৌরগতপ্রাণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীবিষ্ণুপার্ষদ শ্রীগরুড়ের পশ্চাতে শ্রীগৌরপদাঙ্কিত স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীজগন্নাথদর্শন-স্মৃতি বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক তৎপদচিহ্নের পশ্চাতে শ্রীগৌরজনানুগত্যে শ্রীজগন্নাথ-দেবের দর্শনপ্রার্থী হইয়া থাকেন।

(৩) শ্রীমুখশালার সম্মুখেই শ্রীজগমোহন বা নাট্য-মন্দির। এস্থানে অবস্থিত শ্রীগরুড়স্তম্ভের পুরোভাগে মধ্যাহ্নে ও মধ্যরাত্রে শ্রীভগবানের শয়নলীলার পূর্ব্বে শ্রীগীতগোবিন্দ গান-মুখে দেবদাসীর নৃত্য হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে যেস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া

প্রেমাবেশে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন, সেই পাষাণময় স্থান প্রেমাবতার শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণচিহ্ন স্পর্শে প্রেম-বিগলিত হইয়া তচ্চরণচিহ্নাকারে প্রকটিত হইয়াছিল। সেই শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্নযুগলই উঠাইয়া চক্রবেড় মধ্যেই উক্ত গরুড়স্তম্ভের সরাসরি উত্তর দিকে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠচিহ্নরূপে স্বতন্ত্র ছোট মন্দিরে সংস্থাপিত হইয়াছেন। উহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য রূপে অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। গৌড়ীয়-ভক্তগণ প্রথমে ঐ পাদপীঠ বন্দনা ও পরিক্রমা করিয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেন।

(৪) শ্রীজগমোহনের সম্মুখে বা শ্রীগরুড় স্তম্ভের পশ্চাদ্ ভাগে বিস্তৃত ভোগ-মণ্ডপ। এস্থানে ছত্রভোগের দ্রব্যাদি সজ্জিত করা হয়। পুরীর বিভিন্ন মঠ ও বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সেবোপকরণই 'ছত্রভোগ' নামে কথিত হয়। এই ছত্রভোগ এই ভোগ-মণ্ডপেই নিবেদিত হইয়া থাকে।

শ্রীজগন্নাথ বড়দেউলের পশ্চিমদিকে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া বিরাজমান। এজন্য শ্রীমন্দির প্রাসাদ পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পূর্ব্বে শ্রীমন্দির-সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠে শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগাদি প্রস্তুত হইত, কিন্তু তাহা স্বল্প-পরিসর হওয়ায় এবং মন্দির মধ্যে ধূম প্রবিষ্ট হইতে থাকায় বর্ত্তমান বিশাল ভোগ-রন্ধনশালা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং সেই রন্ধনশালা হইতে ভোগ মূল মন্দিরে লইয়া আসিবার সময় যাহাতে তাহা লোকলোচনের দৃষ্টির বিষয়ীভূত না হয়, তজ্জন্য মূলমন্দিরের সহিত রন্ধনশালাটি একটি আবৃত পথের দ্বারা সংলগ্ন রাখা হইয়াছে।

তত্ত্ববিচারে শ্রীজগন্নাথ—স্বয়ংরূপ শ্রীভগবান্, শ্রীবলদেব স্বয়ংপ্রকাশ ও শ্রীসুভদ্রা—স্বরূপশক্তি স্বরূপিণী। শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'Tajpore' নামক সংবাদ-পত্রের ১৮৭১ খৃঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় The Temple of Jagannath at Puri' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীসুদর্শন-তত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"* * * * Jagannath is the emblem of God having no other form than the eyes and the hands. They mean to show that God sees & knows and creates. Balarama is Jiva-shakti of God; Subhadra the Maya-shakti and Sudarsana is the energy of will, * * * * * * *"

শ্রীসুভদ্রাদেবী পৌরাণিকী কথানুসারে শ্রীবলদেবের ভগ্নী বলিয়া কথিতা হইলেও তত্ত্বতঃ তিনি তাঁহার শক্তি-স্বরূপিণী। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামে কোন ভেদ নাই। স্বয়ংরূপ সম্বিৎ (চিৎ বা জ্ঞান) শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং-প্রকাশ সন্ধিনী (সৎ বা সত্তা বিস্তারিণী) শক্তিমত্তত্ত্ব বলদেব। তাঁহাদের মধ্যস্থিতা সুভদ্রা—ভদ্ররূপিণী—মঙ্গলরূপিণী—লক্ষ্মী স্বরূপিণী—স্বয়ং মঙ্গলস্বরূপা হইয়াও ভক্তরক্ষানিমিত্ত ভদ্রদা বা মঙ্গলপ্রদা স্বরূপশক্তি। ইনিই শুদ্ধভক্তিস্বরূপিণী। সর্ব্বজীবের আদিগুরু সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীবলরাম-কৃপা-ক্রমেই জীব শুদ্ধভক্তি লাভ পূর্ব্বক কৃষ্ণকৃপা-লাভে সমর্থ হন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ক্ষেত্র বা ধাম অনাদিকাল হইতেই 'শ্রীক্ষেত্র' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীভগবানের ভৌমবৈকুণ্ঠপুর বলিয়া ইহা 'পুরী', লীলা পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের লীলা-ক্ষেত্র বলিয়া ইহা 'শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র বা ধাম', নীলা-চলোপরিস্থিত বলিয়া 'নীলাচল', ত্রিজগতের নাথ বলিয়া 'শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্র' ইত্যাদি নামেও প্রচারিত হন। কলিকাতা মহানগরীর হাওড়া ষ্টেসন হইতে পুরী-ষ্টেসন — ৩১০ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগর তটে অবস্থিত। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীপুরীধাম সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে—

" * * * * *

সেইস্থানে আমার পরম গোপ্য 'পুরী'।

* * * *

সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে॥
সিন্ধুতীরে বটমূলে 'নীলাচল'-নাম।
'ক্ষেত্র-শ্রীপুরুষোত্তম' অতিরম্য স্থান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥
সর্ব্বকাল সেইস্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥

* * * *

নিজনামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম। ইত্যাদি।"

শ্রীশ্রীরাধামাধবমিলিততনু কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার আদিলীলায় চব্বিশ বৎসর-কাল গৌড়দেশে শ্রীধাম-নবদ্বীপ মায়াপুরে অবস্থান পূর্ব্বক অন্ত্যলীলায় কাটোয়ায় সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকট করত 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' নামে আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক নীলাম্বুধিতটে নীলাচলেই তাঁহার পরিশিষ্ট ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য লীলার অতিগূঢ় রসচমৎকারিতাপূর্ণ রহস্য প্রকাশ করায় শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম গৌরগতপ্রাণ গৌড়ীয়-ভক্তগণের পরমপ্রিয় বসতিস্থল। আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই ধামেই শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের অতি নিকটস্থ বড়রাস্তার (যে রাস্তায় শ্রীজগন্নাথ বলদেব ও সুভদ্রাদেবীর রথ গুণ্ডিচা যাত্রা করেন) পার্শ্বে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃষ্ণকীর্ত্তন-মুখরিত গৃহে আবির্ভাবলীলা প্রকট করিয়া 'হুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' এই ব্যাসবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের লীলার বিশেষত্ব এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া শেষলীলায় লীলাচলে অবস্থান করেন আর শ্রীগৌরকরুণাশক্তি গৌরপ্রিয়তম প্রভুপাদ নীলাচলে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই শ্রীক্ষেত্রলীলা-বৈশিষ্ট্য প্রচারার্থ শ্রীধাম মায়াপুরে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ সংস্থাপন পূর্ব্বক ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'গৌড়ীয় মঠ' নামে উহার বিভিন্ন শাখা বিস্তার করত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পরমোদার-লীলারস-মাধুর্য্য আস্বাদন ও সর্ব্বত্র প্রকাশ করেন।

শ্রীগৌরপ্রিয়তম শ্রীসনাতন শ্রীজগন্নাথ-দেবকে 'নীলাদ্রি-শিরোমুকুটরত্ন, দারুব্রহ্ম, ঘনশ্যাম, পুরুষোত্তম, প্রফুল্ল-পুণ্ডরীকাক্ষ, লবণাব্ধিতটামৃত, গুর্টিকোদর, নানাভোগ-পুরন্দর, সুভদ্রালালনব্যগ্র রামানুজ, গুণ্ডিচা-রথযাত্রাদি-মহোৎসব-বিবর্দ্ধন, ভক্তবৎসল, চৈতন্যবল্লভ' প্রভৃতি বলিয়া এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'লীলাচল বিভূষণ' ইত্যাদি বলিয়া স্তব করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'নীলাচলে সচল-জগন্নাথ' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন।

শ্রীক্ষেত্র শঙ্খাকৃতি হওয়ায় ইঁহাকে 'শঙ্খক্ষেত্র' বলে। আবার-অনাদিকাল হইতে এই ক্ষেত্রে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের দশাবতার পূজিত হইয়া থাকেন বলিয়া ইহা দশাবতার-ক্ষেত্র নামেও প্রসিদ্ধ। শ্রীভগবান্ নীলমাধবরূপ সূর্য্যের উদয়াচল অর্থাৎ আবির্ভাবক্ষেত্র বলিয়া অথবা এখানে নীলাচল অবস্থিত থাকায় ইহা নীলাচল বা নীলাদ্রি বলিয়া অভিহিত হয়।

উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস তালপত্রে লিপিবদ্ধ হইয়া মর্দ্দলাকারে বদ্ধ থাকায় উহা 'মাদ্‌লাপাঞ্জী' এইরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের ও উড়িষ্যার নৃপতিগণের ইতিহাস লিখিত আছে। এই মাদ্‌লাপাঁজীতে লিখিত আছে—জম্বুদ্বীপে ভারতখণ্ডের উত্তরাংশে দক্ষিণ মহাসাগরের উত্তরতীরে দশযোজন বা চল্লিশ ক্রোশাত্মক শ্রীপুরুষোত্তম-বৈকুণ্ঠমধ্যে দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খাকার শ্রীক্ষেত্রের পঞ্চক্রোশব্যাপী নাভিমণ্ডলে শ্রীভগবান্ গদাচক্রশঙ্খপদ্মধারী নীলমাধব মূর্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

উড়িষ্যার সম্রাট্ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব ১৪৯৭—১৫৪১ খৃঃ অঃ, তৎপূর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তম দেব ১৪৭০-১৪৯৭ খৃঃ অঃ, তৎপূর্ব্বে শ্রীকপিলেন্দ্র দেব ১৪৩৫-১৪৭০ খৃঃ অঃ রাজত্ব করেন। শ্রীকপিলেন্দ্রের ছয়পুরুষ পূর্ব্বে শ্রীঅনঙ্গভীমদেব নামক রাজা শ্রীজগন্নাথ কৃপায় এই শ্রীক্ষেত্রের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবাবৈভব বিস্তার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যে শ্রীমন্দির দৃষ্ট হয়, তাহা এই অনঙ্গভীমদেব দ্বারাই প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর প্রায় অর্দ্ধকোটি মুদ্রাব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত।

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবা স্থায়িভাবে পরিচালনার্থ রাজারা বহু ভূসম্পত্তি ও অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। সেবার এমন সুব্যবস্থা পৃথিবীতে বিরল।

[আমরা শ্রীজগন্নাথধামের অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীক্ষেত্রগ্রন্থ হইতেই আমাদের অধিকাংশ তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।]

ক্রমশঃ

শক্তির পরিণাম

[পণ্ডিত শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা কাব্য-তর্ক (ক)-তর্ক (খ)-ভক্তি-বেদান্ত তীর্থ]

বস্তুর কার্য্য করিবার সামর্থ্য বা যোগ্যতা শক্তি। ইহা বস্তুর ধর্মবিশেষ। এই শক্তি সমস্ত উপাদান ও নিমিত্ত-কারণের স্বরূপভূত। শক্তি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। বীজে যদি অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে বীজ হইতে অঙ্কুর হইত না। যেখানে কারণ বস্তু হইতে কার্য্য দেখা যায় না, সেখানে শক্তির প্রতিবন্ধক স্বীকার করিতে হইবে। মণিমন্ত্রাদির দ্বারা অগ্নির দাহ কার্য্য স্তব্ধ হইতে দেখা যায়। অতএব শক্তি বস্তুর আশ্রিত একটি পদার্থ, বস্তু মাত্র নহে। মণি-মন্ত্রাদির মত কার্য্যের পূর্বে ও পরে বস্তুর শক্তি বিদ্যমান। কার্য্য কাল পাইয়া ব্যক্ত হয়। শক্তির উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলে উহা কার্য্যই হইবে, কারণ হইতে পারিবে না। তাহা হইলে তাহার স্বরূপ হানি হইবে। অতএব শক্তি নিত্যা। ব্রহ্মে যদি জগৎকার্য্যের শক্তি বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মকে জগৎ-জন্মাদির কারণ বলা যাইবে না। ব্রহ্মের এই জগৎ-জন্মাদি শক্তিকে অব্যক্ত, মায়া, প্রকৃতি, প্রধান ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হয়। এই শক্তি সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণরূপা, নির্গুণা নহে। সৃষ্টি ও স্থিতি-কালে শক্তি বা প্রকৃতি অংশ বিশেষে পঞ্চীকৃত স্থূল পঞ্চমহাভূত রূপে পরিণত হয়, সর্বাংশে হয় না। প্রলয়-কালে কারণ রূপে সর্বাংশে অবস্থান করে, অতএব স্বরূপ অবিকৃত থাকে, এইজন্য নিত্যা। ব্রহ্ম নির্গুণ, জগৎ-জন্মাদি শক্তি গুণময়ী, মহৎ, অহংকার, তন্মাত্র প্রভৃতি এই শক্তির কার্য্য।

এই জগৎ-কার্য্য বস্তুর পরিণাম, অথবা শক্তির পরিণাম ইহাই বিচার্য্য। মূল প্রকৃতি অবিকৃতি অর্থাৎ জগজ্জন্মাদি শক্তি কাহারও বিকার বা কার্য্য নহে। মূল প্রকৃতির যদি কারণ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে তাহার কারণান্তর কল্পনা করিতে হয়। তাহা করিতে গেলে কখনই এই কল্পনার বিশ্রাম হইবে না। কাজেই একটি পদার্থে কারণতার পর্য্যবসান স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাহার কার্য্য মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সপ্তপদার্থ— একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ কার্য্যের প্রকৃতি বা কারণ। মহদাদি সপ্ত পদার্থ প্রকৃতির কার্য্য আবার ষোড়শ পদার্থের কারণ। এই সপ্তপদার্থে আপেক্ষিক কারণ ও কার্য্যত্ব উভয় বিদ্যমান, এই জন্য ইহারা প্রকৃতি-বিকৃতি। অবশিষ্ট ষোড়শটি বিকৃতি বা কার্য্য। পুরুষ প্রকৃতি বা বিকৃতি কারণ বা কার্য্য নহে। ইহা সাংখ্যমত। এই মতে পুরুষ বা চেতন জগতের কারণ নহে, ঈশ্বর বলিয়া পৃথক্ কোন তত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। চেতন বহু, বুদ্ধির কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব সৈন্যের জয় পরাজয়ে রাজার জয় পরাজয়ের মত চেতনে প্রতিবিম্বিত বা আরোপিত। চেতন সাক্ষী। প্রকৃতির সন্নিধানে নিজেকে কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদি অভিমান করে। প্রকৃতিরও কর্তৃত্ব পুরুষের সন্নিধানবশতঃ। বৎসের বৃদ্ধির নিমিত্ত যেমন জড় দুগ্ধের ক্ষরণ হইয়া থাকে, সেইরূপ পুরুষের বা চেতনের ভোগ বা মুক্তির নিমিত্ত জড় প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

"অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥"

এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি (শ্বেঃ ৪।৫) ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে সৃষ্টির কারণ বলিয়াছেন। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতির পরিণাম এই জগৎ। চেতন সংযোগ-ব্যতীত প্রকৃতির পরিণাম হয় না। চেতন-সন্নিধানকে নিমিত্ত বলিতে পারা যায়। চেতন-ব্যতীত জড়ের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না।

পাতঞ্জল দর্শন ঈশ্বর স্বীকার করিলেও সাংখ্য দর্শনের মত প্রকৃতিকে জগতের উপাদান-কারণ বলিয়াছেন। বেদান্ত শক্তিমদ্ ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-

কারণ বলিয়াছেন। 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' (১।৪।২৩ ব্রঃ সূঃ)। ব্রহ্মই জগতের উপাদান, কারণ শ্রুতিতে কথিত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত ইহার অনুকূল। উদ্দালক তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে প্রশ্ন করিলেন—তুমি কি সেই উপদেশের বিষয়কে জানিয়াছ, যাঁহাকে জানিলে সকল অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে ? 'উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি (ছাঃ উঃ)। এইটি প্রতিজ্ঞা। এই যে একের জ্ঞানে সকলের জ্ঞান, এইটি উপাদান-কারণের জ্ঞানেই সম্ভব। উপাদান-কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন নয়। নিমিত্ত-কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন। যেমন মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলে ঘট প্রভৃতি সকল মৃত্তিকা-কার্য্যের জ্ঞান হইয়া থাকে। এইটী দৃষ্টান্ত। ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা, কুম্ভকার নিমিত্ত-কারণ, তাহার জ্ঞান হইলে ঘটের জ্ঞান হয় না। সূত্রস্থিত 'চ' শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম নিমিত্ত-কারণও এইরূপ অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ' (১।৪।২৫ ব্রঃ সূঃ)। 'সোঽকাময়ত'—তিনি সৃষ্টির কামনা করিলেন, তদাত্মানং স্বয়মকুরুত'—তিনি নিজে নিজেকে সৃষ্টি করিলেন—এই শ্রুতিতে নিজে সৃষ্টি করিলেন, ইহাতে তিনি সৃষ্টির কর্ত্তা, আর নিজেকে করিলেন ইহাতে সৃষ্টির বিষয় বা কর্ম হইতেছেন। লোকে দেখা যায় কর্ত্তা ও কর্ম পৃথক্, এখানে যিনি স্রষ্টা, তিনিই সৃজ্য। ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হয় ? পরিণামবশতঃ কূটস্থত্ব বা নির্বিকারভাবের অবিরোধী যে পরিণাম, সেই পরিণাম হেতু ব্রহ্ম উপাদান-কারণ।

ব্রহ্মের শক্তি ত্রিবিধা, পরা বা স্বরূপ শক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা বা জীব শক্তি ও অবিদ্যা যাহার কর্ম বা বৃত্তি সেই মায়া বা প্রকৃতি তৃতীয় শক্তি। পরা শক্তির দ্বারা ব্রহ্ম নিমিত্ত-কারণ, জীবশক্তি এবং মায়া শক্তির দ্বারা উপাদান কারণ, সাক্ষাৎ উপাদান নহে। উপাদানের কার্য্যাকারে পরিণাম হয়। ব্রহ্ম কূটস্থ, অপরিণামী, মায়াশক্তিদ্বই অংশে পরিণাম হয়। বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যে বিধি বা নিষেধ বাধিত হইলে বিশেষণে অন্বিত হয়। 'সবিশেষণে হি বিধি-নিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যে বাধে' ইতি ন্যায়াৎ। এই ন্যায় অনুসারে বিশেষ্য ব্রহ্মে পরিণাম বাধিত হওয়ায় বিশেষণ শক্তিতে অন্বিত হইয়াছে। অতএব নিমিত্ত-কারণ কূটস্থ, উপাদান-কারণ পরিণামী।

জীব-শক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে (উপাধিযুক্ত) জীব এবং মায়াশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে স্থূল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। 'তদেবং সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুরূপ শুদ্ধজীবাব্যক্ত শক্তেঃ পরমাত্মনঃ স্থূল চেতনাচেতন বস্তু রূপাণ্যাধ্যাত্মিক জীবাদি পৃথিব্যন্তানি জায়ন্ত ইত্যুক্তম্, ততঃ কেবলস্য পরমাত্মনো নিমিত্তত্বং শক্তি বিশিষ্টস্যোপাদানত্বমিত্যুভয়-রূপতামেব মন্যন্তে।' (পরমাত্মসন্দর্ভ ৬০)। যদিও জীবের পরিণাম নাই, তথাপি বদ্ধজীব দেহাদি পরিণামকে নিজের বলিয়া মনে করে। এ পর্য্যন্ত সশক্তিক ব্রহ্মের বা পরমাত্মার পরিণাম সিদ্ধান্তিত হইল। স্বরূপের পরিণাম হইতে পারে না বলিয়া শক্তির দ্বারা পরিণাম উক্ত হইল। কেবল চেতন-মাত্র সত্তাকে প্রধান-ভাবে বুদ্ধিস্থ করিবার জন্য শ্রুতি নিষ্কল নিষ্ক্রিয় ইত্যাদি প্রকারে নির্বিশেষ ব্রহ্মের বর্ণনা করিয়াছেন। আবার অচিৎ সত্তাকে প্রধান ভাবে বুঝাইবার জন্য প্রকৃতিকে জগৎ কার্য্যের কারণ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, বা তাহাকেই ভোগ মোক্ষের কারণ বলিয়াছেন। জীব তটস্থ শক্তি বলিয়া কখন চেতনের অন্তর্গত রূপে কখন বা অচিতের অন্তর্গত রূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

বস্তুতঃ পরমতত্ত্ব একই (বহু নহে)। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তিতে সর্বদাই স্বরূপ, স্বরূপবৈভব, জীব ও প্রধান এই চারি প্রকারে অবস্থান করিতেছেন। স্বরূপ শক্তি দ্বারা পূর্ণ ভগবৎ-স্বরূপ ও বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভব রূপে, তটস্থ শক্তির দ্বারা চিদেকাত্মা শুদ্ধ জীব রূপে, বহিরঙ্গা মায়া শক্তির দ্বারা বহিরঙ্গবৈভব জড় প্রধান রূপে অবস্থান করিতেছেন। যেমন সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থ তেজমণ্ডল, মণ্ডল হইতে বহির্গত রশ্মি ও তাহার প্রতিচ্ছবিরূপে অবস্থান করিতেছে। একদেশস্থিত দীপাদির প্রভা যেমন বিস্তৃত, সেইরূপ ব্রহ্মের অচিৎ শক্তিকৃত বিস্তার এই জগৎ।

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥" (বিঃ পুঃ)

ভগবান্ চিদচিৎশক্তিযুক্ত। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মাকে পরমেশ্বররূপে স্তুতি করিতে 'চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায়' (ভাঃ ৭।৩।৩৪) বলিয়াছেন। যেমন কাল, আকাশ প্রভৃতি নিকটে অবস্থান হেতু বৃক্ষের কারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ পরিণাম বশতঃ হরি বিশ্বের কারণ। হরি সকল কারণস্বরূপ হইয়াও নির্ব্বিকার ইহা কালাদি দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন। হরি যে বিশ্বের উপাদান কারণ, তাহাও প্রকৃতি দ্বারাই, স্বরূপে নহে।

"সন্নিধানাদ্ যথা কালাকাশাভ্যাঃ কারণং তয়োঃ।
তথৈব পরিণামেন বিশ্বস্য ভগবান্ হরিঃ॥"

বিঃ পুঃ ২।৭।৩৬ টীঃ—

সর্বকারণভূতস্যাপি হরের্নির্বিকারত্বং দৃষ্টান্তেনাহ সন্নিধানাদিতি। উপাদানত্বমপিহরেঃ প্রকৃতিদ্বারৈব, নতু স্বরূপেণেতি ভাবঃ। যেমন চিন্তামণি স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া স্বর্ণাদি প্রসব করে বা ঊর্ণনাভি (মাকড়শা) অবিকৃত থাকিয়া তন্তুর সৃষ্টি ও উপসংহার করে সেইরূপ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম পরিণত না হইয়াই অবিকৃত থাকেন। অচিন্ত্য (মায়া) শক্তি দ্বারা পরিণত হন, স্বরূপে পরিণত হন না। 'তত্র চাপরিণতস্যৈব যতোঽচিন্ত্যয়া শক্ত্যা পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাসমানস্বরূপ-ব্যূহরূপদ্রব্যাখ্যশক্তিরূপে নৈব পরিণমতে নতু স্বরূপেনেতি গম্যতে যথৈব চিন্তামণিঃ' (পরমাত্ম সং ৫৮)।

অতএব পরমাত্মা যে জগতের উপাদান এই সিদ্ধান্তের হানি হয় না, কারণ পরমাত্মাই মূল। এই জগতের উপাদান যে প্রকৃতি, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা যে পরম পুরুষ (পরমাত্মা), গুণের বিক্ষোভ দ্বারা জগৎ কার্য্যের অভিব্যঞ্জক যে কাল, এই ত্রিতয় ব্রহ্ম স্বরূপ আমিই। প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষ পরঃ। সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালোব্রহ্ম তত্ত্রিতয়স্ত্বহম্। (ভাঃ ১১।১৪।১৯)।

অতএব কোথাও ব্রহ্ম উপাদান কোথাও বা প্রকৃতি উপাদান বলিয়া কথিত হইয়াছেন। 'তত্ত্বতোঽন্যথাভাবঃ পরিণামঃ, নতু তত্ত্বস্য।' তত্ত্বত অর্থাৎ তাত্ত্বিক অন্যথাভাব পরিণাম, তত্ত্বের অন্যথাভাব অর্থাৎ অন্যপ্রকার অবস্থিতি নহে। অতএব শক্তিরই পরিণাম হয়। সেই শক্তি ব্রহ্মের অধীন বলিয়া কার্য্যোৎপাদন করে। "তদধীনত্বদর্থবৎ" (১।৪।৩ ব্রঃ সূঃ)। পরিণামে শক্তির স্বাতন্ত্র্য নাই, যেহেতু অচিৎ আর প্রকৃতির জ্ঞান হইলে জীব বা ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না পরন্ত ব্রহ্মের জ্ঞান দ্বারা সকলের জ্ঞান হইয়া থাকে। এই জন্যই বেদান্ত পরমাত্মা বা ব্রহ্মের পরিণাম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—কখন প্রেমধন লাভ হইবে?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—যখন প্রচুর গুরুকৃপা হয়, তখনই প্রেমধন লাভ হয়—শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জননীকে এই কথা বলিয়াছেন।

ইত্যাস্য গিরমধিগম্য গৌরচন্দ্রঃ
স্নেহার্দ্রঃ প্রতিবচনং দদৌ জনন্যৈ।
তস্মাত্তব ভবিতা চিরেণ নূনং
যত্তে স্যাদ্‌গুরুতর-বৈষ্ণবানুকম্পা॥

(চৈঃ চঃ মহাকাব্য ৫ম সর্গ ৬ শ্লোক)

প্রশ্ন—শ্রীগদাধর পণ্ডিত কি সাক্ষাৎ রাধা?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

শুক বলে, বৃন্দাবন নবদ্বীপ হইল।
রাধাকৃষ্ণ গৌরহরি-রূপে দেখা দিল॥
আমি শুক এই বনে গৌর-নাম গাই।
তুমি মোর কৃষ্ণ, রাধা এই যে গদাই॥
গদাই-গৌরাঙ্গ মোর প্রাণের ঈশ্বর।
আন কিছু মুখে না আইসে অতঃপর॥

(প্রেমবিবর্ত্ত)

প্রশ্ন—কৃষ্ণস্মরণ বা কৃষ্ণস্পর্শই কি ভক্তি ?

উত্তর—না। কৃষ্ণসুখের জন্য যে কৃষ্ণস্পর্শ বা কৃষ্ণস্মরণ, তাহাই কৃষ্ণভক্তি। কৃষ্ণের বিরোধী হইয়া ভয়ে কংসের ন্যায় অনুক্ষণ কৃষ্ণচিন্তা এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে কংসের কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শ ভক্তি ত' নহেই পরন্তু অভক্তি।

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলন ভক্তি নহে। শাস্ত্র বলেন—আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা। ভজনে কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্যং, ন তু স্বসুখে।

প্রশ্ন—মহাপাপী লোকের কোন্ কোন্ বস্তুতে বিশ্বাস হয় না ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

স্বল্পপুণ্যবান্ অর্থে অতি অল্পপুণ্যবান্ অর্থাৎ মহাপাপী।

যাহারা মহাপাপী, তাহাদের অন্নব্রহ্ম মহাপ্রসাদে, দারুব্রহ্ম বা শিলাব্রহ্ম ভগবদ্‌বিগ্রহে বা শালগ্রামে, শব্দব্রহ্ম হরিনামে এবং নরব্রহ্ম শ্রীগুরুদেবে বিশ্বাস হয় না।

মহাপ্রসাদ, ভগবদ্‌বিগ্রহ, হরিনাম ও গুরু—এ চারিটাই ব্রহ্মবস্তু, ভগবদ্‌বস্তু, অপ্রাকৃত বস্তু। মহাভাগ্যফলেই এই চারিটী ব্রহ্মবস্তুতে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হয়। পাপমলিন চিত্তে অপ্রাকৃত বস্তুতে বিশ্বাস হওয়া সম্ভব নয়। তাই শাস্ত্র বলেন—

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরৌ তথা।
অনেক-জন্মজনিত-পুণ্যরাশিফলং মহৎ
সৎসঙ্গ শাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

প্রশ্ন—প্রকৃত মঙ্গলের কথা বলা ও শুনার লোক কি দুর্ল্লভ ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্ল্লভঃ॥
(রামায়ণ)

আমাদের মনের মত কথা বলার লোক অনেক পাওয়া যায় কিন্তু অপ্রিয় হইলেও মঙ্গলকর নিখুঁত সত্য কথার কীর্ত্তনকারী বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্ল্লভ।

প্রশ্ন—কে বিদ্যা বা ভক্তিলাভ করিতে পারে ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

অহেরিব গণাদ্ভীত সম্মানান্নরকাদিব।
রাক্ষসীভ্য ইব স্ত্রীভ্য স বিদ্যামধিগচ্ছতি॥

যিনি লোকসংঘট্টকে সর্পের ন্যায় ভয় করেন, সম্মানকে নরকের ন্যায় মনে করেন, রাক্ষসী সদৃশী স্ত্রীগণ হইতে দূরে থাকেন, তিনি সাধুগুরু কৃপায় বিদ্যা বা ভক্তি লাভ করিতে পারেন।

ভগবদ্ভক্তিই প্রকৃত বিদ্যা। শাস্ত্র বলেন—

প্রভু কহে, কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার ?
রায় কহে, কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥
'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।'

প্রশ্ন—গুরুগত বিদ্যা কে লাভ করিতে পারে ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

যথা খনন্ খনিত্রেণ নরো বার্য্যধিগচ্ছতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি॥

মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে যেরূপ জল পাওয়া যায়, তদ্রূপ গুরুসেবা দ্বারা গুরুগত বিদ্যা লাভ হয়।

প্রশ্ন—ভগবৎপ্রদত্ত দণ্ডও কি ভগবানের দয়া ?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—

লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্য যথার্ভকে।
তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ॥
(শ্রীশ্রীধর স্বামী টীকা ধৃত শাস্ত্র বাক্য)

মায়ের তাড়নটী নিষ্ঠুরতা নহে। মায়ের লালন ও তাড়ন উভয়ই যেমন কৃপা, তদ্রূপ ভগবানের প্রদত্ত সুখ দুঃখ প্রভৃতি সকল ব্যবস্থাই মঙ্গলকর ও করুণার নিদর্শন।

প্রশ্ন—ভগবান্ কিভাবে প্রকাশিত হন ?

উত্তর—ভগবান্ প্রথমে শ্রবণে, তৎপরে রসনে এবং তাহার পর মনে ও নয়নে কৃপা পূর্ব্বক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই ভগবান্ শ্রীহরি প্রকাশিত হন। সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত শ্রবণ-কীর্ত্তন হয় না এবং ভগবানও কৃপা করেন না। এই জন্য আদৌ গুরুচরণাশ্রয় ও গুরুসেবার কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলেন—

সাধু-শাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
'কৃষ্ণনাম স্ফুরে মুখে, মনে-নেত্রে কৃষ্ণ।'

(চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—শ্রীগুরুদেব কি ভক্তরাজ এবং ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'নাহমিজ্যা' শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা বলেন—'গুরোর্ভক্তবরত্বাৎ মৎপ্রকাশত্বাচ্চ।' অর্থাৎ গুরু ভক্তশ্রেষ্ঠ এবং ভগবৎপ্রকাশমূর্ত্তি।

মদীশ্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন—সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ Predominating Absolute, আর শ্রীগুরুদেব Predominated Absolute.

প্রশ্ন—মন্ত্রদাতা গুরু কি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজ্য ?

উত্তর—হাঁ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন—

পিতুঃ শতগুণে মাতা মাতুঃ শতগুণে তথা।
বিদ্যা মন্ত্রপ্রদাতা চ গুরুঃ পূজ্যঃ শ্রুতের্মতঃ ॥

পিতা অপেক্ষা মাতা শতগুণে পূজনীয়। আবার মাতা অপেক্ষা ভক্তিপ্রদাতা ও মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুদেব শতগুণে পূজনীয়, ইহাই বেদের মত।

প্রশ্ন—গুরু বন্দনাটী কি ?

উত্তর—আশ্রয় করিয়া বন্দোঁ শ্রীগুরুচরণ।

যাঁহা হৈতে মিলে ভাই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
জীবের নিস্তার লাগি' নন্দসুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি' ॥
মহিমায় 'গুরু' 'কৃষ্ণ' এক করি' জান।
গুরু-আজ্ঞা হৃদে সদা সত্য করি' মান ॥
সত্যজ্ঞানে গুরুবাক্যে যাঁহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাঁহার হয় ব্রজধামে বাস ॥
যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন।
কোন বিঘ্নে সেই নাহি হয় অবসন্ন ॥
কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে ॥
গুরু মাতা, গুরু পিতা, গুরু হন সার !
গুরু বিনা এ জগতে গতি নাহি আর ॥
গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি না কর কখন।
গুরুনিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ ॥
গুরুনিন্দকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরুনিন্দা তথা না যাইবে ॥
গুরুপাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা-ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি ॥
হেন গুরুপাদপদ্ম করহ বন্দনা।
যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা ॥
গুরুপাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি' বন্দি আমি তাঁহার চরণ ॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম হৃদে করি' আশ।
শ্রীগুরুবন্দনা করে সনাতন দাস ॥

প্রশ্ন—আত্মার মধ্যে অচিদ্‌বৃত্তি আছে কি ?

উত্তর—জীবাত্মাতে কোন অচিদ্‌বৃত্তি বা মায়ার ধর্ম্ম নাই। যে স্থানে বদ্ধজীবে অচিদ্‌বৃত্তি দৃষ্ট হয়, সেখানে জীবাত্মস্বরূপ সুপ্ত বা স্তব্ধ। চিদাভাস মনই সেস্থানে অচিতের ক্রিয়ায় ব্যস্ত আছে। জীবাত্মস্বরূপে কৃষ্ণসেবা-বৃত্তি বা চিদ্‌বৃত্তি ব্যতীত অন্য কোনও ক্রিয়া নাই। বিবর্ত্তক্রমে জীব চিদাভাসের ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ কাহাকে বলে ?

উত্তর—যাঁহারা নিত্যকাল হরিসেবোন্মুখ, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ ; আর যাঁহারা নিত্য-বহির্ম্মুখ পরন্তু ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপায় সেবোন্মুখ হইয়া ভজন করিতে করিতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সাধনসিদ্ধ।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—সঙ্গী কাহাকে বলা যায় ?

উত্তর—সঙ্গ অর্থাৎ সম্যক্ গমন করেন যিনি, তাঁহাকেই সঙ্গী বলে। যিনি অনুক্ষণ সঙ্গ করেন না, তাঁহাকে সঙ্গী বলা যায় না, তিনি ভক্ত হইতে পারেন।

সঙ্গী অর্থে পার্ষদ। আমাদের গুরুবর্গ সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গী। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—মায়া জিনিষটী কি?

উত্তর—মীয়তে অনয়া ইতি মায়া। যাকে মেপে নেওয়া যায়, তাহাই মায়া। মা—যা=মায়া। নহে যাহা, তাহাই মায়া। নশ্বর, অনিত্য বস্তুমাত্রেই মায়া। ভগবান্ নহে যাহা, তাহাই মায়া। ভগবান্ মায়াধীশ, তাঁকে মাপা যায় না।

খৃষ্টানদের মতে যেমন Godhead একটী আলাদা, Satan একটী আলাদা, শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত মায়া সেরূপ নহে। ভাগবত School এর মতে মায়া পূর্ণপুরুষ ভগবানে Condemned State এ (অপাশ্রিতভাবে) আছে—মায়াবশযোগ্য অণুচিৎ জীবের প্রতি বিশেষ রূপে দণ্ডবিধান কর্‌বার জন্যে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভগবান্ কি জীবের স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন?

উত্তর—জীব বিভুচৈতন্য পরমেশ্বরের অণু-অংশ। সমুদ্রে যে জলধর্ম্ম আছে, বিন্দুতেও সেই জলধর্ম্ম অণু-পরিমাণে আছে। বিভুচৈতন্য ভগবান্ পরমস্বতন্ত্র, অণুচিৎ জীবেও তদনুপাতে স্বতন্ত্রতা রয়েছে। জীব সৃষ্টবস্তু নহে, জীব নিত্য বস্তু। জীব জড় বস্তু নহে, জীব চেতন বস্তু। জীবের স্বতন্ত্রতা কাহারও প্রদত্ত নহে। চেতন জীবের সত্তাতেই স্বতন্ত্রতা স্বাভাবিকভাবেই আছে। জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ক'রেই কষ্ট পাচ্ছে। ভগবান্ কাহারও স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন না। তিনি চেতনধর্ম্মের হন্তারক নহেন। ভগবান্ দয়ার সাগর। তাই তিনি চেতন জীবকে চেতনবৃত্তির সদ্ব্যবহার ও অসদ্-ব্যবহারের কথাগুলি জানিয়ে দেন মাত্র। যিনি সেই সব ভগবদুপদেশ বা শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ ক'রে ভগবদ্ভজন করেন, স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করেন, তাঁরই মঙ্গল হয়। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কর্ত্তা কে?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

পরমেশ্বরং বিনাহং ত্বং কর্ত্তেতি ভ্রান্তিঃ।
নাহং কর্ত্তা ন কর্ত্তা ত্বং কর্ত্তা যস্তু সদা প্রভুঃ॥
(মোক্ষধর্ম্মে)

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র কর্ত্তা। জগদীশ্বর ব্যতীত আমি বা তুমি কর্ত্তা, ইহা মনে করা ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতা।

শাস্ত্র আরও বলেন—

এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেইমত কর্ম্ম করে সকল ভুবন॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১৮-১৯)

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥
(চৈঃ চঃ)

গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।'

প্রশ্ন—জীবের চালক কে?

উত্তর—বিষ্ণুই সর্ব্বজীবের নিয়ামক ও ঈশ্বর। জীব-সকল যে যে কর্ম্ম ক'রে থাকে, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল দান করেন। পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে জীবের প্রবৃত্তি ঈশ্বরের প্রেরণা-দ্বারা কার্য্য কর্‌তে থাকে। জীব হেতুকর্ত্তা বা প্রযোজ্য কর্ত্তা, আর ঈশ্বর প্রযোজক কর্ত্তা। জীব নিজ কর্ম্মের কর্ত্তা হ'য়ে যে ফল ভোগের অধিকারী এবং যে ভাবী কর্ম্মের উপযোগী হ'চ্ছে, সে সকল ফলভোগে ও কার্য্য করণে প্রযোজক-কর্ত্তৃরূপে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব রয়েছে। ঈশ্বর ফলদাতা। আর জীব ফল-ভোক্তা।

শরণাগত ভক্তগণকে ভগবান্ স্বয়ংই চালিত করেন। বহির্ম্মুখ জীবগণ মায়াশক্তি দ্বারা চালিত হয়। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভক্তি জিনিষটী কি?

উত্তর—ভগবৎসুখানুসন্ধানই ভক্তি। ভক্তি কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য্যময়ী, ন তু স্বসুখময়ী। ভক্তি দেহ-মনের ধর্ম্ম নহে। ভক্তি আত্মার স্বাভাবিকী নিত্যা বৃত্তি—ইহাই জীবের স্বরূপের একমাত্র নিত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আত্মস্বরূপে অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। ইতরবৃত্তিসমূহ আত্মার ধর্ম্ম নহে, জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম নহে, ঐগুলি বিরূপের ধর্ম্ম, এজন্য তাহা পরিবর্ত্তনশীল ও অনিত্য। এই ভক্তি শোক-মোহ-ভয়াপহা। দ্বিতীয় অভিনিবেশ ক'রেই ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ ভিন্ন অন্য প্রতীতিই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। ভক্তি একান্ত নিবেশময়ী, ভগবন্নিষ্ঠাময়ী, কৃষ্ণাভিনিবেশময়ী।

(প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বর্ষারম্ভে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদের শ্রীচৈতন্যবাণী-সম্বর্দ্ধনা

আজ শ্রীচৈতন্য-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর। সর্ব্বাগ্রে আমরা এই প্রাকট্য বাসরের বন্দনা করি। শ্রীগৌরকরুণা-শক্তি তাঁহারই শ্রীমুখামৃতদ্রবসংযুত অষ্টমবর্ষীয় শ্রীচৈতন্যবাণী জয়যুক্তা হউন।

শ্রীচৈতন্য-বাণীর বাচ্য ও বাচক উভয়বিধ স্বরূপই প্রকটিত হইয়া কলিহত স্বরূপবিস্মৃত জীবকুলের স্বরূপোদ্বোধন এবং তাহাদের সাধ্যসাধননির্ণয় করতঃ নিঃশ্রেয়োলাভের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ছদ্ম-সাধুবেশধারী ধর্ম্মবক্তৃগণের তথা লেখকগণের কাপট্য শ্রীচৈতন্যবাণী ভাগবতার্ক-মরীচিমালা-দ্বারা বিদূরিতকরণে যত্নশীলা রহিয়াছেন। দেশে দেশে যে সময়ে রজস্তমো গুণের অভাবনীয় তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছে, দেশ-সেবার নামে যে সময়ে কাপট্যের রকমারি মূর্ত্তি প্রকাশিত, রাগ-দ্বেষের, কাম-ক্রোধাদির অগ্নিতে যে সময়ে জীবনিচয় দগ্ধীভূত, সেই সময়ে সর্ব্বসন্তাপহারী বাস্তব পরমমঙ্গলবিধায়িনী হে শ্রীচৈতন্যবাণি, আপনার আবির্ভাব আমরা ঔদার্য্য-লীলা-রসময় শ্রীগৌর-কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধা দয়া বলিয়াই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এইরূপ সর্ব্বসংশয়ছেত্রী সর্ব্বজনসুহিতকারিণী শ্রীচৈতন্যবাণী আমাদিগকে ঘোর অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন অবস্থায়ও বাস্তব-জ্ঞানালোকে প্রোদ্ভাসিত করিতেছেন। সজ্জন দুর্জ্জন সকলেই শ্রীচৈতন্যবাণীর কৃপাসিক্ত হউন, সকলে শ্রীচৈতন্যবাণীর অসমোর্দ্ধ্বা মহিমা উপলব্ধি করুন, সকলে নির্ম্মৎসর হইয়া শ্রীচৈতন্য-কৃষ্ণের প্রেম-সেবাধিকারী হউন। শ্রীচৈতন্যবাণী জয়যুক্তা হউন। তাঁহার সেবকগণ লেখক ও পাঠকবর্গ জয়যুক্ত হউন। শ্রীচৈতন্যবাণী জগতে অকাতরে কৃপাবর্ষণ করুন, ইহাই আমার পুনঃ পুনঃ সকাতর প্রার্থনা।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, আসাম

শ্রীব্যাস-পূজা-বাসর

১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮।

শ্রীল প্রভুপাদ-বন্দনা

যেদিন গোলোক হইতে আসিল মোদের পরমগুরু।
সেদিন বিশ্ববাসীর মানসে আনন্দ হ'ল সুরু॥
জাগিল জগত জনের হৃদয়ে পুলকের শিহরণ।
ধরণী সাজিল অপরূপ বেশে বহে মৃদু সমীরণ॥
সেই শুভতিথি সমাগত আজি মোদের পুণ্যবলে।
বন্দিব তারে অতিসযতনে মিলিয়া ভকত-দলে॥
বন্দিব আজি পরম-গুরুর চরণপদ্মদল।
তাহাতে পাইব শ্রীহরিভজনে হৃদয়ে নবীন বল॥
সে মহাপুরুষ যদি না আসিত এই মর ধরণীতে।
শুদ্ধভকতি-প্রবাহ হইত প্রবাহিত কোন পথে॥
যে ভকতি-কথা আদি কাল হ'তে ভাগবতে বর্ণিত।
আচরণ করি যা'হ মহাপ্রভু করেছিল প্রচারিত॥
গোস্বামিগণ নানাবিধ মতে জগতে প্রচার করি।
মহাউপকার করিল সাধন জনগণ দুঃখ হেরি॥
কালক্রমে সেই শুদ্ধা ভকতি হ'য়েছিল কলুষিত।
পুণ্যকরম সমান বলিয়া এজগতে প্রচারিত॥
ভকতির নামে নানা অনাচার চলিতে লাগিল ক্রমে।
নানাদোষ আসি প্রবেশ করিল বৈষ্ণব ধরমে॥
ভকতি যে হয় পরমধর্ম্ম ভুলিল মানবগণ।
বৈষ্ণব নামে নাসা কুঞ্চন ঘৃণায় পূরিল মন॥
এমন সময়ে গোলোকের পতি তাঁর প্রিয় নিজ-জনে।
পাঠাইয়া দিল বিশ্বমাঝারে জীবের উদ্ধারণে॥
পুরুষোত্তমসেবা প্রকাশিতে পুরুষোত্তম ধামে।
জনম লভিলা ভাগবত গৃহে ভকতিবিনোদ নামে॥
একদা যে জন তারিবে জগত নাশিবে জীবের ক্লেশ।
মাতৃ-অঙ্ক উজল করিল ধরিয়া শিশুর বেশ॥
জগতের গুরু বলিয়া যে জন পূজিত হইবে ভবে।
মহিমা তাঁহার শৈশব হ'তে প্রকাশিত নানা ভাবে॥
একদা জননী শিশুরে লইয়া প্রণমে জগন্নাথে।
প্রসাদীমালা খসিয়া পড়িল প্রণত শিশুর মাথে॥
রুচি পরীক্ষায় সকল ছাড়িয়া পরশিল ভাগবত।
পরশে তাঁহার চলিল একদা জগন্নাথের রথ॥
জড়বিদ্যায় দক্ষ হ'লেও বিষয়বাসনা ত্যজি।
নিয়োজিল তারে শ্রীহরিসেবায় ভগবৎ প্রেমে মজি॥

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া শ্রীহরি ভজন করি।
ভকতিধর্ম্ম প্রচার করিল সন্ন্যাসিবেশ ধরি॥
অপূর্ব তাঁর প্রচার মহিমা হেরি জাগে বিস্ময়।
যেথায় যেমন প্রয়োজন হয় তাহারেই নিয়োজয়॥
মঠ-মন্দির প্রকট করিয়া ভারতের নানাস্থানে।
ভকতিরবাণী শুনাইলা জীবে শ্রীহরি মহিমা গানে॥
ভগবল্লীলা আলোকচিত্রে করিয়া প্রদর্শন।
প্রতীপজনেও শ্রীহরির প্রতি করিল আকর্ষণ॥
জড়বিজ্ঞান যাহা হয় আজি বিষয় সুখের মূল।
তাহারেও তিনি করিলেন হরিভজনের অনুকূল॥
ব্যাখ্যাত হ'য়ে প্রকাশিত হ'ল ভকতি শাস্ত্র যত।
ভকতি প্রচারে নিয়োজিত তাঁর প্রচেষ্টা এইমত॥
ভগবদ্ধাম-পরিক্রমার করিয়া প্রবর্ত্তন।
গৃহমেধিগণে টানিয়া আনিল হরিপ্রতি দিতে মন॥
শিষ্যের প্রতি আচরণে তাঁর স্নেহ ও শাসন ছিল।
বয়ঃকনিষ্ঠ জনেও 'আপনি' বলিয়া সম্বোধিল॥
বহু সুধীজন আকৃষ্ট হ'ল তাঁর প্রচারের ফলে।
বিরাট গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল, ক্রমে বাড়ে দলে বলে॥
দৈনিক আদি বহু পত্রিকা প্রকাশ করিয়া সবে।
শুদ্ধভকতি ধারার প্রবাহ বহাইল এই ভবে॥
যাহা একদিন অসাধু প্রভাবে হইল লুপ্ত প্রায়।
তাহাই আবার জাগিয়া উঠিল উজ্জ্বল মহিমায়॥
হরিনাম আর ভকতি-সাধন-মহিমা জানিল লোকে।
প্রকৃত ধরম-তত্ত্ব হেরিল জ্ঞানোজ্জ্বল চোখে॥
মোদের মতন কত পাপীজন তাঁহার করুণা লভি।
শ্রীহরি ভজনে সুযোগ পাইল শ্রীগুরুচরণ সেবি॥
না আসিলে তিনি পাইত কি লোকে ভকতির আস্বাদ।
বিবিধ প্রকার ধরম সাধনে পাইত মনে বিষাদ॥
আজ তাঁর এই প্রকট বাসরে তাঁহার করুণা যাচি।
হরি, গুরু আর ভকত-সেবায় থাকে যেন সদা রুচি॥
বিপর্য্যয়ের তাণ্ডব চলে রাষ্ট্রিক, সামাজিক।
তার মাঝে যেন রাখিবারে পারি সুদৃঢ় সকল দিক॥
সে মহাপুরুষে প্রণতি জানাই ভকতি নম্র শিরে।
এড়াইতে পারি যেন গো তাহারে, যে-মায়া র'য়েছে ঘিরে॥

শ্রীচরণকৃপাপ্রার্থী—শ্রীবিভুপদ পণ্ডা।

তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে

সুরম্য নব-শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসব

ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে নেফার সন্নিকটবর্ত্তী আসাম প্রদেশস্থ দরং জেলার সদর তেজপুর সহরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিগত ২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী সোমবার পরমমঙ্গলময়ী শ্রীঅদ্বৈত-সপ্তমী তিথিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ সপার্ষদে সংকীর্ত্তনমুখে এক সুবিশাল শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রকার সুউচ্চ সুরম্য শ্রীমন্দির এতদঞ্চলে প্রথম নির্ম্মিত হইল। বিগত ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে (বাং ১৩৫৪) এই মঠটী তেজপুরে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরজনীকান্ত পাল মহোদয়ের প্রদত্ত জমীতে সর্ব্ব প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন, পরে ১৯৫০ খৃঃ (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ) শ্রীপঞ্চমী তিথিতে উহাতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নমোহনজীউ শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হন। অতঃপর তাঁহাদেরই অহৈতুকী কৃপায় এবার দরং টী এষ্টেটের স্বত্বাধিকারী বদান্যবর শ্রীভগবৎপ্রসাদ আগরওয়ালা মহোদয় তথায় নিজব্যয়ে পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট একটী পরম সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই নবমন্দির এবং তাহার শীর্ষদেশে চক্র-ধ্বজাদি ও মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীরাধানয়নমোহন জীউর অতীব নয়ন-মনোহর শ্রীবিজয়বিগ্রহযুগল প্রতিষ্ঠার যাবতীয় সেবানুকূল্যও তিনিই বিধান করেন। ২১ মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার শুভ অধিবাসকৃত্য এবং তৎপরদিবস প্রায় সর্ব্বদিবসব্যাপী প্রতিষ্ঠার যাবতীয় কৃত্য বৈষ্ণব স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসোদ্ধৃত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রাদি সাত্বতশাস্ত্রবিধানানুযায়ী সুসম্পন্ন হইয়াছেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ প্রমুখ সতীর্থ এবং শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণের সহায়তায় স্বয়ংই অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে বাস্তুযাগ, বৈষ্ণবহোম, অভিষেক, ষোড়শোপচার পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি যাবতীয় সেবাকার্য্য যথাশক্তি বিধিসম্মতভাবে সম্পাদন করিয়াছেন। বিশেষতঃ শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-করতালাদি মাঙ্গলিক বাদ্য-ধ্বনিসহ শুদ্ধভক্ত কণ্ঠনিঃসৃত গগনপবনভেদী উচ্চ সংকীর্ত্তন ও মুহুর্ম্মুহুঃ জয়ধ্বনি মধ্যে প্রতিষ্ঠাকৃত্যদর্শনে ভক্তমাত্রেরই হৃদয় অতীব আনন্দোৎফুল্ল হইয়াছিল। শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহদর্শনার্থ অগণিত নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। ভক্তবর শ্রীভগবৎপ্রসাদ আগরওয়াল এবং অন্যান্য মাড়োয়ারী ও আসাম প্রদেশস্থ ভক্তসজ্জনমণ্ডলী প্রতিষ্ঠাকৃত্যাদি দর্শনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। আসাম প্রদেশের বিভিন্ন জেলা ও পার্ব্বত্য জাতির মধ্য হইতে বহু শত ভক্ত এবং বাংলা দেশ হইতেও বহু ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করায় মঠে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তি-গণের এক অপূর্ব্ব মিলন সমাবেশ সংঘটিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের উদার প্রেমধর্ম্মে ভগবদ্দাসানুদাসসূত্রে সর্ব্ব জীবই যে এক মিলনসূত্রে আবদ্ধ তাহার বাস্তব রূপায়ণ সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শিত হইল। মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে মহোৎসবে সহস্র সহস্র স্থানীয় নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

২৩ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহযোগে সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। সহস্র সহস্র নরনারীর মধ্যে রথাকর্ষণে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীমঠের দ্বিতল নাট্যমন্দির, ভোগঘর, মঠের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাচীর ও প্রবেশদ্বারাদি নির্ম্মাণসেবায় যাঁহারা আনুকূল্য করিয়াছেন তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য বদান্যবর শ্রীরামকুমার হিমৎসিংকা। এতদ্ব্যতীত তেজপুর গণেশ মিলের স্বত্বাধিকারী শ্রীজগন্নাথবাবু ও শ্রীরামকুমারবাবু, শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী (শ্রীচুণীলাল দত্ত), শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস, শ্রীযতীন্দ্র নাথ মৈত্র, টাংলার শ্রীশশধর ঘোষ,

ডাঃ শ্রীসুনীল আচার্য্য প্রভৃতি সজ্জনগণও প্রচুররূপে আনুকূল্য করেন। উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত করিতে যাঁহারা বিবিধ ভাবে চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তন্মধ্যে ডাঃ শ্রীসুনীল আচার্য্য, শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, শ্রীসমরেন্দ্র মজুমদার ও শ্রীগৌরাঙ্গ মণ্ডল এবং মঠরক্ষক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ব্রহ্মচারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহিরাগত পূজনীয় স্বামীজীগণ ও ভক্তবৃন্দের নিজগৃহে বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া শ্রীহীরালাল দে সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

নব শ্রীমন্দির ও নববিজয়বিগ্রহযুগলের প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীমঠের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নমোহন জীউ অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের নব শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় উপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে গত ২০ মাঘ, ৩ ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ২৪ মাঘ, ৭ ফেব্রুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত পাঁচটী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। তেজপুর মিউনিসিপাল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীশ্রীকান্ত শর্ম্মা, ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ শ্রী ডি, এন্, বরা, ডেপুটী কমিশনার শ্রীঅনিলকুমার চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীদেবেশ্বর গোস্বামী এম্-এ বেদান্ততীর্থ ও শ্রীমহাদেব শর্ম্মা যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত হন। শ্রীভগবৎপ্রসাদ আগরওয়াল, দরং কলেজের বঙ্গ সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীঅজয় কুমার বসু, মুক্তাপুর সত্রাধিকারী শ্রীউমাকান্ত গোস্বামী, বি-এ, বি-টি, মুনিকুল আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীবিপিন চন্দ্র গোস্বামী বেদ-কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, তর্ক-ব্যাকরণশাস্ত্রী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ প্রভৃতি বাংলাদেশ হইতে আগত বৈষ্ণবাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতিগণ এবং শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, মঠের সহ-সম্পাদক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্ সি, বিদ্যারত্ন, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন। 'শ্রীভগবদ্বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা', 'তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায়', 'শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা', 'সাধ্য ও সাধননির্ণয়' এবং 'যুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন' এই কএকটী বিষয় যথাক্রমে সভায় আলোচিত হয়।

তেজপুর মিউনিসিপাল বোর্ডের চেয়ারম্যান **শ্রীশ্রীকান্ত শর্ম্মা** ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"আজ ধর্ম্মসভায় 'শ্রীভগবদ্বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে বিভিন্ন আচার্য্যগণ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভাবে যেরূপ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন তা' বর্ত্তমানযুগের বস্তুতন্ত্রবাদেরদ্বারা প্রভাবান্বিত মানবগণের চেতনতা সম্পাদনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দেশবাসিগণের মধ্যে দম্ভ, স্বেচ্ছাচারিতা, বৃথা কলহ, ক্ষমতার লোলুপতা ইত্যাদি বিস্তৃতি লাভের মূল কারণ ধর্ম্মবিস্মৃতি। স্বামীজীগণ বুঝালেন আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলে গিয়েছি, এজন্য প্রয়োজননির্ণয়ে ভ্রান্তি হওয়ায় আমাদের শান্তি লাভের প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ভগবৎসম্বন্ধে প্রত্যেক জীবের সহিত প্রত্যেক জীবের ওতপ্রোত সম্বন্ধ রয়েছে। একজনের অনিষ্ট করলে প্রতিক্রিয়ায় আমারই অনিষ্ট হবে এই ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবে আমরা প্রতি পদে পদে অশান্তি ভোগ করছি। স্বামীজীগণের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁ'রা কেবল সহরেতে ধর্ম্মপ্রচার নিবদ্ধ না রেখে গ্রামে গ্রামে এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলেও এই ভাবে প্রচার করতে থাকুন। আমাদের ভারতীয় ধর্ম্মের অত্যুৎকর্ষতা উপলব্ধি করতে না পেরে বহু দেশবাসী ধর্ম্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। অদ্যকার প্রধান অতিথি শ্রীভগবৎপ্রসাদ আগরওয়াল মহোদয় সুদূর পূর্বাঞ্চলে হিন্দুধর্ম্মের একটী সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করায় আমরা তেজপুরবাসী সকলেই তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।"

প্রধান অতিথি **শ্রীভগবৎ প্রসাদ আগরওয়াল** বলেন—"আমরা গৃহস্থ সর্ব্বদা বিষয়কার্য্যে লিপ্ত থাকি। ভগবত্তত্ত্ব কি, ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ কি, কোন্ পথে চল্লে আমাদের মঙ্গল হবে এ সব বিষয়ে আমরা কিছুই বুঝি না। সাধুগণ আমাদিগকে মঙ্গলের রাস্তা

দেখিয়ে দেন। ভগবদ্বিশ্বাসের দ্বারাই আমরা প্রকৃত মঙ্গল লাভ করতে পারবো। ভগবান্ সর্বশক্তিমান্, ভগবান্ই আমাদের একমাত্র রক্ষক পালক এরূপ বিশ্বাসের নামই ভগবদ্বিশ্বাস। ভগবন্মায়ামোহিত হ'য়ে আমরা রক্ষা কর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা ব'লে বৃথা দম্ভ প্রকাশ ক'রে থাকি। প্রহ্লাদকে এক সময়ে তাঁর গুরুবর্গ বুঝিয়েছিলেন পিতা হিরণ্যকশিপুই জগতের ঈশ্বর, কিন্তু ভগবান্ শ্রীহরি হিরণ্যকশিপুর দর্প চূর্ণ ক'রে দেখিয়েছিলেন জগতের সমস্ত অভিমানই বৃথা। প্রীতিদ্বারা ভগবদ্দর্শন হয়, অন্য কোন উপায়ে হয় না। ভগবদ্ভক্তি থাকার দরুণ অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ কৃপা ক'রে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। ভগবান্ আমাদিগকে সদসদ্ বিবেচনা শক্তি দিয়েছেন যাতে আমরা অসৎকে পরিহার করে সৎকে গ্রহণ কর্‌তে পারি। মনুষ্য জন্ম লাভ করে যদি আমরা সংসার হ'তে মুক্ত হবার চেষ্টা না করি তা' হ'লে এ জন্ম বৃথা হলো। সাধুগণের নিকট হ'তে মঙ্গলের উপদেশ শুনে, ভগবদ্ভজনবিষয়ে শিক্ষা লাভ করে আমরা চল্‌বার চেষ্টা করবো। আজ আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠাকে উপলক্ষ্য ক'রে এত বিশিষ্ট বিদ্বান্ আচার্য্যগণ আমাদের সহরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের শ্রীমুখ হ'তে কল্যাণের কথা শুনে জীবনকে সমুন্নত করার এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণে আমরা যেন পরাঙ্মুখ না হই।"

আসাম রাজ্য সরকারের পুলিশ বিভাগের ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রী ডি, এন্, বরা দ্বিতীয় দিবস সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আজ এই স্থান বৈকুণ্ঠে পরিণত হয়েছে। ভক্তগণ যে স্থানে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করেন সে স্থানে ভগবান্ বিরাজমান থাকেন। আপনাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ যে আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকেও এই পবিত্র স্থানে আস্‌বার সুযোগ দিয়েছেন। স্বামীজীগণের নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আপনারা শুনেছেন। ভগবানই তত্ত্ববস্তু, তিনি প্রকৃতির অতীত অচিন্ত্য। তাঁর কৃপা না হ'লে তাঁর দর্শন লাভ হয় না। শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণই তাঁর দর্শন পেয়েছেন! শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় যশোদা মাতা গোপালের মুখবিবরে বিশ্বরূপ দেখেছিলেন, অক্রূর যমুনার জলে বাসুদেবমূর্ত্তি এবং অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বগুহ্যতম পরমবাক্য "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানলাভের শরণাগতিই একমাত্র উপায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অপূর্ব্ব গ্রন্থ, যতবারই পাঠ করা যায় ততবারই নূতনভাবে উহার রস আস্বাদিত হয়ে থাকে। শাস্ত্রে যে সমস্ত উপায়ের কথা বর্ণিত আছে তন্মধ্যে কলিযুগে নাম-সংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চনে যা' পাওয়া যেত কলি-যুগে নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা তা' পাওয়া যাবে। অন্নগত-প্রাণ কলিযুগের জীব তপস্যাদি অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতা সাধনে অসমর্থ। আজকাল তপস্যার স্থান নাই, দণ্ডকারণ্যও সহর হয়ে গিয়েছে, যজ্ঞাদিতে দ্রব্যাদির শুদ্ধিতা নাই, এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে নামসংকীর্ত্তন কর্‌বার উপদেশ দিয়েছেন।

সংখ্যাধিক্য বিচারে পৃথিবীতে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণের স্থান প্রথম, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণ দ্বিতীয়, ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বীগণ তৃতীয় এবং তৎপর হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীগণের স্থান। পৃথিবীর সর্ব্বত্র খৃষ্টানধর্ম্মের প্রসার। হিন্দুধর্ম্ম কেবলমাত্র ভারত-বর্ষে সীমাবদ্ধ আছে বলা যায়। খৃষ্টানধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্‌লামধর্ম্মাদি কখন হলো, কে জন্ম দিল ইত্যাদি ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু সনাতনধর্ম্ম বা হিন্দুধর্ম্মের জন্ম কখন হলো, কে জন্ম দিল কেউ বল্‌তে পারেন না। সনাতনধর্ম্ম এত সুপ্রাচীন যে, কবে হ'তে ইহার আবির্ভাব ইতিহাসে তার কোনও তারিখ খুঁজে পাওয়া যায় না। খৃষ্টানধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্‌লামধর্ম্মাদির কথা সহজ ও সংক্ষিপ্ত কিন্তু সনাতনধর্ম্ম বিরাট ও অত্যন্ত গম্ভীর। এক বেদশাস্ত্রেই হাজার হাজার শ্লোক আছে—বিরাট সাগরের ন্যায় এবং বেদের এক একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা ছয় মাসেও সমাপ্ত হয় না।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বেদ ভাগবতাদি শাস্ত্র মন্থন করে সিদ্ধান্তের সার নির্য্যাস আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা দেবতান্তরের পূজার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন ক'রে বিষ্ণুকে উপাসনা কর্‌বার কথা বলেছেন।"

দরং কলেজের বঙ্গসাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক

শ্রীঅজয়কুমার বসু প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"আমি বৈষ্ণবসাহিত্য সম্বন্ধে কি আলোচনা করতে পারি? আমার ন্যায় কনককামিনীতে আসক্ত ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞানোপলব্ধির সম্ভাবনা কোথায়? সাধন-ভজনপরায়ণ সাধুগণই তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে বল্‌বার অধিকারী। বৈষ্ণবসাহিত্যে একটা কথা আছে বিশ্বাস ও শরণাগতির ভাব নিয়ে এগিয়ে গেলে তত্ত্ববস্তুর জ্ঞান সহজ হয়। স্বামীজীগণ বলেছেন তত্ত্বজ্ঞান গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রৌতধারায় জগতে আসে, উহাকে অবরোহপন্থা বলে, আরোহপন্থায় নিজ চেষ্টায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। প্রচলিত একটী প্রবাদ আছে—"বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।" হরিনামে বিশ্বাস হ'লে তার দ্বারাই সব কিছু লাভ হ'তে পারে। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" কলিযুগে শ্রীহরিনামই সার।"

দরং জেলার ডেপুটী কমিশনার **শ্রীঅনিলকুমার চৌধুরী** তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আজকের বিষয়বস্তু 'শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা' অত্যন্ত দুরূহ। শ্রদ্ধেয় গুরুমহারাজ যা বল্লেন তা' শুনে আমার যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হলো।

আজকাল পূজোর খুব হিরিক দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত পূজো হচ্ছে, কি তার উল্টোটা হচ্ছে এটা চিন্তার বিষয়। কারণ পূজোর নাম শুন্‌লেই এখন অনেকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। পূজোতে লোকের মন স্নিগ্ধ, কমনীয় ও পবিত্র হবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে পূজোর নামে অনেক বীভৎস কাণ্ড হয়, উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে যায়। গত পরশু সরস্বতী পূজো হয়ে গেল, কিন্তু দিবারাত্র মাইকের শব্দ আর হিন্দী সিনেমার গানে কান ঝালাপালা করে দিয়েছে। এর নাম যদি পূজো হয় তাকে একেবারে বিসর্জন দেওয়া উচিত। আজকালকার দুর্বিনীত ছাত্রদের যদি কিছু বল্‌তে যাওয়া যায় তা' হ'লে ঠেঙ্গাতে আস্‌বে। শুন্‌তে পেলাম গৌহাটীতে curfew জারী হওয়ায় ছাত্ররা mike বাজাতে পারে নি, তজ্জন্য দেবীর কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা জানিয়েছে—"হে দেবি, কারফিউ হওয়ায় এ বছর তোমাকে মাইক বাজিয়ে হিন্দী গান শুনাতে পারলুম না, তুমি আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা কোরো, আগামী বছর ভাল করে শুনাবো।" আজকাল পূজোতে ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুলিশরাও সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত থাকেন। কোথায় কখন কি ঘটনা হয় কে জানে। আজকের ধর্ম্মসভায় স্বামীজীগণের নিকট হ'তে শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব ও তাঁর সেবার মহিমা এবং প্রণালী সম্বন্ধে যে সকল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা শুন্‌লাম তা' যদি আরও কএকটী এ জাতীয় ধর্ম্মসভা করে জনসাধারণকে বুঝান হয় তা' হ'লে পূজোর নামে বীভৎস কাণ্ড অবশ্যই কিছু কমে যাবে। বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে বিগ্রহপূজা শিখাতে পার্‌লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারাও ভবিষ্যতে মানুষ হতে পার্‌বে।

আমি যখন M. Sc. 5th year এ পড়ি তখন ডক্টর মেঘনাদ সাহা আমাদিগকে আইন্‌স্‌টাইনের theory of relativity শিক্ষা দিচ্ছিলেন। Matter is energy and energy is matter. একটী জড় পরমাণুতে (atom এ) যখন electron প্রবাহিত হয় তখন electricity হয়, electricity প্রবাহিত হলে তখন energy হয়। Energy কে convert করে জড়পদার্থ আবার জড়পদার্থকে convert ক'রে energy করা যায়। ডাঃ সাহা বুঝালেন electricity কে sound-এ ও light-এ conversion করা যায় আবার শব্দ হতে জড়পদার্থ সৃষ্টি করা যায়। আমাদের শাস্ত্রে প্রণব 'ওঁ' 'শব্দব্রহ্ম'-কে জগৎ কারণ বলা হয়েছে ইহা যুক্তিসিদ্ধ। আমার মনে হয় যখন ভগবান্ সৃষ্টি কর্‌বার ইচ্ছা কর্‌লেন তখন একটী প্রকাণ্ড শব্দ বের কর্‌লেন, সেই শব্দ হ'তে entire বিশ্ব তৈরী হলো। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, এজন্য তিনি সব কিছু কর্‌তে পারেন ইহাতে অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ত্তির জন্য যে কোনো মূর্ত্তিতে আস্‌তে পারেন উহাকে বিগ্রহ বলা হয়। পক্ষান্তরে আমাদের মনঃকল্পিত মূর্ত্তি বিগ্রহ নয় উহা পুতুল। আর্য্যঋষিগণ পুতুল পূজার কথা বলেন নাই। স্বামীজীগণ বিষয়টী পরিষ্কারভাবে আপনাদিগকে বুঝিয়েছেন তদপেক্ষা অধিক বলার যোগ্যতা আমার নাই।"

অধ্যাপক **শ্রীদেবেশ্বর গোস্বামী** চতুর্থ অধিবেশনে

সভাপতির ভাষণে বলেন—"সাধ্য ও সাধন নির্ণয় বিষয়ে মানুষকেই ভগবান্ বিচারের যোগ্যতা দিয়েছেন, অন্য প্রাণীকে দেন নাই। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ পূর্ণবস্তুকেই সাধ্যরূপে নিশ্চয় করেছেন, যাঁকে পূর্ণরূপে পেলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন। "ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" ভগবান্ই পূর্ণবস্তু, তৎপ্রাপ্তির উপায় তৎকৃপা। ভগবানের ও ভক্তের কৃপা যেখানে সেখানে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। "যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবানীতির্মতির্মম ॥" যেখানে যখন যে অবস্থায় থাকি না কেন সর্ব্বাবস্থায় ভগবান্কে স্মরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। 'তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।" তত্ত্বদর্শী গুরুই আমাদিগকে মঙ্গলের রাস্তা দেখাতে ও সাধনের সুষ্ঠু প্রণালী জানাতে পারেন।"

প্রধান অতিথি **শ্রীউমাকান্ত গোস্বামী** বলেন—

'দ্বৌভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥'

দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার সৃষ্টি। বিষ্ণুভক্তগণ দৈব এবং তদ্বিপরীত বিষ্ণুর অভক্ত যারা তারা অসুর। যখন আসুরিক বিচার প্রবল হলো, লোকসমূহ বিষ্ণুভক্তি রহিত হলো তৎকালে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু আবির্ভূত হলেন। তিনি বিষ্ণুভক্তি প্রচার করে জগজ্জীবকে বৈষ্ণব কর্লেন। সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষাসার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে যেরূপ সুন্দররূপে পরিবেশিত হয়েছে এমন আর অন্যত্র দেখা যায় না। তাতে পাঁচ প্রকার শ্রেষ্ঠ সাধন উপদিষ্ট হয়েছে "সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরা-বাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভাগবত, গীতা প্রভৃতি কেবল বৈষ্ণবদের গ্রন্থ নহে উহা সজ্জনমাত্রেরই পাঠ্য।"

অন্তিম অধিবেশনে **শ্রীমহাদেব শর্ম্মা** সভাপতির ভাষণে বলেন—"আজ সাধুসঙ্গ লাভ ক'রে ও তাঁ'দের শ্রীমুখ হ'তে বাক্যামৃত পানের সুযোগ লাভ করে আমি নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করছি। কলিকালের জীব অল্পায়ু ও নিরন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, এজন্য হরিনাম ছাড়া তাঁ'দের মঙ্গললাভের অন্য উপায় নাই। ধর্ম্ম সনাতন হ'লেও ঋষিগণ যুগের উপযোগী করে সাধনের ব্যবস্থা দেন। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আবির্ভূত হয়ে হরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেছেন। আসামেও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা দিয়েছেন। আন্তরিকতার সহিত হরিনাম কর্লে আমরা দ্রুত মঙ্গললাভ করতে পারি। কামনা, বাসনা, দর্প ইত্যাদি আন্তরিকতার অন্তরায়। অবশ্য শ্রদ্ধায় হেলায় যে ভাবে হউক হরিনাম কর্লেই তার ফল আছে। 'সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥'"

অধ্যাপক **শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য** বলেন—

"আজকালকার যুগে এরূপ ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ আমাদের খুব কমই লাভ হ'য়ে থাকে। সাধুসঙ্গে বনবাসও ভাল কিন্তু অসাধু সঙ্গে স্বর্গবাসও বাঞ্ছিত নয়। আধুনিক তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনাকারী ব্যক্তিগণকে পাগল মনে করেন কিন্তু আমার বিচারে যারা আলোচনা করেন না তাঁরাই পাগল। ধর্ম্মই জগৎকে ধারণ করে রেখেছে। সাধুগণ একান্তে যে ভগবচ্চিন্তা করছেন তার দ্বারাই দেশ রক্ষিত হচ্ছে, পালিত হচ্ছে। ভগবদ্বিমুখ সাধারণ জীব দেশরক্ষা বা সমাজ রক্ষা করতে পারেন না।"

শ্রীবিপিন চন্দ্র গোস্বামী বলেন —

"'কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥' কলিযুগ দোষের নিধি হলেও তার একটী মহৎগুণ কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারা মুক্তিলাভ হয়ে থাকে। 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।' কলিকালে হরিনাম ছাড়া অন্য গত্যন্তর নাই। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নির্ব্বিশেষে নৃমাত্রেরই হরিনাম কীর্ত্তনে অধিকার আছে এবং যে কোন দেশে ও কালে হরিনাম করা যেতে পারে। তবে যে ভাবে হরিনাম করা দরকার সে ভাবে করছি না ব'লে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল লাভ হচ্ছে না। দশাপরাধ বর্জ্জন করে হরিনাম করার বিধি। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বাণী অনুশীলন ও বিস্তারের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ যে মঠ এখানে স্থাপন করেছেন তাতে অসমীয়া, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী সকলেরই সহযোগিতা করা উচিত।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

ভক্তিবিলাস গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-পার্ষদ-প্রবর জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ** কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, সংগৃহীত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী—

১। **ভজন সন্দর্ভ**—ছয়টী বেদ্যে (খণ্ডে) সম্পূর্ণ অভিনব সংস্করণ। প্রামাণিক আচার্য্যগণের প্রকাশিত সর্ব্বসিদ্ধান্তসার সংগ্রহে গুম্ফিত, সকল সন্দেহ ও অপসিদ্ধান্তের মীমাংসক। ভজনের বিষয় সকল সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তত্ত্বত্রয়ে বিভাগ পূর্ব্বক বিচার সম্বলিত অতি উপাদেয় গ্রন্থ। আত্ম-পর হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য।

প্রথম বেদ্যে—প্রসিদ্ধ মহাজনগণ অনুমোদিত ও প্রকাশিত প্রমাণ-তত্ত্ব, প্রামাণিক গ্রন্থাবলী, সম্প্রদায় বিচার, স্বীকার এবং তদাবশ্যকীয়তা; নানা-প্রকার মতবাদ ও নানা-সম্প্রদায়ের উৎপত্তির মূল এবং বিস্তৃতি, দার্শনিক-মতবাদ, অপসম্প্রদায় ও মায়াবাদের সুবৈজ্ঞানিক মীমাংসা-সকল সংগৃহীত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে শুদ্ধ সাত্বত সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত সকল সুমীমাংসিত মহাজনবাক্য উদ্ধার করিয়া সর্ব্বদর্শন-সমন্বয় দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে। আনুকূল্য ৫'৭৫ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয় বেদ্যে—সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব, বস্তুবিচার, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত, ভগবৎ-অবতারাবলী, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, তদীয় ধাম, পার্ষদ ও শক্তি সকল বর্ণিত হইয়াছে। আনুকূল্য ৫'৭৫। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

তৃতীয় বেদ্যে—ভগবদ্ধাম, শ্রীচৈতন্যদেব, তদ্ধাম, পার্ষদ ও পঞ্চতত্ত্বের সকল সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, কাল, কর্ম্ম, জগৎ ও জগৎ-কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন আচার্য্যগণের মত লিখিত হইয়াছে। শ্রীগুরুতত্ত্ব, গুরুকরণ ও দীক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্ববিষয় বিস্তৃতভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আনুকূল ৬'০০ ছয় টাকা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

চতুর্থ ও পঞ্চম বেদ্যে—অভিধেয় বিচার ও তৎ-সম্বন্ধে সর্ব-সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াছে। (যন্ত্রস্থ)

ষষ্ঠ বেদ্য—প্রয়োজনতত্ত্বের সকল বিষয়ই শাস্ত্র ও মহাজন অনুমোদিত প্রমাণ দ্বারা মীমাংসিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। যন্ত্রস্থ।

২। **শিক্ষামৃত-নির্যাস**—শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি কৃত মনঃশিক্ষা—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত 'ভজন-দর্পণ'-ভাষ্য, 'পদ্যানুবাদ' প্রতিশব্দান্বয় ও শ্লোকার্থ সহ। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু কৃত শ্রীউপদেশামৃতের শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত 'পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি', 'মর্ম্মানুবাদ গীতি' ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী কৃত 'অনুবৃত্তি' ও 'ভাষা' এবং অন্বয় ও শ্লোকার্থ সহ অন্বয়, অনুবাদ ও বিবৃতি সমন্বিত 'শ্রীদশমূল-নির্যাস'। বহুভাগ্যক্রমে যে সময়ে জীবের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী শ্রদ্ধার উদয় হয় তখন তাঁহার যাহা যাহা নিতান্ত কর্ত্তব্য, সেই সমস্তই এই পুস্তিকায় উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগুরুর নিকট অধিকারী শিষ্য উপস্থিত হইলে দীক্ষা দিবার পূর্বে এই গ্রন্থ শিষ্যকে পাঠ করান আবশ্যক। ইহা হইলে আর অনুপযুক্ত লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্ম্মল সম্প্রদায়কে দূষিত ও কলঙ্কিত করিতে পারিবে না। আনুকূল্য—২'৫০। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

৩। **তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন পদ্ধতি**—ইহাতে তীর্থের অবস্থান, স্বরূপ, প্রভাব, বাধা, ধামাপরাধ এবং শ্রীবিগ্রহের স্বরূপ, প্রকাশ, দর্শনবিধি ও সেবার বিষয় সুবৈজ্ঞানিক বিচারে ও শাস্ত্রযুক্তি-

মূলে আলোচিত হইয়াছে। আনুকূল্য '৫০। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

৪। **মায়াবাদ শোধন**—যে মায়াবাদ জীবকে মায়ার ভীষণ প্রতাপে ফেলিয়া নানা প্রকারে ত্রিতাপ-যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে তাহার স্বরূপ ও তৎপ্রতিবাদী বিচারসকল পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ বাদিরাজ স্বামী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারকবর শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যপাদ, শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন সিদ্ধান্ত সম্রাট শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণপার্ষদপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত সুবৈজ্ঞানিক বিচার সমন্বিত গ্রন্থ। আনুকূল্য ২'৫০। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

৫। **অপ্রসম্প্রদায়ের স্বরূপ**—বৈষ্ণবকুলমুকুটমণি শ্রীল তোতারামদাস বাবাজী মহারাজ বর্ণিত ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায় ও গৌড়ীয় আচার্য্য ভাস্কর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের উপদিষ্ট অচিকিৎস্য অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ এবং তথ্যসমূহ শাস্ত্র এবং মহাজন বাক্য ও যুক্তিদ্বারা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। আত্মমঙ্গলপ্রার্থী ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেরই পরম মঙ্গল বিধায়ক অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ। আনুকূল্য ২'৫০। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

৬। **শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের চরিত-সুধা**—মহাজনগণ অনুমোদিত শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের লীলাসকল সিদ্ধান্ত সমন্বিত সহ অতি উপাদেয়ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। (যন্ত্রস্থ)

৭। **স্ফোটবাদ বিচার**—শব্দ ও বর্ণের অর্থপ্রকাশ-শক্তি, উৎপত্তির মূল, তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন প্রকাশ বিচিত্রতা, শ্রীনামভজনের মৌলিকত্ব ও মহাশক্তির প্রকাশ মাহাত্ম্য, সুবৈজ্ঞানিক ও সুদার্শনিক বিধানে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও দার্শনিকগণের মহাউৎকণ্ঠাবৃদ্ধিকারী ও মীমাংসা গ্রন্থ। বিশেষতঃ শুদ্ধনামভজনকারীর যে-সকল বিষয় না জানিলে শ্রীনাম-প্রভুর কৃপালাভ হইতেই পারে না, তাহার বিস্তৃত বিবরণ ও প্রণালী বিধানে একমাত্র সহায়ক গ্রন্থ। সঙ্গীত বিষয়ক সকল তথ্য, প্রকার ভেদ ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। (যন্ত্রস্থ)

৮। **শ্রীগৌরহরির অত্যদ্ভুত চমৎকারী ভৌমলীলামৃত**—শ্রীগৌরহরির লীলাসকলের বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য, দেবলীলা হইতে চমৎকারিত্ব, অপ্রাকৃতত্ব, জীবকল্যাণ-সাধকত্ব-বিষয় শাস্ত্র, যুক্তি ও দার্শনিক-সিদ্ধান্ত-মূলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীগৌরহরির লীলার অপ্রাকৃতত্ব ও রসদাতৃত্ব ভাবের বিরোধী মতবাদসমূহ প্রকাশ ও নিরাস করিয়া মহাবদান্য লীলায় দত্ত মহা-প্রেমরসাস্বাদন যোগ্যতার নির্ণয় ও বর্ণনকারী অপূর্ব রসপ্রকাশক সিদ্ধান্ত গ্রন্থ। মনুষ্যজন্মের সার্থকাকাঙ্ক্ষী ও গৌরকৃপালাভেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। যে সকল গূঢ়রহস্য লীলার মধ্যে আনুস্যুত ছিল তাহাই প্রকাশ করিয়া সন্নিবিষ্ট হওয়াতে ও সকলের সর্বপ্রকার সন্দেহ, প্রশ্ন ও জ্ঞাতব্যের সুমীমাংসা থাকায় সাধক, প্রবর্ত্তক ও সিদ্ধ সকলের পক্ষেই পরমোপাদেয় হইয়াছে। এই গ্রন্থরাজ নবদ্বীপ-বিলাস, ভ্রমণ বিলাস ও শ্রীক্ষেত্র-বিলাস বিভাগত্রয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। (যন্ত্রস্থ)

৯। **গীতার তাৎপর্য্য**—শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয় মহাজন ব্যাখ্যাত সিদ্ধান্তসমন্বিত অপূর্বভাবে তাৎপর্য্য নির্ণয়ের ষড়-লক্ষণে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত। শ্রীভগবানের হৃদ্গত উদ্দেশ্য ও শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে জ্ঞাত হইতে হইলে সর্ব্বপ্রকার পাঠকের এই গ্রন্থ অবশ্য আলোচ্য। (যন্ত্রস্থ)।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম—পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড্, কলিকাতা-৫৩।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার—৩৮, বিধান সরণী কলিকাতা-৬।

মহেশ লাইব্রেরী—২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা-১২।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষান্মাসিক ২.৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত। এই গীতিগ্রন্থদ্বয় আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের নির্য্যাসস্বরূপ। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্যতীত শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক-সম্প্রদায়েও ইহার পরমাদর লক্ষিত হয়। এই গীতিগ্রন্থদ্বয়ের ন্যায় অন্য কোনও গীতি গ্রন্থের এত অধিক সংস্করণ হওয়ার কথা শুনা যায় না। শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অনন্তশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শৈশবাবস্থা হইতেই এই গ্রন্থদ্বয়ে অত্যন্ত অনুরাগযুক্ত ছিলেন এবং ইহার মহিমা কীর্ত্তনে শত সহস্র বদন হইতেন। শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের ইহা অপূর্ব্ব ভজনসম্পদ্। ঠাকুরের ভজনগীতি ব্যতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃত 'নরোত্তম প্রভোরষ্টকম্' মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

ভিক্ষা—'৬২ পয়সা মাত্র। ভিঃ পিঃ যোগে অতিরিক্ত .৮১ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান ঃ-- ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকা সহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১'০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮২ ; বঙ্গাব্দ—১৩৭৪-৭৫

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসব-পঞ্জী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত উপবাস-ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন ৩০ ফাল্গুন, (১৩৭৪) ; ১৪ মার্চ্চ (১৯৬৮) শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইবেন।

ভিক্ষা— ৪০ পয়সা। **সডাক—** ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৮ম বর্ষ

২য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৭৪

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী (আসাম)
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৩। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৪। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৮ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৭৪। ১৫ বিষ্ণু, ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ চৈত্র, শুক্রবার; ২৯ মার্চ্চ, ১৯৬৮। | ২য় সংখ্যা

শ্রীগুরু-স্বরূপ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৩য় পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শিখাইয়াছেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭)

সুতরাং বস্তুতঃ ঈশ্বর না হইয়াও, ঈশদাসগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ হইলে গুরু হন, জানা গেল।

পারমার্থিক-শাস্ত্রে লিখিত আছে,—**শ্রীগুরু তিন প্রকার—শ্রবণ-গুরু, ভজন-শিক্ষা-গুরু এবং মন্ত্র-গুরু।** বর্ত্ম-প্রদর্শক-গুরু বা শ্রবণ-গুরু অনেকস্থলে ভজন-শিক্ষা-গুরু একই ব্যক্তি হন। **শিক্ষা-গুরু অনেক হইলেও আগম-মন্ত্র-শাস্ত্র-কুশল গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়।** মন্ত্র-গুরু যদি অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্ত-গুরুর চরণাশ্রয় কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেবকে অভীষ্ট দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে। তত্ত্ববাদিগণ **মায়াবাদিগণের ন্যায় চিদ্বস্তুতে বিশেষ নাই স্বীকার করেন না।** শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—

"তস্মিংশ্চিন্মাত্রেঽপি বস্তুনি যা বিশেষাঃ স্বরূপভূত-শক্তিসিদ্ধা ভগবত্তাদিরূপা বর্ত্তন্তে তাংস্তে বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে, যথা রজনীখণ্ডিনি জ্যোতিষি জ্যোতির্ম্মাত্রত্বেঽপি যে মণ্ডলান্তর্বহিশ্চ দিব্যবিমানাদিপরস্পরপৃথগ্ভূতরশ্মি-পরমাণুরূপাবিশেষাস্তাংশ্চর্ম্মচক্ষুষা। ন ক্ষমন্তে ইত্যম্বয়স্তদ্বৎ। পূর্ব্ববচ্চ যদি মহৎকৃপা-বিশেষেণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি, তদা বিশেষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ।" (ভক্তিসন্দর্ভ—২১৫ সংখ্যা)

শ্রীগুরুদেবকে মায়াবাদবুদ্ধিতে দর্শন করিলে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু বাস্তবিক (গুরু-কৃপা) মহৎ-কৃপা-বিশেষ-দ্বারা দিব্য-দৃষ্টি লাভ হইলে ঈশ্বর-বস্তুতে বিশেষ-ধর্ম্ম উপলব্ধি হয়। তখন "বন্দে গুরূন্" প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আনুগত্যাভিলাষে রুচি হয়।

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্তাবতার, প্রকাশ।
শক্তি,—এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।৩২)

—এই মহদ্বাক্য হইতে জানা যায় যে, শক্তিগত-ভেদ নিত্য। তাহা ভাষা-বিকাশ-কৌশলে চাপিয়া রাখিলে চলিবে না। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু গুরুতত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার মানসে লিখিয়াছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪)

সুতরাং মূঢ় এবং নিপুণ--উভয় পাঠকই সহজে বুঝিতে পারেন যে, বস্তুতঃ শ্রীগুরু ঈশ্বর নহেন, কিন্তু শ্রীভগবদ্-দাস। তাঁহার সহিত প্রাকৃত ব্যবহার করিলে কৃষ্ণ প্রসাদ কোন-কালেই লাভ হইবে না। অপ্রাকৃত নিত্যরূপে গুরুদেবকে সর্ব্বদা চিন্ময়-বুদ্ধি করিবে। গুরুকে দুর্নৈতিক, অর্থলোভী, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছাবান্ যোষিৎসঙ্গী, কৃষ্ণাভক্ত, কপটী, জীবহিংসাপর, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-সেবী, মন্ত্রজীবী অবৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারিলে তাহার আশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে না। সেই অযোগ্য কপটীকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতঃ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্, অমর্ত্ত্য, অপ্রাকৃত গুর্ব্বাশ্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দশ-ভুবন-বন্দ্য শ্রীভগবৎপার্ষদবর আচার্য্য শ্রীমৎ প্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুগ বর্ত্তমান এবং ভাবী মহামহোদয় বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য। তিনি স্বরূপ-দামোদর এবং শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুদ্বয়ের অনুগমনে যে গুরুদেবের তত্ত্ব 'মনঃশিক্ষা'-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কাল্পনিক গগনভেদী চীৎকার কখনও সুফল উৎপাদন করিবে না। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দের-প্রেষ্ঠ, পরমপ্রিয়; সুতরাং মুকুন্দ নহেন। শ্রীল প্রভু নরোত্তম-দাস তদীয় প্রার্থনায় "নিতাই-পদ-কমল" প্রভৃতি গীতে গুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া শিখাইয়াছেন, তাহাতে তাত্ত্বিক-বৈষ্ণব-মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, **গুরুদেব সন্ধিনী, হলাদিনী বা সম্বিদ্‌শক্তিমূলে নিত্যবিরাজ-মান; কেবল সম্বিৎ-শক্তি-পরিচয় তাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে গেলে মায়াবাদী বা বাউল-সহজিয়া-মত হইয়া যাইবে।** যতীন্দ্র শ্রীমৎ ধ্যানচন্দ্র গোস্বামি-পাদ বিশুদ্ধ মহানুভব বৈষ্ণবগণের ব্যবহার হইতে তদীয় পদ্ধতিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে এই গ্রন্থের বিশেষ আদর আছে।

"শ্রীমহাপ্রভু-শেষনির্ম্মাল্যেন শ্রীবাসাদি পার্ষদান্ পূজয়েৎ। তথৈব তদুক্তান্ শ্রীগুর্ব্বাদীন্ ভক্তিতঃ।"

এই সকল আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, স্বার্থান্ধ হইয়া শ্রীগুরু সম্বন্ধে নবীন মত প্রচার করিলে একটি উপসম্প্রদায়ের নির্জীব-ভিত্তি স্থাপন হইবে মাত্র। এই প্রকার উপসম্প্রদায়ের অভাব নাই। অবশেষে, শ্রীগুরুদেব এই স্বার্থান্ধগণকে নিজ-স্বরূপ প্রদর্শন করুন,—এই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীতত্ত্বসূত্র

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

স চ সত্যো নিত্যোঽনাদিরনন্তো দেশকালা-পরিচ্ছেদাৎ॥ ৫॥

[স পরমেশ্বরঃ সত্যঃ অসতঃ সত্ত্বা প্রদত্বাৎ সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি শ্রুতেঃ। নিত্যো অবিনাশী। অবিনাশী বাহরেঽয়মাত্মেতি শ্রুতেঃ। অনাদিরনন্ত আদ্যন্তশূন্যঃ দৈশিককালিকোভয়পরিচ্ছেদশূন্যত্বাৎ সভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্টঽত্যতিষ্ঠদ্দিতি শ্রুতেঃ। সর্ব্বমাবৃত্যতিষ্ঠতীতি স্মৃতেশ্চ।]

সেই সচ্চিদানন্দপুরুষ সত্য, নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। জগতে কোন বস্তুই দৃষ্ট হয় না যাহার আদি নাই বা অন্ত নাই। সকল দৃষ্ট পদার্থই কোন না কোন সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে এবং কোন এককালে বিনাশ হইতে পারে। যাঁহারা ভৌতিক পদার্থের নিত্যতা স্বীকার করেন তাঁহারাও তাহাদের রূপান্তরাদির দ্বারা সৃষ্টি সংহার স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু পরতত্ত্ব সেরূপ নহে। তাহা দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছেদ্য হয় না। দেশ ও কাল

এই দুইটী ভাবের দ্বারা অসত্যত্ব অনিত্যত্ব আদিত্ব সান্তত্ব এই ভাব সকলের স্থাপনা হয়। কিন্তু দেশ ও কাল উভয়েই ঈশ্বর কৃত অতএব ঈশ্বরের উপর তাহাদের পরাক্রম নাই। তথা ভাগবতে ;—

নৈবেশিতুং প্রভুর্ভূম্ন ঈশ্বরো ধামমানিনাং।
প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতা পরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ।

তথাচ কঠোপনিষদি ;—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।

অচিৎ পদার্থ প্রকরণে দেশ-কালের বিশেষ বিচার করা যাইবে, অতএব এক্ষণে তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। এস্থলেই ইহাই দ্রষ্টব্য যে পরমেশ্বর দেশ-কালের অতীত-তত্ত্ব অতএব নিত্য সত্য অনাদি ও অনন্ত।

সেই গুণাতীত, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সত্য নিত্য অনাদি অনন্ত সচ্চিদানন্দ পরতত্ত্ব অবশ্য দুরূহ এবং কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞেয়, কিন্তু সৃষ্ট জীবদিগের শুষ্ক ধ্যানাস্পদ মাত্র এইরূপ যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় তন্নিরসনের জন্য এইরূপ সূত্রিত হইল ; যথা —

নম্বেবমপ্রাকৃতস্য কথং প্রাকৃতবিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বমিত্যাশঙ্কাং নিরাকরোতি ;—

পরোপি চিজ্জড়াভ্যাং বিলাসী বিশ্বসিদ্ধেঃ॥ ৬॥

[চিজ্জড়াভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাং পরোপি ভগবান্ প্রকৃতিপুরুষসম্বন্ধাত্মক বিশ্বসৃষ্টি-হেতোর্বিলাসী বিবিধ বিলাসভাববান্ ভবতীত্যর্থঃ। স ঐক্ষত একোহং বহুস্যাম প্রজায়েয় ইতি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ।]

সেই পরমেশ্বর স্বীয় অনাদি শক্তির অনুশীলন দ্বারা চিৎ ও অচিৎ, উভয়বিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বিলাস করেন। এই বিশ্বে কতই আশ্চর্য্য কৌশলের দৃষ্টি হয়, কতই সুখময় ব্যবস্থা দেখা যায় এবং কতই রচনা সামঞ্জস্য সর্ব্বক্ষণেই লক্ষ্য হইতে থাকে। জড় কর্ত্তৃক অথবা শুষ্ক চৈতন্য কর্ত্তৃক যদি সৃজন হইত তাহাতে এরূপ বিচিত্রতা দেখা যাইত না। ইন্দ্রিয় সকলের সহিত বিষয় সকলের অচিন্ত্য সম্বন্ধ, শারীরিক অভাবানুযায়ী পদার্থের ব্যবস্থা, জল স্থল বিভাগের দ্বারা মানব-জাতির বাসস্থানের সমৃদ্ধি, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণের কার্য্যবিভাগের দ্বারা সৌর জগতের সৌন্দর্য্য ও কার্য্যোপযোগিতা, ঋতুদিগের নিয়ম সংস্থানের দ্বারা কালাকাল নিরূপণ এবং মানব শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা বদ্ধাবস্থার অভাব পূরণ প্রভৃতি অপূর্ব্ব কার্য্য সকল কি শুষ্ক চৈতন্য হইতে উদয় হইতে পারে। পরমেশ্বরের বিলাস ভাব স্বীকার না করিলে কখনই সন্তোষকর সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কঠে ;—

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তথাচ ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশত্যধ্যায়ে ;—

মদ্ভয়াদ্বাতিবাতোয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ॥

তথাচ ভাগবতে দশমস্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে ;—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্যরন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

এ সমস্ত প্রমাণের দ্বারা বোধ হয় যে বিশ্বের মঙ্গল-সাধনার্থে কোন বিলাসবান পুরুষ সমুদায় অলঙ্ঘ্য নিয়মের সংস্থাপন করিয়াছেন। ঈশ্বরের বিলাস দুই প্রকার, বোধ হয়। চিদাচিদাত্মক ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ও অলঙ্ঘ্য নিয়ম-সকলের দ্বারা জগতের ব্যবস্থা করণই তাঁহার একপ্রকার বিলাস। শুষ্কজ্ঞানীরা এই প্রকার বিলাস যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন। এই রচিত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের যে লীলা তাহাই অন্য প্রকার বিলাস। জীবই ভগবানের লীলার সহচর। জীব ভোগেচ্ছা পূর্ব্বক নিজ স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া জড়সঙ্গ-বশত যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হন সেই সেই অবস্থায় তদনুরূপ ভগবদাবির্ভাবও দৃষ্টি করেন। জীবের প্রতি অপার কারুণ্যই ভগবদাবির্ভাবের একমাত্র কারণ। এই আবির্ভাব সকলকে অবতার কহা যায়। অদণ্ডাবস্থা হইতে মনুষ্যের পূর্ণাবস্থা পর্য্যন্ত কোন কোন মহর্ষিরা অষ্ট, কেহ কেহ অষ্টাদশ এবং কেহ কেহ চতুর্ব্বিংশতি অবতার লক্ষ্য করেন। দশটী অবতারই প্রায়

অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ঋষিদিগের প্রসিদ্ধ মত। ঐ সকল ঋষি জীবের প্রথম বদ্ধাবস্থার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দশটী বিশেষ বিশেষ অবস্থার কল্পনা করেন। প্রথমে অদণ্ডাবস্থা দ্বিতীয়ে বজ্রদণ্ডাবস্থা, তৃতীয়ে মেরুদণ্ডাবস্থা, চতুর্থে উত্থিত মেরুদণ্ডাবস্থা অর্থাৎ নরপশু অবস্থা, পঞ্চমে ক্ষুদ্র নরাবস্থা, ষষ্ঠে অসভ্য নরাবস্থা, সপ্তমে সভ্য নরাবস্থা, অষ্টমে জ্ঞানাবস্থা, নবমে অতিজ্ঞানাবস্থা, দশমে প্রলয়াবস্থা। জীবের এই প্রকার ঐতিহাসিক অবস্থা ক্রমে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বৌদ্ধ ও কল্কি এই দশটি অবতার অপ্রাকৃত লীলারূপে লক্ষিত হয়। এই অপ্রাকৃত লীলা চরিত পরোক্ষবাদরূপে পুরাণ সকলে বিশেষত শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। যাঁহারা এই অবতার বিজ্ঞান বিশেষ আলোচনা দ্বারা বুঝিয়াছেন সেই ভক্তিবিজ্ঞেরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রসাদে কৃষ্ণতত্ত্ব, বিশেষত এ তত্ত্বের ব্রজবিলাসের একান্ত মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন। তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ধৃত বচনং ;—

মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

তথাচ চৈতন্যচরিতামৃতে প্রভুবাক্যং ;—

কৃষ্ণের যতেকখেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নর বপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥

এই লীলাতত্ত্ব বিচার করা ভক্তগণের পক্ষে অতীব আবশ্যক অতএব প্রভু কহিলেন যথা ;—

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হইতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থ সার॥

পরোক্ষবাদ বিচার সম্বন্ধে ভাগবতে চরমোপদেশ স্থলে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুক বাক্যং ;—

কথা ইমাস্তেকথিতা মহীয়সাং বিতায় লোকেষু যশঃ
পরেয়ুষাং।
বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো বচোবিভূতীর্ন তু পারমার্থ্যং॥

এই সমস্ত পুরাণ আখ্যান শ্রবণ ও কীর্ত্তন হইতে যদি নির্ম্মল ভগবদ্ভক্তির উদয় না হয় তবে লভ্য কি হইলে অতএব সকলেই লীলাতত্ত্বের সম্যগ্ বিচার করিয়া কৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদন করুন। তথাহি গোপালতাপনী শ্রুতি ;—

আবির্ভাবা তিরোভাবা স্বপদে তিষ্ঠতি তামসী রাজসী
সাত্ত্বিকী।
মানুষী বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে
ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি॥

এই শ্রুতি দ্বারা অবতার বিজ্ঞান যথেষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অবতার-চরিত নিত্য ও অপ্রাকৃত কিন্তু ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক নহে। ইহাকে কবিদিগের কল্পনা সিদ্ধ বলিলেও প্রাকৃত বলিতে হয় যেহেতু কল্পনা প্রাকৃত পদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

চিৎ ও অচিৎ এই পদার্থদ্বয় পরমেশ্বরের কোন শক্তির চালনার দ্বারা প্রসূত হইয়াছে। যদিও একমাত্র ঐশ্বর্য্যরূপা শক্তি হইতে অন্যান্য শক্তির প্রাদুর্ভাব স্বীকার করা যায় তথাপি চিৎ ও অচিৎ এ উভয়ই এতদূর বিরোধভাবাপন্ন যে সাত্বত বিচারকেরাও চিৎকে চিৎশক্তি হইতে ও অচিৎকে মায়াশক্তি হইতে নিঃসৃত হইতে দৃষ্টি করেন। ঈশ্বর শক্তিদিগের ভেদাভেদ সম্বন্ধে বস্তুতঃ কোন তর্ক নাই কেননা এক পরমা শক্তি যাহাকে ঈশ্বরের সামর্থ্য বলিয়া উক্তি করা যায় তাহা ঈশ্বরাধীন হইলেও ঈশ্বরের অঙ্গই বলিতে হইবে পদার্থান্তর বা তত্ত্বান্তরের কল্পনা করা যাইবে না। চিৎপদার্থের সৃষ্টিকালে সেই শক্তিই সচ্ছরূপা হইয়া প্রকাশ হয় এবং অচিৎ পদার্থের উদয়-কালে সেই শক্তিই গাঢ় তমরূপাপন্ন বোধ হয়। অতএব শক্তির একত্ব ও বহুত্ব বিষয়ক যে ব্যক্তিরা তর্ক করেন তাহাদের পণ্ডশ্রম মাত্র হইয়া থাকে। নৌকা গঠনের সময় নির্ম্মাতা যে ভাবাপন্ন হয়, গৃহ গঠনের সময় তাহার ভিন্ন একটি ভাবের উদয় হয় স্বীকার করিতে হইবে। গঠন সামর্থ্য একই শক্তি, কেবল ভাব সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র অতএব শক্তির অদ্বয়ত্ব ও অনন্ত-সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই। উভয় সিদ্ধান্তই সত্যমূলক। কিন্তু অনেকেই ঈশ্বর শক্তি ও ঈশ্বরের ভেদ দৃষ্টি করিয়া বিশুদ্ধ বিচার হইতে পরাঙ্মুখ হয়েন। অতএব সূত্র,—

পরশক্তেস্তত্ত্বান্তরত্বং পরিহরতি ;

তচ্ছক্তিতস্তত্ত্বাধিক্যমিতিচেন্ন তদভেদাৎ ॥ ৭ ॥

[তস্য পরমেশ্বরস্য সৃষ্টিকর্তৃত্বাদিকং শক্ত্যপেক্ষঞ্চেৎ শক্তিরপি পৃথকতত্ত্বমস্তু ইত্যাশঙ্কাং পরিহরতি তদভেদাদিতি। তস্য পরমেশ্বরস্য তাভিঃ শক্তিভিঃ সহ অভেদাৎ শক্তির্ন পদার্থান্তরং শক্তিশক্তিমতোরভেদ ইতি ন্যায়াৎ নাপ্য প্রমাণাপেক্ষা নহ্যগ্নের্দাহশক্তিরগ্নিভিন্নত্বেনোপলভ্যতে ইতি সর্ব্বলোকসিদ্ধত্বাৎ তথাপি স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়াচেতি শ্রুতির্বর্ত্ততে।]

ঈশ্বর ও ঐশ্বর্য্যের ভেদ নাই। তদুভয়ে মিলিতরূপে অদ্বয়তত্ত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। অগ্নি ও দাহশক্তি যেমন স্বতন্ত্র হয় না, বজ্র ও কঠিনতা যেরূপ অভেদ্য, শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন এক পদার্থের অংশীভূত, সূর্য্য ও রৌদ্র যেরূপ পদার্থদ্বয় হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বর ও তদীয় পরাশক্তির দ্বৈত সম্ভাবনা নাই। লৌকিক তুলনা সকল দেওয়াতেও বিশুদ্ধতত্ত্বের প্রকাশ হয় না, যেহেতু ঈশ্বর ও ব্রহ্মাণ্ডে সম লিঙ্গত্ব দৃষ্ট হয় না। (ক্রমশঃ)

মন্ত্রশক্তি

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

গত ১৬ই অগ্রহায়ণ (১৩৭৪), ইং ৩রা ডিসেম্বর (১৯৬৭) রবিবার ৪৬।২৬২ সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকার ৫ম পৃষ্ঠায় ৭ম স্তম্ভে "অঘটন আজও ঘটে…" শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সংবাদটি আলিপুরদুয়ার হইতে ২রা ডিসেম্বর তারিখে উক্ত পত্রিকার নিজস্ব-সংবাদদাতা প্রেরিত। সংবাদটি এই—

"মাদারীহাটের ছেকামারী অঞ্চলের শ্রীকুলুপ চন্দ্র দাসের নাবালক পুত্রকে সাপে কাটে। কত বৈদ্য ওঝা এল, কিছুতেই কিছু না। অবশেষে এলেন ডাক্তার, মৃত ব'লে ঘোষণা ক'রলেন রোগীকে। শেষ চেষ্টা ক'রে দেখা যাক না যদি বাঁচানো যায় পুত্রকে।……

ফালাকাটা ও জটেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী বোগব্রীবাড়ী হাটের কাছে বাস করে তিনঘর কীচক। তারা নাকি জানে সর্পদংশনের চিকিৎসা। এক কীচক ওঝা মন্ত্রপূত তিনটি কড়ি চালান দিল। চ'লল কড়ি সাপের খোঁজে। মন্ত্রশক্তিতে বেরিয়ে পড়লো বিষধর সাপ। সাপ ছুটলো কুলুপ দাসের বাড়ী। সাপের মাথায়, পিঠে ও লেজে কীচকের মন্ত্র পড়া তিন কড়ি। দ্রুতগতিতে কড়ি ব'য়ে সাপ এলো কুলুপদাসের বাড়ী। এক দিন এক রাত্রি ধ'রে মুখ দিয়ে বিষ টেনে বের ক'রল সাপ রোগীর দেহের সর্পদষ্ট অংশ থেকে। বেঁচে উঠ্‌ল কুলুপদাসের পুত্র! হাজার হাজার লোক এ ঘটনা প্রত্যক্ষ ক'রেছে।"

সংবাদদাতা উক্ত ঘটনার কোন তারিখ না দিলেও ঐরূপ ঘটনার যে এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত তাহা নহে, এইরূপ মন্ত্রশক্তির অলৌকিক জাজ্বল্যমান্ প্রভাব বহু ক্ষেত্রে অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যশোহর জেলাস্থ গঙ্গানন্দপুর গ্রামে 'হরিপদ মুচি' নামক একটি ভাল সাপের ওঝা একসময়ে আমাকে বলিয়াছিল — মন্ত্রদাতা গুরু ও তৎপ্রদত্ত মন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে মন্ত্রশক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় না। সাপ বা ভূতের মন্ত্রাদি কোন দেবতার দোহাই দিয়া প্রাকৃত অসংস্কৃত ভাষায় উচ্চারিত হইলেও এখনও তৎসমুদয়ের অদ্ভুত-অদ্ভুত ফল ফলিতে দেখা যায় আর আমাদের প্রণবপুটিত বেদমাতা ব্রহ্মগায়ত্রী-মন্ত্র তথা বীজপুটিত স্বাহা বা নমঃ শব্দ সংযুক্ত ষড়ক্ষর, অষ্টাক্ষর, দশাক্ষর, দ্বাদশাক্ষর, অষ্টাদশাক্ষর বা দ্বাত্রিংশদক্ষরাদি মন্ত্র যাহা স্বতঃই মহাশক্তি-সম্পন্ন, তাহা মহাশক্তিশালী শ্রৌতপারম্পর্য্যে আগত হইলেও আমরা তাহার অমিত বিক্রম উপলব্ধি করিতে পারি না, তাহার প্রধান কারণ পূর্ব্বোক্ত মুচিই আমাদিগকে স্পষ্টরূপে জানাইয়া দিয়াছে। আবার শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও পদ্মপুরাণে তাহা বহুপূর্ব্ব হইতেই বলিয়া রাখিয়াছেন—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।

শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অর্চ্চনীয় শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, **বৈষ্ণবগুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি,** বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণুবৈষ্ণবের কলিমলাপহ পাদোদকে সাধারণ জলবুদ্ধি, **সকল কল্মষ বিনাশী শ্রীবিষ্ণুর নাম ও মন্ত্রে সাধারণ শব্দবুদ্ধি** এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত সমান বুদ্ধি করে সে নারকী।

বৈষ্ণব-মন্ত্রসকল মধ্যে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দ্বারকাধীশ্বরাদি লীলাপেক্ষা শ্রীবৃন্দাবনে গোপলীলা দ্বারা যে স্বীয় অপূর্ব্ব রসচমৎকারিতাময় ভগবদ্ভাব বিস্তার করিয়াছেন, তদ্ভাবপ্রকাশক মন্ত্রই শ্রেষ্ঠতম, আবার তন্মধ্যে সম্মোহনাখ্য অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজই সর্ব্বোত্তম। বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস গোপাল-তাপনী শ্রুতি, ত্রৈলোক্য-সম্মোহনতন্ত্র, শ্রীসনৎকুমারকল্প প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে বহু বাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতমত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই মন্ত্র এতই প্রভাব-শালী যে, পুরশ্চরণাদি না করিয়াও এই মন্ত্ররাজের কেবল জপদ্বারাই অচিরেই বাঞ্ছিত ফল লব্ধ হইতে পারে—

"বহুনা কিমিহোক্তেন পুরশ্চরণসাধনৈঃ।
বিনাপি জপমাত্রেণ লভতে সর্ব্বমীপ্সিতম্॥"

সাধারণ মন্ত্রের জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন এবং গোপন — এই দশবিধ সংস্কার আছে। (এই সকলের অর্থ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১ম বিলাসে প্রদত্ত হইয়াছে।) কিন্তু কৃষ্ণমন্ত্রসকল অতীব বলবান্, এজন্য তৎসমুদয়ের সংস্কারাপেক্ষা নাই—

"বলিত্বাৎ কৃষ্ণমন্ত্রাণাং সংস্কারাপেক্ষণং ন হি।"
(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ)

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৭শ বিলাসে মন্ত্রের পুরশ্চরণ প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—

"পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ।
হোম ব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ প্রতিদিন ত্রিকালে পূজা, নিত্যজপ, নিত্যতর্পণ, নিত্য হোম ও নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজন—এই পঞ্চাঙ্গকে পুরশ্চরণ বলে।

যথাবিধানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণের, আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত ষোড়শোপচারে পূজা বিধান পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবতার অনুমতি গ্রহণানন্তর শুভসময়ে পূজার অঙ্গস্বরূপ নিজ ইষ্ট মন্ত্রের জপ আরম্ভ করিতে হয়। জপারম্ভে সঙ্কল্প-বাক্য এইরূপ—

"অদ্যাষ্টাদশাক্ষর সংমোহনমন্ত্রস্য সিদ্ধিকাম ইয়ৎ সংখ্যজপতদ্দশাংশামুকদ্রব্যকহোমতদ্দশাংশামুকতর্পণ তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণভোজনাত্মক পুরশ্চরণং করিষ্যে" ইতি।

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ২০০০০ জপ সংখ্যা করিয়া দশাংশ ২০০০ হোম, তাহার দশাংশ ২০০ তর্পণ, তাহার দশাংশ ২০ জন ব্রাহ্মণ-ভোজন বিহিত হয়। কিন্তু এই সকল ক্রিয়ার অতন্দ্রিতভাবে অনুষ্ঠান আমাদের ন্যায় চঞ্চলচিত্ত জীবের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। নানাপ্রকারে চিত্তবিক্ষেপের অবশ্যম্ভাবিত্ব থাকায় উক্ত ১৭শ বিলাসে সংক্ষিপ্ত পুরশ্চরণ-প্রসঙ্গে মন্ত্রসিদ্ধি বিষয়ে যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভসেবার কথা লিখিত আছে, তাহা বিশেষ যত্নসহকারে সকলেরই প্রণিধানযোগ্য—

"ততো মন্ত্রপ্রসিদ্ধ্যর্থং গুরুং সম্পূজ্য তোষয়েৎ।
এবঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ দেবতা চ প্রসীদতি॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১২৮)

"অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ।
তস্য চ্ছায়ানুসারী স্যাদ্ ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিদ্ধ্যেন্ন সংশয়ঃ॥
তথাচোক্তম্—
যথা সিদ্ধরসস্পর্শাত্তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্ গুরোরেব শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১৩০)

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ উহার (১৩০ শ্লোকের) টীকায় লিখিয়াছেন—

"কেবল শ্রীগুরুপ্রসাদেনৈব পুরশ্চরণসিদ্ধিঃ স্যাৎ"।

অনুবাদ যথা—"তৎপর মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত গুরু-দেবতাকে পূজা করিয়া পরিতুষ্ট করিবেন। এইরূপ

করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়, দেবতাও প্রসন্ন হন।" ১২৮॥

"অথবা গুরুদেবকে দেবতারূপ চিন্তা করিয়া সন্তুষ্ট করিবেন এবং ভক্তিযুক্তচিত্তে গুরুদেবের ছায়ানুগত হইবেন, সকল কার্য্যেই গুরুদেব মূল, এই নিমিত্ত সর্ব্বদা গুরুকে ভজন করিবেন। পুরশ্চরণ প্রভৃতি হীন হইলেও মন্ত্রী অর্থাৎ মন্ত্রপ্রাপ্ত ব্যক্তির গুরুকৃপায় মন্ত্রসিদ্ধি হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এবিষয়ে সদৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে যথা—যেমন পারদস্পর্শে তাম্রও সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ গুরুসন্নিধান-ক্রমে শিষ্যও বিষ্ণুময় হন।"

ঐ টীকা—কেবল শ্রীগুরুপ্রসাদক্রমেই পুরশ্চরণসিদ্ধি হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে "এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—এই উক্তিদ্বারা যেমন সর্ব্বাবতারবীজ অবতারী শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ংভগবান্ বলা হইয়াছে, তাঁহার মন্ত্রও তদ্রূপ সর্ব্বমন্ত্রশ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ তাঁহার মাধুর্য্য প্রধান ঔদার্য্যময়ী বৃন্দাবনলীলাই সর্ব্বোত্তমা বলিয়া তদ্ভাবময়ী অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব।

ত্রৈলোক্য-সম্মোহনতন্ত্রে স্বয়ং শ্রীমহাদেব শ্রীভগবতী দেবী সমীপে এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"যথা চিন্তামণিঃ শ্রেষ্ঠো যথা গৌশ্চ যথা সতী।
যথা দ্বিজো যথা গঙ্গা তথাসৌ মন্ত্র উত্তমঃ॥
যথাবদখিলশ্রেষ্ঠং যথা শাস্ত্রন্তু বৈষ্ণবম্।
যথা সুসংস্কৃতা বাণী তথাসৌ মন্ত্র উত্তমঃ॥
অতো ময়া সুরেশানি প্রত্যহং জপ্যতে মনুঃ।
নৈতেন সদৃশঃ কশ্চিজ্জগত্যস্মিন্ চরাচরে॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৮৮-৮৯)

অর্থাৎ "মণিগণের মধ্যে যেমন চিন্তামণি, পশুমধ্যে যেমন ধেনু, নারীগণের মধ্যে যেমন পতিব্রতা, বর্ণের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, নদীর মধ্যে যেমন ভাগীরথী শ্রেষ্ঠা, তেমন সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজই সর্ব্বোত্তম। যেমন সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে বৈষ্ণব শাস্ত্রই প্রধান এবং বাক্যের মধ্যে সংস্কৃত বাক্যই উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ বিবিধ মন্ত্রের মধ্যে কৃষ্ণমন্ত্রই সর্ব্বোত্তম। হে সুরেশানি, এজন্য আমি এই মন্ত্র প্রত্যহ জপ করি। এই চরাচর জগতে ইহার সদৃশ আর কিছু নাই।"

শ্রীসনৎকুমার-কল্পেও উক্ত হইয়াছে (ঐ হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ৮৯ সং)—"দেবরাজ ইন্দ্র এই মন্ত্ররাজের প্রসাদে অনায়াসে শ্রীবিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রদত্ত মহেন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ ইন্দ্র দুর্ব্বাসা মুনির অভিশাপে নিপীড়িত হইয়াও ঐ মন্ত্রপ্রভাবে পুনরায় সৌভাগ্যপদ লাভ করিলেন। অধিক কি, পুরশ্চরণাদি না করিয়া এই মন্ত্ররাজকে কেবল জপ করিলেই জীব বাঞ্ছিত পদ লাভ করিতে পারে।"

"শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এইরূপ বিধান আছে যে, ত্রিসন্ধ্যা অথবা দ্বিসন্ধ্যা অন্ততঃ এক সন্ধ্যাও দেবতার অর্চ্চন করিয়া মন্ত্রজপ করিবেন। পূজা ব্যতীত কেবল মন্ত্রজপ করিবেন না। যদি নিজগুরু একগ্রামে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে প্রত্যহ তাঁহার নিকট গিয়া বন্দনা করিবেন। সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করিবেন। ইত্যাদি" (হঃ ভঃ বিঃ ১৭।২৮)

"যস্য দেবে চ মন্ত্রে চ গুরৌ ত্রিষপি নিশ্চলা।
ন ব্যবচ্ছিদ্যতে বুদ্ধিস্তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ॥
মন্ত্রাত্মা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিণী।
তেষাং ভেদো ন কর্ত্তব্যো যদীচ্ছেদিষ্টমাত্মনঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১৭।৩০)

অর্থাৎ যাঁহার দেবতা, মন্ত্র ও গুরু—এই তিন বিষয়ে নিশ্চলা ভক্তি হয় এবং ভেদবুদ্ধি না হয়, তাঁহার পক্ষে মন্ত্রসিদ্ধি অতি নিকটে। মন্ত্রকে দেবতা-স্বরূপ ও দেবতাকে গুরুস্বরূপ জানিত হইবে। আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি কখনই মন্ত্র, গুরু ও দেবতায় ভেদবুদ্ধি করিবেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধে লিখিত আছে—ভক্তি-সহকারে গুরুশুশ্রূষাদ্বারা শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ সখা সুদামা বিপ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥"

অর্থাৎ সর্ব্বভূতের আত্মা বা অন্তর্যামী প্রেমাস্পদ্ আমি গুরু শুশ্রূষাদ্বারা যেরূপ প্রীত হই, এরূপ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমোচিত ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে আচরণ করিলেও হই না।

আমরা শ্রীশ্রীগুরুপদান্তিকে এমন সর্ব্বোত্তম মন্ত্ররাজ

পাইয়াও নিজেদের নিষ্ঠাভাব ও শ্রীগুরুপ্রসাদাভাবে সেই মন্ত্রের মহাশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। একটি শাস্ত্রীয় সদাচার-রহিত ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত সাধারণ ব্যক্তির উচ্চারিত প্রাকৃত মন্ত্রের এত প্রভাব দেখা গেল যে, তাহার মন্ত্রপূত কড়িত্রয় সর্পদেহের তিনটি স্থান আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাকে কোন্ বনজঙ্গল হইতে টানিয়া লইয়া আসিল, রোগীকে নির্ব্বিষ করিয়া দিল, আর আমরা শ্রৌতপারম্পর্য্যক্রমে সদ্গুরুকৃপালব্ধ সেই মহাশক্তি-সম্পন্ন সিদ্ধ-মন্ত্রের কোন শক্তিই উপলব্ধি করিতে পারিব না? নিশ্চয় পারিব। ভক্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। পরম করুণাময়ী আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী শ্রীশ্রীবৃষভানুরাজনন্দিনীর কৃপাক্রমেই জীব সেই ভক্তিদেবীর কৃপালাভে সমর্থ হন। 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি,' 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যানুসারে শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীগুরুকৃপালব্ধ ভক্তিযুক্ত হইয়া তদ্দত্ত মন্ত্ররাজ জপ করিতে পারিলে শীঘ্র শীঘ্রই মন্ত্রশক্তি উপলব্ধি করা যায়।

আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন—

কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিতে করিতে সম্বন্ধ-বিশেষ জ্ঞানোদয়ে সংকল্প-বিকল্পাত্মক মননধর্ম্মরূপ সংসার হইতে মুক্তিলাভ এবং কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে নামকীর্ত্তনকারী সাক্ষাদ্ভাবে কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। "কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব। যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥ ** কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।" শ্রীমন্মহাপ্রভু—"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥" "ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।" "কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ। যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥ পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু। ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু॥" ইত্যাদি বাক্যে নামাশ্রিত ভক্তের প্রেমকেই চরম প্রাপ্য বলিয়া জানাইয়াছেন। এই প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-বিলোচন-দ্বারাই সাধুরা তাঁহাদের অন্তর্হৃদয়ে সর্ব্বদা অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর যশোদা-নন্দন-কৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করিতেছেন। শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন একমাত্র বিশুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্য-মূলক প্রেমৈকবশ্য। পাঞ্চরাত্রিক-বিধানমতে দেহাদিসম্বন্ধ বশতঃ কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণের পক্ষে তত্তৎসঙ্কোচীকরণার্থ দীক্ষায় অর্চ্চনমার্গে কিছু কিছু মর্য্যাদা স্থাপিত হইলেও শুদ্ধ-ভক্তির লক্ষণ পঞ্চরাত্র ও ভাগবতে একই প্রকার। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ সমস্ত ভাগবতের সারস্বরূপ লিখিলেন—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"
"অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাড়ি' জ্ঞান, কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥"

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৬৭-৬৮)

আর সমগ্র পঞ্চরাত্রের সার-স্বরূপ শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বাক্যও—"সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥" [অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম 'ভক্তি'। এই (স্বরূপলক্ষণময়ী) সেবার দুইটি 'তটস্থ' লক্ষণ—যথা, ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণপরা হইয়া স্বয়ং নির্ম্মলা থাকিবে।] সুতরাং উভয়ই একার্থবোধক। এই শুদ্ধভক্তিরূপ অভিধেয় হইতেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ 'প্রয়োজন' লাভ হয়—

এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৬৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার প্রিয় পার্ষদগণ ভক্ত্যঙ্গ-সমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়া জানাইয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেমই সেই নামভজনের একমাত্র সাধ্য ফল, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ নামের 'ফল' নহে। কলিযুগে এই নামই সর্ব্বধর্ম্ম এবং সর্ব্বমন্ত্র সার—

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥

(চৈঃ চঃ আ ৭।৭৪)

শ্রীদেবর্ষি নারদোক্ত "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইলেন—

"কলিকালে নাম-রূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম'-উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার॥
'কেবল' শব্দ পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ তপ আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'-কার॥"

—চৈঃ চঃ আ ১৭।২২ ২৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে অনর্পিতচর উন্নত-উজ্জ্বল স্বভক্তি-সম্পদ্ বিতরণ করিতে আসিলেন, তল্লাভ বিষয়ে জীবের যোগ্যতা চিন্তা করিয়া একদিন শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীরামানন্দ রায়ের কণ্ঠ ধারণ করত বলিয়া উঠিলেন—

"(হর্ষে প্রভু কহেন—) শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম সঙ্কীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেইত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥

—চৈঃ চঃ অ ২০।৮,৯,১১

শিক্ষাষ্টকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্রীনামভজনের যাবতীয় নিগূঢ়রহস্য সংক্ষেপে প্রায় সকলই ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার নামে সর্ব্বশক্তি অর্পণ পূর্ব্বক জীবকে তৃণাপেক্ষা সুনীচতা, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব লক্ষণাত্মক এই গুণচতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া প্রেমলাভার্থ যত্নশীল হইতে উপদেশ করিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভৎর্সনা-তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেই তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয়॥
এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত-বৃত্তি, কিম্বা শাক-ফল খাবে॥
সদা নাম লবে, যথা-লাভেতে সন্তোষ।
এই মত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥
ঊর্দ্ধ্ববাহু করি' কহোঁ, শুন সর্ব্বলোক।
নাম-সূত্রে গাঁথি' পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
প্রভু আজ্ঞায় কর এই শ্লোক-আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥

—চৈঃ চঃ আ ১৭।২৬—৩৩

এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেম-সম্পদ্ অর্জ্জন-প্রসঙ্গে মহামন্ত্র শ্রীনাম-ভজনেরই বিশেষ প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন।

কলিসন্তরণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥"

অর্থাৎ এই ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র শ্রীনামেরই কলিকল্মষনাশকত্ব কথিত হইয়াছে। সমগ্র বেদশাস্ত্রে ইহা অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠতর উপায় দৃষ্ট হয় না।

মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বধৃত শাস্ত্রবাক্যও এইরূপ যথা—

"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈশ্চ কেবলম্।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥"

অর্থাৎ দ্বাপরযুগীয় জনগণ কর্তৃক কেবল পঞ্চরাত্র-বিধানানুসারে শ্রীভগবান্ বিষ্ণু পূজিত হইতেন। কিন্তু কলিযুগে একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তন-দ্বারাই ভগবান্ শ্রীহরি পূজিত হইয়া থাকেন।

"নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়।"

(চৈঃ চঃ ম ১৫।১০৭)

"অবতরি' চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম-প্রচারণ।
কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেই ত' সুমেধা, আর—কলিহতজন॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"
(চৈঃ চঃ ম ১১।৯৮-১০০)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে লক্ষ্য করিয়া কথিত (চৈঃ চঃ আ ৭।৭১-৭৪)—

"(প্রভু কহে), শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ সদা— এই মন্ত্রসার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম, এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥"

—এই সকল উক্তির তাৎপর্য্য হইতে জানা যায়— শ্রীগুরুদেব তৎপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবুদ্ধি সহ উপসন্ন শিষ্যকে শ্রীভগবানের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশেষ-প্রতিপাদক দিব্য-জ্ঞান-দান-রূপ দীক্ষামন্ত্র দান করেন। তৎকালে গুরুকৃপালব্ধ—লব্ধদীক্ষ জীব দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া অধোক্ষজ শ্রীভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হন এবং ক্রমশঃ শ্রীভগবানে প্রীতি-বিশেষোদয়ে সম্বোধনাত্মক নামভজনে ধৃতি বিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমধনলাভে কৃতকৃতার্থ হন। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"মন্ত্র জপ করিতে করিতে (জীব) অপ্রাকৃতানুভূতিক্রমে বাহ্য ভোগময় জগৎপ্রতীতি হইতে নিরস্ত হইয়া পঞ্চবিধ রতির কোন একপ্রকার রতির আশ্রয়ে সামগ্রীর সংযোগে রসসেবা-প্রভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে ভজনীয়ের আস্বাদন করেন। তাদৃশ অনুষ্ঠান উপাধিদ্বয়ের ভোগমাত্র নহে। নাম-নামী অভিন্ন,—এই দিব্যজ্ঞান লাভের আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকৃতপ্রস্তাবে অবস্থিত হইলেই নাম-কীর্ত্তনকারী সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। তৎকালে তাঁহার চতুর্থ্যন্তপদ বা বৈয়াকরণের সম্বন্ধ-নির্ণায়িকা ভাষা শিথিল হইয়া পড়ে। সম্বোধনের পদোদ্দিষ্ট বাস্তববস্তু সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়েই সদ্য অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। তৎকালে সম্বোধনপদদ্বারা অবাধে সেবন করিতে যোগ্যতা ঘটে। সকল শাস্ত্র ও সকল দিব্যজ্ঞানাত্মক মন্ত্র জীবকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করাইয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করে। * * * * 'কৃষ্ণনাম' শব্দে এস্থলে নামাভাস বা নামাপরাধ উদ্দিষ্ট হয় নাই।"
(চৈঃ চঃ আ ৭।৭৩ অনুভাষ্য)

"* * নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া বাস্তব-বস্তু কৃষ্ণ যেরূপ নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, চৈতন্যরসবিগ্রহ এবং অপ্রাকৃত চিন্তামণি, বৈকুণ্ঠ-নামও তদ্রূপ। *;* একমাত্র নামভজনেই স্থূল ও সূক্ষ্ম ঔপাধিক ধর্ম্মদ্বয় নিরস্ত হয়। * * বৈকুণ্ঠবস্তুর নামই প্রাকৃত ভোগচিন্তাপর মননধর্ম্ম হইতে জীবকে ত্রাণ করিতে সমর্থ বলিয়া উহা সর্ব্ব-মন্ত্রসার। জড়বস্তুর নাম, রূপ, গুণ, ভাব ও ক্রিয়া— তর্কপন্থাধীন। বৈকুণ্ঠবস্তু তাদৃশ নহে। সেই বৈকুণ্ঠ-নামের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা অদ্বয়জ্ঞানে অবস্থিত।" (চৈঃ চঃ আ ৭।৭৪ অনুভাষ্য)

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ 'ভক্তিসন্দর্ভ' গ্রন্থে (২৮৪ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন—

"ননু ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ; তত্র বিশেষেণ নমঃ-শব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিতশক্তিবিশেষাঃ শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষ-প্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থ-ফলপর্য্যন্তদানসমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিক-সামর্থ্যেঽলব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা? উচ্যতে—যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদি-সম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎ-সঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি।"

অনুবাদ—যদি বল,—"মন্ত্রসমূহ ভগবন্নামাত্মক। তাহাতে আবার বিশেষভাবে নমঃ-শব্দাদি-ভূষিত হইয়া তাহা শ্রীভগবদিচ্ছাক্রমে শ্রীনারদাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক আহিত শক্তি-বিশেষ এবং শ্রীভগবানের সহিত আত্মার অর্থাৎ মন্ত্রোচ্চারণকারীর সম্বন্ধবিশেষ-প্রতিপাদক। সেখানে কেবল শ্রীভগবন্নামই নিরপেক্ষভাবে (অর্থাৎ দীক্ষাদির অপেক্ষা না রাখিয়া) পরমপুরুষার্থ-ফল-পর্য্যন্ত-দান সমর্থ। সুতরাং মন্ত্র হইতেও অধিক সামর্থ্য-প্রাপ্ত

শ্রীনামেতে মন্ত্র-দীক্ষাদির অপেক্ষা থাকিবে কেন ?" তাহাতে অর্থাৎ এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে যে,— "যদিও নামকারীর স্বরূপতঃ দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই, তথাপি প্রায়ই দেহাদিসম্বন্ধ-বশতঃ কদর্য্যস্বভাব বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণের পক্ষে সেই সেই কদর্য্য স্বভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য সঙ্কোচনার্থ (অর্থাৎ তত্তৎ প্রবৃত্তি যাহাতে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত — কুণ্ঠিত — অপ্রসারিত—দূরীকৃত বা প্রশমিত হইতে পারে, তজ্জন্য) শ্রীনারদাদি ঋষিগণ অর্চ্চনমার্গে (দীক্ষাবিধানাদিতে) কোথায়ও কোথায়ও কিছু কিছু মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।"

তাই শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"বদ্ধজীবের জড়াহঙ্কাররূপ ভোগনিবৃত্তির জন্য মন্ত্র-সিদ্ধির আবশ্যকতা। নমঃ-শব্দের 'ম' কারের অর্থ— অহঙ্কার, 'ন'-কারের অর্থ—তন্নিবৃত্তি অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধি ফলে জীবের অপ্রাকৃত অনুভূতিলাভ। শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুও (তৎকৃত) নামাষ্টকে 'অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং' বলিয়া হরিনামকে আবাহন করিয়াছেন।"

—চৈঃ চঃ আ ৭।৭২-৭৪ অনুভাষ্য।

"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥"

ইহার অনুভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"কেহ কেহ মূঢ়তা বশতঃ 'হরেকৃষ্ণ' ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরকে 'মহামন্ত্র' না জানিয়া কেবল মাত্র জপ্যমন্ত্র-বিচারে সেই মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে কৃত্রিমভাবে বাধা প্রদান করে, তজ্জন্য প্রাপ্তপ্রেম ব্যক্তি ভক্তের সহিত কৃষ্ণনামের সম্যক্ কীর্ত্তন করেন; তাদৃশ কীর্ত্তন ফলে জগতের লোকসকল কৃষ্ণনামের উপদেশ লাভ করেন। নাম-শ্রবণ, নাম-কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নামস্মরণ হয়। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া কৃষ্ণনাম জপ প্রভাবে কৃষ্ণবস্তুতে সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়, উহাই 'ভাব' নামে কথিত। জাতভাব জনগণ অবিদ্যাবন্ধনগ্রস্ত অনর্থযুক্ত নহেন। তাঁহারা জাতরতি, সুতরাং সামগ্রী চতুষ্টয় সম্মিলনে উদিত রসের আস্বাদন করেন। ভাবের ঘনীভূত অবস্থাই প্রেমা। ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক কৃষ্ণনামই—মহামন্ত্র। পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রসমূহ—'মন্ত্র' নামে খ্যাত। ভগবন্নাম 'মহামন্ত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ।" —চৈঃ চঃ আ ৭।৮৩ অনুভাষ্য।

শাস্ত্রে মন্ত্রের বাচিক, উপাংশু ও মানসজপের পর পর শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তিত হইলেও মন্ত্র সংখ্যাতঃ জপ্য, অসংখ্যাতঃ জপের ব্যবস্থা মন্ত্র সম্বন্ধে প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু মহামন্ত্র সম্বন্ধে সংখ্যাতঃ ও অসংখ্যাতঃ, কালাকাল, শৌচা-শৌচাদি কোন বিচারই রাখা হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংই বলিয়াছেন—'নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ', 'কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥' 'সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর' ইত্যাদি। অন্যত্র কথিত হইয়াছে —

"ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥"

অর্থাৎ হে লুব্ধক (ব্যাধ), শ্রীহরিনাম গ্রহণে দেশ, কাল প্রভৃতির নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্টহস্ত বা মুখেও হরিনাম গ্রহণে কোন নিষেধ নাই।

"ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার", "দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে। জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥" ইত্যাদি বাক্যে মন্ত্র অপেক্ষাও মহামন্ত্রের অধিক সামর্থ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। মন্ত্রে লব্ধ-দীক্ষ বিধিমার্গরত জনেরই অধিকার, কিন্তু মহামন্ত্রে দীক্ষিত অদীক্ষিত নৃমাত্রেরই সর্ব্বাবস্থায় অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ রাগমার্গাশ্রিত সাধকের শ্রীনাম-ভজনেই শীঘ্র শীঘ্র ব্রজভাবপ্রাপ্তিরূপ অভীষ্টসিদ্ধি হয়। বিধিমার্গে বা অর্চ্চনমার্গে মন্ত্রজপ ও অর্চ্চনাদি দ্বারা ব্রজভাব সুদুরপরাহত। "বিধিমার্গে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি।" বেদ ('ওঁ আঽস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে' ইত্যাদি), উপ-নিষৎ (কলি সন্তরণাদি), শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতাদি স্মৃতিশাস্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণ এবং মহাভারতে-তিহাসাদি সর্ব্বশাস্ত্রে যুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন-প্রশস্তি কীর্ত্তিত হইলেও সাক্ষাৎ কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংই কলিযুগধর্ম্মরূপে ষোলনাম্ বত্রিশা-ক্ষরাত্মক মহামন্ত্রের উচ্চৈঃস্বরে 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়' ন্যায়াবলম্বনে কীর্ত্তনাদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক শিক্ষাষ্টকে তারস্বরে নামসংকীর্ত্তনের সর্ব্বোপরি বিজয়

ঘোষণা এবং নামভজনের সর্ব্বোত্তমতা প্রদর্শন করায় বিশেষতঃ নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের অপতিতভাবে তিনলক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে গ্রহণ ও "খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ। তথাপি আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥" ইত্যাদি উক্তিমূলে আম্বুয়ামুলুকের (অম্বিকা-কালনার) বাইশ বাজারে নির্ম্মম বেত্রপ্রহারসহনলীলা প্রভৃতি এবং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদগণের অপূর্ব্ব নামনিষ্ঠা প্রণিধান করিলে মহামন্ত্রের মহাশক্তিত্ব বিষয়ে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়াপ্লুত হইতে হইবে।

তবে আমাদের এরূপ দুর্ভাগ্য কেন? আমরা কেন সদ্যঃ সদ্যঃ সেই নামের ফল পাই না? যেহেতু আমরা শ্রীনামচরণে বড়ই অপরাধী—"তচ্চেদ্দেহদ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যাং ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।" কিন্তু ঐ নাম অবিশ্রান্ত গ্রহণ করিতে করিতে আমাদের অপরাধ যতই কাটিতে থাকিবে, ততই আমরা নামের ফলস্বরূপে প্রেম ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে পারিব। দীক্ষামন্ত্র জপ করিতে করিতে সংসারাসক্তি শূন্য হইয়া কৃষ্ণনামে রুচি বৃদ্ধি পাইবে এবং নাম গ্রহণ করিতে করিতে নামকৃপায় প্রেমোদয় সম্ভব হইবে। নাম "ঈষৎ বিকশি' পুন, দেখায় নিজরূপগুণ, চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ। পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা, দেখায় নিজ স্বরূপবিলাস॥" নামের কৃপা হইলে "কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই কিবা তার বল। জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥"—এই শ্রীমুখবাক্যের সার্থকতা বুঝিতে পারিব। 'কৃষ্ণনাম ধরে কত বল',—তাহা উপলব্ধির বিষয় হইবে।

তত্ত্বং যজ্-জ্ঞানমদ্বয়ম্

[শ্রীনর্ম্মদা কুমার দাস, শিলং]

কতকগুলি বস্তুর বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া যদি তাহাদের মূলে একটি মাত্র বস্তু পাওয়া যায় তাহা হইলে সেই বস্তুটিকে প্রথমোক্ত বস্তুগুলির তত্ত্ব বলা যায়। সেই তত্ত্বটি জানিলে বস্তুগুলি সম্বন্ধে সার কথাটি জানা হইয়া গেল। শাস্ত্র আমাদিগকে এমনই একটি তত্ত্বের সংবাদ দিয়াছেন, যাহা লৌকিকালৌকিক সমস্ত বস্তুর মূল। এই তত্ত্বটি পরতত্ত্ব বলিয়াও অভিহিত হয়। এই পরতত্ত্বের কথাটিই জগতের সকল কথার সার কথা—সারাৎসার কথা।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
—ভাঃ ১।২।১১

—যাহা 'অদ্বয়জ্ঞান' তাহাকেই তত্ত্বজ্ঞেরা 'তত্ত্ব' বলিয়া অভিহিত করেন। তাহাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ বলিয়া কথিত হয়।

আচার্য্যগণের চরণাশ্রয় করিয়া এই শ্লোকটির মর্ম্ম সংক্ষেপে যথাশক্তি অনুধাবনের চেষ্টা করা যাইতেছে।

তত্ত্ব—পরতত্ত্ব। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন—"ননু তত্ত্ববিদোঽপি বিগীতবচনা এব? নৈবং, তস্যৈব তত্ত্বস্য নামান্তরৈরভিধানাদিত্যাহ—ঔপনিষদৈর্ব্রহ্মেতি, হৈরণ্যগর্ভৈঃ পরমাত্মেতি, সাত্বতৈর্ভগবানিতি শব্দ্যতে অভিধীয়তে।"—অর্থাৎ, তবে কি বুঝিতে হইবে তত্ত্বজ্ঞগণের কথা নিন্দিত হইল? তাহা নহে, যেহেতু সেই তত্ত্বই বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে—ঔপনিষদগণ (জ্ঞানিগণ) বলেন ব্রহ্ম, হৈরণ্যগর্ভগণ (যোগিগণ) বলেন পরমাত্মা এবং সাত্বতগণ (ভক্তগণ) বলেন ভগবান্। ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় উক্ত হইয়াছে—"তত্ত্বস্য নামান্তরৈরভিধানাদিতি ধর্ম্মিণি সর্ব্বেষামভ্রমাৎ ধর্ম্ম এব তু ভ্রমাদিতি।"—ধর্ম্মীতে সকলের ভ্রমাভাব কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়েই ভ্রম (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি) বলিয়াই এইরূপ উক্তি করা হইয়াছে।

এই তত্ত্ব-বস্তুটি পরম-সুখ-স্বরূপ পরম-পুরুষার্থ এবং নিত্য (তত্ত্বমিতি পরমপুরুষার্থতাদ্যোতনায় পরমসুখরূপত্বং তস্য জ্ঞানস্য বোধ্যতে। অতএব তস্য নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতম্"—ক্রমসন্দর্ভঃ)।

অদ্বয়-জ্ঞান—এখানে জ্ঞান শব্দের অর্থ একমাত্র চিৎ বা চৈতন্যবস্তু ("জ্ঞানং চিদেকরূপম্"—ক্রমসন্দর্ভঃ)। শাস্ত্রে পরতত্ত্বকে কোথাও শুধু সৎ, কোথাও শুধু চিৎ, কোথাও শুধু আনন্দ বলা হইয়াছে, আবার কোথাও বলা হইয়াছে সচ্চিদানন্দ (Existence Consciousness—Bliss)। এখানে শুধু জ্ঞান শব্দের ব্যবহার দ্বারা অচিৎ বা জড় বস্তুর বর্জনই বিশেষভাবে উদ্দিষ্ট বলিয়া মনে হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানের বা চিৎপদার্থের স্বরূপে যে অচিৎ বা জড় থাকিতেই পারে না তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায় পরতত্ত্বের স্বরূপ যদি বিশুদ্ধ চিন্মাত্রই হয় এবং তাহা যদি অদ্বিতীয় হয় তাহা হইলে জাগতিক জড়পদার্থ-নিচয়ের উদ্ভব হইল কোথা হইতে? উত্তর—চিৎস্বরূপ পরতত্ত্ব বস্তুর মায়া, প্রকৃতি, প্রধান ইত্যাদি নামে অভিহিতা একটি বহিরঙ্গা জড়া শক্তি আছে ("ইয়ং প্রকৃতির্বহিরঙ্গাখ্যা শক্তিঃ, অপরা অনুৎকৃষ্টা, জড়ত্বাৎ"—গীঃ ৭।৫ বিশ্বনাথ)। তাহারই বিক্রিয়া হইতে জগতের যাবতীয় জড় উপাদান উদ্ভূত হইয়াছে। এই শক্তি স্বয়ংসিদ্ধ স্বতন্ত্র নহে। ইহার অস্তিত্ব অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের অস্তিত্বের উপরই নির্ভর করে—যেমন নির্ভর করে প্রদীপের অস্তিত্বের উপর তাহার প্রভার অস্তিত্ব। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপে মায়ার অবস্থিতি নাই। সূর্য্যের আলো যেমন সূর্য্য বিম্বের বাহিরেই অবস্থান করে, তেমনই বহিরঙ্গা মায়াশক্তি পরতত্ত্ব স্বরূপের বহির্ভাগেই অবস্থিত। এই বহির্ভাগকে দেশগত বহির্ভাগ মনে করিলে ভুল হইবে। পরতত্ত্বের সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রসিদ্ধই আছে। সুতরাং তাঁহার দেশগত বহির্ভাগ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। মায়া তাঁহার বহির্ভাগে অবস্থিত, ইহার অর্থ এই যে ইহা পরতত্ত্বের স্বরূপকে কোন প্রকারেই অভিভূত বা ব্যাহত করিতে পারে না। জীবও পরতত্ত্বের আর একটি শক্তি (গীঃ ৭।৫)। ইহাও পরতত্ত্ব-নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ কোন বস্তু নহে। ইহার আর এক নাম 'তটস্থা' শক্তি ("তটস্থাং শক্তিং জীবভূতাং"— গীঃ ৭।৫ বিশ্বনাথ। "যত্তটস্থং তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্ বিনির্গতম্। রঞ্জিতং গুণ-রাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে॥"—পরমাত্ম সন্দর্ভ (২৬) ধৃত শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বচন)। কারণ, ইহা চিদ্রূপা হইলেও অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের (পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত) চিৎ-শক্তির বা স্বরূপশক্তির অন্তর্ভূতা নহে, আবার মায়ার মত জড়াও নহে ("ন বিদ্যতে বহির্বহিরঙ্গ-মায়া-শক্ত্যা অন্তরেণান্তরঙ্গচিচ্ছক্ত্যা চ সম্যগ্ বরণং সর্ব্বথা স্বীয়ত্বেন স্বীকারো যস্য তম্"—ভা, ১০।৮৭।২০ বিশ্বনাথ)। জীবকে এইজন্য পরতত্ত্বের 'বিভিন্নাংশ'ও বলা হয় ("বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন।"—চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ)। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে আলোচ্য ভাগবতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে, অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব 'ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া কথিত হয়,' কিন্তু 'জীব বলিয়া কথিত হয়' এইরূপ উক্তি নাই ("কৃচিদ্ ব্রহ্মেতি, কৃচিৎ পরমাত্মেতি, কৃচিদ্ ভগবানিতি। কিন্তুত্র শ্রীব্যাস-সমাধিলব্ধাদ্ ভেদাৎ জীব ইতি চ শব্দ্যতে ইতি নোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্"—ক্রমসন্দর্ভঃ)।

উপরি উক্ত মায়া ও জীবশক্তি ছাড়াও পরতত্ত্বের স্বরূপস্থিত বিবিধ শক্তি আছে (বিষ্ণুপুরাণের 'পরা' শক্তি), যাহাদিগকে বলা হয় চিৎ-শক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি বা স্বরূপ শক্তি। বৈকুণ্ঠাদি ধামসমূহ এই চিচ্ছক্তিরই বৈভব বা বিভূতি ("চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম। তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥"—চৈঃ চঃ আদি ২য় পঃ)। এই ধামসমূহকে চিচ্ছক্তির 'বিশেষ' বা 'বিলাসও' বলা হয় ("চিদ্বিশেষাণাং ভগবদ্ধামাদীনাং", "তদ্বিলা-সানাঞ্চ বৈকুণ্ঠাদীনাম্"—বিশ্বনাথ)। সুতরাং এই ধাম-সমূহও স্বয়ংসিদ্ধ স্বতন্ত্র বস্তু নহে।

[স্মর্ত্তব্য—"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি-রিষ্যতে॥"—বিঃ পুঃ ৬।৭।৬১।]

দেখা গেল, শ্লোকোক্ত জ্ঞান বা পরতত্ত্ব ব্যতীত দ্বিতীয় কোন স্বয়ংসিদ্ধ বস্তুই নাই। ইহাই জ্ঞানের অদ্বয়ত্ব ("অদ্বয়ত্বঞ্চাস্য স্বয়ংসিদ্ধ-তাদৃশ-তত্ত্বান্তরাভাবাৎ স্বশক্ত্যেক-সহায়ত্বাৎ, পরমাশ্রয়ং তদ্ বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ"—ক্রমসন্দর্ভঃ)।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনটি বস্তু সামান্য লক্ষণে অর্থাৎ চিন্মাত্রতা-লক্ষণে এক হইলেও বিশেষ লক্ষণে বিভিন্ন। পরতত্ত্ব ভূমা বস্তু, সুতরাং পরম সুখস্বরূপ

("ভূমৈব সুখম্"—শ্রুতি), পরম পুরুষার্থ-স্বরূপ। এই পুরুষার্থলাভের জন্য যত প্রকার সাধনা প্রচলিত আছে সেইগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—জ্ঞানযোগ, অষ্টাঙ্গ-যোগ ও ভক্তিযোগ। কিন্তু এই তিন প্রকার সাধনার পরিপাকে পরতত্ত্বের অনুভূতি এক প্রকার হয় না। সূর্য্যের আলোতে পদ্ম বিকশিত হয়, চাঁদের আলোতে কুমুদিনী বিকশিত হয়। সাধকের বিভিন্ন সাধনার আলোতে তেমনই একই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ বা অনুভূতি ফুটিয়া উঠে। এক জ্ঞানতত্ত্বই জ্ঞানযোগীর নিকট ব্রহ্ম, অষ্টাঙ্গযোগীর নিকট পরমাত্মা এবং ভক্তের নিকট ভগবান্‌রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। জল, বরফ ও জলীয় বাষ্প—এই তিনটি পদার্থের একই উপাদান, কিন্তু তথাপি প্রথমটি তরল, দ্বিতীয়টি কঠিন এবং তৃতীয়টি বায়বীয় পদার্থ। এই প্রকারে একই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের ত্রিবিধ অবস্থা—

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে॥
—চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥
—ভাঃ ৩।৩২।৩৩

—যেমন রূপ-রসাদি বহুগুণের আশ্রয়ীভূত পদার্থ একটি হইলেও পৃথক্ পৃথক্ দ্বারবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা নানাবিধরূপে প্রতীত হয়, তেমনই এক ভগবান্ শাস্ত্রের বিবিধ বর্ত্ম (সাধনমার্গ) দ্বারা বিভিন্নরূপে প্রতীত হন।

ক্ষীর বস্তুটির শুক্লত্ব, মধুরত্ব, শীতলত্ব, সুগন্ধ এবং নাম—এই সকলের এক একটি আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এক একটি দ্বারা গ্রাহ্য; সকল গুণ একটি মাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য নহে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-শ্রেষ্ঠ মন ক্ষীরের সকল গুণই অনুভব করিতে পারে। তদ্রূপ কর্ম্ম জ্ঞানাদি সাধনমার্গের অবলম্বনে স্বর্গপ্রদ ঈশ্বররূপে, অপবর্গপ্রদ পরমাত্মরূপে অথবা ব্রহ্মরূপে ভগবানের আংশিক অনুভূতি মাত্র হয়। পরন্তু সাধনমুখ্যা ভক্তি দ্বারাই প্রেম-বিষয়ীভূত, সর্ব্বফলপ্রদ, ঈশ্বরাদি পদবাচ্য সেই ভগবান্ সর্ব্বথা অনুভূত হন।—বিশ্বনাথ।

এখানে ভগবানই মূল অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বরূপে কথিত হইয়াছেন। এই সম্বন্ধে আরও আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশক্রমে গত ৬ ফাল্গুন, (১৩৭৪), ১৯ ফেব্রুয়ারী সোমবার শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখা-মঠসমূহে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাবোপলক্ষে শ্রীব্যাস-পূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে ভারতের সর্ব্বত্র সর্ব্বসম্প্রদায়ে শ্রীব্যাসপূজার প্রচলন দেখা যায়। নিজ জন্মদিনে শ্রীগুরুপূজা সন্ন্যাসির-কৃত্যরূপে শাস্ত্রে বিহিত হওয়ায় শ্রীল প্রভুপাদ নিজ জন্মদিনে বিশেষভাবে শ্রীগুরুপূজা করিতেন। তদ্দর্শনে তদাশ্রিত সেবকগণ উক্ত তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ পূজা বিধান করেন, তদবধি শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহে উক্ত শুভবাসরে শ্রীব্যাসপূজা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য ভাগবতের (মধ্য ৫।৮) তৎকৃত গৌড়ীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"** যদিও পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদিগণের মধ্যে গুরুপূজা বা ব্যাসপূজার প্রথা প্রচলিত আছে, তথাপি তাদৃশ ব্যাসপূজনে অহমিকার বিচারই প্রবল। শুদ্ধভক্তির অভাব-নিবন্ধন তাহাদিগের দ্বারা শ্রীব্যাসপূজা কখনই সাধিত হইতে পারে না। শ্রুতি বলেন,—যে মুহূর্ত্তে

বিরাগ উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই জড়ভোগে বিরাম লাভ করিয়া ভগবৎসেবায় রুচি হইবে। তাহার কালাকাল বিচার নাই। জড়ভোগ নিবৃত্ত হইলেই জীব পরিব্রাজক হইয়া আচার্য্যের চরণাশ্রয় করেন। সেই আচার্য্য-চরণাশ্রয়কেই ভাষান্তরে 'ব্যাসপূজা' কহে। শ্রীব্যাসপূজা চারি আশ্রমেই বিহিত অনুষ্ঠান; তবে তুর্য্যাশ্রমিগণ ইহা যত্নের সহিত বিধান করিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদানুগ-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব স্ব জন্মদিনে পূর্ব্বগুরুর পূজা বিধান করেন। পূর্ণিমা তিথিই—যতিধর্ম্ম গ্রহণের প্রশস্তকাল। যতিগণ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-বাদি-নির্ব্বিশেষে সকলেই গুরুদেবের পূজা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধারণতঃ আষাঢ়ী-পূর্ণিমাতেই গুর্ব্বাবির্ভাব-তিথি-বিচারে ব্যাসপূজার আবাহন হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাত্রবোধে শ্রীব্যাসপূজার আনুকূল্য বিধান করেন। শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি বিভিন্ন শাখায় ন্যূনাধিক পৃথক্। চারি আশ্রমে অবস্থিত সংস্কার-সম্পন্ন দ্বিজগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের ন্যূনাধিক পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব-স্ব গুরুপূজার স্মারক দিবস। শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর 'গুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ' বা ইহারদ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট যে সুষ্ঠু ভগবৎ-সেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়।"

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ (আসাম)ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের শুভ উপস্থিতিতে ও নিয়ামকত্বে শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে শ্রীমঠের বার্ষিক মহোৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়। প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও আসামের বিভিন্ন জেলা হইতে বহু শত গৃহস্থ ভক্ত উৎসবোপলক্ষে মঠে সম্মিলিত হন এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চায় ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর কএক সহস্র নর-নারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও অবদান সম্বন্ধে ভাষণ দেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীদীননাথ বনচারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীঅঘদমন দাসাধিকারী বক্তৃতা করেন।

শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীখগেন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীদামোদর দাসাধিকারী, শ্রীচক্রপাণি দাসাধিকারী, শ্রীরাঘবেন্দ্র দাসাধিকারী প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণের হার্দ্দী সেবাচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতাঃ—পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের আনুগত্যে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী (ঢাকা)ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের পরিচালনাধীন পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে বিশেষ সমারোহে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন গ্রামে হইতে বহু ভক্ত উৎসবোপলক্ষে মঠে সম্মিলিত হন। স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীরাধাবল্লভ কাব্যতীর্থ মহোদয়ের সভাপতিত্বে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। অধ্যাপক শ্রীকানাইলাল ভৌমিক প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীবলাইপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপালকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী ও শ্রীমহাদেব ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আসামে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

দেপালচুং, গোয়ালপাড়া (আসাম) ঃ—আসাম প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া জেলার দেপালচুং নিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ সপার্ষদ তথায় শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীশাইলারাম দাস মহাশয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণে গত ১০ মাঘ, ২৪ জানুয়ারী বুধবার হইতে ১২ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ভূতপূর্ব্ব এম্-এল্-এ শ্রীখগেন্দ্র নাথ নাথ মহোদয় দ্বিতীয় দিন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশক্রমে ধর্ম্মসভায় মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ ও শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী হরিকথা বলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদার প্রেমধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া পার্ব্বত্য অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক নরনারী শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম অনুশীলনে ব্রতী হইয়াছেন দেখিয়া গৌরদাস মাত্রই পরমোল্লসিত হন।

শিবসাগর (আসাম) ঃ— কতিপয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্য সমভিব্যাহারে শ্রীল আচার্য্যদেব গত ২৮ মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী রবিবার তেজপুর হইতে বিমান-যোগে জোড়হাট পৌঁছিয়া তথা হইতে মোটরে শ্রীআনন্দ-প্রকাশজীর সাদর আমন্ত্রণে শিবসাগর জেলায় তাঁহার চা-বাগানের বাংলোতে শুভবিজয় করেন। সুবৃহৎ সভামণ্ডপে তিনটী মহৎ ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীল আচার্য্যদেব চা-বাগানের সহস্রাধিক শ্রমিকগণকে হরিকথা বলেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কিছু সময়ের জন্য বক্তৃতা করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন হয়। এতদ্ব্যতীত ৩০ মাঘ, ১৩ ফেব্রুয়ারী শিবসাগর সহরে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শেঠ শ্রীগোপাল-জীর আলয়ে এক ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ দেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী শ্রীআনন্দপ্রকাশজীর আগ্রহ-ক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদের মোটরযানযোগে ডিব্রুগড় সহর পরিদর্শন এবং তথাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণের সহিত হরিকথা আলাপ করেন। তাঁহারা তথায় একটী মঠ স্থাপন করতঃ চাবাগান অঞ্চলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদার প্রেমধর্ম্মের বাণী ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বড়পেটা ও নলবারী (কামরূপ, আসাম) ঃ— গত ১০ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার শ্রীল আচার্য্যদেব মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে বড়পেটায় শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীঅঘদমন দাসাধিকারী প্রভুর গৃহে অবস্থান করেন। তিনি স্থানীয় আমবাড়ী হাতী হল, পণ্ডিতবর শ্রীনারায়ণদেব মিশ্র মহোদয়ের গৃহপ্রাঙ্গণ ও রাউতাপাড়া কীর্ত্তন ঘরে ভাষণ দেন। নলবারী নিবাসী মাড়োয়ারী ও অসমীয়া সজ্জনগণের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব বড়পেটা হইতে তিনদিনের জন্য তথায় যান এবং ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে বলেন।

আদর্শ বৈষ্ণবসেবা

খারুপেটীয়া নিবাসী শ্রীমতী পুণ্যদা সুন্দরী ও শ্রীমতী অন্নদা সুন্দরী মহিলা ভক্তদ্বয় স্বীয় মাতৃসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীমায়াপুর ও কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং নদীয়া জেলান্তর্গত যশড়াস্থিত শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে ঠাকুরের বিচিত্র ভোগরাগের ব্যবস্থা করতঃ বৈষ্ণবসেবার আনুকূল্য বিধান করেন। শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারীর বিশেষ সহায়তায় উক্ত বৈষ্ণবসেবাকার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানে নয়দিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান
সহস্র সহস্র দর্শনার্থীর ভীড়

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে বিগত ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে ১ চৈত্র, ১৫ মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত নয়দিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অগণিত দর্শনার্থীর ও সাধুগণের সমাগম হয়। এই সময় বহু সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘের উদ্দণ্ড নৃত্যসহযোগে হরিসংকীর্ত্তনধ্বনি, মৃদঙ্গাদি বাদ্যধ্বনি, নারীগণের মঙ্গল-সূচক জয়কার ও গঙ্গাস্নানে অসংখ্য নরনারীর ভীড় নবদ্বীপ মণ্ডলের অতিশয় শোভা বর্দ্ধন করে। তন্মধ্যে আবার শ্রীমায়াপুরের অপূর্ব্ব শোভা ও পবিত্র পরিবেশ দর্শনার্থী মাত্রকেই আকর্ষণ করতঃ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত করে। সর্ব্বোপরি গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত শ্রীঈশোদ্যানের শোভা অতুলনীয়। ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থানকারী ভক্তগণের প্রত্যহ গঙ্গা ও সরস্বতীর তটে ভ্রমণ, দর্শন, পবিত্র জল পান ও স্নানের পরম সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,— "পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ প্রধান। ভারতের মধ্যে গৌড়ভূমি সর্ব্বোত্তমা। গৌড়দেশের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল পরম উৎকৃষ্ট।" শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে নয়টী দ্বীপের অবস্থিতি, গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় বর্ত্তমানে নয়টী খণ্ডে বিরাজিত আছেন—অন্তর্দ্বীপ (আতোপুর), সীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া), গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা), মধ্যদ্বীপ (মাজিদা), কোলদ্বীপ (কুলিয়া), ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর), জহ্নুদ্বীপ (জান্নগর), মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি) ও রুদ্রদ্বীপ (রাতুপুর)। নয়টী দ্বীপের কেন্দ্রস্থল শ্রীঅন্তর্দ্বীপে শ্রীমায়াপুরের স্থিতি, তথায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাহাকে মহাযোগপীঠ বলা হয়। শ্রীমায়াপুরের দক্ষিণাংশে জাহ্নবী ও সরস্বতীর সঙ্গমের নিকটে শ্রীমন্মহা-প্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি ঈশোদ্যান বিরাজমান:

"মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে॥
ঈশোদ্যান নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজন স্থান হউক আমার॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা লয়ে ভক্তজন॥"

(নবদ্বীপভাব-তরঙ্গ)

শ্রীনবদ্বীপধাম নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ। এক একটী দ্বীপ এক একটী ভক্তি সাধনের ক্ষেত্র। অন্তর্দ্বীপ—আত্মনিবেদন ভক্তির ক্ষেত্র, সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণ ভক্তির ক্ষেত্র, গোদ্রুমদ্বীপ—কীর্ত্তন, মধ্যদ্বীপ—স্মরণ, কোলদ্বীপ—পাদসেবন, ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চন, জহ্নুদ্বীপ—বন্দন, মোদদ্রুম-দ্বীপ—দাস্য ও রুদ্রদ্বীপ সখ্য ভক্তি সাধনের ক্ষেত্র। বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ পাদসেবন ভক্তির ক্ষেত্র কোল-দ্বীপের অন্তর্গত।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদকে যে-ভাবে ও যে ক্রমানুসারে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল দর্শন ও পরিক্রমা করাইয়াছিলেন উহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত 'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম মাহাত্ম্য' গ্রন্থে বর্ণিত আছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-পাদের আনুগত্যে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রমুখ আচার্য্যগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করেন। তৎপরে কোন কোন ভজনানন্দী বৈষ্ণব স্বয়ং বা 'সজাতীয়াশয়' দুই একজন ভক্তসহ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করিতেন। শ্রীগৌর-নিজজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ-ক্রমে শ্রীগৌরধাম পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি

জগতের সর্ব্বসাধারণ্যে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা প্রচার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তদনুসারে অস্মদীয় পরমগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১৩২৬ বঙ্গাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিবসের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৭ই ফাল্গুন, দশমী তিথি রবিবার হইতে চারিদিন শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করেন। তাহাতে শ্রীধাম নবদ্বীপের সকল স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিভ্রমণ করার সুযোগ না হওয়ায়, সর্ব্বসাধারণকে পরিক্রমার সুযোগ প্রদান ও সকল স্থান সুষ্ঠুভাবে দর্শন জন্য তৎপরবর্ত্তী বৎসর ১লা চৈত্র (১৩২৭), ১৪ই মার্চ্চ (১৯২১), ২০ গোবিন্দ (৪৩৪ গৌরাব্দ) পঞ্চমী তিথি সোমবার হইতে শ্রীনবদ্বীপধামের নয়টি দ্বীপ নয়দিনে পরিক্রমা করার প্রবর্ত্তন সর্ব্বপ্রথম বিপুলাকারে করেন। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু যেরূপ উদার, তাঁহার ধামও তদ্রূপ উদার এবং তাঁহার ভক্তগণও পরম দয়ালু এজন্য কলিযুগে নবদ্বীপ মণ্ডলের ন্যায় তীর্থ আর নাই। পরিক্রমা অর্থে কোন বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরা বুঝায়। দেহ ও দেহ-সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিলে অর্থাৎ তাঁহাদের জন্য ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও শক্তি নিয়োগ করিলে তাহাতে আসক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বন্ধনদশা প্রাপ্তি ঘটে। উক্ত বন্ধনদশা হইতে মুক্তি লাভ হয়, যদি ভক্ত, ভগবান্ ও ভগবদ্ধামকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করা যায় অর্থাৎ তাঁহাদের জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও চেষ্টা নিয়োজিত হয়। এজন্য জীবদুঃখকাতর সাধুগণ জীবের সংসার ভ্রমণ স্পৃহা ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বহু পরিশ্রম করিয়া প্রতি বৎসর এরূপ শ্রীধাম পরিক্রমার আয়োজন করেন এবং ভিক্ষার দ্বারা দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতঃ যাত্রিগণের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও সহস্রাধিক নরনারী নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমামুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তৎপার্ষদবৃন্দের লীলাস্থানসমূহ দর্শন করেন। ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পরিক্রমার অধিবাস বাসরে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পরিক্রমণেচ্ছু যাত্রিগণকে পরিক্রমার তাৎপর্য্য, মহিমা ও নিয়মাবলী বুঝাইয়া দেওয়া হয়। আত্মনিবেদন ব্যতীত ভক্তিসাধন সুরু হয় না বলিয়া সর্ব্বাগ্রে আত্মনিবেদন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। তদনুসারে ৮ই মার্চ্চ পরিক্রমার প্রথম দিবস শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করা হয়। ভক্তগণ নগর-সংকীর্ত্তনমুখে মঠ হইতে প্রাতে বহির্গত হইয়া শ্রীনন্দন আচার্য্য ভবন, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাসাঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবনাদি দর্শনান্তে বেলা ২ ঘটিকায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরদিবস প্রাতে মঠ হইতে বহির্গত হইয়া ভক্তগণ শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমাকালে মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট, শ্রীজয়দেবের পাট, গঙ্গানগর, শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া), বেলপুকুর, সরডাঙ্গা, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন, শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি দর্শনান্তে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপরদিবস ১০ মার্চ্চ রবিবার একাদশী তিথি বাসরে ভক্তগণ প্রাতে নৌকাযোগে সরস্বতী নদী পার হইয়া গোদ্রুম দ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ পরিক্রমাকালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও সমাধি, শ্রীসুবর্ণবিহার, শ্রীদেবপল্লী, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীহরিহরক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী, অলকানন্দা আদি দর্শনান্তে সন্ধ্যায় মঠে ফিরিয়া আসেন। পরদিবস ভক্তগণকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়ার জন্য পরিক্রমা স্থগিত রাখা হয়। ১২ মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রাতঃ ৬টায় মঠ হইতে পরিক্রমা বহির্গত হয়। ভক্তগণ গঙ্গা পার হইয়া কোলদ্বীপ ও ঋতুদ্বীপ পরিক্রমামুখে শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া (পোড়ামাতলা), শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, সমুদ্রগড়, চম্পহট্ট, শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণী নাথ সেবিত শ্রীগৌরগদাধর, শ্রীজয়দেবের পাট, শ্রীবিদ্যানগর, শ্রীবিদ্যাবিশারদের আলয় ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহাদি দর্শন করেন। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে বিদ্যানগরে শ্রীগয়ারাম দাস মহাশয়ের গৃহের সম্মুখে বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে মহোৎসবের আয়োজন হয় এবং সহস্রাধিক পরিক্রমাকারী ভক্ত ব্যতীতও বাল-বৃদ্ধ-যুবা-নির্ব্বিশেষে অন্যূন সহস্র গ্রামবাসিগণকে আকণ্ঠ ভরিয়া অন্ন প্রসাদ সেবন করান হয়। দুর্ভিক্ষের দিনেও এরূপ মহোৎসব হইতে

দেখিয়া গ্রামবাসিগণ বিস্মিত হন এবং পরম করুণাময় শ্রীগৌরহরির অপরিসীম কৃপার কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করেন। ১৩ মার্চ্চ বুধবার পুনঃ প্রাতে নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া ভক্তগণ জহ্নুদ্বীপ পরিক্রমাকালে শ্রীজহ্নুমুনির তপস্থাস্থল ও মোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমাকালে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর সেবিত শ্রীরাধামদনগোপাল ও শ্রীসারঙ্গ মুরারি ঠাকুর সেবিত শ্রীরাধাগোপীনাথ দর্শন করেন। তৎপর বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুর দর্শনান্তে পুনঃ গঙ্গা পার হইয়া মধ্যাহ্নে ভক্তগণ অপর পারে অবগাহন স্নান করতঃ শীতল হন। তথা হইতে বেলা ১-৩০ টায় রুদ্রদ্বীপে আসিয়া উপনীত হন। পথে তপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়া চলিতে হওয়ায় ভক্তগণের ক্লেশানুভব হইলেও উহা শ্রীগৌরধামের স্মৃতি উদ্দীপক মনে করিয়া সুখানুভবও করেন। উক্ত দিবস বৈকাল ৩-৩০ টায় ভক্তগণ ঈশোদ্যানস্থ মঠে ফিরিয়া আসেন। পরিক্রমাকালে প্রত্যহ পূজনীয় স্বামীজী মহারাজগণ শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়া দর্শনীয় স্থানসমূহের মহিমা যাত্রিগণকে বুঝাইয়া দেন। নগর-সংকীর্ত্তনকালে শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন বিনোদ, শ্রীপাদ ভক্তি ললিত গিরি মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গল-নিলয় ব্রহ্মচারীর মূল গায়কত্বে প্রধানতঃ নৃত্য কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঠের বিশাল সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌধ আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, পরিব্রাজকা-চার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সজ্জন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ও শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন।

১৩ই মার্চ্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ কলিকাতা হইতে ট্রেনযোগে কৃষ্ণনগর পৌঁছিয়া তথা হইতে Car এ শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মঠের অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইলে মঠের স্বামীজীগণ পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সংকীর্ত্তন সহযোগে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। মঠের দ্বিতল গৃহের তিনটী কামরায় ডাঃ ঘোষ ও তাঁহার সঙ্গীগণের থাকার ব্যবস্থা হয়। উক্ত দিবস শ্রীগৌরাবির্ভাব অধিবাসবাসরে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ডাঃ ঘোষ উদ্বোধন ভাষণে বলেন—

"কএক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমায়াপুরে আসবার সুযোগ হয়েছিল, সেবার চন্দ্রগ্রহণ ছিল, খুব আনন্দ পেয়ে ছিলাম। ভগবদিচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। আমরা এই করছি সেই করছি বলে অহঙ্কার করতে পারি কিন্তু উহা মূর্খতা। তবে সব সময় এ কথা মনে রাখ্তে পারি এটা বল্লে মিথ্যা কথা বলা হবে।

হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় উদার দৃষ্টিভঙ্গী পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্মমতে নাই, যেজন্য ধর্ম্মসম্বন্ধে বিচিত্র বিচার, সিদ্ধান্ত ও সাধন প্রণালী ভারতে দৃষ্ট হয়। উক্ত বিচিত্রতার মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের দ্বারা উক্ত সামঞ্জস্য দেখিয়েছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম এত উদার যে তিনি উচ্চ-নীচ পণ্ডিত-মুর্খ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই এক বিমল প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন। হরিভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব তিনি দেখিয়ে-ছিলেন। নিম্নকুলোদ্ভূত হউক, লেখাপড়া জানুক বা না জানুক যিনি হরিভক্ত তিনিই সর্ব্বোত্তম। ভগবান্ প্রেমবশ, অন্য কিছুর বশ নহেন। ভগবানের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা ভগবান্‌কে পাইয়ে দেয় ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর জীবনাদর্শে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন।"

৩০ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীগৌরাবির্ভাব-পৌর্ণমাসীব্রত সমস্ত দিবসব্যাপী উপবাস, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পারায়ণ, সংকীর্ত্তন ও সায়ংকালে শ্রীগৌর-বিগ্রহের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, ভোগরাগ ও আরাত্রি-কাদি সহযোগে সম্পন্ন হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় সংকীর্ত্তনমণ্ডপে শ্রীগৌরাবির্ভাবোপলক্ষে শ্রীমঠের

বার্ষিক ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ সভাপতিপদে বৃত হন। শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। তৎপর **শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণে** বলেন,—"গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমের অতীব নিকটে পবিত্র গৌরধামে যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন আমি তাঁ'দিগকে বন্দনা করছি। এই বন্দনার দ্বারা আপনাদিগকে আমি তোষামোদ করছি বলে মনে করবেন না। শ্রীভগবানের করুণা ব্যতীত ভগবদ্ধামে কা'রও প্রবেশের অধিকার হয় না। যে কোন ব্যক্তি আসুন না কেন তাঁ'র নিশ্চয়ই সুকৃতি আছে। এজন্য নরনারী নির্ব্বিশেষে, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ভগবৎকৃপা প্রাপ্ত উপস্থিত সকলকেই আমি প্রণাম করছি। যেরূপ শ্রীবৃন্দাবনধামের মহিমা প্রাচীন শাস্ত্রে প্রচুররূপে কীর্ত্তিত হয়েছে তদ্রূপ শ্রীনবদ্বীপধামের মহিমাও বহু শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শ্রীনবদ্বীপধাম ও শ্রীমায়াপুরের মহিমা বন্দনায় শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের যে সুদৃঢ় ধামনিষ্ঠা অভিব্যক্ত হয়েছে তা' আজকের শুভবাসরে আমরা স্মরণ করবো।

"শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণুসদনম্।
সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরলরসিকোঽয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরম-সুখদং তং চিদুদিতম্॥"

"ছান্দোগ্য উপনিষদ যাঁকে 'পরব্রহ্মপুর', স্মৃতি যাঁকে 'বিষ্ণুসদন বৈকুণ্ঠ', অপরাপর মহাজন যাঁকে 'শ্বেতদ্বীপ' এবং বিরল রসিকভক্ত যাঁকে 'ব্রজবন' বলেন, সেই চিচ্ছক্তিপ্রকটিত পরম-সুখদ শ্রীনবদ্বীপধামকে বন্দনা করি।

"তচ্ছাস্ত্রং মম কর্ণমূলমপি ন স্বপ্নেঽপি যায়াদহো
শ্রীগৌরাঙ্গপুরস্য যত্র মহিমা নাত্যদ্ভুতঃ শ্রূয়তে।
তে মে দৃষ্টিপথং ন যান্তু নিতরাং সম্ভাষ্যতামাপ্নুযু-
র্যে মায়াপুর-বৈভবে শ্রুতিগতেঽপ্যুল্লাসিনো নো খলাঃ॥"

"শ্রীগৌরধামের অত্যদ্ভুত মহিমা যে শাস্ত্রে শ্রুত হয় না, সেই অসৎ শাস্ত্র স্বপ্নেও যেন আমার শ্রুতিপথে না আসে, যে সকল খল ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরের ঐশ্বর্য্য শুনেও উল্লসিত হয় না, তা'রা যেন কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত কিংবা সম্ভাষণের বিষয় না হয়।"

ইং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আমার প্রথম শ্রীমায়াপুরে আসার সৌভাগ্য হয়। তৎকালে শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যমঠে কাঁঠালতলায় অবস্থান করতেন। গুরুদেব আমাদিগকে দেখে কিজন্য এসেছি প্রশ্ন করলে বল্লাম—'ঠাকুর দর্শন করতে এসেছি।' তখন তিনি বল্লেন—'এর পূর্ব্বে কি ঠাকুর দর্শন করেন নি।' আমি বল্লাম—"হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, নবদ্বীপ আদি তীর্থে দর্শন করেছি।" তাতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'দর্শন করে লাভ হয়েছে কি?' মহাপুরুষের নিকট সত্য গোপন করতে পারলাম না, বল্লাম—'দর্শন করেছি কিন্তু লাভ হয়েছে কি না বলতে পারি না।' তখন তিনি বল্লেন—'ঠাকুরকে দেখ্‌তে হবে ঠিকই কিন্তু দেখ্‌বার পূর্ব্বে দেখ্‌তে শিখ্‌তে হবে।' ভোগনেত্রে বা ত্যাগনেত্রে ভগবান্, সাধু, গুরু দর্শন হয় না। আমি যা'র উপর কর্ত্তৃত্ব করতে পারি তা'কে ভোগনেত্রে দর্শন হয় অর্থাৎ ভোগনেত্রে ভোগ্য বস্তুর দর্শন হয়, সেব্যের দর্শন হয় না। ত্যাগনেত্রেও সেব্য দর্শন নাই। সেবানেত্রে সেব্যের দর্শন হয়। ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবদ্দর্শনের উপায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ব্রহ্মা বলছেন—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

প্রেমাঞ্জন রঞ্জিত ভক্তিচক্ষু দ্বারা সাধুগণ শ্যামসুন্দরকে দর্শন করে থাকেন। ব্রহ্মা যখন কৃষ্ণকে বুঝে নেব এই মনোবৃত্তি নিয়ে কৃষ্ণকে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন তখন কৃষ্ণের সখাগণকে ও গোবৎসগণকে হরণ করে সুমেরুর গুহায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। কর্ত্তৃত্ব বোধের মত্ততায় সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারও মোহ উপস্থিত হলো। কৃষ্ণ অঘাসুরকে নিধন করে সখাগণকে নিয়ে খেতে বসেছেন, বাছুরগুলো অনেক দূরে চলে যাওয়ায় কৃষ্ণ বাছুরের অন্বেষণে গেলে ব্রহ্মা গোপবালকগণকে ভোজন অসমাপ্ত অবস্থায় অপহরণ করতে দ্বিধা বোধ করলেন না। সংবৎসর পর কৃষ্ণকে পূর্ব্ববৎ বাছুর ও সখাগণকে নিয়ে ক্রীড়া করতে দেখে

ব্রহ্মা মোহিত হলেন এবং নিজকৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তচ্চরণে প্রণতঃ হয়ে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাইলেন। ব্রহ্মা তখন বলেছিলেন—

"জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥"

'যে সকল পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি আপনার মহিমা জানেন বলে মনে করেন তাঁ'রা জানুন, কিন্তু আমি বলছি আপনার বৈভব আমার কায়-মনো-বাক্যের গোচরীভূত নহে।'

ডাঃ ঘোষ তাঁহার ভাষণে বলেন—"শুধু বাংলা দেশ নয়, সারা ভারতবর্ষের আজ একটী স্মরণীয় দিন। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাধারণতঃ ভক্তগণ শচীনন্দন বলেন। জগন্নাথমিশ্রের নন্দন বলে বেশী কেহ বলেন না। আজকাল মায়ের নাম দিয়ে পরিচয় অধিক দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

ভগবদ্বিরহজনিত অত্যদ্ভুত প্রেমোন্মত্ততা শ্রীমন্মহাপ্রভুতে আমরা লক্ষ্য করে থাকি। তিনি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা ছিলেন। কাম ও প্রেম দুইটী পৃথক্ বস্তু। "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥" স্বসুখবাঞ্ছামূলে যে প্রীতি তাহা প্রেম নয়, তাহা কাম। ভগবান্ চাই বা ভগবৎসেবা চাই, এটা প্রেম। কিন্তু টাকা চাই, যশ চাই, অন্য কিছু চাই সেটা কাম। যদি ভগবান্‌কে আমরা পেতে ইচ্ছা করি তা' হলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় সম্পূর্ণ তদ্গতচিত্ত হতে হবে। ভগবদ্‌কৃপা ব্যতীত ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥" বক্তৃতার দ্বারা, মেধার দ্বারা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না, ভগবচ্চরণে প্রপন্ন ব্যক্তিই তাঁকে লাভ করে থাকেন। গীতাতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি সব কথাই আছে, এমন কি তদ্ তদ্ অধিকারী ব্যক্তিকে তদ্ তদ্ বিষয়ে প্রেরণাও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সব কথা বলে সর্ব্বশেষ কৃষ্ণ বল্লেন— "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' সব কিছু ছেড়ে শরণাগত হতে বল্লেন। অর্জ্জুনেরও মোহ দূর হলো, ভগবৎকৃপায় নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালন কর্‌বার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ কর্‌লেন।

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর জীবন দিয়ে ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা, তাতে অহৈতুকী ভক্তি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন।

মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ মাধব মহারাজ শ্রীধামে আসবার সুযোগ দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। অবশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছাতেই এখানে আস্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেছি। এখানে এসে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি।"

অতঃপর শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশনে নূতন পরিচালক সমিতি গঠিত ও কতিপয় প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে বিদ্যাপীঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বিদ্যাপীঠের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। গত বৎসর বিদ্যাপীঠের পরীক্ষার্থিগণ সকলে উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদে উপস্থিত সভ্যগণ উল্লসিত হন।

উক্ত দিবস রাত্রিতে শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে পৌরাণিক শিক্ষামূলক যাত্রাভিনয় হয়।

১ চৈত্র, ১৫ মার্চ্চ শুক্রবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে পূর্ব্বাহ্ণ হইতে বৈকাল পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

বিগত ৩০ ফাল্গুন (১৩৭৪), ১৪ মার্চ্চ (১৯৬৮) বৃহস্পতিবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবস ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাভিসিক্ত শ্রীপাদ অনন্ত-বিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করতঃ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবর্দ্ধক সাগর মহারাজ নামে খ্যাত হইয়াছেন।

পিঙ্গলা

[শ্রীক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায় বি, এ]

পুরাকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা বাস করিত। সে অর্থ লোভে পরপুরুষগণের তৃপ্তি বিধানের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। একদিন ধনলোলুপা পিঙ্গলা বসন-ভূষণে ভূষিতা হইয়া পরপুরুষের অপেক্ষায় বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল। তখন সে পথে যাহাকে দেখিতেছিল, তাহাকেই ধনবান ও কামুক মনে করিয়া বিবিধ আশা পোষণ করিতে লাগিল। যখন সেই ব্যক্তি চলিয়া গেল তখন সে অন্য পুরুষের আশা করিতে লাগিল। ঐ দিন কোন পুরুষকে না পাইয়া এই ভাবেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে কখনও গৃহমধ্যে প্রবেশ, কখনও বা বাহিরে আগমন করিতে করিতে পিঙ্গলার অর্দ্ধরাত্রি যাপিত হইল। তখন বিফল মনোরথ হইয়া ধনের আশায় শুষ্ক-বদনা কাতর-চিন্তা পিঙ্গলার পরিণাম-সুখকর পরম বৈরাগ্য উৎপন্ন হইল। সে অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণচিত্তে বলিতে লাগিল,—অহো! অজিতেন্দ্রিয় আমি, আমার কীদৃশ মোহ উপস্থিত হইয়াছে, দর্শন কর। যে-হেতু আমি বিবেক-শূন্য হইয়া কুৎসিৎ মানবের নিকট কাম্যবস্তু লাভের আশা করিতেছি। মানব নিজের কামনাই নিজে পূরণ করিতে পারে না, সে আমার কামনা কি করিয়া পূরণ করিবে? আমি এতাদৃশ মূঢ় যে, আমার হৃদয়ে বর্তমান সর্ব্বসুখপ্রদ অর্থপ্রদাতা নিত্যকাল-স্থায়ী প্রিয়তম শ্রীহরির সেবা পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ, ভয় ও চিন্তা দ্বারা আকুল পুরুষের সেবা করিতেছি। ওহো! আমি লম্পট ভোগলুব্ধ বিষয়ী পুরুষের নিকট ধন ও সুখের আশায় শরীর বিক্রয় করিয়াছি এবং এতাদৃশ নিন্দনীয় বেশ্যাবৃত্তিদ্বারা দেহকে বৃথা কষ্ট প্রদান করিতেছি। আমি ভিন্ন এমন কোন্ স্ত্রীলোক আছে যে অস্থি, চর্ম্ম, রোম, নখদ্বারা আচ্ছাদিত মলমূত্রে পরিপূর্ণ দুর্গন্ধি শরীরে আসক্ত হইয়া থাকে। এই পুণ্য বিদেহনগরে আমার ন্যায় বিবেকশূন্যা রমণী আর কেহ নাই। যে-হেতু আমি সর্ব্বফলদাতা শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া কুৎসিৎ পুরুষে আসক্ত আছি। শ্রীভগবান্ ব্যতীত অনিত্য বিষয়, মনুষ্য বা দেবতাগণ কেহই জীবকে সুখী করিতে পারে না। শ্রীহরি ব্যতীত সংসারাসক্ত রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শরূপ বিষয়দ্বারা হতবুদ্ধি জনগণকে কেহই উদ্ধার করিতে সমর্থ নহে। শ্রীহরিই সকলকে যাবতীয় সুখ প্রদান করিতে সমর্থ। একমাত্র সেই মঙ্গলময় জগদীশ্বরই জীবগণের প্রিয়তম বন্ধু ও হিতকারী। তিনি সকলের রক্ষক, পালক ও নিত্যসহচর। আমি অদ্য হইতে সর্বপ্রকার বিষয় ও ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণ পূর্বক সেই শ্রীহরির অভয় পাদপদ্ম সেবা করিব। নিশ্চয়ই মঙ্গলময় শ্রীভগবান্ আমার কোন অজ্ঞাত কর্ম্মদ্বারা প্রসন্ন হইয়াছেন। যে-হেতু এই কামপরিপূর্ণ হৃদয়ে আজ আমার পরম বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই অভয়-চরণারবিন্দে নিশ্চলামতি উদিত হইয়াছে। মঙ্গলময় শ্রীহরির কৃপাতেই আজ আমার এই অবস্থা। সবই করুণাময়ের কৃপা। আমি সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া করুণার সমুদ্র আনন্দময় শ্রীভগবানের শরণাগত হইব। আজ হইতে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণের দ্বারা জীবন-যাপন পূর্বক আমি তাঁহারই ভজনা করিব।

পিঙ্গলা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরপুরুষসঙ্গেচ্ছা পরিত্যাগ-পূর্বক শান্তচিত্তে শয়ন করিল। 'আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্'। অর্থাৎ আশা বা কামনাই পরম দুঃখকর, নৈরাশ্য বা নিষ্কামতাই পরম শান্তিদায়ক। ভগবৎকৃপায় এই কথাটি পিঙ্গলা বুঝিতে পারিয়া সমস্ত কামনা পরিহারপূর্বক নিষ্কাম হইয়া ভগবদ্ভজন করিতে করিতে নিত্যমঙ্গল লাভ করিলেন।

এখন প্রশ্ন,—পিঙ্গলা বেশ্যার হঠাৎ বৈরাগ্য কি করিয়া উদিত হইল এবং সর্বমঙ্গলের মূল শ্রীহরি পাদপদ্মে মতিই বা কি করিয়া হইল? ইহার উত্তরে বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৮।৩১, ৩৭ শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন,—ভো বিরক্তবর্য্য, কৃপয়া অদ্য মদঙ্গনমেব সফলীকুরু। অত্রৈব আস্ব, শেষ্ব কিঞ্চিদ্ভুঙ্ক্ষ, পিব ইতি যদৃচ্ছয়ৈবাগতং শ্রীদত্তাত্রেয়মুক্ত্বা তৎস্থান-সংস্কারমার্জন-লেপনাদিকং সায়ংকালে পিঙ্গলয়া কৃতম্। ভগবত্যেতাদৃশী মতির-

স্মাস্তদা তস্যাং রজন্যাং তদঙ্গনে যদৃচ্ছয়াগতশয়িতস্য শ্রীদত্তাত্রেয়স্য কৃপাভরাদভূৎ।

অর্থাৎ শ্রীদত্তাত্রেয় মুনি ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন হঠাৎ সন্ধ্যাকালে পিঙ্গলার গৃহে শুভাগমন করিয়াছিলেন। বিরক্ত-শিরোমণি মুনিবরকে দেখিয়া পিঙ্গলা তাঁহার উপবেশন ও বিশ্রামের জন্য স্থানাদি মার্জ্জন এবং সংস্কার করিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিল, হে প্রেভো, আজ আমার পরম সৌভাগ্য। কৃপাপূর্বক আপনি আজ আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। অদ্য আপনি এখানে বিশ্রাম করুন, কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। পিঙ্গলার এইরূপ আদরাতিশয্যে সন্তুষ্ট হইয়া সেই সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র মুনিবর তথায় বিশ্রাম করিয়া ছিলেন। সেই মহাপুরুষের কৃপাতেই পিঙ্গলার বৈরাগ্য ও শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে মতি হইয়াছিল। সাধুসঙ্গের এই অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব। এই জন্যই শাস্ত্র বলেন,—

"সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।"

(চৈঃ চঃ)

এই আখ্যায়িকাটি আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ে দেখিতে পাই।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, হায়দরাবাদ ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশক্রমে গত ১৪ই মার্চ্চ অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরাঙ্গের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা সম্পন্ন হইয়াছে। সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ওস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দীবিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ রামনিরঞ্জন পাণ্ডে, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ বেদ-প্রকাশ শাস্ত্রী, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, শ্রীজয়করণ দাস ও শ্রীধীরকৃষ্ণ দাস বনচারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ডাঃ পাণ্ডে সভাপতির ভাষণে বলেন—"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই কলিযুগে শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি নিজে ভক্তলীলা করে কৃষ্ণের প্রেম-সেবা শিক্ষা দিয়েছেন। মধুররসাশ্রিত গোপীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীরাধিকার আনুগত্যে কৃষ্ণসেবাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভজনের চরম আদর্শ।" পরদিবস মহোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

মঠরক্ষক শ্রীপাদ ধীরকৃষ্ণ দাস বনচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠবাসী ও শ্রীবলদেব সিংহজী, শ্রীরাম-নিবাস শর্ম্মা আদি গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ এবং শ্রীজগা রেড্ডীর সেবাচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীচৈতন্য আশ্রম, খড়্গপুর ঃ—খড়্গাপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যোগদানের জন্য উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-কুমুদ সন্ত মহারাজের আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ গত ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ শনিবার কলিকাতা হইতে খড়্গাপুর ষ্টেশনে শুভবিজয় করিলে শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজ স্বয়ং তাঁহার প্রতি সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করতঃ মোটরযোগে তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া যান। উক্ত দিবস আশ্রমে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ বক্তৃতা করেন। পরদিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে অন্যূন আড়াই হাজার নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। অতঃপর সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্য-দেব পৌরোহিত্যপদে বৃত হইলে শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-কুমুদ সন্ত মাহরাজ ও শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি এস্ সি যথাক্রমে ভাষণ দেন। সর্ব্বশেষ শ্রীল আচার্য্য-দেব সভাপতির অভিভাষণে শ্রীচৈতন্যদেবের দানবৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজও উক্ত দিবস রাত্রিতে উৎসবে যোগদান করেন।

শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, মেদিনীপুর :— শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার সতীর্থগণ সমভিব্যাহারে খড়্গপুর হইতে একটী মোটরযোগে শ্রীমঠের অন্যতম প্রচারকেন্দ্র মেদিনীপুর সহরস্থ শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে গত ২৫ শে মার্চ্চ শুভপদার্পণ করেন। উক্ত দিবস শ্রীমঠে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে স্থানীয় কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীসন্তোষ কুমার প্রতিহার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরদিবস ২৬ মার্চ্চ সভার বিজ্ঞাপিত সভাপতি মেদিনীপুর জেলার A.D.M. শ্রীবি, চক্রবর্ত্তী শ্রীমঠে শ্রীল আচার্য্যদেবকে দর্শন করিতে আসেন ও তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। তিনি সভায় উপস্থিত হইতে না পারিলেও তাঁহার লিখিত ভাষণ সভায় পঠিত হয়। সভাদ্বয়ে সহরের বহু বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও অন্যান্য সন্ন্যাসী মহারাজগণ বক্তৃতা করেন।

আনন্দপুর :— মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর গ্রামের ভক্তগণের আহ্বানে ২৭ মার্চ্চ শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে তথায় শুভবিজয় করিলে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ ভক্তগণ কর্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। উক্ত দিবস এক বিরাট ধর্ম্মসভায় তিনি অভিভাষণ প্রদান করেন। ধর্ম্মসভায় বিপুলসংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হয়। ২৮ মার্চ্চ শ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আগামী ২রা এপ্রিল কলিকাতা হইতে তিনি পাঞ্জাব প্রদেশে প্রচারার্থ শুভবিজয় করিবেন।

শ্রীকেদার-বদরী তীর্থ-পরিক্রমা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের পরিচালনাধীনে এ বৎসর শ্রীকেদারনাথধাম ও শ্রীবদরীনাথধাম পরিক্রমায় যাত্রার দিন কলিকাতা (হাওড়া ষ্টেশন) হইতে দেরাদুন এক্সপ্রেসযোগে আগামী ৬ জ্যৈষ্ঠ, ২০ মে সোমবার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নরনারী নির্ব্বিশেষে পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে সাক্ষাৎভাবে অথবা ৪৬-৫৯০০ নং টেলিফোনে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠের সম্পাদকের নিকট বিস্তৃত বিবরণ জানিয়া লইতে হইবে।

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'.

1. Place of publication : Sri Chaitanya Gaudiya Math. 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
2. Periodicity of its publication : Monthly.
3. & 4. Printer's and publisher's name : Sri Mangalniloy Brahmachary.
Nationality : Indian.
Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math, 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name : Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj.
Nationality : Indian.
Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math. 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
6. Name and address of the owner of the newspaper : Sri Chaitanya Gaudiya Math. 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Mangalniloy Brahmachary
Signature of Publisher

Dated 29-3-1968

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষান্মাসিক ২.৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান ঃ—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত। এই গীতিগ্রন্থদ্বয় আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের নির্য্যাসস্বরূপ। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্যতীত শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক-সম্প্রদায়েও ইহার পরমাদর লক্ষিত হয়। এই গীতিগ্রন্থদ্বয়ের ন্যায় অন্য কোনও গীতি গ্রন্থের এত অধিক সংস্করণ হওয়ার কথা শুনা যায় না। শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অনন্তশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শৈশবাবস্থা হইতেই এই গ্রন্থদ্বয়ে অত্যন্ত অনুরাগযুক্ত ছিলেন এবং ইহার মহিমা কীর্ত্তনে শ- হইতেন। শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের ইহা অপূর্ব্ব ভজনসম্পদ্। ঠাকুরের ভজনগীতি ব্যতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃত 'নরোত্তম প্রভোরষ্টকম্' মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

ভিক্ষা—.৬২ পয়সা মাত্র। ভিঃ পিঃ যোগে অতিরিক্ত .৮১ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকা সহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১.০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮২ ; বঙ্গাব্দ—১৩৭৪-৭৫

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা, ভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসব-পঞ্জী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত উপবাস-ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন ফাল্গুন, (১৩৭৪); ১৪ মার্চ্চ (১৯৬৮) শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা— ৪০ পয়সা। সডাক— ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৮ম বর্ষ

৩য় সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৭৫

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী (আসাম)
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৩। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৪। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৭।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৮ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৭৫। | ৩য় সংখ্যা
১৫ মধুসূদন, ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, রবিবার ; ২৮ এপ্রিল, ১৯৬৮।

বৈষ্ণব-স্মৃতি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

ভারতীয় আর্য্যগণ যে বিশেষ শাস্ত্রের বিধান-মতে নিজ ব্যবহারিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাহাই সাধারণতঃ স্মৃতি-শাস্ত্র নামে পরিচিত। কর্ম্মফলবাদী যে-সকল বিধান পালন করিয়া ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয় মনে করেন, জ্ঞানকুশল মুমুক্ষুগণ কর্ম্মফলভোগীর ন্যায় সেই সকল বিধান গ্রহণ করেন না। পরন্তু জ্ঞানজ রুচিক্রমে ফল-ভোগে উদাসীন হইয়া বৈরাগ্যপর বিষয়সমূহকে পাপ-পুণ্যাতীত জ্ঞানী ব্যবহারিক বিধান মনে করেন। এজন্য ব্যবহারকুশল কর্ম্মিগণ আপনাদিগকে অর্থী ও বিজ্ঞানরত বিরাগবিশিষ্ট জ্ঞানি-সম্প্রদায় আপনাদিগকে পরমার্থী সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। আবার কর্ম্ম-জ্ঞানাতীত ভক্তগণ জ্ঞানীর ফল-ভোগকামনা লক্ষ্য করিয়া উভয়কে অর্থী জানিয়া কামনারহিত শান্ত বৈষ্ণবগণকে 'পরমার্থী' সংজ্ঞা প্রদান করেন। প্রাকৃত যে-কোন ফল উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, এমন কি, মোক্ষ পর্য্যন্ত সকলগুলিই ফলান্তর্গত ; সুতরাং প্রাকৃত চেষ্টার অধীন স্বার্থান্ধতামাত্র। ভক্তের নিখিল চেষ্টাই কৃষ্ণের জন্য বিহিত হয়। এজন্য কর্ম্মী বা জ্ঞানীর প্রাকৃত নিজ-নিজ ফল-কামনা ভক্তের না থাকায় ভক্তের চেষ্টা তদিতর কর্ম্মী বা জ্ঞানীর ন্যায় নহে। প্রাকৃত অর্থী যে স্মৃতি-বিধানের বশীভূত, অপ্রাকৃত পরমার্থীর তাহা উদ্দেশ্য নহে। এই কারণে আমরা বলিতে পারি যে, অভক্ত ও ভক্তগণের ব্যবহারিক বিধানে ভেদ আছে। ফলবাদী ও কামগন্ধহীন ভক্ত কখনই এক প্রকার বিধানে শ্রেণী-বদ্ধ হইতে পারেন না। **অভক্তের বিধান—তাঁহার নিজ মঙ্গলের জন্য। ভক্তের বিধান—কৃষ্ণসেবার জন্য।** একের উদ্দেশ্য—নিজ মায়িক অনুভূতির ফল-সাধন, অপরের উদ্দেশ্য—অপ্রাকৃত ভগবৎসেবা।

বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে হারীত-মত অপরগুলি হইতে বৈষ্ণবের অপেক্ষাকৃত আদরের বস্তু। বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্র ব্যতীত পুরাণ-সমূহে কথিত বিধান-সমূহও বৈদিক প্রয়োগপদ্ধতির ন্যায় ব্যবহার-কুশল স্মার্ত্তগণের আদরের বিষয়। বৈষ্ণবগণও বৈদিক প্রয়োগ-গ্রন্থ ও পুরাণসমূহে তাঁহাদের উপযোগী অনুষ্ঠানসমূহ স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। মধ্যযুগীয় ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ দেশ-বিদেশে কয়েকখানি স্মৃতি-নিবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের জন্য শাস্ত্র হইতে প্রমাণ-সমূহ গ্রহণপূর্ব্বক বৈষ্ণবজীবনের জন্য বিধি-বিধান গ্রন্থাকারে লিখিয়াছেন।

বঙ্গদেশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের জন্য বিশুদ্ধ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর আদেশক্রমে সঙ্কলিত শ্রীসনাতন গোস্বামীর **শ্রীহরিভক্তিবিলাস**-গ্রন্থ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সম্পাদন করেন। **তাঁহার অন্যূন অর্দ্ধ শতাব্দী পরে** বন্দ্যঘাটীয় শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বঙ্গীয় ব্যবহার-কুশল স্মার্ত্তগণের পক্ষে প্রাকৃত ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নামে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। উহাতে তিনি হরিভক্তিবিলাস হইতে অনেক স্থলে মতের পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে নিজ-নিজ প্রদেশের ব্যবহার উপযোগী স্মৃতি-নিবন্ধ রচিত হইয়াছে, দেখা যায়।

এক্ষণে অনেকের নিকট ইহা প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে যে, যখন স্মৃতি-লেখকগণের মূল অবলম্বন এক, তখন বিধান-বিষয়ক সিদ্ধান্তের পার্থক্য কেন হইল? তদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণবস্মৃতি-লেখক ভগবানের নিত্য-সেবক এবং কর্ম্মফলবাদি-স্মৃতিলেখক স্বীয় ভোগতাৎপর্য্যপর। ভগবদুপাসনায় কর্ম্মফলবাদীর নিত্যরুচি ও বিশ্বাস নাই, এজন্য তাঁহার নিকট হইতে নিরপেক্ষ বিধান পাওয়া দুর্ঘট।

হিন্দুসমাজ ব্যবহারিক স্মার্ত্ত মহাশয়ের বিধান অনুগমন করিতে বাধ্য হইলেও তদন্তর্গত শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলবাদীর স্মৃতিপালন করিতে বাধ্য নহেন। পরমার্থিগণের কৃষ্ণভজনের সংসারেও কোন কোন স্থলে স্মার্ত্তের বিধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৈষ্ণব স্মৃতির অনুগমন করা ঘটে না। ইহা কেবল তাঁহাদের দুর্ব্বলতা ও মূঢ়তার ফল। পারমার্থিক গৃহস্থগণ যখন শিক্ষাপ্রভাবে নিজ সৎশাস্ত্র ও নিজ-মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবেন, তখন আর তাঁহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না! **পরমার্থিগণ বৈষ্ণব-স্মৃতি-অনুসারে কৃষ্ণসংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।** নিরীশ্বর স্মার্ত্তগণ তাঁহাদিগের প্রতি বলপ্রয়োগে কখনই ক্ষমবান হইবেন না।

বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাদের আচার্য্যের যাথার্থ্য অনুসরণ করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে জগতে কোন বিশৃঙ্খলতা উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ কখন কখন বিষ্ণুভক্তির প্রতি কটাক্ষ করিয়া নানাপ্রকার মূঢ়তার পরিচয় দেন; কিন্তু ঐ প্রকার সঙ্কীর্ণ বিচার কখনই তাঁহাদিগকে উদার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাল প্রবৃত্ত হওয়ায় বৈষ্ণবগণের বিশুদ্ধ বিচারও তার্কিকের বৃথা বিতণ্ডার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। সকলই পরমার্থ-নিষ্ঠার শিথিলতা-জ্ঞাপক। প্রাকৃত-বলে যাহারা বলী, সেই অপ্রাকৃত-বিচার-রহিত স্মার্ত্তগণের আনুগত্য পরম মহান্ বৈষ্ণবগণের শোভনীয় নহে॥ তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমন করিবেন, আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

শ্রীতত্ত্বসূত্র

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৯ পৃষ্ঠার পর)

যৎকালে ভক্ত পুরুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন তখন এই অদ্বয়ত্ব সম্পূর্ণরূপে তাঁহার মনে উদয় হয়। তথাহি বিষ্ণুপুরাণে;—

একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ।

কিঞ্চ মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে ঋষিরুবাচ;—

এতত্তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমং।
এবং প্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া।
তয়া ত্বমেব বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ॥

তথাহি নারদপঞ্চরাত্রে দ্বিতীয়রাত্রে তৃতীয়াধ্যায়ে মহাদেববাক্যং;—

এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ॥

স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বয়ং।
তাং দৃষ্ট্বা সুন্দরীং লীলাং রতিঃ কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ॥

এই সমস্ত শ্লোকের দ্বারা শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। শক্তি পরাধীনা এ প্রযুক্ত স্ত্রীরূপে কল্পিত হইয়া শক্তিমান্ চৈতন্যের আলিঙ্গনের পাত্রী হইয়াছেন। তত্ত্বে যৎকিঞ্চিৎ পরিষ্কার মনোগম্য ভাব সংযোগ করিবার প্রার্থনায় ব্রহ্মর্ষিগণ আলঙ্কারিক বিবরণ করেন। বস্তুতঃ রাধাকৃষ্ণ একই পরমতত্ত্ব।

নমু পরমেশ্বরস্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বে বিকারিত্বং প্রসজ্জেতেত্যাশঙ্কাং নিরস্যতি।

কর্ত্তাপ্যবিকারঃ স্বাতন্ত্র্যাৎ। ৮।

[লোকে যঃ কর্ত্তা ভবতি স রাগদ্বেষাদি বিকারবান্ ভবতি ইতি স্বকৃত নিয়মে স্বস্য স্বতন্ত্রত্বাৎ তাদৃশনিয়মাধীনত্বাভাবাৎ স পরমেশ্বরো জগৎকর্ত্তাপি বিকাররহিতঃ। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিতি শ্রুতেঃ।]

জগতে যত কিছু নিয়ম দৃষ্ট হয় সকলই ঈশ্বরকৃত। পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিবল হইতে বিধিসকল অলঙ্ঘ্য হইয়াছে। বিধিসকলের অলঙ্ঘ্যতাও ঈশ্বরের মহিমা বলিতে হইবে। বিধি অনেক প্রকার। তন্মধ্যে শারীরিক, মানসিক, অধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক প্রভৃতি বিধিসকল সর্ব্বদা সংসারে পরিচিত হয়। ঐ সকল বিধি সর্ব্বকালে বলবান্। কাষ্ঠ ও অগ্নি সংযোগ হইলে কাষ্ঠ দগ্ধ হয় ইহা শারীরিক বিধি। কোন বিষয়ে উত্তম আলোচনা না করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করিলে তাহা মানস বিধির বিরুদ্ধ হওয়ায় ভ্রমজনক হইয়া থাকে। পরদ্রব্য হরণ, লাম্পট্য ও মিথ্যা বাক্য এ সকল আধ্যাত্মিক বিধি বিরুদ্ধ। এ সকল বিধি বিরুদ্ধ যে কোন ব্যক্তি যে কোন কর্ম্ম করুন না কেন তাহার অবশ্যই ফলভোগ করিতে হইবে। মানবগণ বিশেষ বিশেষ বিধির বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে সমর্থ নহে। শারীরিক নিয়ম এই যে ১ হস্ত পরিমিত দড়িতে ১ হস্ত দড়ি সংযোগ করিলে ২ হস্ত হইবে কখনই তিন হস্ত হইবে না। কিন্তু এই সমস্ত নিয়মে পরমেশ্বর বাধ্য নহেন। তিনি বিধি সকলের বিধাতা অতএব স্বকৃত বিধিতে তিনি বাধ্য হন না। তথা কঠোপনিষদি,—

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥

তথাচ শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ে,—

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরং।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চয়ঃ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥
তদ্দামবধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ।
দ্ব্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেঽন্যচ্চ গোপিকা॥
যদাসীত্তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে।
তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্যদাদত্ত বন্ধনং॥

এই পবিত্র বর্ণনের দ্বারা পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হইতেছে। যে ব্যক্তি কর্ত্তা হয় সে অবশ্যই ইচ্ছা-সংযুক্ত বিকারবান হইবে ইহাও পরমেশ্বরের বিধি, কিন্তু পরমেশ্বর স্বয়ং উক্ত বিধির বাধ্য না হওয়ায় তিনি চিৎঅচিৎ ও সম্বন্ধ সৃজন করিয়াও অবিকার থাকেন।

বিশ্বসৃষ্টিপ্রলয়াভ্যাং তস্য বৃদ্ধিহ্রাসাভাবৌ সূচয়তি,—

সদৈকরূপঃ পূর্ণত্বাৎ। ৯।

[অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মাণ্ড রচনায়াং বিশ্বপ্রলয়েপি সদা পরমেশ্বরস্য একরূপত্বং বৃদ্ধিহ্রাসৌ ন ভবত ইত্যর্থঃ। যথা নদ্যাদি বৃদ্ধিহানাভ্যাং সমুদ্রস্যোপচয়াপচয়ো ন স্তঃ॥ তত্র হেতুঃ তস্য পরমেশ্বরস্য পূর্ণত্বাদিতি পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ইতি শ্রুতেঃ।]

সেই পরমেশ্বর সর্ব্বকালে পূর্ণস্বরূপ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই। পরমেশ্বর সমস্ত ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ অতএব বেদস্তুতিতে এই প্রকার কথিত হইয়াছে,—

জয় জয় জহ্যজামজিতদোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনাচ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥

পরমেশ্বর সর্ব্বদা পূর্ণ অথচ সৃষ্টিকর্ত্তা এ বিষয়ে সংশয় এই যে চিৎ ও অচিৎসৃজনে তাঁহার কি প্রকার রুচি হয়। এবং সেই ক্রিয়ার হেতু কি? অতএব সূত্রিত হইল,—

পূর্ণরূপস্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বে কো হেতুরিত্যপেক্ষায়ামাহ।

কারুণ্যং তৎক্রিয়াহেতুর্নান্যদাপ্তকামত্বাৎ। ১০।

[তস্য পরমেশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিক্রিয়ায়াং প্রবৃত্তিহেতু কারুণ্যং করুণাবিলাস এব অন্যৎ কারণান্তরং নাস্তি আপ্তকামত্বাৎ। জীবানাং হি তৎ তৎ কামতয়া তত্তৎ কর্ম্মণি প্রবৃত্তির্ভবতি আত্মনঃ কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতীতি শ্রুতেঃ ঈশ্বরস্য ন তথা আপ্তকামত্বাৎ পূর্ণকামত্বাদিত্যর্থঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি শ্রুতেঃ নানবাপ্তমবাপ্তব্যমিতি স্মৃতেশ্চ।]

পূর্ণকাম পুরুষের লীলা সম্বন্ধে সকলেরই সন্দেহ হয়। তথাহি ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে বিদুর কৃত প্রশ্নং,—

ব্রহ্মন্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ।
লীলয়াবাপি যুজ্যেরন্নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ॥
ক্রীড়ায়ামুদ্যমোর্ভস্য কামশ্চিক্রীড়িষান্যতঃ।
স্বতস্তৃপ্তস্য চ কথং নিবৃত্তস্য সদান্যতঃ॥

শ্রীমৈত্রেয়নোক্তং উত্তরং,—

সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে। অস্য টীকা। ভগবতোঽচিন্ত্যশক্তেরীশ্বরস্য সেয়ং মায়া নয়েন তর্কেন বিরুধ্যত ইতি।

এই প্রশ্নটী যেরূপ গম্ভীর উত্তরটীও তদ্রূপ সন্তোষজনক। মৈত্রেয় কহিলেন হে বিদুর! তুমি একটি দুরূহ প্রশ্ন করিয়াছ যাহার উত্তর জীব কর্ত্তৃক হইতে পারে না। অতএব ভগবানের লীলার প্রতি বিশ্বাস করাই প্রয়োজন, তর্কের দ্বারা তদ্বিষয়ক কিছুই সিদ্ধান্ত হয় না। তর্ক সেই অপরিমেয় পদার্থে বা তাহার ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুই নির্ণয় করিতে পারে না। কেবল তাহা স্বীকার করা যায় মাত্র। তথাহি ভাগবতে,—

স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্।
ভূতেষু চান্তর্হিত আত্মতন্ত্রঃ ষাড়্বর্গিকং জিঘ্রতি ষড়্গুণেশঃ॥

এই বিশ্বই তাঁহার লীলার আধারস্বরূপ অতএব ইহাকে বিলাস-সম্ভূত বলা যায়। কিন্তু ঈশ্বরের বিলাসকার্য্যে স্বার্থ কি এরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে তাহাতে স্বার্থ নাই কেবল চেতন পদার্থের প্রতি করুণাই এই বিলাসের হেতু। তথাচ শ্রুতি,—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেনৈব জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাসলীলা

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

অনন্তলীল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলীলা অবলম্বন করিয়া ধরাধামে প্রকটকালে যে সমস্ত অলৌকিক লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে রাসলীলা সর্বোত্তম ইহা সাধুশাস্ত্র সম্মত। এই লীলাচূড়ামণি অনুধাবনে, বিচারণে এবং আলোচনার অধিকারী অত্যন্ত বিরল হইলেও সাধুগণের শ্রীমুখে যাহা শ্রবণ করা যায় বা শাস্ত্রাদিতে আলোচিত হয় তাহা হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়াস করা প্রত্যেক পরমকল্যাণকামী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। এই লীলাকে যদি কেহ প্রাকৃত কাম-ক্রীড়ার ব্যাপার বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে তিনি শুধু ভ্রান্ত নহেন, ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া অনন্তনরকে গমন করতঃ নিত্যকাল যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবেন।

সমস্ত শাস্ত্রের সার শ্রীমদ্ভাগবত-নামক পুরাণ-সূর্য্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তথা ভগবদবতার এবং ভগবদ্ভক্তগণের গুণকীর্ত্তনে সমুজ্জ্বল। তদন্তর্গত দ্বাদশটি স্কন্ধের মধ্যে সুবৃহৎ দশমস্কন্ধেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীরাসলীলা পাঁচটি অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে রাস-পঞ্চাধ্যায়ী বলা হয়। এই রাসপঞ্চাধ্যায়ীর প্রথম শ্লোক এই (ভাঃ ১০।২৯।১)—

"ভগবানপি তাঃ রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥"

অর্থাৎ সম্প্রতি শরৎকালীন প্রস্ফুটিত মল্লিকা-কুসুমরাশি বিভূষিত সেই রজনী উপস্থিত দেখিয়া স্বয়ং ভগবান্ যোগমায়া নাম্নী স্বীয় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী

শক্তিকে আশ্রয় করিয়া বিহার করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে বংশীধ্বনি করিলেন। সেই সুমধুর বংশীরব শ্রবণ করিয়া কামমোহিত গোপরমণীগণ নিজ নিজ গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ পতি, পুত্র, ভ্রাতৃগণের নিষেধ সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভের আশায় রাসস্থলীতে মিলিত হইয়াছিলেন। যে সমস্ত রমণী অতিমাত্রায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে পারিলেন না তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে তন্ময় হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে সর্বপ্রকার অশুভ বিনষ্ট হওয়ায় তৎক্ষণাৎ ত্রিগুণময়দেহ পরিত্যাগপূর্বক চিন্ময় শরীরে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে যেন কিছুই জানেন না এইরূপ ভান করিয়া বলিলেন—"হে ভাগ্যবতীগণ ! তোমরা কি নিমিত্ত এই গভীর রজনীতে এখানে আসিয়াছ ? তোমাদের এখানে আসিতে কোন কষ্ট হয় নাই ত ? এই বন হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ, তোমাদের এখানে অবস্থান করা উচিত নহে। আমি এখন তোমাদের কি উপকার করিতে পারি বল। তোমাদের মাতা, পিতা, পতি প্রভৃতি তোমাদের অন্বেষণ করিতেছেন, তোমরা নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন কর। মাতা, পিতা, পতি প্রভৃতির সেবা করা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। স্বামী দুঃশীল, দুর্ভাগ্য, বৃদ্ধ, কর্ম্মশক্তিহীন, রোগগ্রস্ত কিম্বা নির্ধন যাহাই হউন না কেন, তিনি পতিত না হইলে ইহলোক এবং পরলোকাকাঙ্ক্ষী নারীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। উপপতির সেবা অত্যন্ত নিন্দিত কর্ম্ম ; ইহা স্বর্গ বিরোধী, যশনাশক এবং দুঃখের হেতু। যদি আমার প্রতি তোমাদের আকর্ষণ থাকে তবে আমা হইতে দূরে অবস্থান করিলে যেরূপ প্রেম জন্মিবে, আমার সহাবস্থানে তদ্রূপ হইবে না অতএব তোমরা স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন কর।" কৃষ্ণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপনারীগণ নিখিল-জগতের অধিপতি সর্বকাম-প্রদাতা সর্বকর্ম্মফল-প্রদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্তই তাঁহারা সর্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, অথচ তিনি তাঁহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন বলিয়া করুণভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিত্য তৃপ্ত হইয়াও সদয়ভাবে হাস্য করিয়া তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন। ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা অভিমানযুক্ত হইয়া নিজদিগকে সকল কামিনীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সৌভাগ্যজনিত গর্ব এবং অভিমান দর্শন করিয়া তাহা নিবারণের জন্য এবং তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই যমুনা পুলিনেই অন্তর্হিত হইলেন।

রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণের অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানে ব্রজাঙ্গনাগণ তদ্গতচিত্তে তাঁহার গুণগান করিতে করিতে তত্রত্য বৃক্ষ-লতা-পশু-পক্ষীদিগকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে অত্যন্ত কাতর হইয়া তন্মনস্কভাবে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ অনুকরণ করিতে লাগিলেন। বনপ্রদেশে ভ্রমণকালে কৃষ্ণের সহিত রাধিকার পদচিহ্ন দর্শন করিয়া তাঁহার অধিকতর সৌভাগ্যের কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীরাধাও নিজেকে অধিকতর সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছেন জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীমতী তখন ব্যাকুল চিত্তে অন্যান্য ব্রজরমণীগণের সহিত সেই চন্দ্রালোকে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া যমুনাপুলিনে প্রত্যাগমন করতঃ কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণগতচিত্তা ও তদ্গত প্রাণা গোপীগণ নিজ নিজ ভাবানুযায়ী সম্ভোগরসময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ প্রকারে সম্বোধন করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অত্যন্ত কাতরভাব দর্শন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলে গোপীগণের কৃষ্ণবিরহজনিত সন্তাপ দূরীভূত হইল, তাঁহারা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। পরে বহুমূর্ত্তি প্রকট করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলে

গোপীগণ নৃত্য-গীত ও শৃঙ্গারসূচক হাবভাব প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এখন বিচার করিতে হইবে রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কে? কেনই বা তিনি এরূপ করিয়াছিলেন? কাহাদের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন? তাঁহার এই কার্য্য কি অন্যায়? ইহার ফলই বা কি? এই সমস্ত বিষয় সম্যক্ আলোচিত হইলে রাসলীলার বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হইবে এবং ইহার চমৎকারিতা উপলব্ধি হইবে। তখন ইহাতে প্রাকৃতবোধ থাকিবে না এবং ক্রমে এই লীলা-কীর্ত্তন শ্রবণের অধিকারী হইয়া শ্রবণের যথোক্ত ফল লাভ হইবে।

যিনি সমগ্র ঐশ্বর্য্যের, সমগ্র বীর্য্যের, সমগ্র যশের, সমগ্র জ্ঞানের এবং সমগ্র বৈরাগ্যের অধীশ্বর—যাঁহা অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য কাহারও নাই, এই সমস্ত গুণে যাঁহার সমকক্ষও কেহ নাই, অর্থাৎ যিনি অসমোর্দ্ধ্ব-তত্ত্ব, সেই সর্ব্বশক্তিমান্, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা আরম্ভ করিতে মনস্থ করিলেন। যদিও ব্রহ্ম-রুদ্রাদি গুণাবতারসমূহকে এবং ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণাদি দেবতাগণকেও "উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিং। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥" পদ্মপুরাণোক্ত এই বাক্যের দ্বারা ভগবান্ সংজ্ঞায় সিংজ্ঞিত করা হয়, তথাপি ভগবান্ বলিতে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে—'বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥' আবার 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোন অবতার সম্বন্ধে রাসলীলার উল্লেখ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা উল্লেখ করিয়া কেবলমাত্র দ্বাবিংশ সংখ্যক বিশেষ অবতারের বর্ণনা করতঃ সর্বশেষে বলিয়াছেন 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্॥' এই ভগবান্ রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন।

আবার 'রসো বৈ সঃ' ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত রসের মূর্ত্তবিগ্রহ। শান্তাদি পাঁচটি মুখ্যরস এবং বীর, করুণাদি সাতটি গৌণরস শ্রীকৃষ্ণেই পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত। যিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, তিনি রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। আবার সামর্থ্যের দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় তিনি সর্বশক্তিমান্। দুগ্ধপোষ্য শিশু পূতনানাম্নী নিশাচরীর স্তন পান করিতে গিয়া তাহার প্রাণপর্য্যন্ত আকর্ষণ করতঃ তাহাকে মরণপথের পথিক করিয়াছিলেন। অতিশিশু অবস্থায় শকটাসুর বধ করিয়াছিলেন, শৈশবকালেই অঘ-বকাদি অসুর নিধন করিয়াছিলেন, কালীয়-নামক বিরাটকায় এক নাগকে দমন করিয়াছিলেন। ব্রজবাসিগণকে রক্ষার নিমিত্ত দাবানল পান করিয়াছিলেন, ইন্দ্রকোপ হইতে ব্রজবাসিগণকে রক্ষার জন্য গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। সেই সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর মর্ত্ত্যলীলায় অষ্টমবর্ষ বয়সেই ষোড়শ সহস্র গোপনারীর সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আস্বাদক ও আস্বাদ্য। লীলার পুষ্টির নিমিত্ত এক হইয়াও বহুরূপে প্রকটিত হইয়াছেন! এইজন্য পণ্ডিতগণ এই রাসলীলাকে বালকের স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়ার ন্যায় বলিয়াছেন। অচিন্ত্য পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার ক্রীড়া দর্শন করিয়া আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

ভগবান্ রাস-ক্রীড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কেন? ইতঃপূর্ব্বে গোপরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়া সেবা করিবার জন্য একমাস-কাল ব্রত করিয়া কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত বাহ্যতঃ তাঁহাদের আন্তরিক নিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার ছলে তাঁহাদের বস্ত্র-হরণ-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে যখন প্রমাণিত হইল যে গোপরমণীগণ সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার সেবায় প্রস্তুত আছেন এবং তাঁহারা তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত, তখন ভগবান্ তাঁহাদের মনস্কামনা পূরণের জন্য বলিয়াছিলেন, (ভাঃ ১০।২২।২৫-২৭)—

"সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥
ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতা কথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেশতে॥

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ॥”

অর্থাৎ “হে সাধ্বীগণ! তোমরা যে আমার অর্চ্চনার সঙ্কল্প করিয়াছ তাহা লজ্জাবশতঃ প্রকাশ না করিলেও আমি জানিতে পারিয়াছি। ঐ সঙ্কল্প আমার অনুমোদিত, অতএব উহা সত্য হইবে। হে কুমারীগণ, ভর্জ্জিত এবং অগ্নিসিদ্ধ যবাদি ধান্য যেরূপ পুনরায় অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ হয় না, সেইরূপ যাহারা আমার প্রতি চিত্ত অর্পণ করিয়াছে তাহাদের বাসনাও কামভোগার্থ কল্পিত হয় না। হে অবলাগণ, তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, সম্প্রতি ব্রজে গমন কর। হে সতীগণ, তোমরা যে ফলের উদ্দেশ্যে এই কাত্যায়নীপূজাব্রত আচরণ করিয়াছিলে, তাহার সম্পাদনের জন্য আগামী রাত্রিসকল আমার সহিত বিহার করিবে।” তাই তিনি হৈমন্তিক পূর্ণিমায় জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীতে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

বস্ত্রহরণলীলাও রাসলীলার ন্যায় আপাতঃদৃষ্টিতে অত্যন্ত অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ মনে হইলেও তাত্ত্বিক বিচারে ইহা পরম পবিত্র ও পারমার্থিক জগতের একটি সমুন্নত অধিকারের ব্যাপার। ইহাতে প্রাকৃত কামের লেশমাত্র নাই। সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবানের সম্পর্ক-বিশিষ্ট বলিয়া ইহা অতি মধুর ও পবিত্র। যে কোন ব্যাপার ভগবৎ-সম্পর্কবিশিষ্ট হইলে তাহার প্রাকৃতত্ব বিনষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত বিষয়ে পরিণত হয়। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য যে কামনা তাহাতে ব্রজরমণীগণের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ছিল না, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিই একমাত্র কাম্য ছিল। ভগবান্ তাহা অন্তর্য্যামী সূত্রে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া এই লীলা প্রকট করিয়া তাঁহাদের বাসনা পূরণ করিয়াছিলেন। ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণোপাসনা মধুর রসের উপাসনা। এই মধুর রসের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত রসই মিশ্রিত আছে। এই প্রকার উপাসনায় ভগবান্ সর্বাপেক্ষা প্রীত হন। ইহাতে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা-ত'নাই-ই, অধিকন্তু গিরিনির্ঝরিণীর ন্যায় ইহা অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হয়। মধুররসের উপাসনায় ভগবান্ কেবলমাত্র প্রীত হন না, ভক্তের বশীভূতও হইয়া পড়েন। তিনি স্বমুখে ব্রজরমণীগণকে বলিয়াছিলেন, (ভাঃ ১০।৩২।২২) —

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

অর্থাৎ আমার সহিত তোমাদের যে সংযোগ তাহা বিশুদ্ধ প্রেমময়। তোমরা দুর্জ্জয় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ তজ্জন্য আমি দেবতাদিগের ন্যায় দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইলেও ইহার প্রত্যুপকার সাধন করিতে সমর্থ হইব না। অতএব তোমরা নিজ নিজ সাধুকৃত্য দ্বারা প্রত্যুপকৃত হও।

প্রসঙ্গতঃ ভগবানের ভক্তবশ্যতা সম্পর্কে শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যখন দুর্বাসাঃ ঋষি সুদর্শনের তেজ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া কোথায়ও আশ্রয় না পাইয়া নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন তখন নারায়ণ বলিয়াছিলেন—আমি ভক্তাধীন, তুমি যাঁহাকে বিনা কারণে কৃত্যাদ্বারা দগ্ধ করিতে গিয়াছিলে সেই নিরপরাধ আমার পরম ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের নিকট গমন করিয়া আত্মকৃত অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা কর।

মহাজনগণও রাসলীলাকে সর্বমনোরম বলিয়া ইহার জয়-গান করিয়াছেন,—

‘শ্রীরাস-মণ্ডল জয়, জয় রাধাশ্যাম।
জয় জয় রাসলীলা সর্ব্বমনোরম॥
জয় জয়োজ্জ্বলরস সর্ব্বরস-সার।
পরকীয়াভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার॥’

মধুররসের ব্যাপারটির দুইটি দিক আছে। একটি স্বকীয় এবং অপরটি পরকীয়। রুক্মিণ্যাদি মহিষিগণের মধুররস স্বকীয়া এবং ব্রজরমণীগণের মধুররসের সেবা পরকীয়া। পরকীয়া-ভাবে রসের সমধিক উল্লাস হইয়া থাকে। তথায় প্রাপ্তির আশার মধ্যে বাধা আছে। সেই বাধা অপসারণের প্রয়াসের মধ্যে রসের পরিপুষ্টি। জগতে এই পরকীয়া-রসের ব্যাপারটী অত্যন্ত হেয়। এই জড়জগত চিজ্জগতের একটি হেয় প্রতিচ্ছবি। সুতরাং চিজ্জগতের ব্যাপারসমূহ জড়জগতে বিপরীত ভাবে দেখা

যায়। (যেমন দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজপ্রতিকৃতি দেখিলে ডান দিকটা বামদিক ও বামদিকটা ডান দিক বলিয়া মনে হয় ; যেমন ফটো তোলার ব্যাপারে প্রতিকৃতি গুলিকে বিপরীত দিকে অবস্থিত দেখা যায় ঠিক তদ্রূপ।) চিজ্জগতে যাহা সর্বোৎকৃষ্ট জড়জগতে তাহাই আবার নিকৃষ্টতম। দুইটিকে এক পর্য্যায়ে ফেলিলে বিপদে পড়িতে হইবে। অজ্ঞব্যক্তিগণ এইভাবে ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন।

এখন বিচার করিতে হইবে গোপরমণীগণ কি প্রকৃতই কৃষ্ণ-সম্বন্ধে পরস্ত্রী ছিলেন? প্রকৃতপ্রস্তাবে তত্ত্বতঃ বিচার করিলে দেখা যাইবে তাঁহারা পরস্ত্রী ছিলেন না। ইঁহারা এক বিচারে নিজ পরাশক্তি যোগমায়ারই অংশ। সুতরাং তাঁহার অংশ বলিয়া তাঁহার সেবক বা সেবিকা। সেব্যের সর্বতোভাবে সেবা করা সেবকের কর্তব্য। আবার সেবকেরও চিত্তবিনোদন সেব্যের কার্য্য। সুতরাং মানবীরূপে প্রকটিত নিজ শক্তির সহিত বিহারে কোন দোষ নাই। আবার পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে বর্ণিত আছে— 'পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥ তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥' এইভাবে দণ্ডকারণ্য নিবাসী মুনিগণ রামকে পতিরূপে পাইবার ইচ্ছা করায় রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার এই রামাবতারে ঋষিগণের বাসনা পূর্ণ হইবে না। তিনি যখন দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইবেন তখন তাঁহারা গোপরমণীরূপে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ হইবে। সুতরাং ইঁহারা নিত্যসিদ্ধা। সাধারণ মানুষী নহেন। পদ্মপুরাণে আরও উক্ত হইয়াছে যে— "গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়াঃ ঋষিজা গোপকন্যকাঃ। দেব-কন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্য কথঞ্চন॥" আবার শ্রীকৃষ্ণ অবতরণের প্রাক্কালে দৈববাণীর সাহায্যে সমাধিস্থ ব্রহ্মার মুখে বলাইয়াছিলেন—

'বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥'
(ভঃ ১০।১।২৩)

অর্থাৎ "পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীবাসুদেব বসুদেবগৃহে স্বয়ংই আবির্ভূত হইবেন। দেবপত্নীগণ তত্তোষণার্থ ব্রজে অবতীর্ণ হউন্।" সুতরাং দেবকন্যাগণ তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সম্পাদনের জন্য গোপ-রমণীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে গোপরমণীগণ মানবী তাহা হইলেও ভগবানের এই কার্য্য সমালোচনার যোগ্য নহে। কারণ, যিনি সর্বেশ্বরেশ্বর, সকলের ভোক্তা ও নিয়ন্তা যিনি, তাঁহার সর্ব্ববস্তু ভোগকরার অধিকার আছে। তাঁহার কার্য্য সাধারণ জ্ঞানের অগোচর। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্'। সুতরাং তাঁহার কার্য্য সাধারণ জ্ঞান-গম্য হইবে কি করিয়া? সত্যই ভগবানের কর্ম্ম এমনই আশ্চর্য্য ও তাঁহার বিভূতির এমনই বিশেষত্ব যে তাহা চিন্তার অগোচর। এই রাসলীলায় তাঁহার বিভূতি বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। গোপরমণীগণের প্রতি দুইজনের মধ্যস্থলে কৃষ্ণ এক একটি মূর্ত্তিতে একই সময়ে প্রকাশিত থাকিয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই মনে করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহারই নিকটে বিরাজ করিতেছেন। অথচ তিনি সকলের নিকট রহিয়াছেন, অন্যে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। একমাত্র রাধার নিকট তিনি এক মূর্ত্তিতে বিরাজমান ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩৩।৩।শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—"রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল-মণ্ডিতঃ। যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥" শুধু তাহাই নহে যখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবধূগণের সহিত রাসক্রীড়ায় নিরতছিলেন তখন কৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাদের পতি, পিতা, পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়গণ নিজ নিজ পত্নী, কন্যাদিগকে নিজ নিজ পার্শ্বস্থিত মনে করিয়া কৃষ্ণের প্রতি কোন হিংসা প্রকাশ করেন নাই।

"নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্ব-পার্শ্বস্থান স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥"
(ভাঃ ১০।৩৩।৩৭)

এই প্রকার বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ অন্য কোন দেবতার পক্ষে অথবা শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোন অবতারে সম্ভব হইয়াছে কিনা তাহা কোন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না।

এই রাসক্রীড়া কেবল সর্বশক্তিমান্ ভগবানের পক্ষেই

সম্ভব। অন্য কেহ অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিলেই তাহার সর্বনাশ হইবে এবং তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। রাসলীলার এই সব অত্যাশ্চর্য্য ও অচিন্ত্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রোতা শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ প্রশ্ন করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৩৩।২৬-২৮)—

"সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥
স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্॥
আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতং নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥"

"হে ব্রাহ্মণ, জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম-সংস্থাপন এবং অধর্ম্ম-বিনাশকল্পে স্বীয় অংশসহ অবতীর্ণ হইয়াছেন। ধর্ম্ম-মর্য্যাদা সংরক্ষক স্বয়ং অনুষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে পরদারাদি-আলিঙ্গন প্রভৃতি প্রতিকূল আচরণ করিলেন? হে সুব্রত, পরিপূর্ণকাম যদুপতি কৃষ্ণ কি অভিপ্রায়ে এইরূপ লোক-নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন? এই বিষয়ে আমাদের যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি ছেদন করুন॥"

শ্রীশুকদেব উত্তর করিয়াছিলেন (ভাঃ১০।৩৩।২৯-৩১)

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥"

"অর্থাৎ অগ্নি সর্বভুক্ হইয়াও যেরূপ দোষভাক্ হ'ন না, সমর্থবান্ তেজস্বী পুরুষদিগেরও সেইরূপ ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন ও স্ত্রী-সন্দর্শনাদি দৃষ্ট হইলেও উহা দূষণীয় নহে। ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ আচরণ কেহ কখন মনের দ্বারাও করিবেন না। রুদ্রভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ বিষ পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হ'ন, মূঢ়তা প্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বর লীলার অনুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে। সমর্থবান্ পুরুষগণের বাক্য সত্য, তাঁহাদের আচরণও তদ্রূপ। অতএব যাহা তাঁহাদের বাক্যের অবিরুদ্ধ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাই আচরণ করিবেন।"

ব্রজরমণীগণের কৃষ্ণের প্রতি আচরণ এমন মধুর ও অলৌকিক ব্যাপার যে, রসিক ভক্তগণ ইহাতে পুলকিত না হইয়া পারেন না। উদ্ধবাদি ভক্তগণের উক্তি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহামতি উদ্ধবের শ্রীভগবানের অতিপ্রিয় ভক্ত বলিয়া কিঞ্চিৎ অভিমান ছিল। কিন্তু যখন কৃষ্ণের আদেশে কৃষ্ণবিরহে ব্রজরমণীগণের অবস্থা দর্শন করিবার জন্য তিনি ব্রজে গমন করিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণবিরহে তাঁহাদের অবস্থা ও কার্য্যাবলী দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের মুখে কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সে অভিমান দূর হইয়াছিল। তিনি বিস্ময়সহকারে তাঁহাদের প্রশংসা করতঃ নিজেকে অত্যন্ত হীন বিচার পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৪৭।৬১)—

"আসামহো চরণ-রেণুজুষামহং স্যাং।
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্॥
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥"

"যাঁহারা দুস্ত্যজ পতি-পুত্রাদি আত্মীয়স্বজন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রুতিসমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণ-পদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন, অহো, আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণরেণুভাক্ গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটি স্বরূপে জন্মলাভ করিব।"

আরও বলিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৪৭।৬৩)—

"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥"

আমি নন্দব্রজস্থিত তাদৃশ গোপীগণের চরণরেণুর নিরন্তর বন্দনা করি, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গানদ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র হইয়া থাকে।"

ব্রজগোপীগণের কৃষ্ণপ্রীতির বিষয় চিন্তা করিলে প্রকৃতই হৃদয়ে অপার আনন্দ উপস্থিত হয়। এইজন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।"

এই রাসলীলার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা পারমার্থিক জগতের একটি উন্নততম অবস্থা। এই অবস্থায় আসিতে হইলে ব্রজরমণীগণের আনুগত্যের প্রয়োজন। নিষ্কপটে

শুদ্ধভক্তি-পথ অবলম্বন করিয়া ভজন করিতে করিতে সাধকের এই অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব। অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে রাসলীলা-কথা শ্রবণ করিলে ক্রমশঃ ভক্তি-পথের উন্নত অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। রাসলীলা শ্রবণের ফল শ্রীমদ্‌ভাগবতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে —

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥"
(ভাঃ ১০।৩৩।৩৬)

"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যে গোলোকগত রাসলীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্য দেহধারী প্রাণী-মাত্রেই ভগবৎসেবাপর হইবে।"

আরও (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯ শ্লোকে) বলা হইয়াছে,—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

"ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া যে ধীরব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গুরুমুখে শ্রবণ-পূর্ব্বক অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগকাম অনতিবিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হন।" কিন্তু যিনি এই লীলাচূড়ামণিকে প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গীতে অবলোকন করিবেন, তিনি কদাপি কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব সাধকের এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবার আবশ্যকতা আছে।

আমরা সাধু-গুরুর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে,— হৃদয় হইতে ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা সমূলে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কপটে আর্ত্তি সহকারে প্রচুর শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে এই শ্রীরাসলীলার বিষয় হৃদয়ে যেরূপ উপলব্ধি হয়, তাহা সাধু-গুরুর পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া সেই বিষয়ের ধারণা শুদ্ধ ও সমর্থন করিয়া লইতে হয়। কিন্তু নানাস্থানের অবিবেচক গুরুগণ এই সকল কথা অযোগ্য সাধকের নিকট কৃত্রিমভাবে শ্রবণ করাইয়া জগতে নানা-প্রকার অনর্থের সৃষ্টি করিতেছেন। **সাধকের সিদ্ধির উন্নতিক্রমে এই সকল কথা স্বাভাবিকভাবে অকপট সেবোন্মুখ হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয় হয়।**

তত্ত্বং যজ্‌-জ্ঞানমদ্বয়ম্

[শ্রীনর্ম্মদা কুমার দাস, শিলং]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৩৮ পৃষ্ঠার পর)

ব্রহ্ম—"তত্র শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে"—ক্রমসন্দর্ভঃ। পরতত্ত্বের স্বরূপগত ভক্তবাৎসল্যাদি নানা কল্যাণ-গুণ বা ধর্ম্মের কথা জানা যায় ("সমস্ত-কল্যাণ-গুণাত্মকো হি"—বি, পু, ৬।৫।৮৪॥ "গুণৈরসাম্যানতিশায়নস্ত" —ভাঃ ১।১৮।২০॥ "গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরুচ্যতে। ন বিষ্ণো র্ন চ মুক্তানাং ক্বাপি ভিন্নো গুণো মতঃ॥—ব্রহ্মতর্কে)। সেই ধর্ম্মগুলি শক্তি-লক্ষণে লক্ষিত। কিন্তু এখানে ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা পরতত্ত্বের যে আবির্ভাবটি উদ্দিষ্ট তাহা সেই সমস্ত শক্তি-লক্ষণ ধর্ম্মের অতিরিক্ত, কেবল জ্ঞান বা চিৎসত্তা মাত্র অর্থাৎ, ব্রহ্ম শব্দ (ইহার মুখ্যার্থ যাহাই হউক) এখানে রূঢ়ি অর্থে পরতত্ত্বের একটি নির্ব্বিশেষ বা অব্যক্তশক্তিক আবির্ভাবকে বুঝাইতেছে। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিতেছেন—"ব্রহ্মেতি পদেন যদুচ্যতে জ্ঞানিভিস্তজ্ জ্ঞানং তন্মতে জ্ঞানং নিরাকারং জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি-বিভাগ-শূন্যং চিৎ-সামান্যং।"—জ্ঞানিগণ ব্রহ্ম এই পদ দ্বারা যে বস্তুকে অভিহিত করেন তাহা জ্ঞান। তাঁহাদের মতে এই জ্ঞান নিরাকার, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি-বিভাগ-শূন্য চিৎ-সামান্য।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের শক্তিমত্তা বা সবিশেষত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ব্রহ্মই পরতত্ত্ব এবং সেই ব্রহ্ম নিঃশক্তিক

ও নির্ব্বিশেষ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে নিঃশক্তিক ব্রহ্ম বলিয়া কোন বস্তুই নাই, কারণ শ্রুতিতে ব্রহ্মের শক্তিমত্তার কথা স্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছে ("পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"—শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮)। শ্রুতিতে সশক্তিক ও নিঃশক্তিক ভেদে দুই ব্রহ্মের কথাও বলা হয় নাই, এক ব্রহ্মকেই শক্তিমান্ বা সবিশেষরূপে আবার নিরুপাধি ও নিগুর্ণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। নিম্নোক্ত শ্রুতিবাক্য তাহার প্রমাণ—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুর্ণশ্চ॥"

—সেই এক দেব (ব্রহ্ম) সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতস্থ, সাক্ষী, চেতয়িতা এবং কেবল ("নিরুপাধিকঃ"—শঙ্কর) ও নিগুর্ণ (সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণরহিত)।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যে ব্রহ্মকে (অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকে) কর্ম্মাধ্যক্ষ ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়া তাঁহার শক্তিমত্তা ও সবিশেষত্ব বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে তাঁহাকেই আবার নিরুপাধিক ও নির্গুণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম নির্গুণ সগুণ ভেদে দুইও নহেন, নিঃশক্তিকও নহেন। 'কেবল', 'নিগুর্ণ' ইত্যাদি পদ দ্বারা ব্রহ্মের প্রাকৃত উপাধি ও গুণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। যাহা হউক, এখানে এই বিষয়ে এতদধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আলোচ্য ভাগবতীয় শ্লোকের ব্রহ্ম পদে আমাদিগকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের এক নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ লীলাতরঙ্গবিহীন আবির্ভাবকেই বুঝিতে হইবে।

পরমাত্মা— "অন্তর্য্যামিত্বময়-মায়াশক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমাত্মেতি।"— ক্রমসন্দর্ভঃ। পরমাত্মা শব্দ অন্তর্য্যামীকে বুঝায়। প্রকৃতির অন্তর্যামী কারণার্ণবশায়ী, ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী গর্ভোদশায়ী এবং ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ী—এই তিন অন্তর্য্যামী। ইঁহাদের মধ্যে চিচ্ছক্তির বিকাশ আংশিক। ইঁহারা মায়াশক্তি লইয়া কার্য্য করেন, কিন্তু মায়ার অধীন নহেন পরন্তু মায়ার নিয়ন্তা। আলোচ্য শ্লোকে পরমাত্মা পদটি শুধু ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামীকে বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। —

আত্মান্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥
—চৈঃ চঃ আদি ২য় পঃ।

[আত্মান্তর্য্যামী=পরমাত্মা ও অন্তর্য্যামী।]

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—

"তথা পরমাত্মেতি যোগিভির্যদুচ্যতে তজ্‌জ্ঞানং। এতন্মতে পরমাত্মনশ্চিদেকরূপত্বাজ্‌জ্ঞানমাত্রত্বং জ্ঞানমাত্রত্বেঽপি সাক্ষিত্বাদের্জ্ঞানবিশেষস্যাশ্রয়ত্বমপি। দ্যুমণিদীপাদের্জ্যোতীরূপত্বেঽপি জ্যোতিষ্মত্ত্বমিব নানুপপন্নং কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তমিত্যাদেঃ সাকারত্বঞ্চ……"।

অর্থাৎ, যোগীরা যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন তিনিও জ্ঞান। ইঁহাদের মতে পরমাত্মা চিদেকরূপ বলিয়া জ্ঞানমাত্র। তথাপি সাক্ষিত্বাদিহেতু পরমাত্মাকে জ্ঞানবিশেষের আশ্রয় বলিয়াও জানিতে হইবে। সূর্য্য ও দীপাদি জ্যোতিঃস্বরূপ হইলেও যেমন তাহাদের জ্যোতিষ্মত্তা অসিদ্ধ নহে, তদ্রূপ পরমাত্মার জ্ঞানবিশেষের আশ্রয়ত্ব (অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্ব) ও অসিদ্ধ নহে। "কেহ কেহ নিজ হৃদয়াভ্যন্তর-নিবাসী প্রাদেশ-পরিমিত পুরুষকে (ধারণাদ্বারা স্মরণ করেন)"— ইত্যাদি ভাগবতের উক্তি (ভাঃ ২।২।২৮) হইতে পরমাত্মার সাকারত্বও জানা যায়। পরমাত্মার আকার তাঁহার চিদ্ঘন বিগ্রহকেই বুঝায়।

গীতায় "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সকল-প্রাণীর হৃদ্দেশে অবস্থান করেন— এই উক্তিতে এই পরমাত্মার কথাই বলা হইয়াছে।

ভগবান্—"পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি।" —ক্রমসন্দর্ভঃ। পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বকে ভগবান্ বলা হয়। চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—

"তথা ভগবানিতি ভক্তৈর্যদুচ্যতে তজ্‌জ্ঞানম্।

এতন্মতে পূর্ব্ববজ্‌জ্ঞানমাত্রত্বেঽপি ভগশব্দবাচ্যষড়ৈশ্বর্য্যস্যাপি অপ্রাকৃতত্বেন চিন্মাত্রত্বাৎ তদ্রূপত্বং, যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

—বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৪

জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥

—বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৯

—ভক্তগণ যে বস্তুকে ভগবান্ বলেন তাহাও জ্ঞান। ইঁহাদের মতে ভগবান্ পূর্ব্ববৎ (অর্থাৎ ব্রহ্ম ও পরমাত্মার মত) জ্ঞানমাত্র হইলেও, যেহেতু ভগশব্দবাচ্য ষড়ৈশ্বর্য্য অপ্রাকৃত, সুতরাং চিন্মাত্র, অতএব এই ষড়ৈশ্বর্য্যেরও ভগবান্ হইতে অভিন্নতা জানিতে হইবে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—'সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভগশব্দবাচ্য।' '(ভগবানের) জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজ অশেষভাবে ভগবৎ-শব্দ-বাচ্য এবং হেয় (অর্থাৎ প্রাকৃত)-গুণাদি বর্জ্জিত।

ইহার সারার্থ এই যে, ভগবানের ভগশব্দবাচ্য ষড়ৈশ্বর্য্যও অপ্রাকৃত (সুতরাং চিন্ময়) বস্তু বলিয়া ভগবানের স্বরূপেই অবস্থিত।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ আরও বলিতেছেন—

"যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্"
(ভাঃ ১০।১৪।৩২),
"কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে"
(ভাঃ ১০।৭৩।১৬),
"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্"
(ভাঃ ৮।২৪।৩৮),
"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং" (গীঃ ১৪।২৭),
"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"
(গীঃ ১০।৪২)

—ইত্যাদি বচন সমূহ হইতে, তথা (শাস্ত্রে) ভগবদুপাসকগণের মোক্ষপ্রাপ্তির দর্শন হেতু এবং ব্রহ্ম ও পরমাত্মার উপাসকগণের প্রেমপ্রাপ্তির অদর্শন হেতু ভগবানেরই ব্রহ্মত্ব ও পরমাত্মত্ব জানা গেল; সুতরাং ভগবান্‌ই মূল। ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানিগণ হইতে পরমাত্মোপাসক যোগীরা শ্রেষ্ঠ। সেই যোগিগণ হইতেও ভগবদুপাসক শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার তারতম্য গীতাতেও দেখা যায়—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

—গীঃ ৬।৪৬-৪৭

—তপস্বিগণ ও জ্ঞানিগণ হইতে, তথা কর্ম্মিগণ হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। সকল যোগিগণ হইতেও যিনি শ্রদ্ধাবান্ ও আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া আমার ভজন করেন, তিনি আমার মতে যুক্ততম (যোগিশ্রেষ্ঠ)।

'যোগিনাম্' পদে যে ষষ্ঠী বিভক্তি আছে তাহা পঞ্চম্যর্থে, শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।" (সেই জন্যই উপরে 'যোগিগণ হইতেও' এইরূপ অনুবাদ করা হইল)।

এই প্রবন্ধে আলোচ্য মূল শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভনাম্নী টীকায় অন্যান্য শ্লোকের সঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটিও উদ্ধৃত হইয়াছে—

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত-
আনন্দমাত্র-উপপন্ন-সমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্॥

—ভাঃ ৪।১১।৩০

—অর্থাৎ, সর্ব্বান্তর্য্যামী, আনন্দমাত্র, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি করিলে তুমি তখনই 'আমি আমার' রূপে প্রকাশিত অবিদ্যাগ্রন্থি ক্রমে ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবে।

এই শ্লোকটি সম্বন্ধে উক্ত টীকায় বলা হইয়াছে—" "তত্র আনন্দমাত্রং বিশেষ্যম্। সমস্তাঃ শক্তয়ঃ বিশেষণানি। বিশিষ্টো ভগবানিত্যায়াতম্।"—তাহাতে (উপরি উক্ত শ্লোকে) আনন্দ মাত্র বিশেষ্য, সমস্ত শক্তিনিচয় এই বিশেষ্যের বিশেষণ স্বরূপ। অতএব ভগবান্ বিশিষ্ট সবিশেষ), ইহাই পাওয়া গেল।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" (ভাঃ ১।৩।২৮)—কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। অর্থাৎ কৃষ্ণই মূল, অনন্যাপেক্ষী স্বয়ংসিদ্ধ ভগবৎতত্ত্ব। ব্রহ্মসংহিতাও বলেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥"
—ব্রঃ সং, ৫।১

অর্থ সহজবোধ্য। গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের অপর একটি নাম। শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলায় **তাঁহার সাকারত্ব এবং অপ্রাকৃতবিগ্রহবত্তা** কথিত হইল। ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্ম গোবিন্দের অঙ্গপ্রভারূপে বর্ণিত হইয়াছেন—

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি-
কোটিষশেষ-বসুধাদি-বিভূতি ভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"
—ব্রঃ সং, ৫।৪০

—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অগণিত পৃথিব্যাদি বিভূতি দ্বারা যিনি ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পূর্ণ, নিরবচ্ছিন্ন এবং অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, আমি (ব্রহ্মা) সেই প্রভাবশালী গোবিন্দকে ভজন করি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তাঁর রূপ॥" (চৈঃ চঃ আদি ২য় পঃ)। শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে কোন সজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত ভেদ নাই। আম গাছ ও জাম গাছ উভয়েই বৃক্ষজাতীয় হইয়াও পৃথক্। এইরূপ ভেদের নাম সজাতীয় ভেদ। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্যতীত আর কোন স্বয়ং সিদ্ধ চিদ্বস্তু নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় ভেদ নাই। ভিন্ন জাতীয় বস্তু সমূহের মধ্যে যে ভেদ—যেমন মনুষ্য ও বৃক্ষের মধ্যে, তাহাই বিজাতীয় ভেদ। চিদ্‌বস্তুর বিজাতীয় ভেদ একমাত্র অচিৎ বা জড় বস্তুই হইতে পারে। কিন্তু অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ কোন জড়বস্তুই নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিজাতীয় ভেদ-রহিত। কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশে উপাদানগত বা সামর্থ্যগত পার্থক্য থাকিলে তাহাকে স্বগত ভেদ বলা হয়। কিন্তু পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ চিদেকরূপ হওয়ায় তাঁহাতে উপাদান-গত ভেদ ত' নাই-ই, সামর্থ্যগত ভেদও নাই ("অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তি"—ব্রঃ সং, ৫।৩২), অতএব দেহ-দেহি-ভেদও নাই ("দেহ-দেহি-বিভেদোঽত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ"—বরাহ পুরাণ)। "দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ। জীবের ধর্ম্ম নাম-দেহ-স্বরূপ-বিভেদ॥"—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ পঃ। [স্বরূপ ও স্বরূপ-শক্তির অভেদ-ভাবনা-বশতঃই স্বগত-ভেদের নিষেধ। ভাঃ ১০।১৩.৬১ শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী দ্রষ্টব্য।]

ভগবানের রূপ ও স্বরূপ এই দুইটি কথায় পার্থক্য দৃষ্ট হয় অন্ততঃ দার্শনিক অর্থে। তাঁহার রূপ দুই প্রকার—'পর' বা অপ্রাকৃত (চিন্ময়) এবং 'অবর' বা প্রাকৃত (ভাঃ ২।৯।৩৫—বিশ্বনাথ)। তাহা হইলেই বুঝা গেল 'পর' রূপ এবং 'অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব' একই চিন্ময় বস্তু এবং উভয়েই ভগবানের স্বরূপকে বুঝায়। 'অবর' বা প্রাকৃত রূপটি শুধু রূপই, স্বরূপ নহে। ইহা উপাস্যও নহে।

শ্রীকৃষ্ণ সাকার হইলে তিনি আবার নিরবচ্ছিন্ন ভূমা বস্তু হইলেন কিরূপে? উত্তর—তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তি-বলে। তাঁহাতে নানা প্রকার বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলা, দাম বন্ধন-লীলা ইত্যাদিতেও তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি পুরুষোত্তম হইয়াও বিভু (বেদান্ত-স্যমন্তকঃ—২।১)।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত স্বরূপ-বিগ্রহ বিদ্যমান। "একই বিগ্রহ তাঁর—অনন্ত স্বরূপ।"—চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পঃ। ইঁহারা সকলেই ভগবৎ-তত্ত্ব। ইঁহাদের মধ্যে ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির প্রকাশেই শুধু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঈশ্বর-স্বরূপে "হয় অনন্ত বিভেদ। অনন্তরূপে একরূপ, নাহি কিছু ভেদ॥"—চৈঃ চঃ আদি ২য় পঃ। ("একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি।"—গোঃ তাঃ শ্রুতি, পূ, ২০)। ভগবান্ বহুমূর্তি হইয়াও একমূর্ত্তি ("বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্"—ভাঃ ১০।৪০।৭)। "ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ।"—(চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম পঃ)। পরব্যোমাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের 'বিলাস' রূপ ("তস্য প্রায়স্তুল্যশক্তিধারী যঃ স তস্য বিলাসঃ—" বিশ্বনাথ)। মাধুর্য্যজ্ঞান-প্রধান ভক্তিদ্বারা

উপাসিত হন ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান ভক্তিদ্বারা উপাসিত হন পরব্যোমনাথ।

ব্রহ্ম শব্দে মুখ্যার্থে শ্রীভগবান্‌কেই বুঝায়। "ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে শ্রীভগবান্। চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ্ব-সমান॥" —(চৈঃ চঃ ৭ম পঃ)। শ্রীকৃষ্ণই সকল বেদের বেদ্য ("বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো"—গীতা ১৫।১৫)। তাঁহার সহিত লৌকিকালৌকিক সকল বস্তুর সম্বন্ধ হেতু তিনি 'সম্বন্ধ-তত্ত্ব' বলিয়াও প্রসিদ্ধ। তাঁহাকে জানিলে সকলই জানা হয় ("গোপীজনবল্লভ-বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি।"—(গোঃ তাঃ শ্রুতি)।

কিন্তু শ্রীভগবান্‌কে জানিতে পারে কে?

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥"
—চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ

* * *

বিভিন্ন শাস্ত্রবর্ম্মভির্নানেব যঃ প্রতীয়তে।
অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বং তং শ্রীকৃষ্ণং প্রণমাম্যহম্॥

পাঞ্জাবে শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে বিরাট সংকীর্ত্তন সম্মেলন

প্রতি বর্ষের ন্যায় এইবারও পাঞ্জাব প্রদেশান্তর্গত জালন্ধরস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার উদ্যোগে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত চারিটি বিরাট্ ধর্ম্মসভার সভাপতিরূপে আমন্ত্রিত হইয়া গত ২রা এপ্রিল শ্রীল আচার্য্যদেব হাওড়া-অমৃতসর মেলে কলিকাতা হইতে শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী সহ যাত্রা করতঃ ৪ঠা এপ্রিল পূর্ব্বাহ্নে জালন্ধর সহরে শুভবিজয় করেন। পথিমধ্যে লুধিয়ানা ষ্টেশনে তথাকার স্ত্রী-পুরুষ বহু ভক্ত সজ্জন শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণ বন্দনার জন্য আসিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীনারায়ন দাসজী ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেব-প্রসাদ ব্রহ্মচারী পূর্ব্বদিবসই শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশ-ক্রমে জালন্ধরে আসিয়া উপস্থিত হন। জালন্ধর সিটি ষ্টেশন হইতে জালন্ধরবাসী অগণিত স্ত্রী-পুরুষ গৃহস্থভক্ত-সজ্জন পরম উল্লাস সহকারে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণববৃন্দকে সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা-সহ সমুদয় রাস্তা অজস্র পুষ্পবর্ষণের মধ্যে গন্তব্যস্থলে লইয়া যান।

৪ঠা এপ্রিল ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির অভিভাষণে বলেন, পূর্ব্ব সঞ্চিত সুকৃতিই জীবের সাধুসঙ্গ লাভের মুখ্য কারণ। দুষ্কৃতকারী জনগণ কখনও ভগবান্ ও ভক্তের চরণে প্রপন্ন হইতে পারে না। তাহাদের বুদ্ধি ভগবন্মায়া দ্বারা বিমোহিত বলিয়া তাহারা প্রকৃত সাধু ও শ্রীভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তন-সভার সভ্য-বৃন্দের এই মঙ্গলময়ী প্রচেষ্টাকে তিনি অভিনন্দিত করিয়া বলেন, সভ্যবৃন্দের হৃদয়ে যদি সত্য সত্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্যে কোন রুচি উৎপাদিত হইয়া থাকে এবং সত্যই পরোপকারের বৃত্তি হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া থাকে তবে তাঁহারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকটী "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" অবশ্যই কণ্ঠহার করিয়া পরম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতঃ শ্রীহরি-কীর্ত্তনে ব্রতী হইবেন। মহাবদান্য শ্রীগৌরহরি অবশ্যই তাঁহাদের হৃদয়ে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিবেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অপেক্ষ-মান সহস্রাধিক শ্রোতৃবৃন্দকেও তিনি হার্দ্দিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

৫ই এপ্রিল সভার দ্বিতীয় দিবসে অমৃতসর নিবাসী শ্রীরামাচারীজী মহারাজ বলেন, শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই সনাতন-ধর্ম্ম। সনাতন-ধর্ম্মই বিশ্বের আদি ধর্ম্মমত। সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয়েই অন্যান্য ধর্ম্মমত পরবর্ত্তি সময়ে একদেশিকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রসঙ্গতঃ শিখধর্ম্মিগণের

গ্রন্থসাহেবে কেবল শ্রীনাম-মহিমা গ্রহনের কথাই উল্লেখ করেন এবং মুসলমান ধর্ম্মের কোরাণোক্ত "লা ইলাইল্লিলা যা মহম্মদ রসুল ইল্লা" ইত্যাদি শব্দ বিশ্লেষণ করতঃ ইহাও যে কেবল শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেরই দোহার তাহাই প্রতিপন্ন করেন। ঈশাই-কৃষ্টির সম্পর্কেও মন্তব্য করিতে গিয়া তিনি বলেন, বাইবেলোক্ত "In the beginning was the word and word was with God and word was God" বাক্য সুস্পষ্টরূপে শব্দেরই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। এইরূপে সমুদয় ধর্ম্মমতের মধ্যেই শব্দানুশীলনের তথা শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেরই প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। তিনি বিনয়ের সহিত আরও বলেন, সংকীর্ত্তন-ধর্ম্মিগণের হৃদয়ে কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা যেন স্থান না পায়। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলে যেন এক প্রাণে ও একতানে শ্রীনামসংকীর্ত্তনধর্ম্মে ব্রতী হইয়া শাস্ত্র তাৎপর্য্যলাভে কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন ইহাই তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট তথা ধর্ম্মসভার উদ্যোক্তাগণের নিকট আবেদন।

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে প্রথমতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা শ্রীরামাচারীজী মহারাজের সুদীর্ঘ গবেষণাময়ী ভাষণে সুখ প্রকাশ করতঃ বলেন,— "ভক্তপদ-ধূলি আর ভক্তপদ-জল। ভক্তভুক্ত-শেষ,— এই তিন সাধনের বল॥ এই তিন-সেবা হইতে কৃষ্ণ-প্রেমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥" কৃষ্ণভক্তির জন্মমূলই সাধুসঙ্গ। সাধুগণই একমাত্র কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণনাম করিতে হইলে সাধুসঙ্গের অত্যাবশ্যকতা সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের "নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥", "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥" শ্লোক ও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥" শ্লোক উচ্চারণ করতঃ শ্রীনামমহিমা বিস্তার করেন। তিনি বলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তন-সভার একমাত্র কার্য্যই হইল শ্রীভগবানের নাম-মহিমা প্রচার এবং তাহাতেই 'সংকীর্ত্তন-সভা' নামের সার্থকতা এবং তাহাই শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট প্রচার বা প্রসার।

অতঃপর ৬ এপ্রিল ধর্ম্মসভায় তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির অভিভাষণে বলেন, সমুদয় শাস্ত্রে যতপ্রকারেরই আলোচনা হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় শাস্ত্রজ্ঞান মোটামুটী তিনভাবে বিস্তৃত হইয়াছে (১) সম্বন্ধজ্ঞান, (২) অভিধেয়-জ্ঞান ও (৩) প্রয়োজন-জ্ঞান। সম্বন্ধ বিচারে ভগবানের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ এবং ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ। প্রেমই প্রয়োজন পর্য্যায়ের চরমলভ্য। উক্ত প্রেমলাভের পন্থাই অভিধেয় নামে অভিহিত। শ্রীভগবৎস্বরূপ নির্ণয়ে পরতমতত্ত্ব বলিতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীব্রহ্মস্তুতির কতিপয় শ্লোক বিচার করেন। উপসংহারে তিনি বলেন, শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীনাম-সাধনকেই মুখ্যরূপে প্রেমলাভের উপায় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

৭ এপ্রিল ধর্ম্মসভার ৪র্থ বা শেষ অধিবেশনে মঙ্গলাচরণ মুখে শ্রীল আচার্য্যদেব বিশেষ দৈন্য-সহকারে শ্রীব্রজবিলাসিনিগণের চরণ বন্দনামুখে বলেন, ব্রজের গোপীগণই শ্রীকৃষ্ণ-কথা জানেন এবং তাঁহারাই কৃষ্ণ-কথা বলিতে সমর্থ। আর যাঁহারা কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের আনুগত্য করেন সেই রূপানুগগণও জগতে শ্রীকৃষ্ণ-কথা বিস্তারে সমর্থ। আমরা রূপানুগগণের চরণ-ধূলি হইবার জন্য জন্ম জন্ম কামনা করি। প্রসঙ্গতঃ তিনি জালন্ধরবাসী গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের বিশেষভাবে শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারীর (শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়ালার) এই বিরাট সম্মেলনে বহুমুখী প্রচেষ্টার কথা বর্ণন মুখে শ্রীগৌর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন এবং স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের ও অমৃতসর, লুধিয়ানা, হোসিয়ারপুর, চণ্ডীগড়, রাজপুরা, ফিরোজপুর, বাটালা, দেরাদুন আদি স্থান হইতেও সমাগত ভক্তবৃন্দের এই ধর্ম্মসম্মেলনে বিবিধ প্রকারের সহযোগিতায় উল্লাস প্রকাশ করেন এবং যাহাতে উত্তরোত্তর এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তন-সভা অধিকতর

ঐক্যের সহিত শ্রীগৌর মনোঽভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হইতে পারেন তজ্জন্য আশাবন্ধ পোষণ করেন।

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসমসেরজী রাণা ও শ্রীপ্রেমদাসজী সভার বিভিন্ন দিবসে ভাষণ প্রদান করেন। সভামণ্ডপে প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে তিনটী করিয়া ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছে।

৭ এপ্রিল রবিবার প্রাতে সহস্রাধিক ভক্তসজ্জন পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীনগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় বাহির হইয়া প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল জালন্ধর সহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিভ্রমণ করতঃ সকলের হৃদয়েই শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত সঞ্চার করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব ১০ এপ্রিল জালন্ধরস্থ সুপ্রসিদ্ধ দেশভক্ত মেমোরিয়াল হলে পাঞ্জাবের খাদ্য ও স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহন্ত শ্রীরামপ্রকাশজীর সভাপতিত্বে সহরের উচ্চশিক্ষিত একটী জনসমাবেশে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, শ্রীভগবজ্‌জ্ঞান স্বতঃ প্রকাশমান্। যেমন সূর্য্য দর্শনে সূর্য্যালোকই একমাত্র মাধ্যম বা সম্বল তদ্রূপ শ্রীভগবজ্‌-জ্ঞানলাভে শ্রীভগবৎ-কৃপালোকই একমাত্র মাধ্যম বা সম্বল। শ্রীভগবদ্দর্শনে জাগতিক বিচারের পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন সকলেই এক পর্য্যায়ভুক্ত। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥' কঠোপনিষদোক্ত এই শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যামুখে সমাগত সকলকেই শ্রীভগবৎ-কৃপালাভের জন্য উন্মুখ হইতে আহ্বান করেন।

সভাপতি শ্রীমন্ত্রীমহোদয় সভাপতির ভাষণে বলেন, জীবগণের নিজ বল চেষ্টায় যাহা সম্ভব নহে প্রার্থনামুখে তাহাতো সম্ভব হয়-ই, এমন-কি বহু অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। নিজ নিজ ঔপাধিক অস্মিতা হইতে বিরত হইয়া শ্রীভগবন্মুখী হইবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশে মন্ত্রীমহোদয় উল্লাস-বোধ করেন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

৪ এপ্রিল ও ১১, ১২, ১৩ এপ্রিল সিভিল লাইনস্থ টেগুন হলে উচ্চশিক্ষিত জনসমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীনামের মহিমা ও শ্রীবিগ্রহ-সেবার মহিমা সম্পর্কে ভূয়সী কীর্ত্তন করেন। এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত সজ্জনের আহ্বানে স্থানে স্থানে শ্রীহরিকথা উপদেশ করেন। ব্রহ্মচারীগণ সর্ব্বত্রই শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন করতঃ সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন।

বঙ্গীয় নববর্ষের শুভাভিনন্দন

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা, সহৃদয় সজ্জন ও সহৃদয়া মহিলাবৃন্দ সকলকেই বঙ্গীয় নববর্ষারম্ভে আমরা আমাদের আন্তরিক শুভানুধ্যান জ্ঞাপন করিতেছি। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু — স্বস্তি নো গৌরবিধুর্দধাতু।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরমৌদার্য্যময়ী প্রেমময়ী বাণী আমাদের হৃদয়ের স্বপরভেদ-বুদ্ধ্যাত্মিকা সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া দিয়া তথায় 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' রূপ উদারতা জাগাইয়া তুলুন। মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠুক।

এক অদ্বিতীয় পরংব্রহ্ম পরাৎপর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্‌ই সকল জীবাত্মার উৎপত্তি ও প্রাদুর্ভাব-হেতু এবং প্রেমাস্পদ বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধ-জন্য জীবমাত্রই পরস্পরে আত্মীয়তা-সূত্রে সম্বদ্ধ, সুতরাং 'পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ' এই শ্রীমুখবাক্যানুসারে আমাদের মধ্যে পরস্পরের সুখ-দুঃখে হার্দ্দী-সহানুভূতিসূচক সমদর্শন জাগিয়া উঠুক, বৈষম্য ঘুচিয়া যাউক— কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাকেই জীবের যাবতীয় দুঃখের মূল কারণ জানিয়া নিজে কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ হইয়া অন্যকেও তদুন্মুখী করাইবার যত্ন জীব-মাত্রেরই স্বরূপধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান হউক, তাহা হইলেই বিশ্বে শাশ্বতী শান্তি সংস্থাপিত হইবে।

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—এই শ্রুতিবাক্যানুসারে আমাদের স্বরূপোদ্বোধন সাধিত হইলেই আমরা পরস্পরে সহানুভূতিবিশিষ্ট হইতে শিখিব, আমাদের সকল বিবাদ বিসম্বাদ থামিয়া যাইবে।

যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে তখন তখনই জগতে নানাবিধ অশান্তি উপস্থিত হয়।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত শান্তি পর্ব্বে (৭৫।৩১-৩২ শ্লোক) লিখিয়াছেন—

"নারীণাং ব্যভিচারাচ্চ অন্যায়াচ্চ মহীক্ষিতাম্।
বিপ্রাণাং কর্ম্মদোষাচ্চ প্রজানাং জায়তে ভয়ম্॥
অবৃষ্টির্ম্মারকো দোষঃ সততং ক্ষুদ্ভয়ানি চ।
বিগ্রহশ্চ সদা তস্মিন্ দেশে ভবতি দারুণঃ॥"

অর্থাৎ নারীগণের ব্যভিচার দোষ, রাজগণের অন্যায় আচরণ ও বিপ্রগণের কর্ম্মদোষ উপস্থিত হইলে প্রজাগণের ভয় উপস্থিত হয়। তখন অনাবৃষ্টি, মহামারী, সর্ব্বদা ক্ষুধার উদ্রেক ও ভয়বিহ্বলতা এবং সতত যুদ্ধ-বিগ্রহ সেই দেশে দারুণভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১ ২।৬) জানাইয়াছেন—

"স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

অর্থাৎ তাহাই জীবমাত্রের পরম ধর্ম্ম, যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানফলে অধোক্ষজ শ্রীভগবানে অহৈতুকী (ফলাভি-সন্ধানরহিতা) ও অপ্রতিহতা (বিঘ্নাদি দ্বারা অনভিভূতা) ভক্তির উদয় হয় এবং তদ্দ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে।

ঐ শ্রীভাগবতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধে অজামিল উপাখ্যানে—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥"

—এই শ্লোকে শ্রীভগবানে নামসংকীর্ত্তন-প্রধান ভক্তি-যোগকেই জীব মাত্রের পরম ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

একাদশস্কন্ধে "যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্ম-লব্ধয়ে। অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥" এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহাকে পাইবার যে সমস্ত উপায় বলিয়াছেন, তাহাকেই ভাগবতধর্ম্ম বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তৎপ্রিয়তম শ্রীস্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া নাম-সংকীর্ত্তনকেই পরম উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক 'তৃণাধিক সুনীচ, তরুরন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ' এই চারি গুণে গুণী হইয়া সেই নাম গ্রহণ করিলে শ্রীভগবানে শীঘ্র শীঘ্র প্রেমোদয় হইবে জানাইয়া-ছেন। শ্রীনারদোক্ত 'হরের্নাম' শ্লোক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'কেবল' শব্দে জ্ঞান-যোগ-তপস্যাদি কর্ম্ম নিবারণ পূর্ব্বক নামসংকীর্ত্তনেরই অসমোর্দ্ধ প্রাধান্য জানাইয়াছেন। নববিধা ভক্তি মধ্যে নামসংকীর্ত্তনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়া নিরপরাধে নাম গ্রহণ ফলে প্রেমলাভের কথা স্পষ্টভাবেই জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতরাং এই পরধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলে লৌকিক বৈদিক যাবতীয় কর্ম্মই নিষ্ফল হইয়া যায়, সদ্ধর্ম্মের গ্লানি এবং নানা অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। অধর্ম্মই কলির নিবাসস্থান।

আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়-তর্পণ মনুষ্য ও পশ্বাদিতে সমভাবে বিদ্যমান, সুতরাং ঐ চারিটি কর্ম্মপরায়ণতা দ্বারা মানুষ কোন মতেই পশ্বাদি হইতে তাহার শ্রেষ্ঠতা দাবী করিতে পারে না। "ধর্ম্মো হি তেষামধিকবিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ" ধর্ম্ম লইয়াই তাহাদের যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য, ধর্ম্মহীন মানব পশুর সমান, বরং তাহা হইতেও অধিক নিকৃষ্ট। অনিত্য দেহমনের ধর্ম্মকে এস্থলে 'বিশেষ' বলা হয় নাই, জড় দেহমনের চেতনা যাহা হইতে সেই আত্মধর্ম্মেরই বৈশিষ্ট্য সর্ব্বশাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিত। পরমাত্মানুশীলনই সেই আত্মার ধর্ম্ম। বিভুচিৎ বৃহতের ধর্ম্ম অণুচিৎ ক্ষুদ্রকে আকর্ষণ করা, ক্ষুদ্রের ধর্ম্ম বৃহৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওয়া, ইহাই চিরন্তন বৈজ্ঞানিক সত্য। এই সত্যের অপলাপে ধ্বংস অনিবার্য্য। দেহমনোধর্ম্ম আত্মধর্ম্ম ভগবদনুশীলনের অনুবর্ত্তী না হইলে তাহা স্বৈরাচারে প্রবৃত্ত হইয়া জীবকে কুপথগামী করিবেই করিবে! যুগযুগান্তর ধরিয়া মহাজনগণ যে ভক্তিপথ অবলম্বন করিতেছেন, তাঁহাদের প্রদর্শিত সেই পথের অনুগত না হইয়া স্বতন্ত্র মত ও স্বতন্ত্র পথ উদ্ভাবন করিতে গেলেই অধর্ম্ম বা কলি প্রবল হইয়া উঠিবে, তৎফলে নারীগণ ব্যভিচার দোষদুষ্ট, রাজগণ অত্যাচারী ও বিপ্রগণ বেদবিহিত কর্ম্মের অকরণ বা বেদনিষিদ্ধ কর্ম্মপরায়ণতা জন্য বেদবিরোধী হইয়া প্রজাপুঞ্জের মহাভয় উৎপাদন করিবে। জগতে অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি মহামারী দুর্ভিক্ষ রাষ্ট্রবিপ্লবাদি মহামহা উৎপাত ক্রমশঃই অতি-ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিবে। ইহা হইতে পরিত্রাণ-লাভের উপায় স্বয়ং ভগবান্ই তাঁহার শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

—এই উক্তি করিয়া পরিশেষে তাঁহার সর্ব্বগুহ্যতম বাক্য বলিয়া গিয়াছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ॥"

'সব ছাড়ি' শেষ আজ্ঞা বলবান্'। তদ্‌গতচিত্ত হইয়া তদ্‌ভক্ত হইতে হইবে, তাঁহার যজন এবং তাঁহাতেই নমস্কার বিধান করিতে হইবে — সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত 'মামেকং শরণং ব্রজ' এই পরমমঙ্গলময় নিত্যধর্ম্ম আত্মধর্ম্মে সংপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

"সেই ত' সুমেধা আর কলিহত জন।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন॥"
"যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ"।

ইহা ব্যতীত আত্মবিনাশী নরকের করকবল হইতে নিষ্কৃতিলাভের আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই।

"কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম"

অর্থাৎ ভক্তিভাক্ জনগণেরই প্রাক্তন ও অধুনাতন প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কর্ম্মদোষ নিঃসংশয়িতভাবে নষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীমুখেরও উপদেশ —

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শুভ গৌরাবির্ভাববাসরে পশ্চিমবঙ্গেষু ভূষিতাদ্যন্ত-মুখ্যমন্ত্রিপদানাং শ্রীমৎ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ-মহোদয়ানাং

শ্রীনবদ্বীপেষু শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-মঠ-দর্শনোপলক্ষে
তন্মঠাশ্রিতানাং সেবকানাং প্রদত্তং
জয়োল্লাস-পত্রমিদম্

ভো! দেশনায়ক শ্রীমন্ বিদ্বৎকুল-বিভূষণ।
প্রতিভা-ভাব-সমৃদ্ধ পবিত্র-ত্যাগজীবন॥
সৎসাহসী সুচেতা ত্বং নীতি-নিষ্ঠো দৃঢ়ব্রতঃ।
দেশসেবা-কৃতোৎসর্গ-সুদীর্ঘ-শুদ্ধ-জীবনঃ॥
ভগবন্মতিমান্ শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র সংজ্ঞকঃ।
প্রফুল্ল-পূর্ণশুভ্রাংশু-শুভ্রজ্যোতি-র্যশোধনঃ॥
জয়ত্বং সজ্জনশ্রেষ্ঠ জনকল্যাণ-মানস।
লভ্যতাং গৌর-কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-প্রেম-সেবা-সুমঙ্গলম্॥
চন্দ্রাদ্রি-বেদ-গৌরাব্দে গৌরদিনেঽর্পিতং মুদা।
শ্রীনবদ্বীপ-চৈতন্য-সারস্বত-মঠাশ্রিতৈঃ॥

———

প্রশ্ন-উত্তর

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—অহঙ্কার কি জীবের পরম শত্রু ?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—

পঙ্কবৎ পরিত্যক্তো হি অহঙ্কারঃ পরো রিপুঃ।
তস্মান্নিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং সুরেশ্বরি॥
(কালীতন্ত্র)

শ্রীশিবজী বলিয়াছেন— হে সুরেশ্বরি! আমি অহঙ্কারকে শত্রুজ্ঞানে পঙ্কবৎ পরিত্যাগ করিয়াছি। অর্থাৎ লোকে যেরূপ কর্দ্দমকে ঘৃণা করিয়া আপনার দেহ হইতে অপসারিত করে, আমি সেইরূপ অহঙ্কারকে আমার শরীর হইতে দূর করিয়া দিয়াছি। সেই জন্যই আমি নিরাময় হইয়া জীবিত আছি সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন—কে মৃত্যু জয় করিতে পারে ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

যৎকরোমি যদশ্নামি ত্যজামি বা যৎকিঞ্চন।
কর্ত্তৃত্বং নাস্তি মে কস্মিন্ তস্মাজ্জীবাম্যহং চিরম্॥
(ঐ)

শ্রীশিবোক্তি—হে মহেশ্বরি! আমি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, যাহা কিছু ভক্ষণ করি এবং যাহা যাহা পরিত্যাগ করি, কিছুতেই আমার কর্ত্তৃত্ব নাই; আমি সেই কারণেই চিরজীবী হইয়াছি।

প্রশ্ন—গুরুতে অত্যধিক আদর, নিষ্ঠা বা প্রীতি না হইলে কি কৃষ্ণভক্তি হয় না ?

উত্তর—কখনই না। শাস্ত্রে বলেন—

বলবানাদরো যস্য ন স্যাদ্ গুরুপদাম্বুজে।
শ্রুতৈরপ্যস্য সচ্ছাস্ত্রৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্ন জায়তে॥
(শ্রীনিবাসাচার্য্য গ্রন্থমালা)

গুরুদেবতাত্মা বা গুরুনিষ্ঠ না হইলে গুরুকৃপা হয় না এবং গুরুকৃপা না হইলে শুদ্ধভক্তিও হয় না। তাই শাস্ত্র আরও বলেন—

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
সাধুসঙ্গ-কৃপা, কিংবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি-দুঃসঙ্গ ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায়॥
(চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—সব শিষ্যকে কি ভজন রহস্য বলা যায় ?

উত্তর—সকল শিষ্যকে সব কথা বলা ঠিক নয়। স্নেহশীল শিষ্যকেই গূঢ় ভজন-কথা বলা যায়। 'পরং গোপ্যমপি স্নিগ্ধে শিষ্যে বাচ্যমিতি শ্রুতিঃ।' 'ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত।'

স্নিগ্ধশিষ্য ব্যতীত অন্যকে গূঢ় ভজন-কথা বলিলে মৃত্যু হয়—আয়ুঃ ক্ষয় হয়। (শ্রীরাধিকোপনিষৎ)

প্রশ্ন—কীর্ত্তনই কি কলিযুগের মঙ্গলকর ধর্ম্ম ?

উত্তর—হাঁ।

কলৌ তু কীর্ত্তনং শ্রেয়ো ধর্ম্মঃ সর্ব্বোপকারকঃ।
সর্ব্বশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ পরমানন্দদায়কঃ॥
(শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা ১।৫।২৫)

প্রশ্ন—শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ কি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভুত ?

উত্তর—হাঁ।

'আদৌ জাতো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রীমাধবপুরী প্রভুঃ।'
(ঐ ১।৪।৫)

প্রশ্ন—মহাপ্রভুর বিশ্বম্ভর নাম কেন হইল ?

উত্তর—

পুরা বিভর্ত্ত্যসৌ বিশ্বমিতি চক্রে পিতা স্বয়ম্।
শ্রীমদ্বিশ্বম্ভর ইতি নাম তস্য সুশোভনম্॥
(ঐ ১।৬।৩)

প্রশ্ন—শ্রেষ্ঠ উপাস্য কি ?

উত্তর—শ্রীরাধাকৃষ্ণ নামই শ্রেষ্ঠ উপাস্য। শাস্ত্র বলেন—

উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পরিঃ)

প্রশ্ন—শ্রীনাম যে সাক্ষাৎ ভগবান্,—এ সম্বন্ধে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি বলিয়াছেন ?

উত্তর—

সত্যে ধর্ম্মস্তু পূর্ণত্বাদ্ধ্যানেনৈবোপসাধ্যতে।
তৎফলং যজ্ঞমাত্রেণ ত্রেতায়াং দ্বাপরে যুগে॥
পূজনেন কলৌ পাপৈ র্নশক্তাস্তে হরিঃ স্বয়ম্।
নামস্বরূপো ভগবনাগত্য শুশুভে প্রভুঃ॥
কৃতাদিষু ত্রয়ঃ শক্ত্যা ধ্যানযজ্ঞার্চ্চনাদয়ঃ।
দারুণে চ কলৌ পাপে স্বয়মেবানুপদ্যতে॥

(শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা ২।১৭।৭-৯)

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ ও দ্বাপরে পূজাই হইল সেই সেই যুগের যুগধর্ম্ম। পাপবহুল কলিকালে মানবসকলের অসামর্থ্য হেতু ভগবান্ শ্রীহরি স্বয়ং জগদুদ্ধারার্থ নামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হরিনাম কীর্ত্তনই কলিযুগের ধর্ম্ম। কলিকালে নামরূপী ভগবানের আশ্রয়ে ধ্যানযজ্ঞাদির ফল সহজেই লাভ হয়।

প্রশ্ন—প্রত্যহই কি শ্রীমদ্ভাগবত পঠনীয় ?

উত্তর—হাঁ। পদ্মপুরাণে শ্রীঅম্বরীষং প্রতি শ্রীগৌতম বচনম্—

অম্বরীষ ! শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্॥

প্রশ্ন—মহাপ্রভু কৃত 'হরের্নাম' শ্লোকের অর্থটী কি ?

উত্তর—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
ন পুমান্ আদিপুরুষঃ কলাবস্ত্যেব রূপবান্।
নামস্বরূপিণং তস্য জানীহি স তু কেবলম্॥
বারত্রয়ং হরের্নাম দৃঢ়ার্থং সর্ব্বদেহিনাম্।
এব-কারশ্চ জীবানাং পাপানাং নাশ হেতবে॥
সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশার্থং কেবলং মন্যতে চ হি।
প্রারব্ধ কর্ম্মনির্ব্বাণং কথ্যতেঽদ্বৈতবাদিভিঃ॥
ভবেদিতি চ বোধার্থং কৈবল্যং কেবলং স্মৃতম্।
কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদপ্রাপকং করুণাময়ম্॥
তৎস্বরূপং হরের্নাম যোঽন্যদেব বদেৎ পুমান্।
তস্য নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরিত্যবদৎ স্বয়ম্॥

(শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা ২।২।২৮-৩৩)

হরিনাম হরিনাম হরিনামই কেবল মঙ্গলের উপায়। কলিকালে হরিনাম ব্যতীত অন্য গতি নাই-নাই-নাই। হরিনামে সকলের দৃঢ়তা বাড়াইবার জন্য এখানে 'হরের্নাম' তিন বার উক্ত হইয়াছে। হরিনাম দ্বারা নিখিল পাপ নষ্ট হয়, ইহা জানাইবার জন্য পুনরায় 'এব' শব্দ দেওয়া হইয়াছে। হরিনামে যাবতীয় সাধ্য-সাধনতত্ত্ব প্রকাশিত হয়,—ইহা অবগতির জন্য পুনশ্চ 'কেবল' শব্দের প্রয়োগ। অদ্বৈতবাদিগণের মতে অবশ্য ভোগ্য যে প্রারব্ধ-কর্ম্ম তাহাও হরিনাম হইতেই নষ্ট হয়—ইহা বোধার্থও 'কেবল' শব্দ দেওয়া হইয়াছে। কেবল অর্থে কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষও হয়। হরিনাম সাক্ষাৎ মুক্তিস্বরূপ। অর্থাৎ করুণাময় হরিনামের আশ্রয়ে মুক্তি অনায়াসে লভ্য হয় এবং কৃষ্ণপ্রেমানন্দও লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার মঙ্গলের অন্য গতি নাই-ই—ইহা তিনবার করিয়া বলিলেন।

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ-নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিন বার।
জড় লোকে বুঝাইতে পুনঃ 'এব' কার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ আদি কর্ম্ম নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি তিন উক্ত 'এব'-কার॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৭।২২-২৫)

প্রশ্ন—অনন্যা ভক্তি কাহাকে বলে ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—"অনন্যা ভক্তির্হি কৃত্বাপি ন ভগবত্যর্প্যতে কিন্তু ভগবত্যর্পিতৈব ক্রিয়তে। আদৌ অর্পিতা সতী পশ্চাৎ ক্রিয়েত, ন তু কৃতা সতী পশ্চাৎ অর্প্যেত।" (গীতা ৯।২৭ চক্রবর্ত্তী টীকা)

কর্ম্মার্পণ শুদ্ধভক্তি নহে। তাহাতে কর্ত্তৃত্বাভিমান আছে। কিন্তু শুদ্ধভক্তিতে কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই, তাহাতে

দাসাভিমান প্রবল। শুদ্ধভক্ত পূর্ণ শরণাগত। ইনি নিজেকে কৃষ্ণাধীন, কৃষ্ণাশ্রিত, কৃষ্ণসেবক বা কৃষ্ণকর্তৃক চালিত জানিয়া গুরু-কৃষ্ণ সুখার্থ কৃষ্ণসেবায় তৎপর। তিনি নিবেদিতাত্মা। তাঁহার নিয়ামক বা চালক ইষ্টদেব গুরু-কৃষ্ণ। 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।'—এই বিচারে ভক্ত প্রতিষ্ঠিত। 'অহং করোমি'—এই জড় অহঙ্কার ছাড়িয়া 'কিং করোমি'—এই কিঙ্কর-অভিমান পূর্ণমাত্রায় ভক্তের আছে। ভক্তের দিব্যজ্ঞান আছে। তিনি অজ্ঞান বা জড়াভিমানী নহেন।

প্রশ্ন—প্রকৃত আশ্রিতের বিচারটা কিরূপ ?

উত্তর—নিষ্কপট ভক্তের বিচার এইরূপ— হে ভগবান্, আমাকে সুখেই রাখ বা দুঃখই দাও, তুমি ছাড়া আমার অন্য গতি নাই। দণ্ডই দাও বা দয়াই কর, আমি কোন অবস্থাতেই তোমার সেবা ছাড়া আর কিছু করিব না—স্বতন্ত্রতা করিয়া নিজ সুখের জন্য কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা কোন কিছু করিব না। সুখে দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় যেমন পারি, যথাসাধ্য তোমার সেবাই করিব।

চাতক শরণাপন্নের প্রকৃত দৃষ্টান্ত। শ্রীরূপপ্রভু বলিয়াছেন—

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াং বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটি নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

মহাজনও বলিয়াছেন—

স্তন্যপায়ী শিশুজনে, মাতা ছাড়ে ক্রোধ মনে,
শিশু তবু নাহি ছাড়ে মায়।
যে হেতু তাহার আর, এ জীবন ধরিবার,
মাতা বিনা নাহিক উপায়॥

প্রশ্ন—শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুসরণ কি সকল সময়েই কর্ত্তব্য ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। কি সাধন, কি সিদ্ধি, কি বদ্ধ, কি মুক্ত সর্ব্বাবস্থাতেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুসরণ বা আনুগত্য অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ গুরু নিত্য, গুরু-সেবক নিত্য, গুরু-সেবা নিত্য। তাই শাস্ত্র বলেন—

"শ্রীগুরোরনুগমনং সর্ব্বত্র সর্ব্বভজন-সাধনে অনুসরণং সর্ব্বদা সর্ব্বকালে জীবনে মরণে বিপদি সম্পদি দূরে নিকটে দিনাদৌ নিশাদৌ সঙ্কীর্ত্তনাদৌ মহাপ্রসাদে অনুশীলনে ইত্যাদৌ।" (শ্রীনিবাসাচার্য্য গ্রন্থমালা)

প্রশ্ন—গুরুই কি হরি ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

'হরিরেব গুরু গুরুরেব হরিঃ।'

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' ইত্যাদি।

প্রশ্ন—গাভী অপেক্ষা কি ভক্ত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ?

উত্তর—হরিভক্ত ব্রাহ্মণ গাভী অপেক্ষা শতগুণ পূজ্য। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

প্রশ্ন—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কি চতুষ্পাদ-বিভূতিযুক্ত ?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—

ভগবন্ত স্ত্রিপাদ্ বিভূতিযুক্তাঃ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথাদয়ঃ পূর্ণাঃ, শ্রীকৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্ চাতুষ্পাদিক বিভূতিমান্ শ্রীগোপাল-রূপী পূর্ণতমঃ। তথাহি শ্রীগোপালবাক্যম্— (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে)

সন্তি ভূরীণি রূপাণি মম পূর্ণানি ষড়্গুণৈঃ।
ভবেয়ুস্তানি তুল্যানি নময়া গোপরূপিণা॥ ইতি

অতএব সর্ব্বাতিশয়ানন্তগুণবান্ গোলোকধামা এব বক্তা। (শ্রীনিবাসাচার্য্য গ্রন্থমালা)

ত্রিপাদ বিভূতিযুক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠনাথাদি ভগবান্-রূপী অবতারগণ পূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান্, চতুষ্পাদ্ বিভূতিসম্পন্ন শ্রীগোপালরূপী এবং পূর্ণতম। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে শ্রীগোপাল স্বয়ং বলিয়াছেন—'আমার পূর্ণ ষড়্গুণযুক্ত বহুবিধ প্রকাশ আছে, কিন্তু আমার গোপ-রূপের সহিত তাঁহাদের তুলনা হয় না।' অতএব এস্থলে সর্ব্বাতিশয় অনন্ত গুণময় গোলোকবাসী শ্রীহরিই বক্তা।

শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-মাহাত্ম্য

[শ্রীক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায় বি-এ]

ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ একদিন শ্রীনৃসিংহদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন— প্রভো! আপনার প্রতি কি করিয়া আমার অচলা ভক্তি হইল? তদুত্তরে শ্রীনৃসিংহদেব বলিলেন, হে প্রহ্লাদ! পূর্ব্বজন্মে তুমি ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমার নাম ছিল বসুদেব। তোমার পিতার নাম বসুশর্ম্মা ও মাতার নাম ছিল সুশীলা। ইঁহারা অবন্তী-নগরে বাস করিতেন। বসুশর্ম্মা বেদজ্ঞ ও সদাচার-পরায়ণ ধার্মিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ বেদাদি শাস্ত্রালোচনা ও হোমানুষ্ঠান করিতেন। তিনি অগ্নিষ্টোমাদি বহু যজ্ঞও করিয়াছিলেন। বসুশর্ম্মা মহাধার্মিক ও নিষ্পাপ ছিলেন, তৎপত্নী সুশীলা-দেবীও নিরন্তর সদাচারের অনুষ্ঠান ও পতি-ভক্তি দ্বারা জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই বসুশর্ম্মার ঔরসে সুশীলার গর্ভে পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। চারিজন পুত্র বিদ্বান্, সদাচার-পরায়ণ ও ভক্তিমান্ ছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ তুমি লেখাপড়া না শিখিয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলে। তুমি পাপকর্ম্মে লিপ্ত থাকায় সতত বেশ্যালয়েই পড়িয়া থাকিতে। একদিন সেই বেশ্যার সহিত তোমার তুমুল কলহ হয়। তজ্জন্য তুমি সেইদিন মনের দুঃখে আহার কর নাই। ভাগ্যচক্রে সেইদিন মদ্‌ব্রত (শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীব্রত) থাকায় তোমার উপবাসহেতু সেই ব্রত পালিত হয় এবং সেই দিন মনের উদ্বেগে তোমার রাত্রি জাগরণও হইয়াছিল। সেই বেশ্যাও তোমার সহিত কলহ-নিবন্ধন সেই দিন না খাইয়া রাত্রি জাগরণ করায় তাহারও দেহ পবিত্র হইল। এই প্রকারে তুমি অজ্ঞানে বহু পুণ্যপ্রদ মদ্‌ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে। এই ব্রত করার জন্যই আমার প্রতি তোমার অচলা ভক্তি হইয়াছে ও তুমি আমার প্রিয় হইয়াছ। এই ব্রত পালন করিয়াই দেবতাগণ অধুনা স্বর্গে সুখভোগ করিতেছেন। ব্রহ্মাও আমার এই ব্রত-পালন করিয়া ব্রতের প্রসাদে বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছেন। শিবও ত্রিপুরাসুরকে বিনাশার্থ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সেই অসুরকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহুদেবতা, প্রাচীন ঋষিগণ এবং ভাগ্যবান্ নৃপতিগণও এই ব্রতোত্তমের অনুষ্ঠান করিয়া সকলেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ঐ বেশ্যাও এই ব্রতের কৃপায় মদীয় প্রিয় পাত্রী হইয়াছে। অসতী নারীগণও এই ভুবনবিখ্যাত ব্রত করিয়া তৎফলে স্বর্গলাভ করিতে পারে। সেই বেশ্যা স্বর্গে বহুবিধ ভোগ লাভ করিয়া পরে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

হে প্রহ্লাদ! মদীয় এই ব্রত পালন করিলে আর সংসারে আসিতে হয় না। এই ব্রতের প্রসাদে পুত্র-হীনের ভক্তপুত্র লাভ হয়, দরিদ্র ধনলাভ করে, তেজস্কামী তেজঃ, রাজ্যেচ্ছু রাজ্য এবং আয়ুষ্কামী দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হয়। এই ব্রত নারীগণের পক্ষে মহামঙ্গলদায়ক, পুত্রপ্রদ, ধনধান্যপ্রদ, স্বামীহিতকর ও সৌভাগ্যপ্রদ। এই ব্রত সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান করিলে বৈধব্যযন্ত্রণা ও পুত্র-শোক পাইতে হয় না। এই ব্রত পালন করিয়া কি নর কি নারী সকলেই প্রচুর বিষয়-সুখ, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও স্বর্গ-সুখ লাভ করিয়া থাকেন। এই ব্রতের মাহাত্ম্য অধিক আর কি বলিব? ইহার মাহাত্ম্য বলিয়া শেষ করার ক্ষমতা আমার বা শিবের নাই। বিধাতা আজীবন এই ব্রত-মাহাত্ম্য চতুর্ম্মুখে কীর্ত্তন করিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই। এই ব্রত অনুষ্ঠান করিলে মহাপাপী দুরাত্মা ব্যক্তিও পবিত্র হইতে পারে। যাহারা ভবভয়ে ভীত তাহাদের প্রত্যেকেরই মৎপ্রীত্যর্থ প্রতিবৎসর এই গোপনীয় ব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই ব্রতের মাহাত্ম্য জানিয়াও তাহা লঙ্ঘন করিলে মহাপাপ হওয়ায় নরকে যাইতে হয়। হে প্রহ্লাদ! আমার কথা মিথ্যা মনে করিও না কেবলমাত্র এই চতুর্দ্দশী ব্রত করিয়া ভাগ্যবান্ মানবগণ সহস্র একাদশীব্রত করার ফল লাভ করিয়া থাকেন। অতএব বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে সকলেরই এই সর্বপাপহর মদ্‌ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য। ভক্তিসহকারে এই ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। এই গোপনীয় ব্রতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে কীর্ত্তনকারীর যাবতীয় অভীষ্ট পূর্ণ হয় এবং ব্রত-ফল লাভ হইয়া থাকে। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া কৃপণতা পরিত্যাগ পূর্বক তৎপরদিবস ভগবৎ-সেবা ও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমুখ হইতে নিজের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত ও শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও পরমানন্দিত হইলেন।

এই উপাখ্যান ও শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-মাহাত্ম্য বৃহদ্‌-নারদীয়পুরাণে বর্ণিত আছে।

নির্য্যাণ-সংবাদ

শ্রীউদ্ধবদাসাধিকারী

গত ১৭ই চৈত্র (১৩৭৪), ইং ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৬৮ রবিবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে অপরাহ্ণ প্রায় ৩।৩-১৫ ঘটিকার সময় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পরমারাধ্যতম শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত ভাগবতপ্রবর শ্রীপাদ উদ্ধবদাস অধিকারী প্রভু ৮৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার হুগলী জেলান্তর্গত উত্তরপাড়া ১১৩ নং দ্বারিক-জঙ্গল রোডস্থিত স্বীয় বাসভবনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জিউর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ ও ভক্তমুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে নিত্যধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। গত ২৭শে চৈত্র (১৩৭৪), ইং ১০ই এপ্রিল (১৯৬৮) বুধবার একাদশাহে মহাপ্রসাদ দ্বারা তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

তাঁহার অপ্রকটলীলার পূর্ব্বদিবস (৩০শে মার্চ্চ শনিবার) তদীয় ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী তাঁহার প্রকটলীলা-সম্বরণ-সূচক লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সংবাদ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র শ্রীল মহারাজ তদুদ্দেশ্যে শ্রীবিগ্রহের প্রসাদী মাল্য, শ্রীচরণতুলসী, শ্রীজগন্নাথ-দেবের মহাপ্রসাদ ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মৃত্তিকাদি প্রেরণ করিয়া ঐ দিবসই তাঁহাকে দেখিয়া আসিবার জন্য দ্বিপ্রহরের পর শ্রীপাদ জগমোহন দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী-জীকে তাঁহার গৃহে পাঠান। তঁহারা বেলা প্রায় ৩ ঘটিকায় তদীয় গৃহে উপনীত হন। শ্রীপাদ জগমোহন প্রভু স্বহস্তে তাঁহার বক্ষে ও ললাটে শ্রীরাধাকুণ্ডের মৃত্তিকা দ্বারা দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক মহামন্ত্র নাম লিখিয়া অনেকক্ষণ যাবৎ উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার কর্ণে মহামন্ত্র নাম কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজীও তাঁহার কর্ণান্তিকে উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রাদি পাঠ ও মৃদঙ্গ-মন্দিরা-সহযোগে নাম সংকীর্ত্তন করিয়া শুনান।

শ্রীউদ্ধবদাস প্রভু (শ্রীউদয়চন্দ্র দাস—ভূতপূর্ব্ব রেলওয়ে ষ্টেসন মাষ্টার, ময়মন্‌সিংহ) ১২৯২ বঙ্গাব্দ, ২০শে আশ্বিন, ইং ১৮৮৫ খৃঃ ৫ই অক্টোবর সোমবার রাত্রি ৩ ঘটিকায় ময়মন্‌সিংহ জেলার সদর থানার অন্তর্গত সুহিলা নামক গ্রামে আবির্ভূত হন। শিশুকাল হইতেই তিনি সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯২৩ খৃঃ) তিনি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। ময়মন্‌সিংহ জেলার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্যগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম। ১৯৩০ সালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে বিশ্ববিখ্যাত শ্রীগৌড়ীয় মঠের শাখা ময়মন্‌সিংহস্থ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ উক্ত টাউনের সেহড়া পল্লীতে তাঁহারই নবনির্ম্মিত অট্টালিকায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়া কএক বৎসর তথায়ই অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার ঐ গৃহে সপার্ষদে শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক একবার পদার্পণও করিয়াছিলেন।

তিনি কর্ম্মজীবনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নানাপ্রকার সেবা করিয়া অশেষ কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবো-চিত বহু সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়া তিনি শ্রীগুরুদত্ত 'উদ্ধব দাস' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রীকৃত গৌড়ীয় মিশনের কাউন্সিলের মেম্বার পদে তিনি বহু-কাল নিযুক্ত ছিলেন।

তাঁহার ন্যায় একজন শান্ত স্নিগ্ধ ভজনানুরাগী অকৃত্রিম প্রাচীন ভক্ত বান্ধবকে হারাইয়া আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। "স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ"।

শ্রীহৃদয়ানন্দ দাসাধিকারী

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ময়মন্‌সিংহ জেলাস্থ শিষ্যগণের অন্যতম—উক্ত জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ী গ্রাম নিবাসী শ্রীহৃদয়ানন্দ দাসাধি-কারী (শ্রীহীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী) তাঁহার বর্ত্তমান নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত মগরা রেল ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী তদীয় নিজ বাসভবনে গত ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, ২১শে পৌষ

ইং ৬ই জানুয়ারী ১৯৬৮ খৃঃ, অনুমান ৭৫ বৎসর বয়সে স্বধাম গমন করিয়াছেন।

বেঙ্গল পার্টিশনের পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিতি-কালে তাঁহার অক্লান্ত সেবাচেষ্টায় কিশোরগঞ্জ মহকুমার বহু ব্যক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় লাভের সৌভাগ্য পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত প্রাচীন প্রধান প্রধান সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণ প্রায় প্রতি বৎসরই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচারার্থ ময়মনসিংহে গমনকালে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিতেন। তৎকালে তিনি তাঁহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে সেবা করিয়া প্রচার কার্য্যে বহু সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীকেদার-বদরী তীর্থ পরিক্রমা

"সোঽহং তদ্দর্শনাহ্লাদ-বিয়োগার্ত্তিযুতঃ প্রভো।
গমিষ্যে দয়িতং তস্য বদর্য্যাশ্রমমণ্ডলম্॥"—(ভাগবত ৩।৪।২১)

শ্রীবিদুরের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি—'হে প্রভো, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত আহ্লাদ এবং বিয়োগ-নিবন্ধন আর্ত্তিযুক্ত হইয়া এক্ষণে আমি তাঁহার **পরম প্রিয় বদরিকাশ্রমে** গমন করিব।'

বদরী—ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমতীরে ঋষিসকলের যজ্ঞানুষ্ঠানাদির স্থান। উহা বদরী বৃক্ষসমূহে বিভূষিত বলিয়া বদরী আশ্রম নামে অভিহিত। এই পরম পবিত্র তীর্থে জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি বেদ বিভাগ এবং বেদান্ত পুরাণাদি রচনা করিয়াও শান্তি লাভ করিতে না পারায় শ্রীনারদ গোস্বামীর উপদেশানুসারে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রচনা করিয়া পরাশান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তীর্থ-পর্য্যটনকালে শ্রীবদরিকাশ্রমে শুভ পদার্পণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারত-ব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** কৃপানির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠ হইতে এই বৎসর শ্রীকেদারনাথধাম ও শ্রীবদরীনাথধাম পরিক্রমার আয়োজন করা হইয়াছে। আগামী ৬ জ্যৈষ্ঠ, ২০ মে সোমবার রাত্রি ১০-২৫ মিঃ কলিকাতা (হাওড়া ষ্টেশন) হইতে দেরাদুন এক্সপ্রেসযোগে শ্রীমঠের সাধুগণ ও গৃহস্থ সজ্জনগণ যাত্রা করিবেন। শ্রীকেদারবদরী পরিক্রমায় গমনাগমনপথে বাসযোগে ও পদব্রজে যাত্রিগণ যে সকল তীর্থস্থান দর্শন করিবেন তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—হরিদ্বার, হৃষীকেশ, শ্রীরামমন্দির, শ্রীভরতমন্দির, শ্রীলছমনঝোলা, ব্যাসঘাট, গুপ্তকাশী, মহিষমর্দ্দিনীদেবী, রামপুর, ত্রিযুগীনারায়ণ, শোণপ্রয়াগ, মুণ্ডকাটা গণেশ, মন্দাকিনী, গৌরীকুণ্ড, শ্রীকেদারনাথ (১১৭৫০ ফিট উচ্চ), আকাশগঙ্গা, গোপেশ্বর, বৈতরণীকুণ্ড, পিপলকুঠি, চামোলী, যোশীমঠ, পাণ্ডুকেশ্বর, শ্রীবদরীনারায়ণ (১০৬০০ ফিট উচ্চ) প্রভৃতি। পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রায় ২৫ দিন সময় লাগিবে।

হাওড়া হইতে ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত ভাড়া, বাসভাড়া, কুলীভাড়া, বাসস্থান, দুইবেলা প্রসাদ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও ব্যবস্থা আদির জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে নিজ নিজ ব্যয় বহন করিতে হইবে। কোনও যাত্রী ।৫ পনর সেরের বেশী মাল গ্রহণ করিলে তজ্জন্য তাহাকে অতিরিক্ত কুলীভাড়া দিতে হইবে। পদব্রজে ভ্রমণে অসমর্থ ব্যক্তি ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী প্রভৃতিতে গমন করিলে তজ্জন্য ও পৃথক্ ব্যয় নিজে বহন করিবেন। ট্রেনে আসন সংরক্ষণের জন্য নরনারী নির্ব্বিশেষে পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে এখন হইতে নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া লইতে জানান হইতেছে। শ্রীমঠের সেক্রেটারী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৫৯০০ ঠিকানায় পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

প্রত্যেক যাত্রী মশারিসহ বিছানা, শীতনিবারণোপযোগী গরম জামা, কাপড়, কাপড়ের জুতা, মোজা, ছাতা, লাঠি, বিছানা ঢাকিবার জন্য রবার ক্লথ কিংবা ওয়েলক্লথ সঙ্গে লইবেন। এতদ্ব্যতীত এলুমিনিয়ামের থালা, বাটী, ঘটী ও টর্চ্চ, কিছু লজেন্স ও তালমিশ্রি সঙ্গে লইবেন। ইতি—

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৮ম বর্ষ

৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী (আসাম)
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৩। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৪। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৭।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৮ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫। ১৭ ত্রিবিক্রম, ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার; ২৯ মে, ১৯৬৮। | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

২৮৮ কলিগতাব্দে দাক্ষিণাত্যে চোলরাজ্যান্তর্ভুক্ত মণ্ডনগুড়ি গ্রামে শোলীয় ব্রাহ্মণ-বংশে অগ্রহায়ণ মাসে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর পূর্ব্বনাম —বিপ্রনারায়ণ। বিপ্রনারায়ণ স্বভাবসিদ্ধ যোগী ছিলেন। পার্থিব সংসারবাসনা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। তিনি ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার-সম্পন্ন হইয়া বেদ ও বেদাঙ্গ-সমূহে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের বিশ্বাসমতে ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু **নারায়ণের বনমালার অবতার**। বৈজয়ন্তী নামক বনমালা নারায়ণের গলদেশ শোভা করে।

একদা বিপ্রনারায়ণ শ্রীরঙ্গমে উপনীত হইয়া শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শনে পরমাকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সেবায় অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গীকৃত করিবার মানস করেন। তুলসী ও পুষ্পাদি উপন্ন করিয়া উহা ভগবানে সমর্পণই তাঁহার একমাত্র সেবা ছিল। অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষান্তি, ধ্যান, তপস্যা, জ্ঞান এবং সত্যরূপ অষ্টপ্রকার মানস-পুষ্পার্চ্চন-স্বরূপ আট প্রকার পুষ্পমালা দ্বারা তিনি বিষ্ণুর প্রীতিজন্য চেষ্টা করিতেন।

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু এবম্প্রকারে শ্রীরঙ্গনাথের সেবাপরায়ণ হইয়া নিচুলাপুরী বা উরাইউর নামক রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে পুষ্পকানন নির্ম্মাণ করিলেন। তিরুক্কুরম্-বান্নুর নিবাসিনী অতুল্য রূপ-যৌবন-সম্পন্না দেবদেবী নাম্নী এক বারনারী তৎকালে চোলরাজ-প্রাসাদে যাতায়াত করিত। একদিন সেই স্ত্রীলোকটী নিজ ভগিনীর সহিত প্রাসাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর পুষ্প-তুলসী-কানন সন্দর্শনপূর্ব্বক বৃক্ষতলে উপবিষ্টা হইয়া শ্রান্তিদূর করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুকে কানন-মধ্যে বৃক্ষাদির সেবানিরত দেখিতে পাইল।

দেবদেবী তাহার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এই লোকটী কি পাগল? সে একাগ্রমনে কাননজ বৃক্ষাদির পরিচর্য্যায় এতাদৃশ ব্যস্ত যে, আমাদের আকর্ষণ ইঁহার নিকট এরূপ ক্ষুদ্র হইল কেন?" তদুত্তরে সে বলিল,— "ভগবদ্ভক্তের বাহ্যবস্তুর প্রতি স্বাভাবিক ঔদাসীন্য আছে।" তাহাদের পরস্পর এই ভক্তের সম্বন্ধে নানা কথা আলোচনা হইল। পরে ভগিনী কহিল, "তুমি যদি উঁহাকে স্বীয় রূপলাবণ্যে মোহিত করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে আমি ছয়মাস বিনা বেতনে তোমার পরিচর্য্যা করিব।" দেবদেবীও প্রতিজ্ঞা করিল যে, "উঁহাকে মোহিত করিতে না পারিলে আমি তোমার ঐরূপভাবে

সেবা করিব।" এইরূপ কথোপকথনান্তে দেবদেবী ভগিনীর হস্তে অলঙ্কারাদি বেশভূষা নিজগৃহে পাঠাইয়া দিয়া সাধুর চরণে আসিয়া নানা দৈন্য-প্রণতি জ্ঞাপন করিল। সরলচিত্ত ভক্ত, কপটিনীর কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার বৃক্ষাদির পরিচর্য্যা ও সকল বিষয়ে সাহায্যে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তিনিও তাহার কথায় সম্মত হইলেন। কিছুদিন পরে একদিন প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় আর্দ্র-বসনা সন্দর্শনে দয়াপরবশ হইয়া দেবদেবীকে গৃহে আহ্বান করিলেন। সেও সুযোগ বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে নিজ মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিল। সরলচিত্ত বিপ্র-নারায়ণ দিন দিন সাধুবল হারাইতে লাগিলেন। অবশেষে ঈশকৈঙ্কর্য্য ক্রমশঃ দেবীদেবীর উদ্দেশ্যেই পরিণত হইল। দেবদেবীও সুযোগ পাইয়া এক্ষণে বর্ষান্তে স্বল্পার্থ দেখিয়া স্বগৃহে গমন করিল। বিপ্রনারায়ণও নিজ দুর্ব্বলতাবশে দেবদেবীর অনুগামী হইলেন। ক্রমে দেবদেবী বিপ্রনারায়ণকে হতাদর করিতে আরম্ভ করিল। একদা বিপ্রনারায়ণ দেবদেবীর গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীরঙ্গনাথ লক্ষ্মীসহ সেই পথ দিয়া যাইতেছেন। লক্ষ্মী বিপ্রনারায়ণকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, বিপ্রনারায়ণ তাঁহাদের পূর্ব্ব-পরিচিত দাস। কালবৈগুণ্যে এরূপ ভাবাপন্ন হইয়া শোচনীয় দশা লাভ করিয়াছেন। লক্ষ্মীদেবী শ্রীরঙ্গনাথকে বিপ্রনারায়ণের কথা জানাইলেন এবং নিজ-দাসকে উদ্ধার করিবার জন্য দয়ার্দ্রা হইয়া অনুরোধ করিলেন। শ্রীরঙ্গনাথ হাস্যমুখে লক্ষ্মীর অভিলাষ-পূরণে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ভক্তবৎসল ভগবান্ রঙ্গনাথ নিজ-ব্যবহার্য্য একটী স্বর্ণ-পাত্র লইয়া দেবদেবীর দ্বারদেশে ভৃত্যবেশে দণ্ডায়মান। কিয়ৎক্ষণ পরে পদাঘাত দ্বারা দেবদেবীর দ্বারোদ্ঘাটনে চেষ্টা করিলে দেবদেবী বাহির হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। রঙ্গনাথ কহিলেন,—"আমি আমার প্রভু বিপ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তোমাকে এই স্বর্ণপাত্রটী দিবার জন্য আসিয়াছি। অনতিদূরেই তোমার জন্য বিপ্রনারায়ণ অপেক্ষা করিতেছেন।" স্বর্ণপাত্র পাইয়া বারনারী আগ্রহসহকারে বিপ্রনারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমাদরে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেল। শ্রীরঙ্গনাথদেবও অদর্শন হইলেন। প্রাতঃকালে রঙ্গনাথের পূজকগণ স্বর্ণপাত্র না পাইয়া অধ্যক্ষ মহাশয়কে জ্ঞাপন করিল। নিচুলাপুরাধিপতিও একথা জানিতে পারিলেন। দেবদেবীর জনৈক দাসী মন্দিরাধ্যক্ষের নিকট বিপ্র-নারায়ণ কর্ত্তৃক ঐ প্রকার স্বর্ণপাত্র প্রদানের কথা গল্পচ্ছলে বলায় রাজাদেশবশে তাহারা উভয়েই রাজদ্বারে নীত হইলেন। রাজা দেবদেবীর অর্থদণ্ড করিলেন এবং বিপ্রনারায়ণের নিকট দেবদেবীর কথিত ঘটনাবলী অমিল হওয়ায় তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

লক্ষ্মী ভক্তের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া রঙ্গনাথকে পুনরায় করুণাপরবশ হইবার প্রার্থনা করিলেন। রঙ্গনাথ রাজাকে স্বপ্ন দিলেন। রাজা প্রাতে উঠিয়া বহুসমাদরে বিপ্রনারায়ণকে উন্মুক্ত করিলেন এবং দেবদেবীর অর্থদণ্ড প্রত্যর্পণ করিলেন।

বিপ্রনারায়ণ স্বীয় প্রাক্তন কর্ম্মবিপাক এবং পরম-কারুণিক প্রভু রঙ্গনাথের দয়া উপলব্ধি করিয়া আপনাকে বিশেষরূপে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিনি অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভগবদ্ভক্তের পাদোদক গ্রহণ এবং পদধূলি দ্বারা স্বীয় শিরোদেশ পবিত্র করিলেন। তদবধি নিজ-অভিলাষ মতে তাঁহার নাম ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু বা তামিল ভাষায় তোণ্ডীরড়িপ্পড়ি নাম প্রচার করিলেন। তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় বহু তীর্থস্থান ভ্রমণের সঙ্কল্প মনোমধ্যে স্থান দিলেন না। কেবল শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিলেন। তিনি তিরুমলই নামক শ্রীরঙ্গনাথের স্তব-গ্রন্থ রচনা করেন। দেবদেবীও এই ঘটনায় বিশেষ শিক্ষালাভ করিলেন। তাঁহাতেও সাধুত্ব দেখা দিল। তিনি নিজ বিত্তাদি সমস্তই শ্রীরঙ্গ-নাথে অর্পণ করিয়া সেবাকার্য্যে ব্রতী হইলেন।

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু 'তিরুমলই' নামক গ্রন্থ ব্যতীত আর একখানি তত্ত্ব-গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম—'তিরুপপল্লিয়েড়ুচ্চি' অর্থাৎ পরমাত্মার জাগরণ। উভয় গ্রন্থই তামিল-কবিতাপূর্ণ। তিরুমলই অর্থাৎ ধন্য মালিকা। কথিত আছে, ১০৫ বৎসর বয়সে তিনি বৈকুণ্ঠগামী হন।

তিরুমঙ্গই নামক দাতা ভক্ত যে-কালে শ্রীরঙ্গনাথের

চতুর্থ প্রাকার নির্ম্মাণ করেন, তখন তিনি ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর তুলসী-কানন রক্ষা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি তিরু-মঙ্গইকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। ইহা 'গুরু-পরম্পরাই' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

শ্রীতত্ত্বসূত্র

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫২ পৃষ্ঠার পর)

চিৎপদার্থ প্রকরণং

নন্ু পরমেশ্বরস্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদিক্রিয়ায়াং করুণায়াঃ কারণত্বে কেষু করুণা কিমর্থং বা করুণা ইত্যপেক্ষাং জীবার্থমীশ্বরসৃষ্ট্যাদিকং করোতীতি সর্ব্ববেদান্তসদ্ভাবাজ্জীব স্বরূপাবগমার্থং চিৎপদার্থপ্রকরণ মারভতে শ্রীসূত্রকারঃ ;—

চেতনাঃ পরানুগতাস্তদ্বিধিবশ্যত্বাৎ। ১১।

[অথ চেতনাশ্চৈতন্যবিশিষ্টা জীবাঃ বহুবচনোপদেশাৎ তেচ বহবঃ কিন্তু পরস্য ঈশ্বরস্য অনুগতা স্তেন নিয়মিতাস্তদধীনা ইত্যর্থঃ তৎকৃত বিধিবশ্যত্বাৎ। য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানমন্তর্য্যময়তীতি শ্রুতেঃ ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতীতি স্মৃতেশ্চ।]

কোন কোন বেদান্তবাদীর মত এই যে জীবাত্মা এক পদার্থ কিন্তু নানা আধারে নানা রূপে প্রতিভাত আছেন। এই অযুক্ত সিদ্ধান্ত নিরাকরণার্থে জীবকে বহুবচনের দ্বারা চেতনা শব্দে উক্তি করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত জীব ঈশ্বরানুগত যেহেতু তাহারা সকলেই তাঁহার বিধি বশীভূত। তথাহি নারদপঞ্চরাত্রে দ্বিতীয়রাত্রে প্রথমোধ্যায়ে সদাশিববাক্যং।

> জীবস্তৎপ্রতিবিম্বশ্চ ভোক্তা চ সুখদুঃখয়োঃ।
> কেচিৎবদন্তি তং নিত্যং কারণস্য গুণেন চ॥
> বিদ্যমানাত্তিরোধানং তিরোধানাচ্চ সম্ভবঃ।
> দেহাদ্দেহান্তরং যাতি ন মৃত্যুস্তস্য কুত্রচিৎ॥

অথাচ ভগবদ্গীতায়াং সপ্তমোধ্যায়ে ;—

> অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
> এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
> অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

তথাচোপনিষদি ;—

> শ্বেতকেতো তত্ত্বমসি।

গুরু শিষ্যকে কহিতেছেন হে শ্বেতকেতু তৎ ত্বং অসি। কোন কোন বেদান্তবাদীরা বলেন যে হে শ্বেত-কেতু তুমিই সেই ব্রহ্ম যাহাকে তুমি অনুসন্ধান কর। কিন্তু তত্ত্বমুক্তাবলী মায়াবাদ শতদূষণী গ্রন্থে গৌড়াচার্য্য পূর্ণানন্দস্বামী লিখিয়াছেন যে—

> সাক্ষাত্তত্ত্বমসীতি বেদবিষয়ে বাক্যস্য যদ্বিষ্যতে।
> তস্যার্থং কুরুতে স্বকীয়মতবিৎভেদেঽর্পয়িত্বামতিং॥
> তচ্ছব্দোব্যয়মেবভেদক ইতি তত্তত্র ভেদো যতঃ।
> ষষ্ঠিলোপমিতা তমেব নহি তদ্বাক্যার্থ এতাদৃশঃ॥

বস্তুতঃ গুরু শিষ্যকে কহিতেছেন হে শ্বেতকেতো সেই পরমেশ্বরেরই তুমি অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া নিয়মিত হইয়াছে। অথবা যদি বিবর্ত্তবাদিদিগের অর্থ খণ্ডন না করা যায় অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই তুমি এরূপ যদি বলা যায়, তাহার অর্থ এই যে অচিৎ পদার্থে ব্রহ্মের কোন স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে না। তুমি স্বয়ং চিৎ পদার্থ অতএব তোমার স্ব-স্বরূপে তাঁহাকে অনুসন্ধান কর। কিঞ্চ চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকেধৃতং সাত্বতাং মতং "বাসুদেব পরা-দেবতা বাসুদেব পরাৎপরমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণো জীব ইত্যাদি জীবয়তি জীবং করোতীতিজীবঃ। নতু স্বয়ং জীবঃ। সচাত্মা শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম। মমোভে শাশ্বতীতনূ ইতি তদুক্তেঃ। তস্মাদেব জীবসৃষ্টিরিত্যর্থঃ।" জীবদিগের নিত্যানিত্যতা নির্ণয়ের জন্য সূত্রিত হইল যথা,—

নন্ু অয়মাত্মা ব্রহ্মেত্যাদি শ্রুতিষু জীবাত্মনাং ব্রহ্মাভিন্নত্বা প্রতিপাদনেন কথমত্রজীবানামীশ্বরাধীনত্ব

সূত্রকারেণ নিশ্চিতং ইত্যাহ ;—

তেচানাদ্যনন্তাঃ পরশক্তিবিশেষত্বাৎ। ১২।

তে চ জীবা অনাদয়োনন্তাশ্চ যতঃ পরমেশ্বরস্য শক্তিরূপাস্তচ্ছক্তেরাদ্যন্তরহিতত্বাৎ যথাগ্নের্বহবো বিস্ফুলিঙ্গা ইতি শ্রুতেঃ মমৈবাংশ জীবলোকে জীবভূত ইতি স্মৃতেশ্চ।

জীবের সত্তা সম্বন্ধে অনেক বিবাদ আছে, কেহ কেহ কহেন জীব নিত্য যথা নারদ পঞ্চরাত্রে শিবেনোক্তং।

কেচিৎবদন্তি তং নিত্যং কারণস্য গুণেন চ।

শিব পুনরায় কহিলেন,—

কেচিদ্বদন্ত্যনিত্যঞ্চ মিথ্যৈব কৃত্রিমঃ সদা।
প্রলীয়তে পুনস্তত্র প্রতিবিম্বো যথা রবেঃ॥

বাস্তবিক জীবের নিত্যানিত্যের বিষয় যে বিবাদ তাহা অকারণ যেহেতু জীবকে নিত্যও বলা যায় এবং অনিত্যও কহা যায়। জীবের কারণই পরমেশ্বরের শক্তি এবং ঐ শক্তি নিত্য অনাদি ও অনন্ত অতএব কারণ গুণের অবলম্বনে জীবের নিত্যতা স্বীকার করা যায়। জগদীশ্বর যে শক্তি দ্বারা জীবের সৃজন করিয়াছেন তাহাকে জীবশক্তি অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ কহি।

গীতায় ভগবদ্বাক্য যথা ;—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

এই অনাদি অনন্ত শক্তির পরিণাম যে জীব তিনি কারণ গুণে নিত্য কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ অতএব যদি কখন জীবকে লয় করিবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তবে লয় অবশ্যই হইতে পারিবে; এই জন্য জীবকে অনিত্যও কহা যায়। জীবকে যখন জীবশক্তির পরিণাম বলিয়া স্বীকার করা গেল, তখন কারণ গুণের অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব ইহাতে আরোপিত হইতে পারে। তথাচ গীয়তে ;—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥

তথাচ কঠোপনিষদি অষ্টাদশ মন্ত্রঃ ;—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎনায়ং কুতশ্চিৎ ন বভুব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

এই সূত্রের বিশেষণের দ্বারা জীবের ব্রহ্মস্বরূপত্ব সিদ্ধ হয়। জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পরব্রহ্ম যে পরমেশ্বর তাঁহা হইতে ভিন্ন লক্ষণযুক্ত ইহাই দর্শাইবার জন্য সূত্রিত হইল যথা ;—

জীবানাং পরশক্তিবিশেষরূপত্বেঽভেদএবাপদ্যত ইত্যাশঙ্কায়াং ভেদং দৃঢ়ীকরোতি ;—

চিদানন্দ স্বরূপা অপি পরতো ভিন্না নিত্য সত্যত্বাভাবাৎ॥ ১৩॥

[তে জীবাশ্চিদানন্দস্বরূপা অপি পরতঃ পরমেশ্বরাৎ ভিন্না তত্র হেতু নিত্য সত্যত্বাভাবাদিতি তত্রেয়ং প্রক্রিয়া জীবানাং সত্যত্বেপি তেষাং সত্তা প্রদঃ পরমেশ্বর এব নিত্য সত্যঃ নতু তে তথা। নিত্যো নিত্যানামিতি সত্যস্য সত্যমিতি পরাৎ পরমিত্যাদি শ্রুতেঃ নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থ ইতি স্মৃতেশ্চ।]

জীবের স্বরূপ চিদানন্দ এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ। দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া ইত্যাদি মুণ্ডকোপনিষৎ বাক্যে জীব এবং ব্রহ্ম যে একত্র বসতি করিয়া সমান ধর্ম্মী হয়েন তাহা স্থিরীকৃত আছে। সমান ধর্ম্মের প্রকৃতার্থ এই যে উভয়েই চিদানন্দ-স্বরূপ। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া অপক বুদ্ধি ব্যক্তিরা ব্রহ্ম ও জীবে কোন ভেদ দৃষ্টি করেন না। বাস্তবিক জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন না। যেহেতু ব্রহ্ম স্বয়ং নির্ব্বিকার ও অপরিণত কিন্তু পরব্রহ্মের জীবশক্তি হইতে জীব নিসৃত হইয়া পরিণামকে লাভ করিতেছেন; এজন্য জীব ও ব্রহ্মেতে কোন এক বিষয়ে বিশেষ ভেদ আছে এরূপ উপলব্ধি হয়। তথা তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় মন্ত্রে কথিত আছে ;—

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥

জীব যে-কাল পর্য্যন্ত স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকেন সে পর্য্যন্ত তাঁহার শান্তি নাই, যেহেতু তিনি স্বয়ং দুর্ব্বল ও অক্ষম ও অসম্পূর্ণ কিন্তু যখন তিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন তখন তাঁহার আর শোক থাকে না। এই শ্রুতির দ্বারা স্থির হইতেছে যে জীবের পূর্ণতা নাই কিন্তু পরব্রহ্মের তাহা আছে। জীব সত্য কিন্তু নিত্যরূপে সত্য নহেন। পরমেশ্বর নিত্য সত্য। পরমেশ্বরের

ইচ্ছাধীনে জীবের সত্ত্বা অতএব জীব সত্য হইলেও নিত্য সত্য নহেন এবং নিত্য হইলেও নিত্য নিত্য নহেন। ইহাতেই জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ। জীব খণ্ডচৈতন্য কিন্তু পরমেশ্বর নিত্য-চৈতন্য। পূর্ব্ব সূত্রে জীবের অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব স্বীকার হইলেও পরমেশ্বরের সহিত স্বাভাবিক ভিন্নতা আছে। কোন কোন বেদান্তবাদিরা জীবের জীবত্ব উপাধিদ্বারা ঈশ্বরের সহিত ভেদ স্বীকার করিয়াও অদ্বৈতবাদের স্থাপনা করেন অতএব সেই সকল বিচারকদিগের মত সমুদায়কে ব্যাখ্যা করিয়া তাহার সমাধান করণার্থ এই সূত্রদ্বয় হইল।

ভেদাভেদবিচারহেতুকং সম্প্রদায়ভেদং নিরূপয়তি।

তেষাং পরত্বং কেচিদপরেভেদমিতরেতুভয়ং। ১৪।

তেষাং জীবানাং পরত্বংব্রহ্মস্বরূপত্বং কেচিদ্বাদরায়ণাদ্যাঃ প্রতিপাদয়ন্তি অপরে কশ্যপাদয়স্তু ভেদং তেষাং পরমেশ্বর ভিন্নত্বং বদন্তি। ইতরে শাণ্ডিল্যাদয়ঃ কেনচিদংশেন অভেদঞ্চ ব্যাচক্ষতে। তত্র যথাযথং প্রমাণান্যপি দর্শিতানি। অয়মাত্মাব্রহ্মেতি, দ্বাসুপর্ণৌ সযুজে সখায়াবিতি, একধা-বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল চন্দ্রবদিত্যাদি শ্রুতয়ঃ।

জীব সম্বন্ধে তিন প্রকার আর্য্য-মত দৃষ্ট হয় অর্থাৎ দ্বৈত, অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত। কশ্যপাদি দ্বৈতবাদিরা বলেন যে, ঈশ্বর যেরূপ নিত্য পদার্থ জীবও তদ্রূপ নিত্য ও ব্রহ্ম উভয়েই নিত্য ভিন্ন। তাঁহাদের মতের পোষকতায় তৃতীয় মুণ্ডকে দৃষ্ট হয় যে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

কেহ কেহ ব্রহ্মের বিবর্ত্তকে জীব বলেন বাস্তবিক জীবের ভিন্নত্ব স্বীকার করেন না। কঠোপনিষদের নিম্নস্থ মন্ত্র তাহাদের পোষক ;—

অস্য বিস্রংসিমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতৎ॥

শাণ্ডিল্যাদি ঋষিগণ স্বীকার করেন যে জীব ও ব্রহ্ম এক্ষণে বস্তুত ভিন্ন কিন্তু মুক্তিক্রমে জীবের ব্রহ্ম-সম্পন্ন সম্ভব; অতএব বর্ত্তমান দ্বৈত পদার্থ পরিণামে অদ্বৈতত্ব প্রাপ্ত হয়। এতদ্বিষয়ে শ্রুতি—

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। তথাচ মুণ্ডকোপনিষদি,—

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ॥

নিম্নস্থ সূত্রে এই ভিন্ন ভিন্ন মতের মীমাংসা প্রদত্ত হইয়াছে,—

নন্বেবং মতভেদদর্শনেন প্রাণিনাং বুদ্ধিভ্রম এব স্যাদিত্যাশঙ্কায়াং সর্ব্বেষামৈকমত্যরূপং স্বমতং প্রকাশয়তি ;—

সর্ব্বেষাং সামঞ্জস্যং সাত্ত্বতবিজ্ঞানস্য ভ্রমত্বাভাবাৎ প্রমাণসদ্ভাবাচ্চ ॥ ১৫ ॥

[সর্ব্বেষাং ঋষীণাং সামঞ্জস্যং ঐকমত্যমেব বিচারেণাধিগম্যতে তেষাং সাত্ত্বতানাং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানীনাং জ্ঞানস্য ভ্রমত্বাভাবাৎ অযথার্থত্বাভাবাৎ তন্মতেষু পূর্ব্বোক্ত শ্রুত্যাদি প্রমাণ সদ্ভাবাদপীত্যর্থঃ। মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্যবদতাং কিন্নু দুর্ঘটমিতি শ্রীভগবদুক্তেঃ।]

পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকার মতেরই শ্রুতি-প্রমাণ দর্শিত হইয়াছে অতএব সকলই সত্য বলিতে হইবে। বিশেষত কশ্যপ বাদরায়ণ ও শাণ্ডিল্য এ-তিন জনই ভগবদ্ভক্ত অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ ভগবদ্ভাব গ্রহণে সমর্থ অতএব স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়মূলক সিদ্ধান্তসকল কদাপি ভ্রান্ত হইতে পারে না। এ বিধায় তাঁহাদের মতে যে ভিন্নতা বোধ হয় তাহা বাস্তবিক নহে। তাঁহারা সকলেই এক মত, কেবল তাঁহাদের মতানুযায়ী যাঁহারা সম্প্রদায় সংস্থাপন করিয়াছেন তাঁহারাই কেবল কতগুলি বাক্য লইয়া বিবাদ করেন। পরমেশ্বর এক অদ্বয়তত্ত্ব, তাঁহার শক্তি অনন্ত। তন্মধ্যে জীবশক্তি ও মায়াশক্তি জীবের নিকট পরিচিতা। ঐ জীবশক্তির পরিণামে জীবসকল সৃষ্টি হইয়া বর্ত্তমানকালে জীবিত আছে পরে ঈশ্বর ইচ্ছা হইলে তাহারা না থাকিতেও পারে। ইহাই মাত্র প্রত্যক্ষানুমান রূপ প্রমাণদ্বয় সিদ্ধ। যথা তৈত্তিরীয়োপনিষদি ;—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি।

এই সিদ্ধান্তের দ্বারা অদ্বৈত-পক্ষ স্থির হইল যেহেতু ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত তত্ত্বান্তর দৃষ্ট হইল না। দ্বৈতপক্ষও স্থির হইল যেহেতু বর্ত্তমানকালে যে জীব ও অচিৎ দৃষ্ট

হইতেছে তাহা স্বপ্নবৎ মিথ্যা নহে। দ্বৈতাদ্বৈত মতেরও পোষক সিদ্ধান্ত ইহাকে বলা যায় যেহেতু আদৌ ও অন্তে অদ্বৈত ও মধ্যভাগে দ্বৈত দৃষ্ট হইতেছে। বাস্তবিক সূত্রকার ঋষিগণের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, কেবল কাল্পনিক ভাষ্যকার এবং তদনুযায়ী তার্কিক শিষ্যদিগের মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

তুলসী-মাহাত্ম্য

এই অখিল বিশ্বে যে দেবীর তুলনা নাই, তিনিই তুলসী নামে বিখ্যাত। "যস্যা দেব্যাস্তুলনাস্তি বিশ্বেষু চাখিলেষু চ। তুলসী তেন বিখ্যাতা।" লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ বিশ্ববাসীর প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে নিজসেবা প্রদানের জন্য বিচিত্র লীলার অভিনয় করে স্বয়ং শালগ্রাম শিলারূপে প্রকট হয়েছিলেন এবং প্রিয়তমা আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীবৃন্দা-দেবীকে বৃক্ষার্চ্চারূপে প্রকট করিয়েছিলেন। তুলসীর প্রাকট্যের কথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এরূপ বর্ণিত আছে—

"তুলসী নাম্নী এক গোপিকা গোলোকে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার সহচরী ছিলেন। একদিন তুলসীকে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করতে দেখে রাধিকা অভিশাপ দেন—'তুমি মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হও।' অভিশাপে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে তুলসী কৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন। কৃষ্ণ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—'চিন্তা করো না। মনুষ্যযোনি স্বীকার কর। পরে তপস্যার দ্বারা তুমি আমার অংশ লাভ করতে পারবে।' অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে তুলসী পৃথিবীতে ধর্ম্মধ্বজ রাজার ঔরসে ও তাঁর পত্নী মাধবীর গর্ভে কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন আবির্ভূত হন। তাঁকে দেখে সকলে তাঁর তুলনা দিতে অসমর্থ হয়েছিল বলে তাঁর নাম হয় তুলসী। অনন্তর তুলসী বনে গমন করে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁর নিকট এলেন এবং তাঁর অভীষ্ট বর দিতে ইচ্ছা করলেন। তখন তুলসী বল্লেন—"যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে এই বর দিন্। আমার নাম তুলসী গোপী, আমি পূর্ব্বে গোলোকে ছিলাম। একদিন গোবিন্দের সহিত ক্রীড়াকালে রাধিকা আমাকে অভিশাপ দেন, তাতে আমি মনুষ্যযোনি লাভ করেছি। শাপ প্রদান-কালে আমি কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন তপস্যার দ্বারা আমি তাঁর চতুর্ভুজ অংশ পেতে পারবো। এখন আমি নারায়ণকে পতিরূপে পেতে ইচ্ছা করছি।" ব্রহ্মা বল্লেন—"শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হতে উদ্ভূত সুদামা নামক গোপও রাধিকার অভিশাপে শঙ্খচূড় নামক দানব হয়ে জন্ম নিয়েছে। তুমি একে দেখে গোলোকে আকৃষ্ট হয়েছিলে। এখন তুমি শঙ্খচূড়কে পতিরূপে গ্রহণ কর, পরে কৃষ্ণকে পাবে। নারায়ণের শাপে তুমি বৃক্ষ হয়ে সকল পুষ্পের প্রধান ও নারায়ণের প্রাণাধিকা হবে। তুমি অতি পূতা বিশ্বপাবনী, তুমি না হ'লে সকল পূজাই নিষ্ফল হবে।" তুলসী ব্রহ্মার বাক্য শুনে বল্লেন—"আপনি যা' বল্লেন তা' সত্য হউক।" তখন ব্রহ্মা ষোড়শাক্ষর রাধিকা মন্ত্র, স্তব, কবচ প্রভৃতি দিয়ে তুলসীকে আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন—'তুমি রাধার ন্যায় সুভগা হবে।'

অনন্তর শঙ্খচূড় দানবের সহিত তুলসীর বিবাহ হয়। শঙ্খচূড়ের এক অভিশাপ ছিল যে তাঁর স্ত্রীর সতীত্ব নাশ হলে তাঁর মৃত্যু হবে, নতুবা হবে না। শঙ্খচূড় নিজ পরাক্রমে স্বর্গরাজ্য দখল করে দেবতাগণকে অধিকার চ্যুত করলেন। দেবতাগণ কিছুতেই তাঁকে পরাজয় করতে সমর্থ না হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। অতঃপর ব্রহ্মা শিবের নিকট এবং শিব বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট উপনীত হলেন। বিষ্ণু দেবতাগণকে অভয় দিয়ে বল্লেন—"তোমাদের কোন ভয় নাই। তোমরা শঙ্খচূড়ের সহিত যুদ্ধ কর। আমি শঙ্খচূড়রূপ ধারণ করে তুলসীর অভিলাষ পূর্ণ করবো। তখন তোমরা শঙ্খচূড়কে বধ করতে সমর্থ হবে।" এরূপ বলে নারায়ণ শঙ্খচূড়রূপ ধারণ করে তুলসীর ইচ্ছা পূর্ণ করলেন। তুলসী যখন জানতে পারলেন এ তাঁর পতি নয়, স্বয়ং নারায়ণ তখন

তিনি নারায়ণকে অভিশাপ দিলেন—'তুমি পাষাণ হও'। পরে পতির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে নারায়ণের চরণে পতিত হয়ে কাঁদতে লাগ্‌লেন। নারায়ণ তখন তাঁকে আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন—"তুমি এই শরীর ত্যাগ কর, লক্ষ্মীর সদৃশী আমার প্রিয়া হও, তোমার এই শরীর গণ্ডকী নদী এবং কেশসমূহ তুলসীবৃক্ষরূপে পরিণত হউক।" নারায়ণের বাক্যে সঙ্গে সঙ্গে তদ্রূপই হ'লো। তদবধি নারায়ণ শিলারূপে আছেন এবং সর্ব্বদা তুলসী সংযুক্তা থাকেন, তুলসী ছাড়া নারায়ণের পূজা হয় না।

'হিত্বা তীর্থ-সহস্রাণি সর্ব্বানপি শিলোচ্চয়ান্।
তুলসী-কাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠতি কেশবঃ॥
নিরীক্ষিতা নরৈর্যৈস্তু তুলসীবন-বাটিকা।
রোপিতা যৈশ্চ বিধিনা সংপ্রাপ্তং পরমং পদং॥
দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা, কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥
নবধা তুলসী নিত্যং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগ-কোটিসহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে॥'

—স্কন্দপুরাণ

"কলিকালে শ্রীভগবান্ সহস্র সহস্র তীর্থ ও উন্নত পর্ব্বত সমূহ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য তুলসী-কাননে অবস্থান করেন।

যে সকল ব্যক্তি তুলসীবন দর্শন করেন অথবা বিধিমতে তুলসী রোপণ করেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠধাম লাভ করিয়া থাকেন।

প্রত্যহ তুলসীর দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, গুণ-কীর্ত্তন, প্রণাম, গুণ-শ্রবণ, রোপণ, জলসেকাদি দ্বারা সেবন ও তদীয় পূজা করিলে কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রতিদিন এই নয় প্রকারে তুলসীর ভজনা করেন, তাঁহারা সহস্রকোটী যুগ অর্থাৎ অনন্তকাল বিষ্ণুলোকে বসতি করেন।"

"যদ্গৃহে তুলসী ভাতি রক্ষাভির্জল-সেচনৈঃ।
তদ্গৃহং যমদূতাশ্চ দূরতো বর্জ্জয়ন্তি হি॥
তুলসী-কাননং বৈশ্য! গৃহে যস্মিংস্তু তিষ্ঠতি।
তদ্গৃহং তীর্থীভূতং হি নো যান্তি যম-কিঙ্করাঃ॥
তুলস্যাস্তর্পণং যে চ পিতৃমুদ্দিশ্য মানবাঃ।
কুর্ব্বন্তি তেষাং পিতরস্তৃপ্তা বর্ষাযুতং জলৈঃ॥
পরিচর্য্যাঞ্চ যো তস্যা রক্ষয়াবাল-বন্ধনৈঃ।
শুশ্রূষিতো হরিস্তৈস্তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
নাবজ্ঞা জাতু কার্য্যাস্যা বৃক্ষভাবান্মনীষিভিঃ।
যথাহি বাসুদেবস্য বৈকুণ্ঠে ভোগ-বিগ্রহঃ॥"

—পদ্মপুরাণ

"যত্ন ও জল-সেচনাদি দ্বারা রক্ষিত হইয়া যে গৃহে তুলসী শোভিত হন। যমদূতগণ সেই গৃহ দূর হইতে পরিত্যাগ করেন।

হে বৈশ্য! যে গৃহে তুলসী-বন বর্ত্তমান থাকে, তাহা তীর্থ স্বরূপ; যমদূতগণ সেই গৃহের নিকটেও যায় না।

যে সকল মনুষ্য তুলসী-যুক্ত জলদ্বারা পিতৃতর্পণ করেন, তাঁহাদিগের পিতৃগণ সেই জলে দশ সহস্র বৎসর তৃপ্ত থাকেন।

যে সকল ব্যক্তি তুলসীর রক্ষার্থে আলবাল (আইল) বন্ধন করিয়া (জল-সেচনাদি পূর্ব্বক) তদীয় পরিচর্য্যা করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের যে নিশ্চয়ই শ্রীবিষ্ণুরই পূজা করা হয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

মনুষ্যগণ তুলসীকে বৃক্ষ জ্ঞান করিয়া কখনও অবজ্ঞা করিবেন না, শ্রীবৈকুণ্ঠধামে শ্রীবাসুদেবের যে দেহ বিরাজমান, শ্রীতুলসীও সাক্ষাৎ সেই দেহ।"

"তুলসী-বিপিনস্যাপি সমন্তাৎ পাবনং স্থলং।
ক্রোশমাত্রং ভবত্যেব গাঙ্গেয়স্যৈব পাথসঃ॥
তুলসী-সন্নিধৌ প্রাণান্ যে ত্যজন্তি মুনীশ্বর!।
ন তেষাং নরক-ক্লেশঃ প্রয়ান্তি পরমং পদং॥
অনন্য-দর্শনাঃ প্রাতর্যে পশ্যন্তি তপোধন!।
অহোরাত্র-কৃতং পাপং তৎক্ষণাৎ প্রহরন্তি তে॥"

—অগস্ত্যসংহিতা

"গঙ্গার চতুর্দ্দিকে যেমন এক ক্রোশ পরিমিত স্থান পবিত্র, তুলসী-কাননেরও ঠিকই তদ্রূপ।

হে মুনিবর! যাঁহারা তুলসী-বৃক্ষের সমীপে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে আর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না— তাঁহারা বিষ্ণুলোকে, গমন করেন।

হে তপোধন! যাঁহারা প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া অন্য বস্তু না দেখিয়া প্রথমেই শ্রীতুলসীদেবীকে দর্শন

করেন, তাঁহাদের অহোরাত্র-কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।"

"তুলসী-কাননে যস্তু মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ।
জন্মকোটি-কৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥"

—গরুড়পুরাণ

"যিনি মুহূর্ত্তমাত্রও তুলসী কাননে বিশ্রাম করেন, তিনি যে কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে বিমুক্ত হন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

"নিত্যং সন্নিহিতো বিষ্ণুঃ সংস্পৃহস্তুলসী-বনে।
অপি মেঽক্ষত-পত্রৈকং কশ্চিদ্ধন্যোঽর্পয়েদিতি॥"

—হরিভক্তিসুধোদয়

"শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বদা তুলসী-বনের সমীপে এই অভিলাষ করিয়া বাস করেন, যদি কোন ধন্য ব্যক্তি আমাকে একটী অখণ্ড তুলসীপত্র অর্পণ করে।"

"তুলসী-কাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ।
পুরাণ-পঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥
তুলস্যাং সিঞ্চয়েদ্ যস্তু চুলুকোদক-মাত্রকং।
ক্ষীরোদশায়িনা সার্দ্ধং বসেদাচন্দ্র তারকং॥
দুর্ল্লভা তুলসী-সেবা দুর্ল্লভা সঙ্গতিঃ সতাং।
দুর্ল্লভা হরিভক্তিশ্চ সংসারার্ণব-পাতিনাং॥"

—বৃহন্নারদীয়পুরাণ

"যে স্থানে তুলসী-কানন থাকে, যে স্থানে পদ্মবন থাকে ও যেখানে পুরাণ পাঠ হয়, শ্রীহরি তথায় অবস্থিতি করেন।

যিনি শ্রীতুলসী-বৃক্ষে গণ্ডুষমাত্র জল অর্পণ করেন, তিনি যতদিন চন্দ্র-তারা থাকিবে, ততদিন অর্থাৎ অনন্তকাল ক্ষীরোদশায়ী শ্রীনারায়ণের সহিত বাস করিতে পারিবেন।

সংসার-সমুদ্রে নিপতিত ব্যক্তিগণের পক্ষে তুলসী-সেবা দুর্ল্লভ, সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ ও হরিভক্তি দুর্ল্লভ।"

"কেশবায়তনে যস্তু কারয়েত্তুলসী-বনং।
লভতে চাক্ষয়ং স্থানং পিতৃভিঃ সহ বৈষ্ণবঃ॥
তুলসী-কাননে শ্রাদ্ধং পিতৃণাং কুরুতে তু যঃ।
গয়া-শ্রাদ্ধং কৃতং তেন ভাষিতং বিষ্ণুনা পুরা॥"

—হরিভক্তিবিলাসধৃতবাক্য

"যে ব্যক্তি শ্রীভগবন্মন্দিরে তুলসী-বন প্রস্তুত করেন, সেই বৈষ্ণব-ব্যক্তি পিতৃপুরুষগণের সহিত অক্ষয় পদ অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন।

মহর্ষি বিষ্ণু বলিয়াছেন—যিনি তুলসী-কানন মধ্যে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করেন, ঐ শ্রাদ্ধ তাঁহার গয়ায় শ্রাদ্ধ করার তুল্য হইয়া থাকে।"

"যস্মিন্ গৃহে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুলসীমূল-মৃত্তিকা।
সর্ব্বদা তিষ্ঠতে দেহে দেবতা ন স মানুষঃ॥
তুলসী-মৃত্তিকা যত্র কাষ্ঠং পত্রঞ্চ বেশ্মনি।
তিষ্ঠতে মুনি-শার্দ্দূল! নিশ্চলং বৈষ্ণবং পদং॥"

—স্কন্দপুরাণ

"হে দ্বিজরাজ! যাঁহার গৃহে ও দেহে সর্ব্বদা তুলসী-মূলমৃত্তিকা থাকে, তিনি মনুষ্য নহেন—তিনি দেবতা।

হে মুনিবর! যে গৃহে তুলসী-মৃত্তিকা, তুলসী-কাষ্ঠ ও তুলসী-পত্র থাকে, সেই গৃহ নিশ্চয় বিষ্ণুর স্থান হয়।"

"যদ্গৃহে তুলসী-কাষ্ঠং পত্রং শুষ্কমথার্দ্রকং।
ভবতে নৈব পাপং তদ্গৃহে সংক্রমতে কলৌ॥"

—গরুড়পুরাণ

"যে গৃহে, শুষ্কই হউক বা সরসই হউক, তুলসীর কাষ্ঠ কিম্বা পত্র বিদ্যমান থাকে, এই কলিকালে সে গৃহে পাপ প্রবেশ করিতে পারে না।"

"পত্রং পুষ্পং ফলং কাষ্ঠং ত্বক্ শাখা পল্লবাঙ্কুরং।
তুলসী-সম্ভবং মূলং পাবনং মৃত্তিকাদ্যপি॥
শরীরং দহ্যতে যেষাং তুলসীকাষ্ঠ-বহ্নিনা।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্বিষ্ণুলোকাৎ কথঞ্চন॥
গ্রস্তো যদি মহাপাপৈরগম্যা-গমনাদিকৈঃ।
মৃতঃ শুধ্যতি দাহেন তুলসী-কাষ্ঠ-বহ্নিনা॥
তীর্থং যদি ন সংপ্রাপ্তং স্মৃতির্ব্বা কীর্ত্তনং হরেঃ।
তুলসীকাষ্ঠ-দগ্ধস্য মৃতস্য ন পুনর্ভবঃ॥
যদ্যেকং তুলসী-কাষ্ঠং মধ্যে কাষ্ঠচয়স্য হি।
দাহকালে ভবেন্মুক্তিঃ পাপকোটি-যুতস্য চ॥"

—প্রহ্লাদসংহিতা ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর

"তুলসীর পত্র, পুষ্প, ফল, কাষ্ঠ, ত্বক্, শাখা, পল্লব, অঙ্কুর, মূল, মৃত্তিকা প্রভৃতি সমস্তই পবিত্র।

তুলসী-কাষ্ঠের অগ্নি দ্বারা যাঁহাদিগের মৃত দেহ দগ্ধ

করা হয়, তাঁহাদিগকে বিষ্ণুলোক হইতে আর কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। অগম্যা-গমনাদি মহাপাপে পাপী হইলেও, যদি মৃত্যুর পর তুলসী-কাষ্ঠের অগ্নিতে তাহার দাহ করা যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সমস্ত পাপ-মুক্ত হইয়া পবিত্র হইয়া যায়। যদি কোন ব্যক্তি তীর্থে গমন না করিয়াও থাকে কিম্বা যদি হরিস্মরণ ও হরি-নাম-গুণ-কীর্ত্তন না করিয়াও থাকে, তথাপি মৃত্যুর পর তাহাকে তুলসী-কাষ্ঠ দ্বারা দগ্ধ করিলে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। যদি কোন ব্যক্তির দাহকালে অন্যান্য কাষ্ঠের মধ্যেও একখণ্ড তুলসীকাষ্ঠ নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে সে কোটী পাপে পাপী হইলেও পাপহীন হইয়া পরিত্রাণ লাভ করে।"

"যস্য নাভিস্থিতং পত্রং মুখে শিরসি কর্ণয়োঃ।
তুলসী-সম্ভবং নিত্যং তীর্থৈস্তস্য মখৈশ্চ কিং॥"

—স্কন্দপুরাণ

"নিত্য যাঁহার নাভিতে, মুখে, মস্তকে ও কর্ণদ্বয়ে তুলসীপত্র অবস্থিত থাকে, তাঁহার আর তীর্থে গমন বা যজ্ঞ করিবার কি প্রয়োজন?"

"যঃ কৃত্বা তুলসী-পত্রং শিরসা বিষ্ণু-তৎপরঃ।
করোতি ধর্ম্মকার্য্যাণি ফলমাপ্নোতি চাক্ষয়ং॥"

—শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃতবাক্য

"যে বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি মস্তকে তুলসী-পত্র ধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যসমূহের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ঐ সমস্ত কার্য্যে অক্ষয় ফল লাভ করিয়া থাকেন।"

"ত্রিকালং বিনতাপুত্র! প্রাশয়েত্তুলসীং যদি।
বিশিষ্যতে কায়শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণ-শতং বিনা॥"

—গরুড়পুরাণ

"হে গরুড়। যদি ত্রিসন্ধ্যা তুলসীপত্র ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে শত চান্দ্রায়ণ অপেক্ষাও অধিকতর দেহ-শুদ্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহা হইলে আর প্রায়শ্চিত্তের কোনও আবশ্যক হয় না।"

"যদা ভক্তিরতো নিত্যং নরো দহতি পাতকং।
তুলসী-ভক্ষণাৎ তদ্বৎ দহতে পাপ-সঞ্চয়ং॥
যুক্তো যদি মহাপাপৈ সুকৃতং নার্জ্জিতং ক্বচিৎ।
তথাপি গীয়তে মোক্ষস্তুলসী ভক্ষিতা যদি॥"

—স্কন্দপুরাণ

"ভক্তিমান্ ব্যক্তি যেমন প্রত্যহ ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা পাতক দাহ করেন, তদ্রূপ তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলেও সঞ্চিত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়।

যদি কোন ব্যক্তি যাবতীয় মহাপাপযুক্তও হয় এবং কখনও পুণ্য কার্য্য নাও করে, তথাপি সে যদি তুলসীপত্র ভক্ষণ করে, তাহা হইলেই তাহার পরিত্রাণ লাভ হইয়া থাকে।"

"শ্রীমত্তুলস্যাঃ পত্রস্য মাহাত্ম্যং যদ্যপীদৃশং।
তথাপি বৈষ্ণবৈস্তন্ন গ্রাহ্যং কৃষ্ণার্পণং বিনা॥"

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস

"যদিও শাস্ত্রে শ্রীতুলসীপত্রের এতাদৃশ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন না করিয়া উহা কদাচ গ্রহণ করিবেন না।"

শ্রীকাত্যায়নী-ব্রত

[পণ্ডিত শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা কাব্য-তর্ক (ক)-তর্ক (খ)-ভক্তি-বেদান্ত তীর্থ]

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্॥

(ভাঃ ১০।২২।১)

হেমন্তের প্রথম অর্থাৎ মার্গশীর্ষমাসে গোকুলের কুমারীগণ হবিষ্যান্ন ভোজন পূর্ব্বক শ্রীকাত্যায়নীর অর্চ্চনরূপ ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন।

পূজার মন্ত্র :—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি!
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ॥

এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ।
ভদ্রকালীং সমানর্চ্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ॥
(ভাঃ ১০।২২ ৪-৫)

হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! হে কাত্যায়নি! নন্দগোপের পুত্রকে আমার পতি কর, তোমাকে নমস্কার করি। এই মন্ত্র জপ করিয়া সেই গোপকুমারীগণ পূজা করিয়াছিলেন। এইরূপে কৃষ্ণ-গতচিত্তা কুমারীগণ একমাস ব্রত আচরণ পূর্ব্বক ভদ্রকালীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। কামনা—যেন নন্দসুত পতি হন।

কাত্যায়নী কে ?

ইনি চিৎ-শক্তিবৃত্তি যোগমায়া, বহিরঙ্গা মায়া নহেন, কিন্তু নামের সাদৃশ্যবশতঃ বহিরঙ্গা মায়া বলিয়া লোকের ভ্রম হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রমুখ আচার্য্যগণের বিচার প্রদর্শিত হইতেছে। ভগবান্ যোগমায়াকে আদেশ করিলেন, তুমি ব্রজে গমন পূর্ব্বক দৈবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে সংস্থাপন কর। পরে আমি দেবকীর পুত্র হইব, আর তুমি নন্দ-পত্নী যশোদাতে হইবে। এখানে পুত্রী হইবে এইরূপ বলেন নাই। বিদ্যমান থাকিবে মাত্র, কেহ দেখিতে পাইবে না। যোগ—ভগবৎ শক্তিবিশেষ; ব্রহ্মাদিকেও মোহন করেন বলিয়া মোহনত্ব-সাধর্ম্ম্যে তিনিই মায়া, জগৎ-কারণ-শক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্টা, একানংশানাম্নী (অংশ নন অংশিনী) (বৈষ্ণব-তোষণী) । বিমলাদি নব সংখ্যক চিৎ-শক্তি বৃত্তিসমূহের মধ্যে পঞ্চমী বৃত্তি নাম্নী 'যোগমায়া' (ভাঃ ১০।২।৬—সারার্থদর্শিনী) ।

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি॥
(ভাঃ ১০।১।২৫)

যাঁহার দ্বারা জগৎ সম্মোহিত হয়, সেই ভগবতী মায়া কার্য্যের নিমিত্ত প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া অংশের (ভগবদিচ্ছার) সহিত মিলিত হইবেন। মায়া—মায়া নাম্নী শক্তি, কার্য্য বিশেষ দ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ করিতেছেন। যাঁহার দ্বারা জগৎ সম্মোহিত হয়, এই উক্তি দ্বারা চিৎ-শক্তি বারিত হইলেন অর্থাৎ এই জগৎ-সম্মোহন কার্য্য চিৎশক্তির নহে, অংশ—ভগবানের ইচ্ছা (চিচ্ছক্তি), তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া মায়া যশোদার মোহন করিবেন, অন্যথা যশোদার মোহনে সমর্থা হইবেন না (বৈষ্ণব-তোষণী)।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সারার্থদর্শিনীতে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। মায়া ও যোগমায়ার কার্য্য এক নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের লীলাপরিকর ভক্ত-গণের এবং ভক্তদ্বেষী বহির্ম্মুখ কংসাদির মোহন কার্য্যের নিমিত্ত যোগমায়া ও মায়াকে আদেশ করিয়াছিলেন। দেবকীর গর্ভাকর্ষণ ও যশোদার নিদ্রা উৎপাদন মায়ার কার্য্য নহে। বলভদ্র মায়ার নিয়ন্তা, তাঁহাকে মায়া আকর্ষণ করিতে পারেন না। যশোদা শুদ্ধসত্ত্বময়ী ভগবানের নিত্য-পরিকর, তাঁহার নিদ্রা মায়াবৃত্তি রজোগুণের কার্য্য নহে, তাদৃশ নিত্যসিদ্ধগণের উপর মায়া প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থা। অতএব ইহা যোগমায়ার কার্য্য। দেবকীর কন্যারূপে কংস প্রভৃতির বঞ্চনা মায়ার কার্য্য। রাসাদিলীলা যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে। (যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ) ; দুর্য্যোধন ও শাল্ব প্রভৃতি বিশ্বরূপ, গরুড়-বাহনাদিরূপ দর্শন করিয়াও ধৃষ্ট যাদব বলিয়া জানিয়াছিল, ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারে নাই, ইহা মায়ার কার্য্য, কারণ উঁহারা ভগবদ্বিমুখ।

মায়া যোগমায়ার বাহিরের অঙ্গ বা অংশ (সাপের খোলসের মত), 'ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচম্' (ভাঃ ১০।৮৭।৩৮)। নারদ-পঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা-সম্বাদে মায়াকে যোগমায়ার আবরিকা শক্তিরূপে নিরূপণ করা হইয়াছে।

জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণু স্বরূপিণী॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ।
মুহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা॥
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী।
অনয়া সুলভোজ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ॥
ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্।
জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ॥

দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা।
অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী॥
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ॥
(ভাঃ ১০।১।২৫—সারার্থদর্শিনী)

একবিধা একানংশানাম্নী, কৃষ্ণাত্মিকা, মহাবিষ্ণু-স্বরূপিণী যে পরমা-শক্তি তিনিই কান্ত কৃষ্ণকে জানেন, তিনিই দুর্গা। যাঁহার বিজ্ঞানমাত্রে মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই দেবদেব কৃষ্ণকে লাভ করা যায়, অন্যথায় হয় না। ইনি প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা—গোকুলেশ্বরী, ইঁহার দ্বারা আদিদেব সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সুলভ জানিবে।

ভক্তি—ভজনসম্পদ, প্রকৃতি অর্থাৎ হ্লাদিনীবৃত্তি—ভক্তি, প্রিয়ের ভজন করেন। ইনি পূর্ণ রসস্বরূপ কৃষ্ণের প্রিয়া, আত্মপ্রকৃতি অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিতা শক্তি; অত্যন্ত দুঃখে জানা যায় বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'দুর্গা' বলিয়া থাকেন। ইঁহার আবরিকা শক্তি সর্ব্বেশ্বরী মহামায়া। যাঁহার দ্বারা সকল জগৎ মুগ্ধ ও সকলে দেহাভিমানী হয়।

এই যোগমায়া দুর্গাই সকল কৃষ্ণ মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। গোপীগণ এই চিচ্ছক্তি-বৃত্তি মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী-দেবতা দুর্গাকে উপাসনা করিয়াছিলেন। চিৎ-শক্তি-বৃত্তি দুর্গা ও মায়াশক্তি-বৃত্তি দুর্গা প্রভৃতির নাম সমান বলিয়া উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে লোকের ভ্রম হইয়া থাকে।

'কাত্যায়নী' ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ব্বসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রদ মন্ত্র। সুতরাং এই কাত্যায়নী স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা জগৎকারণ শক্তি নহেন। কারণ ভগবানের সহিত স্বরূপশক্তিরই ঐক্য আছে। জগৎকারণশক্তি স্বরূপশক্তি অপেক্ষা অতি তুচ্ছা। বিষ্ণুপুরাণে গুণাতীতা ও গুণাশ্রয়ারূপে উভয় শক্তির ভেদ দৃষ্ট হয়।

সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব।
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর॥
যাতীতগোচরা বাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা।
জ্ঞানিজ্ঞান-পরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্॥
(সর্ব্বসম্বাদিনী ধৃত)

অথবা যদি মন্ত্রে তৃতীয় পাদে ('নন্দ গোপসুতং' স্থলে) নিজের অভীষ্ট নাম যোজনা করিতে হইবে এইরূপ বিধি কল্পনীয় হয়, তাহা হইলে ব্রজের লীলা লোকবৎ বলিয়া মায়াশক্তির উপাসনা পাওয়া যায়। উহা তাঁহাদের পরম কৃষ্ণপ্রেমেরই উল্লাসবৈচিত্র্য। প্রেমেই কৃষ্ণকে পতি-ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কত্যায়নীর উপাসনায় নহে। কৃষ্ণ-প্রেমই পরম পুরুষার্থ, তাহা গোপীগণের সিদ্ধ এবং সর্ব্বাধিক। তাঁহাদের সাধন বিচার নিষ্প্রয়োজন অর্থাৎ তাঁহারা সাধক নহেন। অতএব প্রেমিক সাধকগণ তাঁহাদের সব আচরণ অনুসরণ করিবেন না। কেহ কেহ আপনাদিগকে অনন্য ভক্ত অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্ত মনে করিয়া সিদ্ধপ্রেমা গোপীগণ মহামায়ার উপাসনা করিয়াছিলেন ভাবিয়া অনন্যভক্তেরও মহামায়ার উপাসনায় দোষ নাই কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সেই সিদ্ধা গোপীগণের প্রেমের কণামাত্রও স্পর্শ করিতে পারেন না। 'কেচিদনন্যম্মন্যা যদন্যথা মন্যন্তে ন তে তদীয়প্রেমগন্ধ-সম্বন্ধ-গন্ধবাহমপি স্পৃশন্তি।' (বৈষ্ণব-তোষণী)

শ্রীকৃষ্ণধাম গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্বিধরূপে প্রতীত হন। যথা,— ১। মন্ত্রের কারণ রূপে, ২। বর্ণসমুদয়রূপে অর্থাৎ মন্ত্রাক্ষররূপে, ৩। অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে ও ৪। আরাধ্যরূপে।

মন্ত্রের ঋষ্যাদি স্মরণে কৃষ্ণকেই 'প্রকৃতি' অর্থাৎ মন্ত্রের কারণ এবং কৃষ্ণকেই পুরুষ অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলা হইয়াছে। যথা,—

"কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকম্।
ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদীস্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ।"
(ব্রঃ সং ৩)

—সেই চিন্ময় কমলের মধ্যভাগই কর্ণিকার অর্থাৎ কৃষ্ণের আবাসস্থান। তাহা—প্রকৃতিপুরুষাধিষ্ঠিত ও ষট্‌কোণময় যন্ত্র বিশেষ। হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল চিন্ময়-শক্তিমৎ কৃষ্ণতত্ত্ব—কীলকরূপে মধ্যে সংস্থিত। অষ্টাদশা-ক্ষরময় মহামন্ত্র—ছয় অঙ্গে ছয় ভাগে স্থিত হইয়া ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদীস্থানরূপে ব্যক্ত।

আরাধ্যরূপে যথা,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"
(ব্রঃ সং ১)

বর্ণরূপে যথা,—

"কামঃ কৃষ্ণায় গোবিন্দ-ঙে গোপীজন ইত্যপি।
বল্লভায় প্রিয়া বহ্নের্মন্ত্রং তে দাস্যতি প্রিয়ম্॥"
(ব্রঃ সং ২৪)

অর্থাৎ "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা"—এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি করাইবে।

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে মন্ত্র ও দেবতার অভেদ বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—

'বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতামন্ত্রয়োরিহ।
অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মং তত্ত্ববিদ্ভির্বিবিচারিতে॥'

কোথাও যে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দুর্গার অধিষ্ঠাতৃত্ব শুনা যায়, তাহা স্বরূপশক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বিচারে বলা হইয়াছে। যথা গোতমীয়কল্পে উক্ত হইয়াছে,—

"নারদোহস্য ঋষিঃ প্রোক্তশ্ছন্দো বিরাড়িতি স্মৃতম্।
শ্রীকৃষ্ণো দেবতা বাস্য দুর্গাহধিষ্ঠাতৃদেবতা॥
যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।
অনয়োরন্তরাদর্শী সংসারান্নো বিমুচ্যতে॥"

অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেখানে স্বরূপশক্তিরূপে দুর্গা নামে অভিহিত। সুতরাং ইনি মায়ার অংশভূতা দুর্গা নহেন ইহা বুঝা যায়।

ত্রৈলোক্য সম্মোহন তন্ত্রে শ্রীদুর্গাদেবী বলিয়াছেন—

"যন্নাম্না নাম্নি দুর্গাহং গুণৈর্গুণবতী হ্যহম্।
যদ্বৈভবান্মহালক্ষ্মী রাধা নিত্যা পরাদ্বয়া॥"

—যাঁহার নামে আমি দুর্গা নামে বিখ্যাতা, যাঁহার গুণে আমি গুণবতী, যাঁহার বৈভব হইতে মহালক্ষ্মী হইয়াছেন, তিনি নিত্যা অদ্বয়া পরাশক্তি রাধা।

'ত্বমেবপরমেশানি! অস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা'—হে পরমেশানি! তুমিই শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইত্যাদি বচনে শ্রীকৃষ্ণ ও মায়াবৃত্তি দুর্গার যে অভেদ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিরাট্ (স্থূল ব্রহ্মাণ্ড) পুরুষ ও অন্তর্যামী পুরুষের মত, প্রাথমিক উপাসকদের অভেদ উপাসনার জন্য; শুদ্ধভক্তের জন্য নহে জানিতে হইবে। (ভঃ সঃ ২৮৫)

অনন্য বা শুদ্ধভক্তের বিষ্ণু-বৈষ্ণবই একমাত্র উপাস্য, মায়া বা মায়িক বিভূতি দেবতাগণ উপাস্য নহেন—

"তস্মাৎ তবেহ ভগবন্নথ তাবকানাং শুক্লাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি" (ভাঃ ১২।৮।৪৬)। অর্থাৎ হে ভগবন্! অভিজ্ঞগণ আপনার এবং আপনার ভক্তগণের শুদ্ধসত্ত্বময়ী মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীজন্মাষ্টমী প্রকরণে (১৫।২।২৮) টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—

পাদাবভ্যঞ্জরন্তী শ্রীর্দেবক্যাশ্চরণান্তিকে, নিষণ্ণা পঙ্কজে পূজ্যেতি ভবিষ্যোত্তরোক্তং যদ্দেবকীপূজনানন্তরং লক্ষ্মীপূজনং প্রায়ঃ শিষ্টবর্গানাদৃতত্বাৎ, তথাগ্রে নবম্যাং প্রাতঃ শ্রীদুর্গা-পূজনমপি নাত্র লিখিতম্।

অর্থাৎ দেবকীর চরণসমীপে পাদাভ্যঞ্জনিরতা পদ্মোপবিষ্টা লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিবে, ভবিষ্যোত্তরপুরাণোক্ত এই লক্ষ্মীপূজা এবং নবমী প্রভাতে শ্রীদুর্গাপূজা প্রায় শিষ্টবর্গ আদর করেন নাই বলিয়া এখানে লিখিত হইল না।

শিবরাত্রি-ব্রত প্রসঙ্গেও উক্ত হইয়াছে (হঃ ভঃ বিঃ টীকা ১৪।৬৬-৬৭)—

"নন্বু নান্যং দেবং নমস্কুর্য্যান্নান্যং দেবং নিরীক্ষয়েৎ। চক্রাঙ্কিতঃ সদা তিষ্ঠেদ্ মদ্ভক্তঃ পাণ্ডুনন্দন! ইতি ভবিষ্যোত্তরোক্ত শ্রীভগবদ্বচনাদিনা বিরোধঃ স্যাৎ, তত্র শ্রীভগবদ্বচনমেব লিখতি যঃ শিব ইতি। আকাশানিলয়োরিবেতি দীপাদ্ দীপান্তরবৎ কারণেন সহ কার্য্যস্যাভেদাভিপ্রায়েনাবতারিনাত্মনা সহাবতারস্য শ্রীশিবস্যাভেদো দর্শিত ইত্যাদি॥ অতোহত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ—শ্রীবিষ্ণুরেকো দেবঃ শিবশ্চান্যো দেব ইত্যেবমন্যত্বে ভাসমানে তন্নমস্কারাদিকং বৈষ্ণবানামযুক্তমেব; কিন্তু যথা মৎস্যাদয়ো লীলাবতারাস্তথা শ্রীশিবশ্চ গুণাবতারোহয়মিত্যভেদেন ন দোষাবহম্ অপিতু গুণ এব, ভগবদ্ভক্তিবিশেষ এব পর্য্যবসানাদিতি॥"

হে পাণ্ডুনন্দন! আমার ভক্ত অন্য দেবতাকে দেখিবে না, অন্য দেবতাকে নমস্কার করিবে না, সর্ব্বদা বিষ্ণু-চক্রাঙ্কিত হইরা অবস্থান করিবে। এই শ্রীভগবদ্বাক্যের সহিত শিবপূজাবিধায়ক বাক্যের বিরোধ আশঙ্কায় শ্রীভগবদ্বাক্যই লিখিতেছেন —যে শিব সে আমিই ইত্যাদি। আকাশ ও বায়ুর মত আমাদের কিছুমাত্র

ভেদ নাই। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রীয় শ্লোকোক্ত আকাশ ও বায়ুর মত দৃষ্টান্তটি এক দীপ হইতে অপর দীপের মত কারণের সহিত কার্য্যের অভেদ অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে; স্বরূপতঃ অভেদ নহে। অবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবতার শ্রীশিবের অভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণু এক দেবতা, শ্রীশিব অপর দেবতা এই প্রকার ভেদ (স্বতন্ত্র ঈশ্বর) বুদ্ধি আসিলে শিবের নমস্কারাদি বৈষ্ণবগণের পক্ষে অনুচিতই। কিন্তু মৎস্যাদি যেরূপ লীলাবতার সেইরূপ শ্রীশিব গুণাবতার এই প্রকার অভেদ বুদ্ধি হইলে শিবের নমস্কারাদি দোষাবহ নহে, পরন্তু গুণই। কারণ ইহা ভগবদ্ভক্তি-বিশেষে পর্য্যবসিত হয়।

শিব পরম ভক্ত, ভগবান্—ভক্ত-ভক্তিমান্, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভক্তিদানের নিমিত্ত পরস্পরের উপাসনা করিয়া থাকেন।

"অন্যোন্য-ভক্তিদানার্থমন্যোঽন্যোপাসনাকরৌ।
বন্দে হরিহরৌ দেবাবন্যোন্যপ্রেমতৎপরৌ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১৪।৬৩ টীকা)

'মাধবোমাধবাবীশৌ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনৌ।
বন্দে পরস্পরাত্মানৌ পরস্পরনতিপ্রিয়ৌ॥'

(শ্রীধর গোস্বামী ভাঃ মঙ্গলাচরণ)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে (১৮৩) বলিয়াছেন—"পরমত্বেন শ্রীভগবত্বং নিরূপ্য তস্য শক্তিদ্বয়ী নিরূপিতা। তত্র প্রথমা শ্রীবৈষ্ণবানাং শ্রীভগবদ্বদুপাস্যা, তদীয়-স্বরূপভূতা। দ্বিতীয়াচাথ তেষাং জগদ্বদুপেক্ষ্যা মায়ালক্ষণা, যন্ময্যেব খলু তস্য জগত্ত্ব।"

—শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করিয়া তাঁহার দুই শক্তির নিরূপণ করা হইয়াছে। যে শক্তি দ্বারা তাঁহার ভগবত্তা বা ভগবৎ-স্বরূপ প্রকটিত, তিনি প্রথমা—ভগবানের স্বরূপভূতা সুতরাং শ্রীভগবানের মত শ্রীবৈষ্ণবগণের উপাস্য। মায়ানাম্নী শক্তি দ্বিতীয়া—যাঁহার দ্বারা তাঁহার জগদ্ভাব বা জগদ্রূপে প্রকটন সুতরাং তিনি জগতের মতই উপেক্ষনীয়া।

চিৎশক্তি ও মায়াশক্তির অংশভূত দেব ও দেবীগণের স্বরূপ ভিন্ন,—

শ্রীভগবানের পীঠের আবরণ পূজায় যে গণেশ ও দুর্গা প্রভৃতি আছেন, তাঁহারা বিষ্বক্সেনাদির মত ভগবানের নিত্য বৈকুণ্ঠের সেবক। অতএব তাঁহারা মায়াশক্তিময় গণেশ ও দুর্গাদি নহেন। সেই বৈকুণ্ঠে মায়া নাই, মায়াশক্তিময় অপরের কথা কি? যথা,—'ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ।' (ভাঃ ২।৯।১০)। অর্থাৎ যেখানে (বৈকুণ্ঠে) মায়া নাই সুতরাং তথায় মায়াশক্তিময় অন্যদেবতার অবস্থানও নাই। কেবলমাত্র সুরাসুরবন্দিত ভগবৎপার্ষদগণ বিরাজ করেন। পাদ্মোত্তরখণ্ডে মায়াতীত-বৈকুণ্ঠাবরণ-প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে,—

"সত্যাচ্যুতানন্তদুর্গাবিষ্বক্সেন-গজাননাঃ।
শঙ্খপদ্মনিধী লোকাশ্চতুর্থাবরণং স্মৃতম্॥
ঐন্দ্রকাগ্নেয়যাম্যানি নৈঋতং বারুণং তথা।
বায়ব্যং সৌম্যমৈশানং সপ্তমং মুনিভিঃ স্মৃতম্॥
সাধ্যা মরুদ্গণাশ্চৈব বিশ্বেদেবাস্তথৈব চ।
নিত্যাঃ সর্ব্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ॥
তে বৈ প্রাকৃতনাকেঽস্মিন্নিত্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তঃ॥" ইতি বৈ শ্রুতিঃ।

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৫)

সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্সেন, গজানন, শঙ্খনিধি, পদ্মনিধি ও লোকগণ চতুর্থ আবরণ এবং ঐন্দ্রক, আগ্নেয়, যাম্য, নৈঋত, বারুণ, বায়ব্য, সৌম্য, ঐশান ইঁহারা সপ্তম আবরণ বলিয়া মুনিগণ বলিয়াছেন। পরম ধাম বৈকুণ্ঠে সাধ্য, মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ ও অন্যান্য দেবগণ সকলে নিত্যস্বরূপে বর্ত্তমান। আর এই প্রাকৃত স্বর্গের অধীশ্বরগণ অনিত্য। তাঁহারা অর্থাৎ ভগবদ্-ধামস্থ দেবতাগণ প্রাপঞ্চিক-দেবতাগণের প্রসাদনীয় (পূজ্য)। ভগবদ্বিভূতি-স্থানীয় নিত্যদেবগণ স্বর্গ (গোলোক, বৈকুণ্ঠ) পালন করিতেছেন। এই দেবতাগণ ভগবানের অংশস্বরূপই। ইঁহাদের ব্রতাদি করিতে পারেন কিন্তু মায়া ও তাঁহার অংশভূত দেবতাদের ব্রতাদি বৈষ্ণবগণের পক্ষে নিষিদ্ধ।

"অবৈষ্ণবব্রতারম্ভ-স্তথাঽজপামবৈষ্ণবম্" (বিষ্ণুযামল হঃ ভঃ বিঃ ২।১।১২) অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ অবৈষ্ণব ব্রত ও অবৈষ্ণব-মন্ত্র জপ করিবেন না॥

শ্রীশ্রীপুরীধাম-পরিক্রমা-বিবরণ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

আমরা শ্রীল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যদেবের আনুগত্যে ৫ই জুলাই (১৯৬৭), ২০শে আষাঢ় (১৩৭৪), বুধবার শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে ভুবনেশ্বর হইতে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে উপনীত হই। শ্রীপুরীধামে প্রসিদ্ধ ঢুধওয়ালা ধর্মশালার দ্বিতলোপরি আমাদের স্থান হইয়াছিল এবং ঐ দ্বিতলোপরিস্থ বড়রাস্তার সম্মুখবর্ত্তী বিস্তৃত বারান্দায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় আমাদের কীর্ত্তন পাঠ বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হইত। প্রত্যহ প্রত্যূষে ক্ষিপ্রতার সহিত স্নানাহ্নিকাদি সারিয়া আমাদিগকে শ্রীপুরীধামের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমার জন্য সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা লইয়া বাহির হইতে হইত, এজন্য সকালের দিকে সভার অধিবেশন আর সম্ভব হইত হইত না। 'শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ' নাম লিখিত দুইটি বৃহৎপতাকা দুইমূর্ত্তি করিয়া চারিমূর্ত্তিতে বহন করিতেন, উহার একটি পতাকা শোভাযাত্রার সম্মুখভাগে, অন্যটি মধ্যবর্ত্তী কোনস্থলে বাহিত হইত, অন্যান্য শতাধিক পতাকা পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দ হস্তে এক একটি করিয়া ধারণ করিতেন। শোভাযাত্রার সম্মুখভাগে শ্রীল আচার্য্যদেব ও অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ ত্রিদণ্ডহস্তে, তৎপশ্চাৎ সংকীর্ত্তনকারি ভক্তবৃন্দ মৃদঙ্গ-করতাল-শঙ্খ-ঘণ্টাদি বাদনসহকারে উদণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন-রত হইয়া, তৎপশ্চাৎ পুরুষ ও মহিলাভক্তবৃন্দ কতক দোহার করিতে করিতে, কতক বা শ্রবণানন্দে মগ্ন হইয়া মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি সহকারে চলিবার দৃশ্য এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রকট করিত।

৬ই জুলাই প্রাতে—শ্রীআচার্য্যানুগমনে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ আমরা প্রথমে শ্রীজগন্নাথ-মন্দির সম্মুখবর্ত্তী অরুণস্তম্ভকে বামে রাখিয়া সপরিকর শ্রীজগন্নাথদেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করি। তৎপর তথা হইতে কিছু দূরে শ্বেতগঙ্গার জল মস্তকে ধারণ ও আচমনাদি করিয়া গঙ্গামাতা মঠে প্রবিষ্ট হই। শ্রীরাধারসিকরাজের-মন্দির-সমক্ষে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব বহুক্ষণ ভাবাবেশে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের জয়গান পুরঃসর প্রণামাদি করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু যেস্থানে শ্রীসার্ব্বভৌম সমীপে ৭ দিন নীরবে বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেস্থানে মহাপ্রভু-সার্ব্বভৌম-মিলনকথা সংক্ষেপে বর্ণন করেন। তথা হইতে প্রথমে শ্রীকাশীমিশ্র-ভবনস্থ গম্ভীরায় গমন করা হয়। পূজ্যপাদ মহারাজ ও ঠাকুরদাস প্রভু যথাক্রমে জয় গান এবং বিভিন্ন আখর সহ মহামন্ত্র ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। গম্ভীরা-প্রাঙ্গণে কিছুক্ষণ বসা হয়। মহারাজ গম্ভীরায় মহাভাবে বিভোর শ্রীগৌরাজদেবের শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীরায়-রামানন্দ-সহ একাদিক্রমে দ্বাদশবর্ষ-অবস্থানলীলা কীর্ত্তন করেন। গম্ভীরায় সেবক মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহৃত পাদুকা, কমণ্ডলু ও কন্থা প্রদর্শন করাইলেন।

গম্ভীরামন্দিরাভ্যন্তরে কএকজন ভক্ত "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরেকৃষ্ণ হরেরাম শ্রীরাধাগোবিন্দ॥" এই নাম অবিশ্রাম কীর্ত্তন করিতেছেন দেখিলাম। শুনা যায়, পূর্ব্বে ইহাই পঞ্চতত্ত্ব নামে কীর্ত্তিত হইত। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই পঞ্চতত্ত্ব বলিতে যে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুনিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥" ইহা প্রথম প্রচার করেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থরাজে তদ্রূপই উল্লেখ করিয়াছেন। তদবধি অস্মদীয় শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র পৃথক্ পৃথক্ রূপে কীর্ত্তিত হইতেছেন। বস্তুতঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনুই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকটিত হইলেও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দলীলা ও শ্রীগৌরলীলার নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাদির নিত্যবৈশিষ্ট্য অবশ্যই স্বীকার্য্য ও সংরক্ষণীয়। অনেকে আবার মহামন্ত্র কেবল সংখ্যারক্ষণ করিয়া জপ্য, অসংখ্যাত কীর্ত্তনীয় নহে এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। ইহাও মহাশক্তি মহামন্ত্র শ্রীনাম-সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। স্বাহা, প্রণব ও বীজসম্পুটিত-'মন্ত্র' সংখ্যা-সংরক্ষণ-সহকারে কেবল-জপ্য হইলেও 'মহামন্ত্র'

কালাকাল শৌচাশৌচ সংখ্যাতঃ অসংখ্যাতঃ জপ্য বা কীর্ত্তনীয় এরূপ কোন বিধিবাধ্য বস্তু নহেন। সংখ্যা নির্ব্বন্ধ সহকারে মহামন্ত্র ত' অবশ্যই জপ্য, পরন্তু "খাইতে শুইতে যথা তথা 'নাম' লয়। দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥" ইত্যাদি বিচারানুসারে মহামন্ত্র অসংখ্যাতঃও কীর্ত্তনীয় হইতে পারেন, ইহাতে কোন বিধির বাধকতা নাই—"সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥" আমরা পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীলপ্রভুপাদের আচার ও প্রচারে কখনও মহামন্ত্রকে কোন প্রকার বিধিবাধ্য করিবার আদর্শ লক্ষ্য করি নাই।

গম্ভীরা দর্শনান্তে আমরা শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীরাধাকান্ত-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলাম। শ্রীরাধাকান্তজিউর বামে শ্রীরাধারাণী ও দক্ষিণে শ্রীললিতা-দেবী বিরাজিতা, শ্রীবিগ্রহের নয়নমনোহভিরাম অপূর্ব্ব শৃঙ্গার-সৌন্দর্য্যদর্শনে সকলেই হর্ষোৎফুল্ল হইলেন! শ্রীমন্দিরের মুখশালার পূর্ব্বদিকে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে কিছুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন ও তুলসী মঞ্চ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আমরা শ্রীকাশীমিশ্রভবনের একান্তে অবস্থিত নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সিদ্ধাসন শ্রীসিদ্ধবকুলে গমন করিলাম। এখানে গর্ভমন্দিরে ষড়্ভুজমহাপ্রভু, তাঁহার দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ ও বামে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের মূর্ত্তি এবং গর্ভমন্দিরের বহিঃস্থ শ্রীমুখশালায় গর্ভমন্দিরে প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের মূর্ত্তি ও উহার নিকটবর্ত্তী একটি ছোট মন্দিরে শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ মূর্ত্তি বিরাজিত। শ্রীসিদ্ধবকুল বৃক্ষের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। আমরা সকলেই ভক্তিভরে সেই কল্পবৃক্ষরাজকে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানে এবং শ্রীনামে রতিমতি প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলাম। এস্থানেই নামাচার্য্য প্রত্যহ অপতিতভাবে তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করিয়াছেন, এস্থানেই শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীধামবৃন্দাবন হইতে আসিয়া তৎসহ ভজনানন্দে অবস্থান করিয়াছেন, স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহ নিয়মিতভাবে মধ্যাহ্নে উপলভোগ বা ছত্রভোগ দর্শনান্তে এস্থানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়তম হরিদাসকে দর্শন দিয়া গম্ভীরায় গমন করিয়া মাধ্যাহ্নিক কৃত্যাদি সম্পাদন করিয়াছেন এবং নিজসেবক শ্রীগোবিন্দকে দিয়া স্বীয় ভুক্তাবশেষ প্রেরণ করিয়াছেন, এস্থানেই শ্রীহরিদাসের নিত্যধামে প্রয়াণলীলাকালে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তদীয় প্রিয়ভক্তের অন্তিমপ্রার্থনা (চৈঃ চঃ অঃ ১১।৩৩-৩৫),—

> "হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল চরণ।
> নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ বদন॥
> জিহ্বায় উচ্চারিমু 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম।
> এই মত মোর ইচ্ছা,—ছাড়িমু পরাণ॥"

পূরণ করিতে হইয়াছিল, এস্থানেই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়তম হরিদাসের অপ্রাকৃত কলেবর স্বয়ং ক্রোড়ে উঠাইয়া সর্ব্বজনে প্রেমাবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন এবং এস্থান হইতেই কীর্ত্তনমুখে তাঁহাকে বিমানযোগে সমুদ্রতীরে আনয়ন পূর্ব্বক সমুদ্রজলে স্নান করাইয়া স্বহস্তে তাঁহার অঙ্গে শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী পট্টডোরী, প্রসাদীচন্দন, মহাপ্রসাদ, প্রসাদীবস্ত্রাদি অর্পণ করত স্বহস্তে তাঁহাকে বালুকার গর্ত্তে শোয়াইয়া সমাধিস্থ করেন এবং স্বয়ং মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া কাশীমিশ্রভবনে শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণ-মহোৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক ভক্তবাৎসল্য-লীলার জলন্ত আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ভাবগদ্‌গদচিত্তে এস্থানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইয়া স্বর্গদ্বারের পথে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধিক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হন।

পথিমধ্যে পথপার্শ্বে উপবিষ্ট গলিত কুষ্ঠ-রোগিগণের আর্ত্তিপূর্ণ বিলাপ শ্রবণে সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া উঠে। যাত্রিগণের অনেকেই তাহাদিগকে পয়সাকড়ি দিয়া সহায়তা করিলেন, সংকীর্ত্তনরত মঠবাসিভক্তবৃন্দ তাহাদিগকে শ্রীহরিনাম- মহৌষধি পান করাইয়া গেলেন। স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—(ভাঃ ৭।৫।২৭ টীঃ শ্রীবিশ্বনাথ)

> "ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগী স্যাৎ সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ।
> স্বর্ণহারী তু কুনখী দুশ্চর্ম্মা গুরুতল্পগঃ॥" ইত্যাদি।

অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাকারী ক্ষয়রোগী অর্থাৎ যক্ষ্মারোগগ্রস্ত, সুরাপায়ী কৃষ্ণ বা ধূসরবর্ণ দন্তবিশিষ্ট, স্বর্ণাপহরণকারী কুনখী, গুরুপত্নীগামী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবে ইত্যাদি।

ভগবন্নাম-সূর্য্যের কৃপাভাসেই এই সকল মহাপাতক-ধ্বান্তরাশি দূরীভূত হইয়া থাকে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই সকল মহামহাব্যাধির মূল 'ভবব্যাধি' এবং এই ব্যাধি দূরীকরণের একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গরূপ সদ্বৈদ্যোপদেশানুসারে হরিনাম-রূপ মহৌষধি ও মহাপ্রসাদ-রূপ সুপথ্য সেবন। শ্রীনামকৃপার আনুষঙ্গিক ফল-স্বরূপেই এই ভবব্যাধি নিরাময় হইয়া থাকে।

আমরা প্রথমে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভক্তিকুটী' নামক ভজনস্থলী বন্দনা করিলাম, সংস্কারাভাবে এই কুটীটি বড়ই জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার বহির্দ্দেশে ভিত্তিগাত্রে সংলগ্ন একটি শ্বেতপ্রস্তরফলকে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি খোদিত আছে—

"গৌরপ্রভোঃ প্রেমবিলাসভূমৌ
নিষ্কিঞ্চনো ভক্তিবিনোদ নামা।
কোঽপিস্থিতো ভক্তিকুটীর-কোষ্ঠে
স্মরত্যনিশং নামগুণং মুরারেঃ॥"

আমরা ভক্তিকুটীতে এবং তথা হইতে উদ্দেশে শ্রীসপ্তাসনমঠাদিতে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধিমন্দিরে প্রবেশ করি। তথায় শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথের মন্দির সহ শ্রীসমাধিমন্দির মহামন্ত্র-কীর্ত্তনমুখে বার চতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সমাধি সমক্ষে সপার্ষদ শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথের জয়গান পূর্ব্বঃসর বহুক্ষণ সপার্ষদে উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করেন। নামাচার্য্যের জয়গানে আচার্য্যদেব অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়েন।

আমরা তথায় প্রণামাদি করিয়া শ্রীশ্রীটোটাগোপীনাথে যাইবার পথে অভিন্ন গিরিরাজগোবর্দ্ধন চটকপর্ব্বতোপরিস্থ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠ এবং তত্রত্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের 'ভজনকুটীর' উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীটোটাগোপীনাথ মঠে প্রবেশ করিয়া প্রথমে মধ্যপ্রকোষ্ঠে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিসেবিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউ, তদ্বামে শ্রীরাধা ও দক্ষিণে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী (কেহ কেহ বলেন—শ্রীললিতা) দেবীর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও বন্দন পূর্ব্বক তদ্দক্ষিণ-পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে শ্রীবলরাম এবং তচ্ছক্তি শ্রীরেবতী ও বারুণীদেবী (ইঁহারা পরবর্ত্তি সময়ে প্রকাশিত) এবং তদ্বামপার্শ্ববর্ত্তী (উত্তর দিকের) প্রকোষ্ঠে শ্রীমামু ঠাকুরের (ইঁহার নাম শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী—শ্রীশচীমাতার পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র, নিবাস—ফরিদপুর জেলার মগডোবা গ্রাম, শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাকে 'মামা' বলিয়া ডাকিতেন বলিয়া ইনি 'মামু ঠাকুর' নামে প্রসিদ্ধ, পূর্ব্ববঙ্গে মামাকে 'মামু' বলা হয়। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকটের পর ইনি টোটা বা তোটা গোপীনাথের সেবাধিকারী হইয়াছিলেন।) প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন বিগ্রহ দর্শন ও বন্দনা করি। শ্রীগদাধরের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের দক্ষিণদিকে শ্রীগোপীশ্বর মহাদেবের দর্শন হয়। ইঁহার প্রত্যহ অন্ন-ভোগ হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ এই শ্রীগদাধর মন্দিরেই ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে যে বারান্দায় তাঁহার যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই বারান্দায়ই উপবিষ্ট হইয়া আমরা শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর কৃপোদক গ্রহণ করিলাম। শ্রীআচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'কল্যাণকল্পতরু' গ্রন্থ হইতে শ্রীগোপীনাথ-বিজ্ঞপ্তি কীর্ত্তন করিলেন। আমরা এস্থান হইতে শ্রীযমেশ্বর মন্দিরে গমন করি।

টোটাগোপীনাথ শ্রীযমেশ্বর টোটার অন্তর্গত। টোটা বা তোটা শব্দ উৎকল ভাষায় 'উদ্যান' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রীজগন্নাথদেবের দ্বারপাল বা দেওয়ান-স্বরূপ যে পঞ্চশিব পুরীধামে আছেন, শ্রীযমেশ্বর মহাদেব তাহার অন্যতম। শ্রীলোকনাথ, যমেশ্বর, কপালমোচন, মার্কণ্ডেয়েশ্বর ও নীলকণ্ঠেশ্বর—এই পঞ্চশিব শ্রীক্ষেত্রের দ্বারপাল। শ্রীযমেশ্বর-মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণাংশে যমেশ্বর মহাদেবের টোটা বা বাগান ছিল, এই যমেশ্বর-টোটার মধ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পরমপ্রিয়তম শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি প্রভুকে বাসস্থান দিয়াছিলেন—

"গদাধর-পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে।
যমেশ্বরে প্রভু যাঁরে করাইলা আবাসে॥"
(চৈ: চ: ম: ১৫।১৮৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগদাধরকে দেখিবার ও তন্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিবার জন্য প্রত্যহ যমেশ্বর-টোটায় গমন করিতেন। টোটা দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরাধাকুণ্ডতটবর্ত্তী কুঞ্জ-স্মৃতি হইত, তৎসমীপস্থ চটকপর্ব্বতকে তিনি সাক্ষাৎ গিরিরাজ গোবর্দ্ধন, তৎসমীপবর্ত্তী বিশাল বটবৃক্ষকে 'বংশীবট' ও সমুদ্রকে 'যমুনা' রূপে দর্শন করিতেন।

শ্রীগদাধরের শ্রীশ্রীগোপীনাথ-সেবাপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে এই-রূপ কিম্বদন্তী শ্রুত হয় যে, একসময়ে মহাভাব বিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যমেশ্বর টোটায় আসিয়া 'আমার প্রাণবল্লভ কোথায়' বলিতে বলিতে বালুকারাশি অপসারিত করিতে দেখিয়া শ্রীগদাধর তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ঐ বালুকা-রাশি অপসারণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু ভাবগদ্গদকণ্ঠে প্রিয় গদাধরকে কহিলেন—'গদাধর, এখানে যদি কোন মহামূল্য রত্ন পাই, তাহা হইলে তুমি কি তাহা গ্রহণ করিবে?' গদাধর কহিলেন,—"আপনার প্রদত্ত নিধি নিশ্চয়ই মস্তকে ধারণ করিব।" তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু কহিলেন—"গদাধর, এই দেখ এইস্থানে আমার প্রাণবল্লভের চূড়ার অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে, তুমি স্পর্শ কর।" শ্রীগদাধর দেখিলেন সত্যই চূড়া, ক্রমে বালুকা-রাশি অপসারণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব দিব্য শৈলী কৃষ্ণ-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সেই মূর্ত্তিকে শ্রীগোপী-নাথের মূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞাপন পূর্ব্বক নীলসমুদ্রকে 'যমুনা' জ্ঞানে এবং সেই যামুনতটবর্ত্তী বংশীবট তটস্থিত গোপী-নাথকে রাসরসারম্ভী বেণুধ্বনিদ্বারা গোপীচিত্তাকর্ষণকারী গোপীনাথ-জ্ঞানে নিত্য সেবা করিতে বলিলেন। এই শ্রীগোপীনাথ-সেবা-কথা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যলীলা ৭ম অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন।

ঐ দিবস (৬ই জুলাই) সন্ধ্যায় আমাদের অবস্থিতি-স্থান ধর্ম্মশালার দ্বিতলস্থ প্রশস্ত বারান্দায় একটি সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে প্রথমে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীভুবনেশ্বর ও শ্রীনীলাচল মাহাত্ম্য কিছু বর্ণনা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ ও উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভু তাঁহাদের স্বভাবসুলভ ওজস্বিনীভাষায় শ্রীনীলাচল-ধাম-মাহাত্ম্য ও অদ্যকার পরিক্রমার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করেন। আসামদেশীয় ভক্তবৃন্দের বোধসৌকর্য্যার্থ শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব প্রভু অসমীয়া ভাষায় বলিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীল আচার্য্যদেব যাত্রিগণকে শ্রীশ্রীপুরীধামে আসিবার ও সেই ধাম পরিক্রমা করিবার মহদুদ্দেশ্য বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে বলিয়া আগামী কল্য ৭ই জুলাই (২২ আষাঢ়) তারিখে পূর্ব্বাহ্ণে স্বর্গদ্বারে সমুদ্র-স্নান এবং শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল সচ্চিদা-নন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথিপূজা, আগামী পরশ্ব ৮ই জুলাই (২৩ আষাঢ়) তারিখে শ্রীশ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন ও তৎপর দিবস ৯ই জুলাই (২৪ আষাঢ়) তারিখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। সমুদ্রস্নান বিষয়ে সকলকেই বিশেষ সাবধান হইতে বলেন। গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত 'চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং' ইত্যাদি শ্লোক কীর্তনমুখে, বলেন—সোনা যেমন আগুনে না পোড়াইলে তাহার ভিতরের খাদ যায় না, তদ্রূপ নাম-রূপ চিদগ্নি হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিলে চিত্ত-রূপ সুবর্ণ কিছুতেই নির্ম্মল হয় না। নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ মুক্ত-নামী-ভগবৎ-স্বরূপ হইতে তাঁহার নাম অভিন্ন এবং সেই নামে শ্রীভগবান্ তাঁহার সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছেন। নামীই অত্যন্ত করুণাপরবশ হইয়া নাম-রূপে অবতরণ করায় নামী-স্বরূপ অপেক্ষাও তাঁহার নাম-স্বরূপের করুণা অত্যন্ত অধিক। এইজন্য সেই নাম গ্রহণে স্থানাস্থান কালাকাল পাত্রাপাত্র শৌচাশৌচাদির বিচার না থাকায় শ্রীনাম প্রভাবান্ জীবমাত্রেরই সুখলভ্য হইয়াছেন। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"হন্ত যন্নামভানো-রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্" অর্থাৎ "আহা, যে শ্রীনাম-সূর্য্যের আভাসও মহাপাতক রূপ অন্ধকার রাশিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে"। 'নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।' চিত্তে নাম ভগবানের আবির্ভাব

হইলে আর তথায় অজ্ঞান অবিদ্যাতমঃ থাকিতে পারে না। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশবাণী আমাদের সকলেরই হৃদয়ে জাগরূক রাখা কর্ত্তব্য যে, এইধাম পরিক্রমায় আমরা অল্লায়াসেই "সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরা (বা ধাম)-বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন" রূপ পঞ্চবিধ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ যুগপৎ যাজনের সৌভাগ্য বরণ করিতে পারি। সাক্ষাৎ শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষলীলার চব্বিশ বৎসরের স্মৃতি এই শ্রীপুরীধামের সহিত বিজড়িত। এই ধামেই আমাদের এই ধর্ম্মশালার অতিনিকটে — শ্রীনারায়ণ-ছাতার সংলগ্ন স্থানেই শ্রীগৌরনিজ্জন আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-ক্ষেত্র। এই পুণ্যক্ষেত্রে আসিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়া ক্ষণার্দ্ধকালও যেন আমরা কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনে বিরত না হই। সর্ব্বত্রই কৃষ্ণকথা শ্রবণকীর্ত্তন মঙ্গলদায়ক হইলেও শ্রীকৃষ্ণলীলা-স্থল ধামে আসিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনে অচিরেই অনায়াসে বিশেষ ফল লাভ হয়, শ্রীভগবানের বিশেষ-কৃপা পাওয়া যায়। "কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি' মানি।"

তীর্থে আসিয়া গ্রাম্যকথার পরিবর্ত্তে ভগবৎপ্রসঙ্গালাপে কালযাপনই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। নামভজনই মুখ্য ভজন,—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

—চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭০-৭১

এই মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন-দ্বারাই মুখ্যভাবে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন সম্পাদিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'চেতোদর্পণমার্জ্জনং' শ্লোকে নামসংকীর্ত্তন দ্বারা চিত্তদর্পণ বা হৃদয়-গুণ্ডিচা মার্জ্জন শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং শ্রদ্ধার সহিত স্ত্রী-পুরুষ সকলেই গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-সেবায় যোগদান করিবেন। তৎপরদিবস শ্রীশ্রীবলরাম, সুভদ্রা, জগন্নাথদেব ও সুদর্শনচক্রের রথত্রয়ারোহণে গুণ্ডিচা যাত্রা। রথরজ্জু— সাক্ষাৎ শেষদেব। খুব সাবধানে ভক্তিভরে রথ টানিবেন, ভিড়ের মধ্যে কেহ মাটিতে না পড়িয়া যান, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

"তীর্থফল—সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর। যথা সাধু তথা তীর্থ স্থির করি নিজচিত্ত সাধুসঙ্গ কর অতঃপর॥" এই মহাজন বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া যাহাতে আমরা সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তিধনে ধনী হইতে পারি—প্রকৃত লাভ উঠাইতে পারি, তদ্বিষয়ে সকলকেই যত্ন করিতে হইবে—সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। জানিবেন—"কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ"—"মহতের কৃপা বিনা ভক্তি নাহি হয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥"

পূজ্যপাদ মহারাজের অমৃতবর্ষিণী বাণী সকলেরই "কর্ণরন্ধ্রপথ দিয়া হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া, বরিষয়ে সুধা অনুপম।" সভাস্থ সকলেই সমবেত কণ্ঠে পরমোল্লাসে জয়ধ্বনিদ্বারা মহারাজকে সম্বর্দ্ধিত করেন। অতঃপর শ্রীল মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে সুকণ্ঠগায়ক পূজ্যপাদ হৃষীকেশ মহারাজ "কি জানি কি বলে তোমার ধামেতে হইনু শরণাগত" এই মহাজন গীতিটি এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

প্রশ্ন-উত্তর

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—জ্ঞান, বিজ্ঞান ও রহস্য কাহাকে বলে?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন —

"মোক্ষে ধীঃ জ্ঞানং, ভক্তৌ ধীঃ পরমং জ্ঞানং, প্রীতৌ ধীঃ পরমগুহ্যজ্ঞানং, বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ— শিল্পমত্র শ্রীবিগ্রহ - ত্রিভঙ্গি-সুগঠন - করচরণ - রেখা - বিন্যাসাদি, শাস্ত্রমত্র শ্রীভাগবত-গীতা-পদ্মপুরাণাদি-সাত্ত্বিককল্পাদি, রহস্যমত্র রাস-নিকুঞ্জ-মোহন-মন্দির-শ্রীরাধাসম্ভোগপরম-সুখং প্রধানমঙ্গি।" (শ্রীনিবাসাচার্য্য গ্রন্থমালা)

মোক্ষবিষয়িণী বুদ্ধিকে জ্ঞান, ভক্তিবিষয়িণী বুদ্ধি পরম-জ্ঞান ও প্রীতি বিষয়িণী বুদ্ধিকে পরম গুহ্যজ্ঞান বলা হয়। বিজ্ঞান শব্দে শিল্প ও শাস্ত্র বিষয়ক অনুভবই বাচ্য। এ-স্থলে শিল্প শব্দে শ্রীবিগ্রহের ত্রিভঙ্গিম গঠন ও করচরণাদি রেখাবিন্যাসাদি বোদ্ধব্য এবং শাস্ত্রও শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, পদ্মপুরাণাদি এবং সাত্ত্বিক কল্পাদি। রহস্য শব্দে এস্থলে রাস এবং নিকুঞ্জে মোহনমন্দির প্রভৃতিতে শ্রীরাধার সহিত সম্ভোগাদি পরম সুখানুভূতি—ইহাই প্রধান ও অঙ্গী।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মণ কি বিষ্ণুতুল্য ?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা সন্ধ্যাপূতো হি যো দ্বিজঃ।
স এব বিষ্ণুসদৃশো ন হরৌ বিমুখো যদি॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

প্রশ্ন—অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে কি সৎসঙ্গের ফল হয় না ?

উত্তর—অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে সৎসঙ্গের ফল কি করিয়া হইবে ? যদি কেহ ঔষধ খায় এবং কুপথ্য করে তাহা হইলে তাহার রোগ সারে কি ? ঔষধ ও পথ্য দুইই প্রয়োজন, তবেই রোগ সারিবে। শাস্ত্র বলেন—

বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
ন তু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি॥

কুপথ্য থাকিলে শত শত ঔষধ সেবন দ্বারাও রোগ সারিবে না। তদ্রূপ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ না করিলে মঙ্গলের আশা নাই। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত)

প্রশ্ন—পূর্ব্বমুখে ভোজনের কি ফল ?

উত্তর—পূর্ব্বমুখে ভোজন করিলে আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণমুখে ভোজন করিলে যশোবৃদ্ধি, পশ্চিম মুখে ধনবৃদ্ধি ও উত্তর মুখে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। অগ্নিকোণে ভোজন নিষিদ্ধ। (কূর্ম্মপুরাণ ২।১৯ অধ্যায় ও শ্রীহরিভক্তিবিলাস)

প্রশ্ন—ব্রহ্মা ও ব্রহ্মার পুত্রগণ সকলেই বিষ্ণুপরায়ণ। সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ হরিবিমুখ হয় কেন ?

উত্তর—হরিবিমুখ পিতা-মাতা ও কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ গুরুর সংসর্গ দোষে ব্রাহ্মণগণ হরিবিমুখ হয়।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

শাস্ত্র আরও বলেন—

স কিং গুরুঃ স কিং তাতঃ স কিং পুত্রঃ স কিং সখা।
স কিং রাজা স কিং বন্ধুর্ন দদ্যাদ্ যো হরৌ মতিম্॥
সন্ধ্যাহীনোঽশুচি র্নিত্যং কৃষ্ণে বা বিমুখো দ্বিজঃ।
স এব ব্রাহ্মণাভাসো বিষহীনো যথোরগঃ॥

(ঐ ব্রহ্মখণ্ড ১২।৩৮,৪০)

প্রশ্ন—ভগবান্ কি ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র থাকেন ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

সুদর্শনং সংনিযোজ্য ভক্তানাং রক্ষণায় চ।
তথাপি ন হি নিশ্চিন্তোঽবতিষ্ঠেদ্ ভক্তসন্নিধৌ॥

(ঐ ১২।৪৫)

ভগবান্ ভক্তগণের রক্ষার জন্য নিজ সুদর্শন চক্রকে নিযুক্ত করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তাই ভক্তগণের নিকটে সতত অবস্থান করেন।

প্রশ্ন—গুরু প্রসন্ন হইলেই কি ভগবান্ প্রসন্ন হন ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

গুরৌ প্রসন্নে ভগবান্ প্রসীদতি হরিঃ স্বয়ম্।

(কল্কিপুরাণ)

প্রশ্ন—রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ কি অভেদ বস্তু ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা-দেবীকে বলিতেছেন—

যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদো হি নাবয়োর্ধ্রুবম্।
যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা সতী॥
ত্বং মে শোভা স্বরূপাসি দেহস্য ভূষণং যথা।
কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকাস্ত্বয়ৈব রহিতং যদা॥
শ্রীকৃষ্ণঞ্চ তদা তেঽপি ত্বয়ৈব সহিতং পরম্।
ত্বঞ্চ শ্রীস্ত্বঞ্চ সম্পত্তিস্ত্বমাধারস্বরূপিণী॥
মমাঙ্গাংশস্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
আবয়ো র্ভেদবুদ্ধিঞ্চ যঃ করোতি নরাধমঃ॥

তস্য বাসঃ কালসূত্রে যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ ॥
পূর্ব্বান্ সপ্ত পরান্ সপ্ত পুরুষান্, পাতয়ত্যধঃ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—

যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং দাহিকা চ হুতাশনে।
ভূমৌ গন্ধোজলেশৈত্যং তথা ত্বয়ি মম স্থিতিঃ॥
ধাবল্যং গন্ধয়োরৈক্যং দহিকানলয়ো যথা।
ভূগন্ধজলশৈত্যানাং নাস্তি ভেদস্তথাবয়োঃ॥
ময়া বিনা ত্বং নির্জীবা চাদৃশ্যোঽহং ত্বয়া বিনা॥ (ঐ)

শাস্ত্র আরও বলেন—

সেয়ং রাধা যশ্চ কৃষ্ণো রসাব্ধি-
র্দেহশ্চৈকঃ ক্রীড়ার্থং দ্বিধাভূৎ।
এষা হ বৈ সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্ববিদ্যা
সনাতনী কৃষ্ণপ্রাণাধি দেবী॥
(ঋগ্‌বেদে ব্রহ্মভাগে বাহ্বৃচোপনিষৎ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলাতেও পাই—

রাধা—পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ, তারগন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥
রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঞি॥

প্রশ্ন—ভগবানের সুখ কিসে হয়?

উত্তর—সেবা দ্বারাই সেব্য সুখী হন। শাস্ত্র বলেন—

ভক্তঃ স্মরতি তং বিষ্ণুং তন্নামানি চ গায়তি।
তৎকর্ম্মাণি করোত্যেব ভগবানন্দসুখোদয়ঃ॥
(কল্কিপুরাণ)

প্রশ্ন—পাপ করিলে কি হয়?

উত্তর—পাপ হৈতে জরা, ব্যাধি, দারিদ্র্য, দুঃখ, শোক প্রভৃতি হয়; কিন্তু যাঁরা স্বধর্ম্মাচারী, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও হরিসেবা পরায়ণ, গুরু, হরি ও অতিথির সেবাবিধানকারী, ব্রতোপবাস যুক্ত, তীর্থসেবী, তাঁদের নিকট হইতে রোগাদি পলায়ন করে। সুতরাং পাপ কেহ করিবে না এবং ধর্ম্মাদি আচরণ করিবে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

প্রশ্ন—ব্রাহ্মণের ধন ও দেবস্ব অপহরণের ফল কি?

উত্তর—যাহারা দেবস্ব ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ করে, সেই মহাপাপিগণ শকুনী হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে।
(মনুসংহিতা)

প্রশ্ন—মৎস্যভোজী কি সর্বমাংসভোজী?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—

মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥
(ঐ)

মৎস্য-ভোজী সর্ব্বমাংসভোজী; তাই মৎস্য-ভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে।

প্রশ্ন—অন্নদ্রব্য আসিলে তাহা ভোগ না দিয়া কি-ভাবে গ্রহণ করা যায়?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

কুর্য্যং বস্তু সমায়াতং মনসা তন্নিবেদ্য চ।
অগ্নীয়াম্নিশ্রিতং কৃত্বা সাক্ষাৎপূর্ব্বনিবেদিতৈঃ॥
(শাণ্ডিল্যস্মৃতি ৪।১৩৪)

প্রশ্ন—ভগবান্ কেন শাস্ত্ররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন?

উত্তর—

প্রকাশয়িতুমাত্মানং ভক্তানাং হিতকাম্যয়া।
অবতীর্ণো জগন্নাথঃ শাস্ত্ররূপেণ বৈ প্রভুঃ।
তস্মাচ্ছাস্ত্রে দৃঢ়া কার্য্যা ভক্তি র্মোক্ষপরায়ণৈঃ॥
(শাণ্ডিল্যস্মৃতি ৪।১১৩-১১৪)

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২২-১২৩)

প্রশ্ন—কৃষ্ণ ভজন করিলে কি সকল-বাঞ্ছা পূর্ণ হয়?

উত্তর—হাঁ। ব্রহ্মপুরাণ বলেন—

কল্পবৃক্ষং সমাশ্রিত্য ফলানি স্বেচ্ছয়া যথা।
গৃহ্লাতি পুরুষো রাজন্ তথা কৃষ্ণান্মনোরথান্॥

(শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ)

মানব কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া যেরূপ বিবিধ ফল লাভ করিতে পারে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজন করিলে নিখিল বাঞ্ছা পূর্ত্তি হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—প্রকৃত শ্রেয়ঃ কি?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

সর্ব্বোপাসনমপাস্য সর্ব্বোপাস্য শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ-শরণং কর্ত্তব্যমিতি শ্রেয়ঃ। (ঐ)

প্রশ্ন—গুরু কি তীর্থ স্বরূপ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

কথয়িষ্যাম্যহং রাজন্ গুরুতীর্থমনুত্তমম্।
সর্ব্বপাপহরং প্রোক্তং শিষ্যাণাং গতিদায়কম্॥
শিষ্যানাং পরমং পুণ্যং ধর্ম্মরূপং সনাতনম্।
পরং তীর্থং পরং জ্ঞানং প্রত্যক্ষফলদায়কম্॥
যস্য প্রসাদাদ্ রাজেন্দ্র ইহৈব ফলমশ্নুতে।
পরলোকে সুখং ভুঙ্্ক্তে যশঃ কীর্ত্তিমবাপ্নুয়াৎ॥
প্রসাদাদ্ যস্য রাজেন্দ্র গুরোশ্চৈব মহাত্মনঃ।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে শিষ্যৈস্ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥
ব্যবহারঞ্চ লোকানামাচারং নৃপনন্দন।
বিজ্ঞানং বিন্দতে শিষ্যো মোক্ষঞ্চৈব প্রযাতি চ॥
সর্ব্বেষামেব লোকানাং যথা সূর্য্যঃ প্রকাশকঃ।
গুরুঃ প্রকাশকস্তদ্বচ্ছিষ্যাণাং বুদ্ধিদানতঃ॥
রাত্রাবেব প্রকাশেচ্চ সোমরাজা নৃপোত্তম।
তেজসা নাশয়েৎ সর্ব্বমন্ধকারং চরাচরে॥
গৃহে প্রকাশয়েদ্দীপঃ সমূহং নৃপসত্তম।
তেজসা নাশয়েৎ সর্ব্বমন্ধকারং ঘনাবিলম্॥
অজ্ঞানতমসা ব্যাপ্তং শিষ্যং দ্যোতয়তে গুরুঃ।
শিষ্যপ্রকাশ উদ্দ্যোতৈরুপদেশৈর্মহামতে॥
দিবা প্রকাশকঃ সূর্য্যঃ শশী রাত্রৌ প্রকাশকঃ।
গৃহঃ প্রকাশকো দীপস্তমোনাশকরঃ সদা॥
রাত্রৌ দিবা গৃহস্যান্তে গুরুঃ শিষ্যং সদৈব হি।
অজ্ঞানাখ্যং তমস্তস্য গুরুঃ সর্ব্বং প্রনাশয়েৎ॥
তস্মাদ গুরুং পরং তীর্থং শিষ্যাণামবনীপতে।
এবং জ্ঞাত্বা ততঃ শিষ্যঃ সর্ব্বদা তং প্রপূজয়েৎ।
গুরুং পুণ্যময়ং জ্ঞাত্বা ত্রিবিধেনাপি কর্ম্মণা॥

(পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড ৮৫।৩-১৫)

শ্রীগুরুদেব সর্ব্বপাপহর পরম-পাবন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্বরূপ। শ্রীগুরুদেব সনাতনধর্ম্মস্বরূপ, পরমজ্ঞান-স্বরূপ, সর্ব্বমঙ্গলদায়ক এবং প্রত্যক্ষ ফল-প্রদাতা। শ্রীগুদেবের কৃপায় ইহলোকে যাবতীয় মঙ্গল, যশঃ প্রভৃতি সবই লাভ হয় এবং পরলোকে নিত্যানন্দ লাভ করা যায়। শ্রীগুরুদেবের প্রসাদে ত্রিভুবনের যাবতীয় বস্তু অনায়াসে লভ্য হয়। ভগবজ্জ্ঞান, ভগবদনুভব, মুক্তি ও ভগবৎপ্রেম সকলই শ্রীগুরুদেবের কৃপায় লাভ হয়। সূর্য্য দিবসেই অন্ধকার নষ্ট করিয়া সকল বস্তু প্রকাশ করেন, চন্দ্র রাত্রিকালেই প্রকাশ করেন এবং দীপ গৃহের বস্তুই প্রকাশকরে। কিন্তু শ্রীগুরুদেব শিষ্যের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া সর্ব্বদাই অন্তরে বাহিরে সকল বস্তুই প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই শিষ্য কায়মনোবাক্যে সর্ব্বোত্তম তীর্থ-স্বরূপ শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবেন।

প্রশ্ন—শ্রীগুরুদেবকে অনাদর করিলে কি হয়?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

একমপ্যক্ষরং যস্ত গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা হ্যনৃণী ভবেৎ।
একাক্ষরপ্রদাতারং যো গুরুং নাভিমন্যতে।
শুনাং যোনিশতং গত্বা চাণ্ডালেষ্বপি জায়তে॥

(অত্রিসংহিতা ৯-১০)

শ্রীগুরুদেবের কৃপাপ্রদত্ত একটী অক্ষরেরও প্রতিদান দিবার মত বস্তু পৃথিবীতে নাই, যাহা দিয়া শিষ্য গুরু-দেবের ঋণ পরিশোধ করিবে। এরূপ একাক্ষর প্রদাতা গুরুকেও যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করে সে একশত জন্ম কুকুর হইয়া পরে চণ্ডাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

অমৃতসরে :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ সপরিকরে ১৫ই এপ্রিল জালন্ধর হইতে অমৃতসরে শুভবিজয় করেন। ডাঃ হেতরাম, শ্রীমুরারীলাল বাসুদেব ও পরলোকগত লালা সাইনদাসজীর (পালোয়ানজী) প্রতিনিধিগণ অমৃতসর ষ্টেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণকে প্রচুর পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। অমৃতসরে সপ্তদিবস অবস্থানকালে শ্রীল আচার্য্যদেব লালা সাইনদাসজীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমন্দিরে প্রত্যহ সন্ধ্যায় এবং প্রত্যহ প্রাতে বাবা পুরুষোত্তমদাসজীর মন্দিরে নিমকমণ্ডীতে ভাষণ প্রদান করেন। তদুপরি সহরের বিভিন্ন স্থানে ও বিশেষ করিয়া একদিবস অপরাহ্নে বিপুল সংখ্যক জন-সমাগমে দুর্গিয়ানায় শ্রীতুলসীদাসজীর মন্দিরে ভাষণ প্রদান করেন। অমৃতসরে মায়াবাদ প্রভাবিত জনতার মধ্যে শ্রীল আচার্য্যদেবের সমুদয় ভাষণের আদ্যন্তে ইহাই শাস্ত্রযুক্তিমূলে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে,—'ভক্তি' ইন্দ্রিয়াদির আনুকরণিক কোন একটী লৌকিক ব্যাপার বা বৃত্তি বিশেষ নহে। ইহা বৈকুণ্ঠবৃত্তি এবং কর্ম ও জ্ঞানাদির চেষ্টা হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। 'ভক্তি' জীবের হৃদয়বৃত্তি এবং তাহা একমাত্র ভক্ত-সেবা হইতেই সঞ্জাত হইয়া থাকে। অনুরাগময়ী ভক্তিই প্রেমভক্তি নামে অভিহিত। প্রেমভক্তিই পঞ্চম পুরুষার্থ।

গুরুদাসপুর, বাটালা ও লুধিয়ানা (পাঞ্জাব) :—

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে অমৃতসর হইতে আমন্ত্রিত হইয়া গুরুদাসপুরে শুভাগমনকরতঃ ২২শে এপ্রিল হইতে ২৮শে পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন, তৎপর বাটালায় ২৯শে এপ্রিল হইতে ২রা মে এবং লুধিয়ানায় ৩রা মে হইতে ৫ই মে পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাভিসিক্ত শিষ্য গুরুদাসপুরনিবাসী শ্রীমনোমোহন আগরওয়াল, এম্-এ, আই-পি-এস্, তাঁহার পিতা শ্রীহংসরাজ আগরওয়াল ও জননীদেবী তাঁহাদের নিজালয়ে শ্রীল গুরুদেবের ও সাধুগণের প্রচুর সেবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। রাজপুরা, চণ্ডীগড়, সিমলা, আম্বালা, জগদ্ধ্রী, জম্মু, দেরাদুন, দিল্লী, মুজাফরনগর প্রভৃতি বহু স্থান হইতে আহ্বান আসা সত্ত্বেও সময়াভাববশতঃ সেবাকার্য্যব্যপদেশে শ্রীল আচার্য্যদেব লুধিয়ানা হইতে ৭ই মে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বিভিন্ন স্থানের আহ্বান রক্ষার জন্য পার্টি সহ লুধিয়ানা হইতে রাজপুরায় শ্রীগৌরবাণী প্রচারে গমন করেন। রাজপুরায় শ্রীল আচার্য্যদেবের আশ্রিত শিষ্য শ্রীযোগরাজ শেখরী, এস-ডি-ও সস্ত্রীক সরল ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা বৈষ্ণবগণের প্রচুর সেবা করতঃ সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীমৎ ব্রহ্মচারীজী ১৪ই মে পার্টি সহ রাজপুরা হইতে চণ্ডীগড়ে পৌঁছিয়া সনাতনধর্ম্মসভা-মন্দিরে প্রত্যহ বক্তৃতা করিতেছেন।

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী (ঢাকা) :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের পরিচালনাধীন অন্যতম প্রচারকেন্দ্র পূর্ব্বপাকিস্তানে বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব তিথিপূজা উপলক্ষে গত ১৪ বৈশাখ, ২৭ এপ্রিল শনিবার হইতে ১৭ বৈশাখ, ৩০ এপ্রিল মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ১৪ বৈশাখ মহোৎসবে বহু সজ্জন ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ১৫ বৈশাখ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীরাধাবল্লভ কাব্যতীর্থ সভাপতি এবং ইন্সপেক্টর শ্রীযাদব চন্দ্র ধর প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরদিবস সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র বসু রায় চৌধুরী ও অধ্যাপক শ্রীসুশীল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন। শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীবলাইপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, বি-কম্, শ্রীগোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীগোপীনাথ দাস বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপালদাস সেবাসুন্দর ও শ্রীঠাকুর প্রসাদ ব্রহ্মচারীর সুললিত মধুর কীর্ত্তন সকলের চিত্তাকর্ষক হয়।

আসাম প্রদেশান্তর্গত শিলং এ :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ শিলং সহরে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার উদ্দেশ্যে বিগত ৫ই এপ্রিল কলিকাতা হইতে শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীতরুণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী সহ যাত্রা করিয়া প্রতিষ্ঠানের শাখা মঠ গৌহাটীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। সেখান হইতে তাঁহারা শিলং সহরে গমন পূর্ব্বক তথাকার রাজস্থান বিশ্রাম ভবনে একমাস-কাল অবস্থান করতঃ সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত কথিত নববিধা ভক্ত্যঙ্গের বিষয় ভাষণ প্রদান করেন। স্বামীজী তাঁহার বিভিন্ন ভাষণে নববিধা ভক্তি হইতেও কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ১। সাধুসঙ্গ, ২। নামকীর্ত্তন, ৩। ভাগবত শ্রবণ, ৪। মথুরা-বাস, ৫। শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায়-সেবন এই পঞ্চবিধ ভক্ত্যঙ্গ সাধনের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করতঃ তন্মধ্যে সর্ব্বশেষে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব পতিপাদন পূর্ব্বক শাস্ত্রযুক্তিমূলে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ইহা সকলকে বুঝাইয়া দেন।

আসামের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন দেব মহাশয়ের আহ্বানে স্বামীজী মহারাজ তাঁহার ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্রীপ্রহ্লাদের পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস বর্ণন করিয়া বলেন,—শ্রীপ্রহ্লাদের শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-ব্রত অজ্ঞাতসারে প্রতিপালিত হওয়ায় তাঁহার শ্রীশ্রীনৃসিংহ-দেবের চরণে অচলা ভক্তি হইয়াছিল। আমরা যদি ঐ তিথি শ্রদ্ধার সহিত পালন করি তবে তাহার যে কি ফল লাভ হইবে ইহা বর্ণনাতীত।

ডাউকীতে :— আসামের খাসিয়া জয়ন্তীয়া পাহাড়ের পাকিস্থান সীমান্ত ডাউকীর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ দাস মহাশয়ের আহ্বানে ১৮ই মে তারিখে স্বামীজী পার্টিসহ শিলং হইতে তথায় শুভাগমন করিয়া স্থানীয় শ্রীকালী-মন্দিরে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তথাকার সজ্জনগণের অনুরোধে ছায়াচিত্রযোগে একদিন শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ও শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন করিলে স্থানীয় কাষ্টম অফিসারগণের বিশেষ অনুরোধে পুনরায় আরও একদিন সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল মেমোরিয়াল এম, ই স্কুলে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করা হয়।

বিগত ২৪ মে শুক্রবার শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শুভ আবির্ভাব তিথিতে শ্রীপাদ মহারাজ ঠাকুরের পূত চরিত্র আলোচনা করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের কৃপা ভিন্ন যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বুঝা যায় না তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের কৃপা ভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার লীলা মাধুরী বুঝা যায় না। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালাভের জন্য আমাদিগকে পরম যত্নের সহিত শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে।

উক্ত তিথি পূজা উপলক্ষে মধ্যাহ্নে একটি মহোৎসবের আয়োজন করতঃ সমাগত সজ্জন পুরুষ, মহিলা এবং বালক-বালিকাদিগকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বাবু উক্ত মহোৎসবের ব্যয় ভার বহন পূর্ব্বক আমাদের সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা তিনি কৃপা পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে তাঁহার সেবাচেষ্টা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করুন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শাখা নদীয়া জেলান্তর্গত চাকদহ থানার নিকটবর্ত্তী যশড়া গ্রামে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে আগামী ২৭ জ্যৈষ্ঠ,১০ জুন সোমবার **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা** মহোৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে উক্ত শ্রীপাটে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন এবং সন্ধ্যায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে। শ্রদ্ধালু সজ্জনগণ কৃপা পূর্ব্বক সবান্ধব উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। নিবেদন ইতি। নিবেদক—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সম্পাদক।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

গোয়াড়ী বাজার

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

১২ ত্রিবিক্রম, ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ

১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫ ; ২৪ মে, ১৯৬৮

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ ১০৮-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন দিবস অত্র শাখা মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণের শুভ প্রাকট্য-তিথিতে **বার্ষিক উৎসব** উপলক্ষে আগামী ১১ আষাঢ়, ২৫ জুন মঙ্গলবার ও ১২ আষাঢ়, ২৬ জুন বুধবার স্থানীয় টাউন-হলে এবং ১৩ আষাঢ়, ২৭ জুন বৃহস্পতিবার শ্রীমঠে ধর্ম্মসভা ও নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান পঞ্জী অনুযায়ী শ্রীমঠে ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভাষণ প্রদান করিবেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—
শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী
মঠরক্ষক

অনুষ্ঠান-পঞ্জী

১১ আষাঢ়, ২৫ জুন মঙ্গলবার—**শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব।** উৎসবের অধিবাস কীর্ত্তন। রাত্রি ৭-৩০ টায় স্থানীয় টাউন হলে ধর্ম্মসভা।

১২ আষাঢ়, ২৬ জুন বুধবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন দিবসে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথ জিউ শ্রীবিগ্রহ-গণের শুভ প্রাকট্য-তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণে বিশেষ পূজা ও মহাভিষেক।** রাত্রি ৭-৩০ টায় স্থানীয় টাউন হলে ধর্ম্মসভা।

১৩ আষাঢ়, ২৭ জুন বৃহস্পতিবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দিবস শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ-যোগে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ২-৩০ ঘটিকায়** বহির্গত হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠে ধর্ম্মসভার অধিবেশন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ২'৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান ঃ—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৮ম বর্ষ

৫ম সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৭৫

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী (আসাম)
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৩। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৪। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৮ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৭৫। ১৯ বামন, ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আষাঢ়, শনিবার; ২৯ জুন, ১৯৬৮। | ৫ম সংখ্যা

অভক্তিমার্গ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

যে পথে কৃষ্ণসেবার কথা নাই, তাহাই 'অভক্তি মার্গ' বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণের উত্তমা সেবায় কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর অভিলাষ, কর্ম্মের আবরণ, জ্ঞানের আবরণ ও শিথিলতার আবরণ নাই। তাহাতে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন আছে। অনেকে ভক্ত হইবার অভিলাষ পোষণ করিয়াও অভক্তিমার্গের আশ্রয় করেন। যাঁহারা কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ জানিয়া উহাই জীবের একমাত্র বৃত্তি বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপথের পথিক। যাঁহারা নিজের প্রতিভা বা অনভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভক্তির সংজ্ঞা নিজেই দিয়াছেন, তাঁহাদের হঠকারিতায় অনেক সময় ভক্তির স্বরূপের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কেহ কেহ আপনাকে 'ভক্ত' মনে করিয়া নিজের কল্পিত বৃত্তিকেই 'ভক্তি' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত দুর্ব্বল জীবের মঙ্গলের জন্য ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সচেতা (বুদ্ধিমান্) সামাজিকগণ আপনাদিগকে ভক্তাভিধানে ভূষিত করিতে হইলে ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন। ভক্তাগ্রণী শ্রীপাদ শ্রীরূপ শ্রীমহাপ্রভুর নিকট শুনিলেন যে, কৃষ্ণানুশীলই ভক্তি। 'অনুশীলন' শব্দে 'অনুক্ষণ সেবা' বুঝায়। অনু-শব্দে পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধান-রহিত। শীল ধাতুর অর্থ একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া। প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মক কায়-মনো-বাক্য-সম্বন্ধীয় তত্তচ্চেষ্টারূপ এবং প্রীতিবিষয়াত্মক মন-সম্বন্ধীয় তত্তদ্ভাবরূপ কৃষ্ণের অনুশীল-দ্বয়।

'কৃষ্ণ' বলিলে পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি ও সকল কারণের কারণকে নির্দ্দেশ করা হয়। ইঁহা হইতেই সবিশেষ-তত্ত্ব বলদেব ও শ্রীনারায়ণের প্রকাশ। গোলোকে মাধুর্য্যের পরমাশ্রয় ব্রজেন্দ্রনন্দন, মাধুর্য্যদাতা ঔদার্য্যের পরমাশ্রয় শ্রীগৌরহরি স্বীয় প্রকাশ-মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-রামের দ্বারা সবিশেষ ঐশ্বর্য্যবিগ্রহের প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ব্যূহ-চতুষ্টয় বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল প্রকটিত করিয়াছেন। সেই অদ্বয়তত্ত্ববস্তু হইতে ভগবানের মুখ্য নিত্য-অবতারসমূহ প্রকটিত হইয়াছেন। ভগবানের পুরুষাবতার, নৈমিত্তিকাবতার, গুণাবতার প্রভৃতি বিষ্ণুতত্ত্ব জীবকে ভগবান্ ও তদিতর বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধি করাইতেছেন। মায়াধীশ বিষ্ণু মায়াবশ জীবকে বিশুদ্ধভাবে স্বীয় অনুশীলন করাইয়া বিষ্ণু ব্যতীত অন্য প্রতীতিরূপ মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করেন।

জীব যে কৃপা-রজ্জু অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-সেবা লাভ করিতেছেন, উহাই ভক্তি। ভক্তি উদিত হইলে জীব ভক্ত-সংজ্ঞা লাভ করেন। ভক্ত ভক্তি দ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ লাভ করেন। ভক্তের ভক্তিবৃত্তি সুপ্ত হইলে নিজবৃত্তির অভাবে অভক্তির কোন এক প্রকারের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বৃত্তি ভজনশূন্য হইয়া লক্ষ্য তত্ত্ববস্তুকে 'পরমাত্মা' কখনও বা 'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম' বলিয়া সংজ্ঞা দেন ; সুতরাং যোগিগণের কথিত পরমাত্মা ও জ্ঞানিগণের কথিত ব্রহ্ম কৃষ্ণের আংশিক এবং ভেদাভেদ প্রকাশ বিশেষ। কৃষ্ণেতর চিন্তা প্রবল হইলে জীব ভক্তিবৃত্তি হইতে চ্যুত হইয়া ভগবদ্দর্শন করিতে পারেন না। তখন কখন বা সহস্রারে পরমাত্মা, কখন বা ঈশ্বরকে অজ্ঞানের প্রকাশক পঞ্চদেবতা, কখন বা অজ্ঞান-সমষ্টির উৎকৃষ্টোপাধি বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রভৃতি ভক্তিবিরোধিনী চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। **কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীব ভোগতাৎপর্য্যপর হইয়া কৃষ্ণকে জড়ের কর্ম্মফলদাতা, যজ্ঞের ঈশ্বর, গোব্রাহ্মণের হিতকারী প্রভৃতি ঈশ্বরত্বে বহুমানন করেন।** আবার কোন সময় স্বীয় বিভুত্বে ও প্রভুত্বে ব্যস্ত হইয়া যথেচ্ছাচার ভোগপর জীবন-যাপনের সহায়ক হরিত্বে (?) বিশ্বাস করেন। কিন্তু 'কৃষ্ণ' বলিলে ভক্ত ব্যতীত অন্যের যাবতীয় লক্ষ্যবস্তু এস্থলে গৃহীত হয় নাই, জানিতে হইবে। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা না করিয়া যাঁহারা 'কৃষ্ণ-শব্দে কৃষ্ণকে না বুঝিয়া নিজের কল্পিত অর্থে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লক্ষ্যবস্তু কৃষ্ণকে নিজ-কল্পনায় কলঙ্কিত করেন মাত্র ; বস্তুতঃ নিজে বা অপরকে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। সেই সকল বঞ্চক ও বঞ্চিত-গণের প্রতি আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

কৃষ্ণের অনুশীলন **অনুকূল ও প্রতিকূল** উভয় ভাবেই হইতে পারে। জরাসন্ধ, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল, পূতনা, অঘ, বক প্রভৃতি অসুরগণ, নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন। প্রতিকূল-ভাবে সেবা-বিপর্য্যয় ঘটে বলিয়া উহা 'ভক্তি' নহে। অনুকূল বলিলে কৃষ্ণের উদ্দেশে রোচমানা প্রবৃত্তি বুঝায়। আনু-কূল্য ঘটিলে সর্ব্বক্ষণ ব্যবধান-রহিত সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইয়া ভজন সিদ্ধ হয়।

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না। কৃষ্ণের নিজ-সেবা ও সেবা-জন্য ভগবানের নিজের লভ্য ফল ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশে ভক্ত সেবা করিবেন না। **ভক্তের নিজফলবাঞ্ছা কিছু থাকিলে উহা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গান্তর্ভুক্তা হৈতুকী বৃত্তি হইয়া যাইবে।** উহাই কৃষ্ণসুখের উদ্দেশ ব্যতীত 'অন্যাভিলাষ'-শব্দবাচ্য। যথেচ্ছাচারী, কুকর্ম্মকারী বা অজ্ঞানসেবী কুজ্ঞানিগণ কৃষ্ণসুখ ছাড়িয়া নিজ-নিজ কল্পিত প্রার্থনা অন্তরে পোষণ করিয়া আনুকূল্য-সহকারে কৃষ্ণানুশীলন করিলেও ভক্ত হইতে পারেন না। যাঁহাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠাশা আছে, যাঁহারা ইন্দ্রিয়তর্পণাশা-সমন্বিত, যাঁহারা পার্থিব বা মোক্ষ-সম্বন্ধীয় পরোপকারে বা নিজোপকারে ব্যগ্র, পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-বিস্তারশীল, যাঁহারা রোগ-শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব, যাঁহারা উত্তম আচার্য্যবংশ বা বর্ণগত সম্মানলাভে তৎপর, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-নিষিদ্ধাচার-কুটীনাটী-জীবহিংসা প্রভৃতি ঐহিক বা স্বর্গসুখভোগরত, বেষ বা আশ্রমের মাহাত্ম্যলোলুপ, মুমুক্ষু, সিদ্ধিকামী প্রভৃতি অবান্তর উদ্দেশকের ন্যায় কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণানুষ্ঠান কপটতা-যুক্ত। সুতরাং কৃষ্ণসেবার উদ্দেশভ্রষ্ট হইয়া অন্যাভিলাষযুক্ত ভগবদনুশীলনও 'অভক্তি'-পথে দেখা যায়। (ক্রমশঃ)

ভক্ত ও কর্ম্মীর কর্ম্মাচরণে পার্থক্য ও ভক্ত্যানুকূল্য

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

কর্ম্ম ব্যতীত যখন দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন জীবন-রক্ষক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বহির্ম্মুখভাবে করা যায়, তবে মনুষ্যত্ব পরিত্যক্ত হয় এবং পশুত্বের উদয় হয়। অতএব শাস্ত্রীয় কর্ম্মসকলকে

ভগবদ্ভক্তির অনুকূল করিয়া লইতে পারিলে ভক্তিযোগ হয়।

কর্ম্মের নামই জীবনযাত্রা। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান্ স্থির করিয়াছেন যে, যে-কর্ম্ম—ভক্তির অনুকূল, তাহা করিবে এবং যে-কর্ম্ম—ভক্তির প্রতিকূল, তাহা ত্যাগ করিবে।

তুমি বিজ্ঞান, শিল্প, কারু ও নীতি যতদূর উন্নত করিতে পার, কর; তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র বিরোধ নাই, বরং তদ্দ্বারা ভক্তির অনুশীলনের অনেক সুবিধাই হইবে। আমরা বৈরাগী নই, আমরা অনুরাগী। আমরা এইমাত্র বলি যে, সমস্ত কর্ম্মই ভগবৎ-সাম্মুখ্য স্বীকার করুক। **কর্ম্ম সকলের অবান্তর ফল যে, স্বার্থসুখ, তাহার দ্বারা কর্ম্মসকল চালিত না হউক।** ভগবদ্ভক্তির উন্নতির উদ্দেশেই কর্ম্মসকল কৃত হউক। কার্য্য সম্বন্ধে তোমার ও আমার জীবনে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ভেদ এই যে, **তুমি কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা কার্য্য করিবে, আমি ভগবদ্দাস্যভাব মিশ্রিত করিয়া কার্য্য করিব।** কোন সময়ে বিরক্তিক্রমে আমার কর্ম্মচেষ্টা খর্ব্ব হয়। তাহাও কোন অবস্থায় তোমার কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম-লাভের সদৃশ। **তুমি নিরর্থক বিশ্রাম লাভ করিবে, আমি ভগবদ্ভক্তিক্রমে কর্ম্ম হইতে অবসর লইব। জগৎ—তোমার পক্ষে কর্ম্মক্ষেত্র, আমার পক্ষে ভক্তি-সাধন-ক্ষেত্র।** তোমার অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মকে আমি বহির্ম্মুখ বলিয়া জানি; যেহেতু তুমি কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম করিয়া থাক, ভগবানের জন্য কর্ম্ম কর না। তোমার নাম—সেশ্বর-নৈতিক বা কর্ম্মী, কিন্তু আমার নাম—ভক্ত।

কৃষ্ণ-সংসার-পত্তনের জন্যই বিবাহ; কৃষ্ণসেবক বৃদ্ধি করিবার জন্য সন্তান-চেষ্টা; কৃষ্ণদাসদিগের তৃপ্তির জন্য পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া; কৃষ্ণের জীবগণের তর্পণের জন্য ভোজন-মহোৎসব। এই প্রকার সমস্ত কর্ম্মকেই কৃষ্ণ-সেবার অনুকূল করিবে। তাহা হইলে আর বহির্ম্মুখ কর্ম্মকাণ্ডে পড়িতে হইবে না। 'দেহ-গেহ সকলই কৃষ্ণের'—এই বোধে দেহরক্ষা, গেহরক্ষা ও সমাজ রক্ষা করিবে—ইহার নামই কৃষ্ণ-সংসার। জীবনের সমস্ত-ব্যবহারে ভক্তিসাধনের প্রয়োজন-মত অর্থ স্বীকার করিবে। অধিক আশা করিলে ভক্তি লোপ হইবে; আবার আবশ্যক-মত স্বীকার না করিলে ভক্তিসাধনে ন্যূনতা হইবে। গৃহস্থ-বৈষ্ণব স্বধর্ম্ম-অনুসারে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবেন, কোন পাপের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন না। কৃষ্ণ-ভক্তির অনুকূল যাহা হয়, তাহাই মাত্র অঙ্গীকার করিলে ভক্তির অনুশীলন হইবে এবং ক্রমশঃ বিষয়-বন্ধন ক্ষয় হইয়া পড়িবে। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক যত প্রকার চেষ্টা আছে, সে-সকল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে করাই মঙ্গলজনক।

ভক্তের পক্ষে গৃহ যদি ভজনের অনুকূল হয়, তবে তাঁহার গৃহ ত্যাগ করা উচিত নয়; বৈরাগ্যের সহিত গৃহস্থ থাকাই তাঁহার কর্ত্তব্য। তবে গৃহ যখন ভজনের প্রতিকূল হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। সেই সময় যে গৃহে বিরাগ হয়, তাহা ভক্তিজনিত বলিয়া সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য হয়। সেই বিচারক্রমেই শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহত্যাগ করিলেন না। এই বিচার ক্রমেই শ্রীস্বরূপ-দামোদর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন না। যত নিষ্কপট ভক্ত এই বিচারের দ্বারা গৃহে বা বনে অবস্থিতি করিয়াছেন। এই বিচার-ক্রমে যাহার গৃহত্যাগ হইল, তিনি গৃহত্যাগী নিষ্কপট ভক্ত।

বিষয়-সকলই যে জীবের বিরোধী, তাহা নয়। বিষয়ে যে রাগ-দ্বেষ, তাহাই জীবের পরম শত্রু। অতএব বিষয় স্বীকার করিবার সময় রাগ-দ্বেষকে বশীভূত করিবে; তাহা হইলে সমস্ত বিষয় স্বীকার করিয়াও তুমি বিষয়ে আবদ্ধ হইবে না।

নামাশ্রিত ভক্ত গৃহে থাকুন বা বনে যান, তাহাতে কোন বিচার নাই; কেন না, গৃহ **নামানুশীলনের অনুকূল** হইলে ভিক্ষাশ্রম অপেক্ষা ভাল, আবার **নামানুশীলনের প্রতিকূল** হইলে গৃহ ত্যাগই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। নাম-ভজনকারী ব্যক্তি নামের যাহা অনুকূল, তাহা ব্যতীত আর কিছুই করিবেন না। নামাপরাধ অর্থাৎ নামের যাহা প্রতিকূল, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক,—এই অনন্যভাব আশ্রয় করিবেন।

শ্রীবিগ্রহসেবা-মাহাত্ম্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁহার অধস্তনগণকে (১) শ্রীনাম-প্রেমপ্রচার, (২) শুদ্ধভক্তিশাস্ত্র-প্রচার, (৩) শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ ও (৪) লুপ্ততীর্থ-উদ্ধাররূপ যে চারিটী বিশেষ-সেবার জন্য মুখ্যভাবে নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন তন্মধ্যে শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ অন্যতম। শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী আদি গোস্বামিগণ এবং পরবর্ত্তিকালে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই এবং তৎপরম্পরাগত অধস্তন অধুনা শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর, শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এবং তাঁহার পার্ষদবর্গ বিপুলভাবে শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র অন্যান্য সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণও শ্রীবিগ্রহ-সেবার বিপুল ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক যুক্তিবাদিগণ প্রায়শঃই সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণের শ্রীমূর্ত্তিপূজা বা প্রতিমা-পূজাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া কটাক্ষ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ পুতুল পূজক নহেন, তাঁহারা শ্রীবিগ্রহসেবাকারী। শ্রীবিগ্রহসেবা পুতুলপূজা হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। প্রাকৃত বস্তুর দ্বারা নির্ম্মিত মূর্ত্তি অর্থাৎ পাঞ্চ-ভৌতিক মূর্ত্তি এবং প্রাকৃত মনঃকল্পিত মূর্ত্তি অথবা মনঃকল্পিত সাকার নিরাকার আদি সমুদয় ব্যাপারসমূহ পুতুল ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে ভগবানের যে শুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপের প্রাকট্য হয় উহা কাহারও নির্ম্মিত বা কল্পিত পুতুল নহে। ভক্ত তাঁহার নির্ম্মল অন্তঃকরণে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ দর্শনের পর পুনঃ অদর্শন হেতু যখন তদ্দর্শনে ব্যাকুল হইয়া পড়েন তখন সেই শুদ্ধ অন্তঃকরণেদৃষ্ট রূপকে বাহিরে প্রকাশ করেন। বাহ্যে প্রকাশিত উক্ত রূপকে প্রতিমা বলে। এই প্রতিমাতে অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবদ্ভাবের সম্বন্ধ আছে। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ভক্তের বাঞ্ছাপূর্ত্তির জন্য যে-কোন রূপে যে-কোন সময়ে যে-কোন স্থানে আবির্ভূত হইতে পারেন। যদি বলা হয় ভগবান্ রূপ পরিগ্রহ করিতে পারেন না, তাহা হইলে তাঁহার ভগবত্তার বা সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়। অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত ঈশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব। তিনি রূপ পরিগ্রহ করিয়াও অসীম। যদি আমরা এইরূপ বলি যে, আমাদের প্রদত্ত গুণসমূহ বা শক্তিসমূহই ভগবানে থাকিবে তদ্ব্যতীত অন্য গুণ বা শক্তি থাকিবে না তাহা হইলে আমরাই ভগবানের নির্ম্মাণ কর্ত্তা হইয়া পড়িব, উহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ মানা বা ভগবান্ মানা বলে না। স্থূল দর্শনে অজ্ঞজনগণ কর্ত্তৃক ভাস্করাদিকে নির্ম্মাণকর্ত্তা রূপে দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক গুরু, পুরোহিত ভাস্করাদিকে সেবকরূপে স্বীকার করতঃ তাঁহাদিগকে সেবার সৌভাগ্য প্রদান করিয়া নিজেই তাঁহাদের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক জগতে শ্রীমূর্ত্তিরূপে আবির্ভূত হন, ইঁহাকে ভগবানের অর্চ্চাবতার বলা হয়। যদি বলেন, কালা-পাহাড়াদি অসুরগণ কর্ত্তৃক হিন্দুর বহু মূর্ত্তি ভগ্ন হওয়ার কথা শোনা যায়। সুতরাং মূর্ত্তি যদি ভগবানই হইবেন তবে তিনি নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেন না কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে, ভগবদ্বিরহকাতর ভক্তকে সঙ্গ প্রদানের জন্য ভগবান্ শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত হইলেও তিনি বস্তুতঃ অপ্রাকৃত বস্তু, ভক্তের প্রেমনেত্রের গ্রাহ্য ও ভক্তিপূত চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হন। প্রাকৃত ভোগপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ্যবস্তুরই অনুভব হইয়া থাকে, সুতরাং কালাপাহাড়াদি তাহাদের কামময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের দর্শনই পায় নাই ভগবান্‌কে চূর্ণ করিবে কি প্রকারে? প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য পঞ্চভৌতিক পদার্থকেই (Morphological aspect) সে চূর্ণ করিয়াছে মাত্র। কামপরায়ণ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই ভগবন্মূর্ত্তি, ভগবদ্ধাম, ভগবদ্ভক্ত আদি দর্শন হইতে বঞ্চিত থাকে। ভক্তের নিকট ভগবানের আবির্ভাব হয়, অভক্তের নিকট তিনি অন্তর্ধান করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রতিমা পূজার

মাহাত্ম্য সম্বন্ধে 'জৈবধর্ম্ম'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"অতি বৃহৎ ভাবটীকেই আমরা পরমভাব বলিতে পারি না। যে ভাবে অধিকতর চমৎকারিতা, সেই ভাবই বিশেষ আদরণীয়। অতি বৃহৎ বলিলে একপ্রকার চমৎকারিতা হয়, কিন্তু তাহার বিপরীত ভাব যে অতি সূক্ষ্ম, তাহাতেও এক প্রকার চমৎকারিতা আছে। 'ভগবান্' এই শব্দে মানব-চিন্তার যতপ্রকার চমৎকারিতা আছে, সে সকলই একত্রীভূত হইয়াছে। সমগ্র ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ বৃহত্তার সীমা ও সূক্ষ্মতার সীমা ভগবানের একটী লক্ষণ। সর্ব্বশক্তিমত্তা ভগবানের দ্বিতীয় লক্ষণ। মানববুদ্ধিতে যাহা অঘটনীয়, তাহা তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির অধীন। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিতে তিনি যুগপৎ নিরাকার ও সাকার। সাকার হইতে পারেন না, একথা বলিলে তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি অস্বীকার করা হয়। সেই শক্তিক্রমে ভক্তগণের নিকট তিনি নিত্যলীলামূর্ত্তিময়। ব্রহ্ম, পরমাত্মা কেবল নিরাকার বলিয়া বিশেষ চমৎকারিতাশূন্য। ভগবান্ সর্ব্বদা মঙ্গলময় ও যশঃপূর্ণ। অতএব তাঁহার লীলা অমৃতময়ী। ভগবান্ সৌন্দর্য্যপূর্ণ। সমস্ত জীবগণ অপ্রাকৃতনয়নে তাঁহাকে সুন্দর পুরুষ দেখিয়া থাকেন। ভগবান্ অশেষ-জ্ঞান অর্থাৎ বিশুদ্ধ, পূর্ণ, চিৎ-স্বরূপ জড়াতীত বস্তু। তাঁহার চিৎস্বরূপই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি। তাহা 'ব্যুৎ' বা ভূতসকলের অতীত। ভগবান্ সকলের কর্ত্তা হইয়াও স্বতন্ত্র ও নির্লেপ। এই ছয়টী লক্ষণে ভগবান্ লক্ষিত। সেই ভগবানের দুইটী প্রকাশ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ ও মাধুর্য্যপ্রকাশ। মাধুর্য্যপ্রকাশই জীবের পরম বন্ধু, তাহাই আমাদিগের হৃদয়-নাথ 'কৃষ্ণ' বা 'চৈতন্য'। ভগবানের কল্পিত মূর্ত্তিপূজাকে ব্যুৎপরস্ত বা ভূতপূজা বলিলে আমাদের মতবিরুদ্ধ হয় না। তাঁহার নিত্যবিগ্রহ (যাহা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়) পূজা করা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। অতএব বৈষ্ণবমতে ব্যুৎপরস্ত হয় না। কোন পুস্তকে ব্যুৎপরস্ত নিষেধ করিলেই যে তাহা নিষিদ্ধ হইবে, এমন নয়। যে ব্যক্তি পূজা করে, তাহার হৃদয় নিষ্ঠার উপর সকলই নির্ভর। তাহার হৃদয় যতদূর ব্যুৎ বা ভূতের সংসর্গের অতীত হইতে পারে, ততদূরই সে শুদ্ধবিগ্রহপূজা করিতে সমর্থ হয়।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভগবানের বিশুদ্ধ চিন্ময় মূর্ত্তির পূজাদির ব্যবস্থা আছে। উচ্চশ্রেণী ভক্তদিগের পক্ষে ভৌম বস্তু অর্থাৎ ভূম্যাদি ভূতজাত বস্তুকে পূজা করিবার বিধান নাই। যথা,—

> "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
> স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
> যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্-
> জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"
>
> (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

—যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোন ভাবই করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।

"ভূতেজ্যা যান্তি ভূতানি" ইত্যাদি সিদ্ধান্তবাক্যে ভূত-পূজার অপ্রতিষ্ঠাই দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে একটী বিশেষ কথা আছে। মানবসকল জ্ঞান ও সংস্কারের তারতম্য-ক্রমে অধিকারভেদ লাভ করিয়া থাকে। যিনি শুদ্ধ চিন্ময়ভাব বুঝিয়াছেন, তিনিই কেবল চিন্ময়বিগ্রহ-উপাসনায় সমর্থ। সে বিষয়ে যাঁহারা যতদূর নিম্নে আছেন, তাঁহারা ততদূর মাত্রই বুঝিতে পারেন। অত্যন্ত নিম্নাধিকারীর চিন্ময়ভাবের উপলব্ধি হয় না। তিনি যখন মানসেও ঈশ্বরকে ধ্যান করেন, তখন জড়গুণসমষ্টির একটী মূর্ত্তি কাজে কাজেই কল্পনা করিয়া থাকেন। মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে ঈশ্বরমূর্ত্তি মনে করা যেরূপ, মানসে জড়ময়ী মূর্ত্তির ধ্যান করাও সেইরূপ। অতএব সেই অধিকারীর পক্ষে প্রতিমাপূজা শুভকর। বস্তুতঃ প্রতিমা-পূজা না থাকিলেও সাধারণ জীবের বিশেষ অমঙ্গল হয়। সাধারণ জীব যখন ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ হয়, তখন সম্মুখে ঈশ্বরের প্রতিমা না দেখিলে হতাশ হইয়া পড়ে। যে সকল ধর্ম্মে প্রতিমাপূজা নাই, সে ধর্ম্মাশ্রয়ী নিম্নাধিকারী ব্যক্তি নিতান্ত বিষয়ী ও ঈশ্বরপরাঙ্মুখ। অতএব প্রতিমাপূজা মানব-ধর্ম্মের ভিত্তিমূল। মহাজনগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপূতচিত্তে সেই শুদ্ধ চিন্ময়মূর্ত্তির ভাবনা করেন। ভাবিতে ভাবিতে যখন ভক্তচিত্ত জড়জগতের প্রতি প্রসারিত হয়, তখনই জড়-

জগতে সেই চিৎস্বরূপের প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। ভগবৎ-শ্রীমূর্ত্তি এইরূপে মহাজন কর্ত্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্ব্বদাই চিন্ময়বিগ্রহ, মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময় বিগ্রহ এবং নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ জড়ময় বিগ্রহ হইলেও, ক্রমশঃ ভাবশোধিত বুদ্ধিতে চিন্ময় বিগ্রহের উদয় হয়। অতএব সকল অধিকারীর পক্ষে শ্রীবিগ্রহের প্রতিমা ভজনীয়। কল্পিত মূর্ত্তির পূজার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নিত্যমূর্ত্তির প্রতিমাবিশেষ মঙ্গলময়।"

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥"

(ভাঃ ১১।২৭।১২)

ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তি আটপ্রকার, যথা—(১) শিলাময়ী, (২) কাষ্ঠময়ী, (৩) লৌহ, সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুময়ী, (৪) লেপ্যা—মৃত্তিকা বা চন্দনাদির দ্বারা অঙ্কিত বা গঠিত, (৫) লেখ্যা—চিত্রপটময়ী, (৬) বালুকাময়ী, (৭) মনোময়ী—কল্পনাদ্বারা মানসপটে অঙ্কিত, (৮) মণিময়ী—মণি-মাণিক্যাদি বহুমূল্য প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত।

"দ্বিভুজা জলদ-শ্যামা ত্রিভঙ্গী মধুরাকৃতিঃ।
সেব্যা ধ্যানানুরূপৈশ্চ মূর্ত্তিঃ কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ॥
স্বয়ং ব্যক্তাঃ স্থাপনাশ্চ মূর্ত্তয়ঃ দ্বিবিধা মতাঃ।
স্বয়ংব্যক্তাঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ স্থাপনাস্তু প্রতিষ্ঠয়া॥"

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৬ষ্ঠ বিঃ)

ধ্যানানুরূপ মূর্ত্তিসকলে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিবে। এই মূর্ত্তি দ্বিভুজ, মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, ত্রিভঙ্গ অর্থাৎ স্থানত্রয়ে বক্র এবং মোহনাকৃতি। মূর্ত্তি দ্বিবিধ— (১) স্বয়ংপ্রকাশিত (২) স্থাপিত। স্বয়ং প্রকাশিত মূর্ত্তিসকল সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং স্থাপিত মূর্ত্তিসকল প্রতিষ্ঠাদ্বারা কৃষ্ণ হইয়া থাকেন।

"শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি তদর্চ্চাবসথং হরেঃ।
স্থাপনঞ্চ স্বয়ং ব্যক্তং দ্বিবিধং তৎ প্রকীর্ত্তিতং।
শিলা-মৃদ্দারু লোহাদ্যৈঃ কৃত্বা প্রতিকৃতিং হরেঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তাগম-প্রোক্ত-বিধিনা-স্থাপনং হি যৎ।
তৎ স্থাপনমিতি প্রোক্তং স্বয়ংব্যক্তং হি মে শৃণু।
যস্মিন্ সন্নিহিতো বিষ্ণুঃ স্বয়মেব নৃণাং ভুবি।
পাষাণ-দার্ব্বোরাত্মেশঃ স্বয়ংব্যক্তং হি তৎ স্মৃতং॥"

—পদ্মপুরাণ

"হে দেবি! শ্রীহরির পূজার আধার অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি দ্বিবিধ—(১) স্থাপিত ও (২) স্বয়ংব্যক্ত। শিলা, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ও সুবর্ণাদি-ধাতু দ্বারা শ্রীহরির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রুতি, স্মৃতি বা তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক স্থাপন করা হইলে তাহার নাম স্থাপিত। স্বয়ংব্যক্ত কিরূপ তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর,—আত্মেশ্বর শ্রীবিষ্ণু যে এই পৃথিবীতে পাষাণ বা কাষ্ঠে মনুষ্যগণের সন্নিধানে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার নাম স্বয়ংব্যক্ত।"

"দুর্ল্লভত্বাৎ স্বয়ংব্যক্ত-মূর্ত্তেঃ শ্রীবৈষ্ণবোত্তমঃ।
যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপিতাং মূর্ত্তিমর্চ্চয়েৎ॥"

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৬ষ্ঠ বিঃ

"স্বয়ংব্যক্ত মূর্ত্তি অতি দুর্ল্লভ; অতএব বৈষ্ণবোত্তম যথাবিধি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক স্থাপিত মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবেন।"

"নৈকং স্ববংশন্তু নরস্তারয়ত্যখিলং জগৎ।
অর্চ্চায়ামীপ্সিতং নৃণাং ফলং যাগাদি দুর্ল্লভং।
প্রতিমামাশ্রিতোঽভীষ্ট-প্রদাং কল্পলতাং যথা॥"

—হরিভক্তিসুধোদয়

"শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিলে মনুষ্য কেবল নিজের বংশ নহে, পরন্তু সমস্ত জগৎ উদ্ধার করিয়া থাকেন। যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় না, শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিলে সে ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রতিমাকে আশ্রয় করিলে, তিনি কল্পলতার ন্যায় সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন।"

"পূজা চ বিহিতা তস্য প্রতিমায়াং নৃপাত্মজ!
শালগ্রামশিলায়ান্তু সাক্ষাৎ-শ্রীকৃষ্ণসেবনং।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ॥"

—পদ্মপুরাণ

"হে নৃপনন্দন! প্রতিমায় শ্রীকৃষ্ণের পূজা বিহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শালগ্রাম-শিলায় পূজা করিলে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হয়। জগদ্গুরু বাসুদেব শ্রীশালগ্রামে নিত্য অবস্থান করিতেছেন।"

"শালগ্রাম-শিলায়ান্তু প্রতিষ্ঠা নৈব বিদ্যতে।
মহাপূজান্তু কৃত্বাদৌ পূজয়েত্তাং ততো বুধঃ॥"

—স্কন্দপুরাণ

"শালগ্রাম-শিলার প্রতিষ্ঠা করিতে হয় না। পণ্ডিত ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে শ্রীশিলায় মহাপূজা করিয়া, পরে তাঁহাতেই নিত্য পূজা করিবেন।"

"সেব্যা নিজনিজৈরেব মন্ত্রৈঃ স্বস্বেষ্টমূর্ত্তয়ঃ।
শালগ্রামাত্মকে রূপে নিয়মো নৈব বিদ্যতে॥
শালগ্রামশিলা-স্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘ-নাশনং।
কিং পুনর্যজনং তত্র হরি-সান্নিধ্য-কারকং॥"

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস

"নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র দ্বারা শ্রীশালগ্রাম-শিলায় আপন আপন অভীষ্টদেবের অর্চ্চনা করিবে; এই পূজাকার্য্যে কোন (বিশেষরূপ প্রণালীবদ্ধ) নিয়ম নাই। শালগ্রাম শিলা স্পর্শ করিবামাত্র কোটী জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়। সুতরাং তাঁহার পূজা করিলে যে কি ফল হয়, তাহা আর কি বলিব—তদ্দ্বারা হরিচরণারবিন্দ লাভ হইয়া থাকে।"

"ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ।
তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু শালগ্রাম-শিলার্চ্চনং॥"

—স্কন্দপুরাণ

"মনুষ্য ব্রহ্মহত্যাদি যে কিছু পাপ করুক না কেন, শালগ্রাম শিলার পূজা করিলে তৎসমুদায় তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়॥"

"কামৈঃ ক্রোধৈঃ প্রলোভৈশ্চ ব্যাপ্তো যোঽত্র নরাধমঃ।
সোঽপি যাতি হরের্লোকং শালগ্রাম-শিলার্চ্চনাৎ॥
দীক্ষাবিধান-মন্ত্রজ্ঞশ্চক্রে যো বলিমাহরেৎ।
স যাতি বৈষ্ণবং ধাম সত্যং সত্যং ময়োদিতং॥
লিঙ্গৈস্তু কোটিভির্দৃষ্টৈর্যৎ ফলং পূজিতৈস্তু তৈঃ।
শালগ্রাম-শিলায়াস্তু একেনাপীহ তৎফলং॥
মল্লিঙ্গৈঃ কোটিভির্দৃষ্টৈর্যৎ ফলং পূজিতৈস্তু তৈঃ।
শালগ্রাম-শিলায়াস্তু একেনাপি হি তদ্ভবেৎ॥"

—পদ্মপুরাণ

"এ সংসারে যে নরাধম কাম, ক্রোধ ও লোভে পরিপূর্ণ সেও যদি শালগ্রাম-শিলার অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে তাহার বিষ্ণুলোকে গতি লাভ হয়। দীক্ষা-বিধানানুসারে যিনি মন্ত্র অবগত হইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার দীক্ষালাভ হইয়াছে, তিনি যদি শালগ্রাম-শিলায় পূজোপহার প্রদান করেন অর্থাৎ শালগ্রামের পূজা করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিষ্ণুলোকে গতি লাভ হইয়া থাকে। কোটি শিবলিঙ্গ দর্শন বা পূজা করিলে যে ফল হয়, একটীমাত্র শালগ্রাম-শিলা পূজা করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। স্বয়ং শ্রীশিব তৎপুত্র কার্ত্তিককে বলিলেন, হে বৎস! আমার কোটী লিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিলে যে ফল লাভ হয়, একটী মাত্র শালগ্রাম-শিলার পূজা করিলে, তাহাই হইয়া থাকে।"

"শালগ্রামশিলা-পূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন।
স চণ্ডালাদি-বিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ॥"

—পদ্মপুরাণ

"যে ব্যক্তি শালগ্রাম-শিলার পূজা না করিয়া কিছুমাত্র ভোজন করে, সে কল্পকাল পর্য্যন্ত চণ্ডালাদির বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

"গৌরবাচল-শৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যতে তস্য বৈ তনুঃ।
ন মতির্জ্জায়তে যস্য শালগ্রামশিলার্চ্চনে॥"

—স্কন্দপুরাণ

"শালগ্রাম-পূজায় যাহার মতি না হয়, অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা তাহার শরীর বিদারিত হয়।"

"এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥"

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৫ম বিঃ)

"অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যই হউন, অথবা যথাবিধি দীক্ষা-গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবদ্ভজনপরায়ণ স্ত্রী বা শূদ্রই হউন, সকলেই শালগ্রামরূপী শ্রীভগবানের পূজা করিবেন।

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥
স্ত্রীয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদং॥"

—স্কন্দপুরাণ

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অথবা সৎশূদ্র অর্থাৎ বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণ শূদ্র ইঁহাদিগের শালগ্রাম পূজায় অধিকার আছে, অন্যের অর্থাৎ অসৎ শূদ্রের (বিষ্ণুভক্তিবিহীন শূদ্রের) অধিকার নাই। স্ত্রী হউক বা শূদ্র হউক কিম্বা

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি হউক, শালগ্রাম পূজা করিলে নিত্যধাম শ্রীবৈকুণ্ঠ লাভ করিবে।"

"অতো নিষেধকং যদ্‌যদ্ বচনং শ্রূয়তে স্ফুটং।
অবৈষ্ণব-পরং তত্তদ্ বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৫ম বিঃ)

"অতএব স্ত্রী-শূদ্রাদির শালগ্রাম-পূজা-বিষয়ক যে সকল নিষেধ বাক্য স্পষ্ট শ্রবণ করা যায়, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, ঐ সমস্ত নিষেধ-বচন অবৈষ্ণবগণের পক্ষে বুঝিতে হইবে, বিষ্ণুভক্তগণের পক্ষে নহে।"

শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক মাহাত্ম্য

"মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎ কৃতং পূজনং হরেঃ।
সর্ব্বং সম্পূর্ণতামেতি কৃতে নীরাজনে শিবে!॥"

—স্কন্দপুরাণ

"হে পার্ব্বতি! শ্রীভগবানের পূজা যদি মন্ত্রহীন ও ক্রিয়াহীনও হয়, তথাপি আরতি করিলে তৎসমস্তই পূর্ণ হইয়া থাকে।"

"কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগম-কোটয়ঃ।
দহত্যালোক-মাত্রেণ বিষ্ণোঃ সারাত্রিকং মুখং॥"

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস

"আরাত্রিক সময়ে দীপমালার জ্যোতি দ্বারা শোভিত শ্রীবিষ্ণুর বদন-কমল অবলোকন করিবামাত্র কোটী কোটী ব্রহ্মহত্যা ও কোটী কোটী অগম্যা-গমন-জনিত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়॥"

"ধূপং চারাত্রিকং পশ্যেৎ করাভ্যাঞ্চ প্রবন্দতে।
কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং॥"

—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর

"ধূপ ও আরাত্রিকের দীপ দর্শন ও হস্ত দ্বারা বন্দনা করিলে, কোটীকুল উদ্ধার হয় ও বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠধাম লাভ হইয়া থাকে।"

"মহানীরাজনং কুর্য্যান্মহাবাদ্য-জয়-স্বনৈঃ।
প্রজ্বালয়েত্তদর্থঞ্চ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা।
আরাত্রিকং শুভে পাত্রে বিষমানেক বর্ত্তিকং॥"

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৮ম বিঃ)

"মহাবাদ্য ও জয়ধ্বনি সহকারে মহানীরাজন অর্থাৎ আরাত্রিক করিবেন। এই আরাত্রিকের জন্য সুবর্ণাদি ধাতু-নির্ম্মিত উত্তম বিস্তীর্ণ পাত্রে কর্পূর বা ঘৃত দ্বারা অনেক-বর্ত্তি-বিশিষ্ট অযুগ্ম অর্থাৎ বিযোড় দীপ প্রজ্বালিত করিবেন। (নয়টী, সাতটী বা পাঁচটী বর্ত্তি-বিশিষ্ট দীপই প্রশস্ত, তবে সাধারণতঃ পঞ্চপ্রদীপই প্রচলিত)

"বহুবর্ত্তি-সমাযুক্তং জ্বলন্তং কেশবোপরি।
কুর্য্যাদারাত্রিকং যস্তু কল্পকোটিং বসেদ্দিবি॥
দীপ্তিমন্তং সকর্পূরং করোত্যারাত্রিকং নৃপ!।
কৃষ্ণস্য বসতে লোকে সপ্তকল্পানি মানবঃ॥"

—স্কন্দপুরাণ

"যে ব্যক্তি বহু-বর্ত্তি-যুক্ত প্রজ্বালিত দীপদ্বারা কেশবের মস্তকোপরি আরাত্রিক করেন, তিনি কোটী কল্পকাল ব্যাপিয়া স্বর্গে অবস্থিতি করেন। যে মানব কর্পূর-যুক্ত জ্বলন্ত দীপ দ্বারা আরতি করেন, তিনি অনন্তকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুধামে অবস্থিতি লাভ করেন।"

"নীরাজনঞ্চ যঃ পশ্যেৎ দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
সপ্তজন্মানি বিপ্রঃ স্যাদন্তে চ পরমং পদং॥"

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৮ম বিঃ)

"যিনি দেবদেব চক্রপাণি শ্রীবিষ্ণুর আরাত্রিক দর্শন করেন, তিনি সপ্তজন্ম ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম লাভ করিয়া অবশেষে পরম পদ অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠধাম লাভ করিয়া থাকেন।"

"অতঃ সাদরমুত্থায় মহানীরাজনং ত্বিদং।
দ্রষ্টব্যং দীপবৎ সর্ব্বৈর্বন্দ্যমারাত্রিকঞ্চ যৎ॥"

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৮ম বিঃ)

"অতএব সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া পরম সমাদরে আরাত্রিক দর্শন ও দীপের বন্দনা করিবেন।"

বৈষ্ণব সদাচার

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

সদ্গুরুপাদপদ্ম হইতে দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র ও পাঞ্চরাত্রিকী মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ভজনেচ্ছু ভক্তের শ্রীগুরুপদান্তিকে অনেক কিছু জানিয়া লইবার আছে। কি ভাবে জানিতে হইবে তদ্বিষয়ে শ্রীভগবান্ স্বয়ংই শ্রীমুখে কহিয়াছেন যে,—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" অর্থাৎ তত্ত্বদর্শিজ্ঞানি গুরুবর্গ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিবিশিষ্ট শিষ্যকেই ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

(চৈঃ চঃ অ ৪।১৯২-১৯৩)

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ বিচারটি যিনি যত শুদ্ধভাবে—নিষ্কপটে অবলম্বন করিতে পারিবেন, তাঁহার চিদনুভূতি তত পরিস্ফুট হইবে, তিনি কৃষ্ণকৃপায় অপ্রাকৃত সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া—অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া অপ্রাকৃত স্বরূপানুভূতিক্রমে ততই শুদ্ধ কৃষ্ণসেবাধিকার লাভের সৌভাগ্য বরণ করিতে পারিবেন। লব্ধদীক্ষের শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদলব্ধ অপ্রাকৃত দেহ-দ্বারা অপ্রাকৃত ভাবসেবাকে সাধারণ প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণ তাঁহাদের প্রাকৃতবুদ্ধি সম্ভূত কর্ম্মানুষ্ঠান-সাম্যে দর্শন পূর্ব্বক শুদ্ধভক্ত শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অপ্রাকৃত চিন্ময় কলেবরে প্রাকৃতত্ব আরোপ জন্য মহাপরাধ-লিপ্ত হন। এ বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি যথা—

(প্রভু কহে—) "বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥"

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম কৃপাপ্রাপ্ত কুলীনগ্রামবাসী আদর্শ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীবসু রামানন্দ ও তাঁহার পিতা শ্রীসত্যরাজ খান গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য শ্রবণ করিতে চাহিলে শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনকেই গৃহস্থ বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য বলিয়া জানাইয়াছিলেন। তচ্ছ্রবণে সত্যরাজ চিন্তা করিলেন—শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদেশানুসারে কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন না হয় একরূপ বোধগম্য হইতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে বৈষ্ণবসেবন কার্য্যটি ত' কখনই সহজ হইতে পারে না, তাই তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো, বৈষ্ণব চিনিব কি প্রকারে এবং প্রকৃত বৈষ্ণব কে ও তাঁহার সামান্য অর্থাৎ সাধারণ লক্ষণই বা কি? তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে পর পর তিন বৎসরে যথাক্রমে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারী বৈষ্ণবের লক্ষণ জানাইয়াছিলেন। প্রথম বৎসরে কহিলেন—

(প্রভু কহে—)"যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য,—শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপক্ষয়।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
অনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণে প্রেমোদয়॥
* * *
অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৫।১০৬-১১১

দ্বিতীয় বৎসর কুলীন-গ্রামী পূর্ব্ববৎ স্বকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে জানাইলেন—

(প্রভু কহে—) "বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সংকীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৬।৭০

তচ্ছ্রবণে কুলীনগ্রামী শ্রীসত্যরাজ এবারও বৈষ্ণবের লক্ষণ জানিতে চাহিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে মধ্যম বৈষ্ণব-লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন—

"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥"

(চৈঃ চঃ ম ১৬।৭২)

তৃতীয় বর্ষে শ্রীসত্যরাজ খান পুনরায় পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব-লক্ষণ জানিতে চাহিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে উত্তম অধিকারী মহাভাগবত বৈষ্ণবের লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন—

"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥"

(চৈঃ চঃ ম ১৬।৭৪)

এই প্রকার তিন বৎসরে ক্রমানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম অর্থাৎ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমবৈষ্ণবের লক্ষন নির্দ্দেশ পূর্ব্বক গৃহস্থ বৈষ্ণবকে এই তিন প্রকার বৈষ্ণবের সেবাই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ করিলেন।

"যিনি কেবল বৈষ্ণবী দীক্ষা-মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ একবারও নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করেন নাই, তাঁহার প্রতি বৈষ্ণব-সেবা প্রযোজ্য নয়; কেবল 'সুহৃৎ, অতিথি' বলিয়া তাঁহাকে সম্মান করা আবশ্যক।"

(চৈঃ চঃ ম ১৬ অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য)

"বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষিত অনেকে তত্ত্বজ্ঞান-শূন্যতা-বশতঃ মায়াবাদাদি দোষে দূষিত থাকিতে পারেন, কিন্তু নামাপরাধশূন্য কৃষ্ণনামোচ্চারণকারী বৈষ্ণবের সে সব দোষ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। মন্ত্রদীক্ষিত ব্যক্তি—বৈষ্ণবপ্রায়, কিন্তু যিনি নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনাম করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও 'শুদ্ধবৈষ্ণব',—গৃহস্থবৈষ্ণব সেইরূপ বৈষ্ণবকেই সেবা করিবেন।" (চৈঃ চঃ ম ১৫।১১১ অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য)

শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন কি জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে নাম-সংকীর্ত্তনেরই শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—

"ভক্তি-সাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল—নামসংকীর্ত্তন॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(চৈঃ চঃ, ম ৬।২৪১-৪২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্যত্রও কথিত হইয়াছে—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।৭০-৭১

"তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনা-তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেই তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয়॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত-বৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাবে॥
সদা নাম লবে, যথালাভেতে সন্তোষ।
এই মত 'আচার' করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

(চৈঃ চঃ আ ১৭,২৬-৩১)

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥
এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক-শরণ॥"

(চৈঃ চঃ ম ২২।৮৪,৯০)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল পণ্ডিত জগদানন্দ তাঁহার 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

"অসাধু-সঙ্গে ভাই কৃষ্ণ নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস সদা হয়, নাম-অপরাধ।
এ-সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥

যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥
মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।"

ইত্যাদি ভূরি ভূরি মহাজনবাক্য আলোচনা করিলে ইহাই জানা যায় যে, ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছা-শূন্য শুদ্ধভক্ত-সাধুসঙ্গে নিরন্তর নামগ্রহণই সর্ব্বোত্তমা শুদ্ধভক্তি এবং ইহাই সর্ব্বপ্রধান বৈষ্ণব সদাচার।

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন"—(চৈঃ চঃ)। সম্বন্ধিতত্ত্ব—কৃষ্ণ, অভিধেয় সেই কৃষ্ণভক্তি এবং প্রয়োজন—কৃষ্ণপ্রেম। সম্বন্ধজ্ঞান-শূন্য দশ অপরাধযুক্ত নামগ্রহণকেই 'নামাপরাধ' বলে, অপরাধ-শূন্য অথচ সম্বন্ধ-জ্ঞানহীন অবস্থায় নামভজনই—'নামাভাস' এবং ঐ অপরাধশূন্য হইয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত অবস্থায় যে নাম গ্রহণ, তাহাই শুদ্ধ নাম।

শ্রীমন্মহাপ্রভু লক্ষনাম গ্রহণকারীকেই লক্ষপতি বলিয়াছেন। সেই লক্ষপতির হস্ত ব্যতীত অন্য কাহারও হস্তে যখন তিনি জল বিন্দুও গ্রহণ করিবেন না জানাইয়াছেন, তখন সেই লক্ষপতি হইবার চেষ্টাই সুতরাং সর্ব্ব প্রধান বৈষ্ণব-সদাচার। অন্যান্য যাবতীয় আচার-বিচার—সকলই উহাতে অনুস্যূত। 'বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে।' "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ, বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্"— ইহাই শ্রীমুখোক্তি। সেই বেদবেদ্য বেদান্তকর্ত্তা বেদজ্ঞ ভগবান্ শ্রীগীতাশাস্ত্রে ভক্তিকেই তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর চরম তাৎপর্য্যরূপে জ্ঞাপন করায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদিশাস্ত্র সেই ভক্তিকে নামসংকীর্ত্তন প্রধানা বলায় নিরন্তর সেই নামগ্রহণাচারমাত্রই সুতরাং শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্ম-পোষক—মুখ্যসদাচার, বা সদাচারের স্বরূপ-লক্ষণ, অন্যান্য যথালাভেতে সন্তোষ, অসৎসঙ্গ ত্যাগাদি সদাচার উহারই তটস্থ-লক্ষণ রূপে সর্ব্বদা তাহার আনুষঙ্গিকরূপে বিদ্যমান্।

শ্রীমন্মহাপ্রভু 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়' এই ন্যায়ানুসারে তাঁহার এই নামগ্রহণাচারে কোন কালাকাল, শৌচাশৌচ বিচার রাখেন নাই—'নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ',

"ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥"
"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥",
"ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥"

শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী শৌচে বসিয়াও শ্রীহরিনাম স্মরণের অনুকূল বিচার প্রদর্শন করায় শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছিলেন।

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥"

অর্থাৎ বহির্বিচারে পবিত্রই হউন আর অপবিত্র হউন, যে কোন অবস্থা প্রাপ্ত হউন না কেন, যিনি শ্রীভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ—পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির নাম স্মরণ করিবেন, তিনিই বাহিরে ও ভিতরে পবিত্র হইতে পারিবেন।

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

অর্থাৎ সর্ব্বদা শ্রীভগবান্ বিষ্ণু-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে হইবে, ইহাই বিধি এবং তাঁহাকে কদাচিৎ বিস্মৃত হইতে হইবে না, এইটিই নিষেধবাক্য। শাস্ত্রোল্লিখিত যাবতীয় বিধি নিষেধ-মূলক নির্দ্দেশ এই দুই মুখ্যবিধানের কিঙ্করস্বরূপ অর্থাৎ শাস্ত্রে যত কিছু বিধি-নিষেধপর বাক্য বলা হইয়াছে, তাহার মুখ্যতাৎপর্য্য—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতি। শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় সদাচারেরও ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সদাচার বহির্ভূত কোন আচরণ করিতে হইবে না, কিন্তু লক্ষনাম গ্রহণকেই মুখ্য সদাচার জানিয়া ভক্তিপ্রতিকূলভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার ও ভক্তি অনুকূলভাব স্বীকার করিতে হইবে।

[আমরা শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত শাস্ত্রোক্ত সদাচার সমূহ ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি।]

শ্রীভগবান্ কে?

[শ্রীনিশিকান্ত মৌলিক]

জ্ঞানবান্—যাহার জ্ঞান আছে, বুদ্ধিমান্—যাহার বুদ্ধি আছে, ধনবান্—যাহার ধন আছে, সেইরূপ ভগবান্—যাঁহার 'ভগ' আছে তাঁহাকে বুঝায়। 'ভগ' কাহাকে বলে?

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

অর্থাৎ যাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য আছে তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান্।

সমগ্র ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাক্ষাৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবী যাঁহার পদসেবা করেন অর্থাৎ দাসী, সমগ্র ঐশ্বর্য্য তাঁহারই।

বিষ্ণুই সমগ্র অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছেন। হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কংস ও অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতি কংস প্রেরিত সমস্ত অসুরগণকে বিষ্ণুই (রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহ, বরাহাদি রূপে) বিনাশ করিয়াছেন।

শিবের একটি নাম আশুতোষ। তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট হন বলিয়া তাঁহার নাম আশুতোষ। একদা শকুনি-পুত্র বৃক নামক অসুর দেবর্ষি নারদসকাশে শিবই অল্প সাধনায় সন্তুষ্ট হন জানিয়া কেদারক্ষেত্রে তাঁহার কঠোর উপাসনা আরম্ভ করিল। আশুতোষ সপ্তম দিবসে সাক্ষাৎকার হইলেন এবং বর দিতে চাহিলেন। বৃকাসুর "যার মাথায় আমি হাত দিব সে ছিন্নমস্তক হ'য়ে মৃত্যু-মুখে পতিত হবে। —যস্য যস্য করং শীর্ষ্ণি ধাস্যে স ম্রিয়তামিতি"—এই প্রকার একটী উদ্ভট বর চাহিয়া বসিল। আশুতোষ "তথাস্তু" বলিয়া চলিয়া যাইতেছেন তখন বৃকাসুর তাঁহার গৌরীহরণাভিলাষী হইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য তাঁহাকে বলিল—"ঠাকুর, একটু দাঁড়াও, আমি তোমার মাথায় হাত দিয়ে দেখি, তুমি যে বর দিলে তা' সত্য কিনা।" শিবঠাকুর তখন বিষম ফাঁপরে পড়িয়া ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে ছুটিতে ছুটিতে তমোগুণাতীত অবিদ্যাবরণশূন্য স্বপ্রকাশ বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইলেন। বৃকাসুরও তাঁহার পিছনে পিছনে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। বিপত্তারণ মধুসূদন বুঝিলেন শিবঠাকুর বিপদে পড়িয়াছেন। তিনি স্বীয় অচিন্ত্য যোগমায়াবলে এক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের বেশে রাস্তায় দাঁড়াইয়া বৃকাসুরকে ডাকিতে লাগিলেন—"ও বৃকাসুর, শোন, শোন, তুমি দৌড়াচ্ছ কেন?" বৃকাসুর—"না, আমি এখন দাঁড়াতে পারব না, ঐ শিবঠাকুর পালিয়ে যাবেন।" ব্রাহ্মণ—"কেন ঐ পাগ্‌লা কি করল, শোন শোন।" বৃকাসুর—"উনি আমাকে বর দিয়েছেন যে যার মাথায় আমি হাত দিব, তার মাথা ছিন্ন হয়ে যাবে। তাই আমি তাঁর মাথায় হাত দিয়ে তাঁর বর পরীক্ষা করতে চাচ্ছি, আর উনি পালাচ্ছেন।" ব্রাহ্মণ—"শিব ঠাকুর ত' এক মহাপাগল, তুমি একজন প্রামাণিক ব্যক্তি হয়ে কি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পাগল হলে? ও শ্মশানে, মশানে থাকে, হাড়ের মালা গলায় পরে, ছাইভস্ম মাখে, ঐ পাগলের কথার কি কোন মূল্য আছে? তুমি নিজের মাথায় হাত দিয়ে শিবের বর ঠিক কি না পরীক্ষা করে দেখ। যদি তার কথা মিথ্যা হয়, তা হ'লে হে দানবেন্দ্র, ঐ মিথ্যাবাদীকে এখনই মেরে ফেল যাতে সে আর কাউকে মিথ্যা কথা বলে পুনরায় ঠকাতে না পারে।" বৃকাসুর শ্রীভগবানের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যেমন তাহার নিজের মাথায় হাত দিয়াছে অমনিই বজ্রাহতের ন্যায় ছিন্নমস্তক হইয়া ভূপাতিত হইল। শিবঠাকুর বাঁচিলেন। এইরূপ কলে কৌশলে, কখনও স্বহস্তে কখনও বা অপরের দ্বারা বিষ্ণুই সমস্ত অসুর ধ্বংস করেন। সুতরাং তাঁহার বল বীর্য্যের তুলনা হয় না। অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি তাঁহার।

এইরূপে তাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য্য এবং সমগ্র বীর্য্য থাকায় তাঁহার যশও অসামান্য, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

'শ্রী'শব্দের অর্থ রূপ। শ্রীভগবানের রূপের তুলনা নাই।

"যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন, সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ।" এই জগতে সুন্দরী কামিনীর রূপ কোথা হইতে আসিল? সেই ভগবানের রূপের এক কণাভাস সেই সুন্দরী কামিনী জগৎকে মোহিত করিতে পারে। শিবও ভগবানের মোহিনীরূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, ব্রহ্মাও নিজ কন্যার হাত ধরিয়া টানিয়াছিলেন, ইন্দ্র গুরুপত্নী হরণ করিয়াছিলেন। শ্রীরাধারাণী বলিয়াছেন—

"জনম অবধি হাম, ও রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ জনম, হিয়ে হিয়া ধরিনু
তবু হিয়া জুড়ান না গেল॥"

শ্রীরাধারাণী জন্ম গ্রহণের সময় হইতে চক্ষু বুঁজিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য কৃষ্ণরূপ ভিন্ন অন্যরূপ দেখিবেন না। মাতা যশোদা যখন কৃষ্ণকে কোলে করিয়া বৃষভানুরাজার বাড়ীতে গেলেন, তখন তাঁহার সদ্যজাত কন্যাকে দেখিতে কৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়াছেন জানিয়া রাধারাণী চক্ষু মেলিয়া কৃষ্ণ দর্শন করিলেন। সেই কৃষ্ণ দর্শন করিলেন জন্ম হইতে, এখনও দেখিতেছেন কিন্তু এখনও সাধ মিটিল না, নিত্যই নূতন দেখেন, যত দেখেন, ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। এমন কি শ্রীভগবান্ স্বয়ং নিজের রূপ আয়নাতে দেখিয়া নিজেই মুগ্ধ হইয়া, নিজরূপকে আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহাতে সমগ্র রূপের সমাবেশ বুঝা যায়।

'জ্ঞান' সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে যিনি এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, সেই বিশ্বে এই যে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী ইত্যাদি অবস্থিত, ইহাতে যে জ্ঞানের নবনব বিচিত্রতা আছে, মনুষ্যজাতি এখনও তাঁহার অন্ত পান নাই। মনুষ্য জাতি কেন দেবতারাও অন্ত পান নাই। এই মনুষ্য শরীরে চোখে কেন দেখে, কাণে কেন শুনে, জিহ্বায় কি করিয়া আস্বাদ গ্রহণ করে, নাক কি করিয়া গন্ধ পায়, ত্বক্ কি করিয়া স্পর্শ বুঝে, ইহার মূল কারণ কি তাহা কি মনুষ্য বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে? এইরূপ একটি চোখ, এইরূপ একটি কাণ, এইরূপ একটি জিহ্বা, এইরূপ একটি নাক ও এইরূপ ত্বক্ এখনও কি কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন? মনুষ্য শরীরে 'এপেন্ডিক্স' বলিয়া একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র আছে, তাহার কাজ কি এখনও কোন ডাক্তার বাহির করিতে পারিয়াছেন? এপেণ্ডিসাইটিস্ হইলে ডাক্তারেরা উহা কাটিয়া বাদ দিয়াদেন।

শ্রীভগবান্ কিরূপ বৈরাগ্যবান্, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মত বিশ্বের কোন বস্তুতে আসক্ত নহেন। এইরূপ কোটী ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইয়া গেলেও তাহাতে তাঁহার কিছুই আসে যায় না।

বিচার করিয়া দেখিলে একমাত্র কৃষ্ণতেই সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য আছে, এইরূপ বুঝা যায়। ভগবান্ শব্দের অর্থদ্বারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই ভগবান্ বলিয়া জানা যায়। এই কারণে শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, মহাভারত, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকেই ভগবান্ বলিয়াছেন।

শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষা

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

একদা করিল যজ্ঞ ঋষিগণ মিলি'
সরস্বতীতীরে পুরাকালে। সেইকালে
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এতিন দেবের
মাঝে কেবা হন শ্রেষ্ঠ—এ বিষয় ল'য়ে
হইল বিতর্ক। কেহ বলে—যেবা এই
জগতেরে করেছে সৃজন, সেই ব্রহ্মা
হইলেন শ্রেষ্ঠ সবাকার। কেহ কহে,
বিষ্ণু যদি সৃষ্ট জীবে না করে পালন,
তবে এই বিশ্ব-সৃষ্টি কিসের কারণে?
অতএব বিষ্ণুই সবার শ্রেষ্ঠ—একথা

সকলে মানিবে। কেহ বা বলিল উচ্চে,
আদিদেব মহাদেব সবাকার সেরা।
এই মত তর্ক চলে কতকাল ধরি'—
যে যাহার পক্ষসমর্থনে দেখাইল
বিবিধ যুকতি। কোন ফল হইল না
তাহে। অবশেষে এবিষয় জানিবার
তরে সকলে মিলিয়া পাঠাইয়া দিল
ব্রহ্মার মানস পুত্র ভৃগুমুনিবরে
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আছেন যেথায়।

মুনিবর বাহিরিয়া তত্ত্বানুসন্ধানে
ব্রহ্মার সভায় ক্রমে হ'ল উপনীত।
তাঁহার প্রভাব মুনি পরীক্ষার লাগি',
করিলনা কোনরূপ স্তুতি উচ্চারণ,
অথবা প্রণতি ; তাহাতে হইল ক্রুদ্ধ
ব্রহ্মা প্রজাপতি।

অনল হইতে হয়—
জলের জনম, সেই জলে পুনঃ হয়
অগ্নি নির্বাপণ ; তেমতি ব্রহ্মাও নিজ
তনয়ের প্রতি সঞ্জাত ক্রোধে করিল
দমন আপন মানসে। হেরিয়া পিতার
এই রজোগুণ, চলিগেলা ভৃগুমুনি
শিবধামে কৈলাস-শিখরে।

ব্যাঘ্র চর্ম্মে
উপবিষ্ট দেব মহেশ্বর, করিছেন
পদসেবা আপনি পার্বতী ; নিজাসন
হ'তে উঠি' দেব মহেশ্বর আলিঙ্গন
করিবারে হ'ল অগ্রসর মুনিবরে
প্রফুল্ল অন্তরে। শঙ্করের আলিঙ্গন
লইলনা ভৃগুমুনিবর। 'উচ্ছৃঙ্খল
তুমি অতি, কেহ না পাইবে সুখ তোমা
আলিঙ্গিয়া', কহিলেন মুনি, পরীক্ষিতে
মহত্ত্ব তাঁহার। শুনিয়া কুপিত হ'ল
দেব ত্রিনয়ন। 'কি বলিলি, ওরে তুই
দুর্ম্মতি ব্রাহ্মণ? অতিশয় অহঙ্কার
হইয়াছে তোর!' এত বলি ক্রোধভরে
হ'য়ে অগ্রসর, লইয়া ত্রিশূল তাঁর
ভৃগুরে করিতে বধ হইল উদ্যত।
হেরিয়া পার্বতী দেবী গণিলা প্রমাদ।
তখনি পড়িয়া দেবী শঙ্কর চরণে,
করিলেন শান্ত তাঁরে মধুর বচনে।
দেবীর কথায় শান্ত হইল শঙ্কর।

ভৃগুমুনি গেলা চলি শ্রীবৈকুণ্ঠধামে,
যেথা লক্ষ্মীদেবী-ক্রোড়ে স্থাপিয়া মস্তক
নারায়ণ আছিল শয়ান। তথা আসি'
মুনিবর বিষ্ণুবক্ষে করে পদাঘাত।
বলিল সক্রোধে—'বিশ্বের পালনভার
তোমার উপরে, তুমি এবে রহিয়াছ
সুখের শয়নে রমণীর অঙ্কোপরি?
লজ্জা আর ভয় কিবা ছাড়িয়াছে তোমা!'
সসম্ভ্রমে উঠি হরি পর্য্যঙ্ক হইতে,
সাধুজন-গতি, লক্ষ্মীর সহিত পদে
ধরি' করিয়া প্রণতি, কহিল বিনয়ে—
"ওহে মুনিবর! হ'য়েছে কি সুখে তব
হেথা আগমন? এ আসনে ক্ষণকাল
বসুন আপনি। জানিতে পারিনি আগে
হেথা প্রভো! হবে তব শুভ আগমন।
তাহাতে যে অপরাধ হ'য়েছে মোদের
অবশ্য ক্ষমিবে তাহা। পাদোদক তব
বিশুদ্ধি আনিতে পারে তীর্থ সমূহের ;
তাদৃশ উদকদানে কর পূত মোরে,
বৈকুণ্ঠ ধামেরে মোর, লোকপালগণে
যারা মোর আশ্রিত সতত। ভগবন্!
তব পাদস্পর্শে মোর সর্বপাপ হ'ল
বিদূরিত। তাই অতঃপর লক্ষ্মী দেবী
নিশ্চলা হইয়া বাস করিবেন মম
বক্ষঃস্থলে। হইলাম লক্ষ্মীর একান্ত
আশ্রয়। হেরিয়া হরির সেই অদ্ভুত
ব্যাপার, আর শুনি' সে মধুর বচন
মুনিবর লভিল সন্তোষ। ভক্তিপ্লুত-
হৃদে রহে মৌন কিছুকাল। নেত্রদ্বয়ে

বহে অশ্রুধার। পুলকে পুরিল অঙ্গ।
ভক্তিভরে প্রণিপাত করি' বিষ্ণুপদে
অতঃপর ভৃগুমুনি করিল গমন
পুনরায় যজ্ঞস্থলে, মুনিগণ মাঝে।
করিল বিবৃত সমূহ ঘটনা যাহা
নিজে করে অনুভব দেবত্রয় কাছে।
শুনি' সেই অপূর্ব বারত্তা ঋষিগণ
মানিল বিস্ময়; বিষ্ণু যে দেবতা-শ্রেষ্ঠ—
এ বিষয়ে রহিল না সংশয় তাঁদের।
বিষ্ণু হ'তে পাওয়া যায়, শান্তি, অভয়,
ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য অষ্টবিধ;
সর্বপাপবিনাশন যশ লাভ হয়
তাঁহা হতে। কামনাবিহীন নিষ্কিঞ্চন
সাধুগণের পরাগতিরূপে কীর্ত্তিত
শাস্ত্রেতে; বিবেকী মানবগণ সদাই
সেবা করেন তাঁহার এ-সব কারণে।
বুঝিলেন—গুণত্রয় মাঝে সত্বগুণ
পুরুষার্থ সাধনের হইবে সহায়।
অতএব সবে মিলি' বিষ্ণুর চরণ
সেবিয়া পাইল তারা পরমা মুকতি॥

লিঙ্গস্ফোট শ্রীনৃসিংহদেব

[শ্রীক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায় বি, এ]

বিষ্বক্‌সেন নামে এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে একদিন একাকী কোন বনের নিকট আসিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। সেই বনের নিকটে একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে একজন জমিদার বাস করিতেন। জমিদার-পুত্র প্রত্যহ নিজকুল-দেবতা শ্রীশিবের পূজা করিত। দৈবাৎ ঐ দিন জমিদার-পুত্র অসুস্থতা-নিবন্ধন অন্য পূজকের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া সেই ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইল। জমিদার-পুত্র ব্রহ্মণকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ নিজের পরিচয় দিলেন। ব্রাহ্মণের পরিচয় পাইয়া জমিদার-পুত্র বলিল,—দেখ আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে। তজ্জন্য আমি আমার ইষ্টদেব শিবের পূজা করিতে পারিতেছি না। অতএব তুমি আমার পরিবর্তে অদ্য শিবের পূজাটি করিয়া দাও। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আমরা একান্ত বিষ্ণুভক্ত। এজন্য বিষ্ণু ব্যতীত অন্যকোন দেবতার পূজা করি না।" ব্রাহ্মণ শিবের পূজা করিতে অস্বীকার করিতেছে দেখিয়া জমিদার-পুত্র একটি খড়্গ লইয়া ব্রাহ্মণের মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ব্রাহ্মণ মনে মনে স্থির করিলেন,—আমার এই ভগবদ্ভজন-যোগ্য মনুষ্যদেহটি কেন বৃথা নষ্ট হইবে? চতুরতার সহিত শরীরটাকে রক্ষা করিয়া ভগবদ্ভজন করাই উচিত। আমি শিবের মধ্যে সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীহরিরই পূজা করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ উক্ত জমিদার-পুত্রকে বলিলেন—"মহাশয় ক্ষমা করুন। চলুন, আমি তথায় গিয়া পূজা করিব।" তখন জমিদার-পুত্র শান্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে লইয়া শিবের নিকট গমনপূর্বক পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

শিবের নিকট গিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের ভক্ত। অতএব আমি রুদ্রের মধ্যে তাঁহার অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবেরই পূজা করিব।" এইরূপ বিচার করিয়া ব্রাহ্মণ "শ্রীনৃসিংহায় নমঃ" বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিলে শিবপূজার পরিবর্তে বিষ্ণুরই পূজা করিতেছে—ইহা জানিতে পারিয়া সেই দুর্দান্ত জমিদার-পুত্র পুনরায় ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিল। তখন অকস্মাৎ শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্য হইতে ভক্তরক্ষার্থ শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং আর্বিভূত হইলেন এবং সেই ভক্তবিদ্বেষী জমিদার-পুত্রকে সবংশে বিনাশ করিলেন। এই শ্রীবিগ্রহই দাক্ষিণাত্যে সুপ্রসিদ্ধ "লিঙ্গস্ফোট শ্রীনৃসিংহদেব" নামে অদ্যাপি বিরাজিত আছেন। শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের উদয় হইয়াছিল বলিয়া ইঁহার নাম "লিঙ্গস্ফোট শ্রীনৃসিংহদেব হইয়াছে।

—গৌরপার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত 'শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ' গ্রন্থের ১০৫ সংখ্যায়. বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় এই উপাখ্যানটি উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—ত্যাগীও কি বদ্ধ?

উত্তর—ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই বদ্ধ। একমাত্র ভক্তই নিত্য কৃষ্ণ-সেবাপর। ভক্ত ভোগীও নন্, ত্যাগীও নন্। কেবল সাক্ষাৎকার ও স্মৃতি—এই দ্বিবিধ ভূমিকায় তাঁহার সেবা সংঘটিত হয়। ভক্তের স্বসুখ-বাঞ্ছা নাই, তিনি সতত ভগবৎসুখানুসন্ধানে ব্যস্ত। কিন্তু ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই স্বসুখকামী। এজন্য তাঁহারা দুঃখ পান। ভক্তের কামনা নাই, তিনি নিষ্কাম; এজন্য ভক্তই প্রকৃত সুখী।

ভগবৎ-সেবাই জীবের ধর্ম্ম। এই ভগবৎসেবায় শৈথিল্য আসিলেই জীব হরিসেবা ব্যতীত ভোগ্য ইতর বস্তুর—জগতের বা বিশ্বের প্রভু হইবার ইচ্ছাবিশিষ্ট হয়। সুতরাং সাবধান থাকিলে ইহ ও পর জগতে কৃষ্ণ-সেবোন্মুখতার ব্যাঘাত নাই। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে কি?

উত্তর—জীব অণুচিৎ; বৃহৎ-শক্তি মায়া তাহাকে আবরণ করিতে পারে। তদ্দ্বারা তাহার সেবা-বৈমুখ্য বা সেবা-শৈথিল্য লাভ ঘটে। জীব স্বতন্ত্র-ইচ্ছাবিশিষ্ট অণুচিৎ। স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশে সে অভক্ত ও ভক্ত—এই দুই প্রকারে অবস্থান করে। অভক্ত-অবস্থাই তাহার-বদ্ধাবস্থা বা সেবা-বৈমুখ্য। তৎফলে তাহার ব্রহ্ম হইবার বাসনা ও মায়ার প্রভু হইবার দুর্দ্দমনীয় চেষ্টা লক্ষিত হয়। শুদ্ধভক্তের কৃপায়ই সেবাধর্ম্মে জাগরণ বা আত্মধর্ম্মে তাহার স্বাস্থ্য লাভ ঘটে, তখন আর তাহাকে বদ্ধ হইতে হয় না। জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাশ করিবার প্রয়াস পাইলে উহা প্রাকৃত গুণ মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। জড়তা ও চেতনতা এক নহে। জড় ভোগেচ্ছা চেতনা-বরণী ও বিক্ষেপিনী। ভক্তের কৃপা হইলে স্বতন্ত্র-ইচ্ছাযুক্ত বদ্ধাবস্থা অনায়াসে ছাড়িয়া দেওয়া যায়। ভক্তের আনুগত্যই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার আর নিজ ভোগেচ্ছাই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—বহিরঙ্গা শক্তি ও চিচ্ছক্তির কার্য্য কি?

উত্তর—নশ্বর বিশ্ব ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি প্রকটিত; উহাতে গুণত্রয় ক্রিয়াবিশিষ্ট। আর নিত্য জগৎ চিচ্ছক্তি-প্রকটিত; তথায় হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই শক্তিত্রয় সর্ব্বক্ষণ কার্য্য করেন। চিচ্ছক্তি প্রকটিত জগৎ অচিচ্ছক্তি সৃষ্ট জগৎ হইতে ভেদধর্ম্ম-বিশিষ্ট। জীবের স্বরূপ—ভেদাভেদপ্রকাশ এবং ভগবানের তটস্থাশক্তি হইতে উদ্ভূত। ভগবানের এই তিনটী শক্তিই নিত্য। যখন তটস্থ-শক্তিপ্রকটিত জীব অনিত্য সংসারে ভোগী হয়, তখনই তাহার অমঙ্গল হয় বা দুঃখ হইয়া থাকে। জীব ভগবদ্বিমুখ হইলেই বহিরঙ্গাশক্তি মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়। আর ভগবদুন্মুখ হইলে চিচ্ছক্তি তাহাকে ভগবৎ-সেবায় সাহায্য করে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—গুরুতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্বে কি বৈশিষ্ট্য?

উত্তর—শ্রীরাধাঠাকুরাণী স্বয়ংরূপ মূল আশ্রয়বিগ্রহ। শ্রীরাধা মধুররসাচার্য্যশিরোমণি। শ্রীবার্ষভানবী কৃষ্ণকান্তা-মুকুটমণি। মধুররসাচার্য্য মদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধার প্রিয়সখী—নিত্যসিদ্ধ ব্রজগোপী। শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের "গুরুরূপা সখী বামে" প্রভৃতি বাক্য আলোচনা করিলে জানা যায় যে, গুরু বা সখী শ্রীবার্ষভানবীরই কায়ব্যূহ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শারীরিক সুস্থতালাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কি অভক্তি বা ভক্তিবাধক?

উত্তর—না। শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য। কেবল ভজনার্থী হইয়া শারীরিক মঙ্গল লাভ করিবার ইচ্ছাও ভক্তির অনুকূল ব্যাপার। কিন্তু অনর্থযুক্ত-ভাব লাভ করিবার জন্য নিরাময় হইবার আকাঙ্ক্ষামূলে ভগবানের নিকট হইতে অভক্তের সেবা আদায়ের যে চেষ্টা তাহা বরণীয় নহে।

পরন্তু বিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপদ্মে কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে সুস্থ হইবার প্রার্থনা নিশ্চয়ই আদরণীয়।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—অসুস্থ অবস্থায় কি ভজন করণীয়?

উত্তর—দৈহিক অবস্থা ভাল না থাকিলেও কৃষ্ণভজনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া কৃষ্ণভজন হইতে বিরত হইব না, মনে করিতেছি। তবে একেবারে অসমর্থ হইলে ভজন কেবল স্মরণ-মাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—অভক্তকে ভক্ত মনে করা কি উচিত?

উত্তর—না। গুরু নামাচার্য্য—শ্রীনাম-কীর্ত্তনকারী। নামাপরাধীকে গুরু জ্ঞান করা উচিত নয়। সদ্গুরু কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না—কাহারও মনযোগান কথা বলেন না, প্রেয়ঃপন্থী ব্যক্তি শ্রেয়ঃপন্থী ভক্তের কথা পছন্দ করেন না। তাঁহারা মনের মত কথা খুঁজিয়া বেড়ান। এজন্য তাঁরা প্রকৃত মঙ্গললাভে বঞ্চিত হন।

অভক্তকে ভক্ত মনে করা, মিছাভক্তিকে ভক্তি মনে করা আত্মবঞ্চনা মাত্র। ভক্তের সেবা বা ভক্তকে সম্মান করার সৌভাগ্য না হইলে অভক্তকে ভক্ত সাজাইবার ইচ্ছা হয়। ময়ূরপুচ্ছ লাগাইয়া কাক কি ময়ূর হইতে পারে? নীলবর্ণ শৃগাল কি পশুরাজ হইতে পারে? ছলনা কয় দিন ঢাকা থাকিবে? সত্য প্রকাশিত হইবেই।

যাঁহারা কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁহারা দুর্ব্বল নহেন, তাঁহারাই সবল বা দৃঢ়চিত্ত। কৃষ্ণসেবাই বড় জিনিষ, কৃষ্ণসেবকই বড়, ভাগ্য ভাল হইলে ইহা বুঝা যায়। ক্ষুদ্র ধনমদ, তুচ্ছ বিদ্যামদ, অকিঞ্চিৎকর রূপমদ প্রভৃতিকে বহির্ম্মুখতা বশতঃ বড় করিয়া তুলিলে কৃষ্ণসেবায় ও কৃষ্ণভক্তের সেবায় ঔদাসীন্য আসিয়া বিপদ্ ঘটাইবে।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা কি ভক্তিবাধক?

উত্তর—জড়প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া লাভ নাই। তাহা বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাতকারক। প্রতিষ্ঠারূপিণী শৌকরী বিষ্ঠার কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

পথ দুইটী শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। ভক্তিপথের পথিকগণ শ্রেয়ঃপন্থী। বিষয়ী সঙ্গ আমাদের পক্ষে অমঙ্গলকর।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—অসৎসঙ্গ কি পরিত্যাজ্য?

উত্তর—বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিবার ভাগ্য সকলের হয় না। কেহ অজ্ঞতাবশতঃ আমাকে কটাক্ষ করিলে আমার উপকারই হয়; কিন্তু আমার নিত্য-আরাধ্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া কেহ কেহ পিতৃপুরুষ সহ নরকগামী হয়, ইহাই আমার দুঃখ।

দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া নিজের মঙ্গল সাধন করাই বুদ্ধিমত্তা। মিছাভক্তের সঙ্গ করা বিপজ্জনক। যাহারা ভোগ ও ত্যাগ স্বীকার করে, তাহারা ভক্তির উল্টাপথেই চলিতেছে। আউল, বাউল প্রভৃতি ১৩টী অপসম্প্রদায় আছে। তাহাদের সঙ্গ দুঃসঙ্গ। সেরূপ অধঃপতিত দুঃসঙ্গকে—ধর্ম্মধ্বজী স্ত্রীসঙ্গীকে সৎসঙ্গ জ্ঞান হইলে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। আপনি ঐ সব বিপথগামীর সঙ্গ করিবেন না। অসতের সঙ্গ করিলে অধঃপাত হয়।

জড়ভোগী বা জড়রসানন্দী ব্যক্তি অদীক্ষিত ও দিব্যজ্ঞানবর্জ্জিত। তাহারা মিছাভক্ত বা অসৎ। এরূপ অসতের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ ও সাধুশাস্ত্র মিলাইয়া জীবন পথে অগ্রসর হউন।　(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কে ভগবৎ-সেবার জন্য ব্যস্ত হয় না?

উত্তর—যাহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত অন্য ইতর বস্তু অভিলাষ করে, তাহাদিগকে প্রশংসা করা যায় না। উহা তাহাদের মন্দভাগ্যের বিষময় ফল স্বরূপ। যাহাদের মঙ্গল বিলম্বে হইবে, সেই অল্পবুদ্ধি জনগণই ভগবৎ-সেবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া অন্যাভিলাষী হইয়া পড়ে—সংসারাসক্তি বাড়াইয়া তুলে। আপনারা সে-সব লোকের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্।　(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—বাহাদুর হওয়া কি ভাল?

উত্তর—না। গুরুলঙ্ঘন ও প্রতিষ্ঠাশা সর্ব্বনাশকর। অতিরিক্ত অর্থ ও বাহাদুরীর গরম ভগবদ্ভক্তের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। তাহাতে গুরুলঙ্ঘন-জনিত অসুবিধাই হইতে পারে। আপনি আশীর্ব্বাদ করিবেন

যেন আমার চিত্ত 'হামবড়া বাহাদুর' হইবার দিকে বাধিত না হয়। আমি অনেক সময় যাঁহাদিগকে আত্মীয় জ্ঞানে কর্কশ ও রূঢ় বাক্য বলিয়া থাকি, তাঁহারা রাগ করিবেন— এই উদ্দেশ্যেই বলি, কিন্তু আপনার বিচার 'উল্টা বুঝিলি রাম' হইয়া গেল, ইহাই দুঃখ। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—দীক্ষিত ভক্ত পিতৃশ্রাদ্ধ কি ভাবে করিবেন?

উত্তর—দীক্ষিত নামাশ্রিত ব্যক্তি দশাহের পরে একাদশ দিবসে মহাপ্রসাদ দ্বারা পিণ্ড দিয়া শুদ্ধভক্ত বিপ্রগণকে সেবা করাইবেন। উহা মঠে আসিয়া করাই ভাল। আর যাঁহারা ভক্ত নন্ বা দীক্ষিত নন্, যাঁহারা হরিনাম করেন না এবং সমাজের বাক্যবাণ সহ্য করিতে পারিবেন না, তাঁহারা স্মার্ত্তমতে পিণ্ড দিবেন। শ্রীহরিনাম করিয়া পিতৃপুরুষগণকে প্রেতজ্ঞান শাস্ত্রানুমোদিত নহে। তবে স্মার্ত্তমতে যে সকল ব্যবস্থা আছে, উহা অধিকার বিচারে ব্যবস্থিত। বিশেষতঃ স্মার্ত্তমতে শ্রাদ্ধ করিলে পুনরায় মাতৃকুক্ষিতে গমন করিতে হয়। ভগবদ্ভক্তগণ তাহা কখনও স্বীকার করেন না।

স্মার্ত্তের বিচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া স্মার্ত্তপদ্ধতি ভক্তগণ স্বীকার করেন না। আর মুক্তগণের শাস্ত্র ও বিচারপ্রণালীও স্মার্ত্তের বোধগম্য নহে।

যাঁহারা ভক্ত নহেন, তাঁহারা শূদ্রবিচারে ত্রিংশৎ দিবস শোকচিহ্ন ধারণ ও কাঁচা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিবেন।

নামাশ্রিত ভক্তগণ প্রত্যহ শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের স্মার্ত্তবিধির জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না। পরলোকে গমন করিয়া বৈষ্ণব প্রেত হন এবং তাঁহার শ্রাদ্ধ অনিবেদিত বস্তুতে হইবে বলিয়া যে কুমত চলিত আছে, সে সকল কথা হইতে আপনি দূরে থাকিবেন। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—অসন্তুষ্ট ভাব কি করিয়া যায়?

উত্তর—ভগবানে ভক্তি থাকিলে জীবের অসন্তোষের কোন কারণ থাকে না। এই পৃথিবীতে আমরা সেবাবিমুখ হইয়াই কর্ম্মফলাধীন হই। কর্ম্মফলে কখনও সুখভোগ বা প্রণয়, আবার কখনও দুঃখভোগ বা বিদ্বেষভাবাপন্ন হই। ভগবৎ-সেবার প্রয়োজন বোধ উদিত হইলে যাবতীয় ক্লেশ ও সুখৈষণা আমাদের কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। তুমি সর্ব্বদা ভগবৎসেবায় মন দিবে। তাহা হইলে কেহই তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। চঞ্চল হইয়া বা কাহারও প্রতি অসন্তুষ্টভাব প্রদর্শন করিয়া যদি তুমি পৃথিবীতে থাক, তাহা হইলে ভগবৎসেবার কথা তোমার মনে পড়িবে না, বাহ্যসুখ, দেহসুখ বা মানসিক অসন্তোষরূপসুখ তোমাকে হরিসেবা করিতে দিবে না। সুতরাং তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন হইয়া ভগবদিচ্ছাক্রমে কুরুক্ষেত্রেই থাক, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। যে দিন শ্রীগৌরহরি তোমাকে অন্যত্র পাঠাইবেন সেই দিনের জন্য তুমি অপেক্ষা কর। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আউল, বাউল কি বৈষ্ণব নয়?

উত্তর—আউল, বাউল প্রভৃতি অবৈষ্ণব। তাহারা মাতাজী লইয়া কপট ভেকধারীর বেষে বেড়ায়। ভক্তের ক্রিয়া ও মিছাভক্তের দৌরাত্ম্য বাহিরে এক দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দুধ ও চুণগোলার ন্যায় উভয়ের মধ্যে "আসমান্ জমিন্ ফারাক্।" শাস্ত্র বলেন—

> অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
> স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

আখ্ড়াধারী বাবাজীগণ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত দুইই সুতরাং তাঁহাদের দুঃসঙ্গ দৃঢ়ভাবে পরিত্যাজ্য। নতুবা হরিভজন অসম্ভব। তবে কাহারও নিন্দা না করিয়া দূরে থাকাই কর্ত্তব্য। অসৎলোক অসৎচিন্তা করুন, ভক্তগণ ভগবানের চিন্তা করুন। আমরা ভক্তের পথই অনুসরণ করিব। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ঈশ্বর বিশ্বাস কি প্রচুর দরকার?

উত্তর—আমরা মঠাদিতে ঈশ্বর-বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বক্ষণ সেবকগণকে induce করিতেছি। ফললাভ—নিজ নিজ ভাগ্যসাপেক্ষ। কৃষ্ণানুগ্রহ হইলেই সকলে লাভবান্ হইবে।

সর্ব্বক্ষণ আশ্রয়জাতীয়ের বলালোচনা করিবে। তাহা হইলে জড় বিষয়-জাতীয় অভিমান্ তোমাকে ক্লেশ দিবে না। আমরা আমাদের মানস চেষ্টায় সকল প্রকার ভোগে আবদ্ধ হইতে পারি। কিন্তু আত্মবৃত্তি ভক্তির উন্মেষ হইলে শুদ্ধ নির্ম্মল আত্মা সর্ব্বক্ষণ হরিকথার অনুসন্ধান করিবে।

সর্ব্বকারণ-কারণ কৃষ্ণ আকর বস্তু হওয়ায় পার্থিব দুর্নীতিসমূহ তাঁহাতে আরোপিত হইতে পারে না। প্রপঞ্চে বহু নায়ক বিরাজমান থাকায় একের প্রাধান্যে অপরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কৃষ্ণের বেলা সেরূপ নহে। ভগবদ্ধামে পক্ষান্তর না থাকায় ক্ষতির কথায় অবকাশ নাই।" (প্রভুপাদ)

যশড়া শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব

শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখা যশড়া শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে পরম পূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যপাদের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে ও সেবানিয়ামকত্বে গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৭৫), ইং ১০ই জুন (১৯৬৮) সোমবার পূর্ব্বাহ্নে উক্ত শ্রীপাটের অধিষ্ঠাতৃবিগ্রহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব ও তদুপলক্ষে মেলা মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীমন্দিরালিন্দে শ্রীস্নানযাত্রার অধিবাস-কীর্ত্তন ও একটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ কিছু হরিকথা বলেন। সভায় শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণবগণ উপস্থিত ছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং বহু গৃহস্থ ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে প্রায় ৫০ জন মহিলা ও পুরুষ গৃহস্থ ভক্তের শুভাগমন হইয়াছিল। রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থান হইতেও বহু ভক্ত আসিয়াছিলেন।

শ্রীভগবদিচ্ছায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় ভক্তগণকে এবার সূর্য্যের প্রখরতাপে ক্লিষ্ট হইতে হয় নাই। স্নানযাত্রা সমাপ্ত হইবার পর বেলা প্রায় ৩ ঘটিকায় এক পশলা বৃষ্টি হয়। তাহাতে কাহারও বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় নাই। বরং তাপমাত্রা কম থাকায় সকলে সুখে প্রাণ ভরিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের শুভেচ্ছানুসারে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে স্নানবেদীতে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরস্থ যাবতীয় শ্রীবিগ্রহের (শ্রীশ্রীগুরু-গৌরগোপাল, শ্রীকৃষ্ণবলরাম ও শ্রীরাধাগোপীনাথ জিউ এবং শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগিরিধারী প্রমুখ শ্রীবিগ্রহগণের) মহাভিষেক, পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পাদন করেন। এই সময়ে শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দের মৃদঙ্গমন্দিরা সংযোগে সমবেত কণ্ঠে উচ্চ সংকীর্ত্তন শ্রীপাটের গগন পবন মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিল।

বেলা প্রায় একাদশ ঘটিকায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বিপুল জয়ধ্বনি মধ্যে গর্ভমন্দির হইতে বহিঃপ্রাঙ্গণস্থিত উচ্চ স্নানবেদীতে শুভযাত্রা করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় শ্রীশ্রীদামোদর শিলা ও পরমারাধ্যতম প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চাও স্নানবেদীতে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। পরমপূজ্যপাদ আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদকে এবং শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীদামোদর শালগ্রামকে স্নানবেদীতে লইয়া গিয়াছিলেন, শ্রীমন্দিরের ভূতপূর্ব্ব সেবাইত শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী, শ্রীশম্ভুনাথ মুখার্জি ও শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মুখার্জি প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শ্রীজগন্নাথদেবের পহাণ্ডি, অভিষেক, পূজা এবং সন্ধ্যায় তাঁহার শ্রীমন্দিরে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত যাবতীয় সেবায় মঠসেবকগণকে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের কৃপা-নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ পুরুষসূক্ত, পাবমানী সূক্ত ও শ্রীসূক্তাদি বৈদিক সূক্ত এবং অন্যান্য বিবিধ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ-মুখে পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, সর্ব্বৌষধি-মহৌষধি প্রমুখ বিবিধ অভিষেকোচিত দ্রব্য সমন্বিত শঙ্খস্থ ও অষ্টোত্তরশত ঘটপূর্ণ গাঙ্গেয় বারি দ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীদামোদর শালগ্রামের যথাশাস্ত্র অভিষেক সম্পাদন করেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবও সর্বশেষে বিবিধ বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ-মুখে সহস্রধারা দ্বারা মহাভিষেক সুসম্পন্ন করেন। অতঃপর ধৌত শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা শ্রীবিগ্রহের গাত্র-

জল মোচন পূর্ব্বক তাঁহাকে দিব্যবস্ত্রাভরণমণ্ডিত করিলে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ষোড়শোপচারে পূজা ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। অভিষেককালে স্নানবেদীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে মহাসঙ্কীর্ত্তন চলিতেছিল। মৃদঙ্গকরতালাদি বাদ্যধ্বনি সহ সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে জয় জগন্নাথ ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া আবালবৃদ্ধ-বনিতা —অগণিত নরনারীর হৃদয় এক অপার্থিব আনন্দে পরিপূরিত করিয়া তুলিতেছিল। সকলেই আনন্দে আত্মহারা হইতেছিলেন। পূজার পর শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া কীর্ত্তন-মুখে বারচতুষ্টয় স্নানবেদী পরিক্রমা করতঃ শ্রীজগন্নাথ সমক্ষে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন ও জয়গান করেন। এইরূপে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অপার-করুণায় এবার তাঁহার স্নানযাত্রা মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। শ্রীশালগ্রাম স্নানবেদী হইতে গর্ভমন্দিরে ফিরিয়া আসিলে তত্রত্য শ্রীবিগ্রহগণের সহিত তাঁহার মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সুসম্পন্ন হয়।

কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থান হইতে আগত ভক্তবৃন্দ প্রসাদ পাইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যায় বিপুল জয়ধ্বনি সহ সংকীর্ত্তন মধ্যে শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া দর্ভতৃণাসনে বিরাজ করেন। শ্রীপুরীধামে যেমন পঞ্চদশ দিবস তিনি দর্শন দেন না, তাঁহাকে অনবসর কাল বলে, এখানে তদ্রূপ শ্রীলজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে তিনি তিনদিন মাত্র দর্শন বন্ধ করেন। এই কয়দিন শ্রীশ্রীপুরীধামের নিয়মানুসারে তাঁহার ফল-মূল-মিষ্টান্ন ও শার্কর-পানক ভোগ হইয়া থাকে। অন্যান্য বিগ্রহের অবশ্য যথাবিধি অন্ন-ভোগ হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব এই কএকদিন যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথদেবকে সিংহাসনে উঠাইয়া কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

স্নানযাত্রার দিন সন্ধ্যারতির পর শ্রীমন্দিরালিন্দে একটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ অনবসর সম্বন্ধে কিছু বলিলে আচার্য্যদেব তাঁহার স্বভাব সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় জীবহৃদয়ে কৃষ্ণান্বেষণ-স্পৃহা কি প্রকারে জাগরূক হইতে পারে এবং তাহার প্রয়োজনীয়তাই বা কেন ইত্যাদি বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার অবস্থিতির কএকদিনই তিনি প্রত্যহ হরিকথা বলিয়া স্থানীয় ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবোৎসাহী স্থানীয় সজ্জনগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত পাঁচু ঠাকুর মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমঠের সেবকগণের অক্লান্ত সেবাচেষ্টা আদর্শস্থানীয়। তাঁহারা, অন্যান্য ভক্তবৃন্দ এবং স্থানীয় সজ্জন ও মহিলাবৃন্দও নানাভাবে সেবোৎসাহ প্রদর্শন করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব, সপরিকর শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুর এবং তাঁহার প্রেমবশ্য ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীগৌরগোপাল ও শ্রীজগন্নাথদেবের পরম কৃপাভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

হাবড়া নগরীতে শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্ত গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারীর বিশেষ আগ্রহে বিগত ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ২৯ মে বুধবার কলিকাতা হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে ২৪ পরগণা জেলান্তর্গত হাবড়া ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় নাগরিকগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন-সহযোগে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব অনুগমনকারী সংকীর্ত্তনরত ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নূতনপাড়াস্থিত শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারী মহোদয়ের আলয়ে শুভবিজয় পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্ণে শুভমুহূর্ত্তে তাঁহার নবগৃহে প্রবেশ করতঃ গৃহপ্রবেশ শুভানুষ্ঠান কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎকালে শ্রীপাদ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস

ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীরমানাথ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অন্যান্য বৈষ্ণবগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব আসনে উপবিষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারী বিবিধ উপচারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্যক্ পূজা ও আরতি বিধান করতঃ সহধর্ম্মিণী, পুত্র ও পরিজনবর্গসহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণতি সহযোগে ভক্ত্যর্ঘ প্রদান করেন। তৎপর শ্রীল আচার্য্যদেব সমুপস্থিত ভক্ত ও সজ্জনগণকে দীর্ঘসময় ধরিয়া হরিকথা বলেন এবং তাঁহাদের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ নবগৃহে বৈষ্ণবহোম সম্পন্ন করেন। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহু নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। সায়ংকালে গৃহের সম্মুখস্থ সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত সভামণ্ডপে একটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে হাবড়ানিবাসী নাগরিকগণের পক্ষ হইতে ও সভার পক্ষ হইতে শ্রীহরিপদ সাধু শ্রীল আচার্য্যদেবকে তাঁহার শুভাগমনোপলক্ষে তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলে তৎপর শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারী মুদ্রিত স্বাগত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন-পত্র পাঠ করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেবের করকমলে অর্পণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করিলে পরিশেষে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণে বলেন—

"ধর্ম্ম সকলেই মানেন। 'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ স্বভাব। শারীর ধর্ম্ম আমরা সকলেই মানি। শরীর নিকৃষ্ট বলে শারীর ধর্ম্ম নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী। শরীরের হেতু মন, উহা দীর্ঘস্থায়ী। মনোধর্ম্ম শারীর ধর্ম্ম হতে অধিক স্থায়ী হলেও উহাও চঞ্চল। দেহ ও মন উভয়ের কারণ জ্ঞান বা আত্মা। মন মনন করতে পারে না যদি জ্ঞান না থাকে। এজন্য দেহধর্ম্ম অপেক্ষা মনোধর্ম্ম এবং মনোধর্ম্ম অপেক্ষা আত্মধর্ম্মের উৎকর্ষতা আছে। আত্মধর্ম্ম সকলে মানেন না। অনেকে গোয়ার্ত্তুমী করে বলেন, ধর্ম্ম মানেন না, কিন্তু সকলেই ধর্ম্ম মানেন—সদ্ধর্ম্ম না মেনে অসদ্ ধর্ম্ম মানেন। অর্থের প্রয়োজনীয়তা সকলে বুঝেন, কিন্তু পরমার্থের প্রয়োজনীয়তা সকলে বুঝেন না। "যস্মিন্ প্রাপ্তে সর্ব্বমিদং প্রাপ্তং ভবতি। যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।" "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥" যাঁকে পেলে অপর লাভকে অধিক মনে হয় না এবং গুরুতর দুঃখ এসেও বিচলিত করতে পারে না তিনিই পূর্ণবস্তু ভগবত্তত্ত্ব—এজন্য তাঁকে পরমার্থ বলে। মঠের Signboard দিলেই মঠ বলা যাবে না। যেখানে পরমার্থের জন্য চেষ্টা হয় তাকে মঠ বলে। Building টা মঠ নয়। মঠের জন্য পারমার্থিক অধ্যাপক ও পারমার্থিক ছাত্র আবশ্যক। যেখানে কেবলমাত্র দেবসেবা হয় তাকে মন্দির বলে। মঠ কেবল মন্দির নয়, উহা পারমার্থিক শিক্ষাকেন্দ্র। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বহু মঠ স্থাপন করে গেছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণও মঠ স্থাপন করে গেছেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণ মঠ স্থাপন করেন নাই। তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর অধস্তনগণের উপর চারিটী সেবাভার অর্পণ করেছিলেন —(১) নামপ্রেমপ্রচার, (২) ভক্তিশাস্ত্রবিস্তার, (৩) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (৪) শ্রীবিগ্রহের সেবাপ্রকাশ। গোস্বামিগণ এই চারিটী সেবা সুষ্ঠুভাবে করে গেছেন। প্রত্যেক গোস্বামীই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করেছেন। "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌরভগবান্।" ইঁহারা কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, পারমহংস্য বেষ গ্রহণ করেছিলেন। পারমহংস্য বেষ বর্ণাশ্রমাতীত সর্ব্বোত্তম বেষ। পারমহংস্য বেষের যখন অবমাননা হলো, যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার না করে বহু লোক যখন পারমহংস্য বেষ গ্রহণ করে ব্যভিচারদোষে দুষ্ট হ'য়ে গোস্বামিগণের বেষের অমর্য্যাদা করতে লাগলো তখন আমাদের গুরুদেব পারমহংস্য বেষ গ্রহণ করলেন না, নিজেকে বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত জেনে সন্ন্যাস-বেষ গ্রহণ করলেন। গুরুবর্গের পারমহংস্য বেষের অমর্য্যাদা রূপ গুরুতর অপরাধ করা অপেক্ষা বর্ণাশ্রমান্তর্গত নিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন করা অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে অধিক শ্রেয়ঃ ইহা প্রদর্শনের জন্য স্বয়ং আচরণমুখে শিক্ষা দিলেন।

পরমহংস বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য আমাদের গুরুদেব ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। যদিও আমাদের গুরুদেব পরমহংসকুলমুকুটমণি তথাপি নিজেকে বিধির অন্তর্গত মনে করে তিনি দৈন্যের সহিত আশ্রমলিঙ্গ ধারণ করলেন। আচার্য্যগণের সমস্ত আচরণই জগজ্জীবের শিক্ষার জন্য হইয়া থাকে। নির্গুণ ব্যক্তির পক্ষে গুণান্তর্গত ব্যাপার গ্রহণ দৈন্যের প্রকাশ ছাড়া কিছুই নহে। ত্রিদণ্ড শব্দের অর্থ—কায়দণ্ড, বাক্‌দণ্ড ও মনোদণ্ড। শরীরের দ্বারা বিষয় কার্য্য করবো না—কেবল কৃষ্ণসেবা করবো, বাক্য কেবল কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করবো, মনকে কেবল কৃষ্ণসেবা-চিন্তনে নিয়োজিত করবো এরূপ সঙ্কল্প গ্রহণকারীকে ত্রিদণ্ডী বলে। আমার কায়-মনো-বাক্য অসংযত, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করলাম—ঐগুলি আমি অন্য কার্য্যে লাগাবো না, কৃষ্ণসেবায় লাগাবো—যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত অবন্তীনগরের ব্রাহ্মণ সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণকালে উক্ত ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগীতি পাঠের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রিদণ্ড-বেষ পূজ্যতম বেষ। স্মার্ত্তগণের স্মৃতিতেও ত্রিদণ্ড-বেষের পূজ্যতমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। "দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং চৈব ত্রিদণ্ডিনম্। নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্চেদুপবাসেন শুদ্ধতি॥" উক্ত ত্রিদণ্ডবেষের পূজ্যতমতার সুযোগ নিয়ে প্রথম রাবণ উক্ত বেষের অবমাননা করে সীতাহরণ করেছিল। রাবণ ব্যক্তভাবে সীতাহরণ করেছিল, কেহ কেহ অব্যক্তভাবেও সীতাহরণ করে থাকে।

সৎ শিষ্য হলে তাহার দৃষ্টিতে সর্ব্বদা গুরুদেবের মহিমাই লক্ষিত হয়। পরস্পরের সম্বন্ধ ও যোগ্যতার পার্থক্য হেতু ব্যবহারেরও বৈষম্য দেখা যায়। গৃহস্থগণের গৃহে ভগবদ্ভক্তগণের আগমন ও কৃষ্ণকথা শুভ সূচনা করে। শ্রীমান্ কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবদের এনে বৈষ্ণবহোম ও বৈষ্ণবসেবা করেছে, এর দ্বারা শুভই হবে। যাঁদের ভগবান্ দরকার তাঁদের অবশ্যই ভক্ত সঙ্গ করতে হবে। "ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥" পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতি না থাকলে সৎসঙ্গে রুচি হয় না। সৎসঙ্গের দ্বারাই সদ্‌বিষয়েতে রুচি হবে। আত্মার পতনের স্থান সৎসমাগম বর্জ্জিত অন্ধকূপ সদৃশ গৃহকে পরিত্যাগের ব্যবস্থাই শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ প্রণিধানযোগ্য।

"তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্‌গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত॥"

পরদিবস স্থানীয় মনসাবাড়ীতে আহূত সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। সভায় বিপুলসংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ ও কবিরাজ শ্রীসুবোধ চন্দ্র দত্ত কিছু সময়ের জন্য বক্তৃতা করেন। ৩১শে মে হাবড়ার নিকটবর্ত্তী অশোকনগরে এক ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারী, কবিরাজ শ্রীসুবোধ চন্দ্র দত্ত ও শ্রীহরিপদ সাধু প্রভৃতি সজ্জনগণের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

সিমলায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্‌সি, বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সিমলায় প্রচারের আহ্বান রক্ষার জন্য চণ্ডীগড় হইতে তথায় সঙ্গী সহ শুভ পদার্পণ করতঃ স্থানীয় শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা গঞ্জ মন্দিরে গত ৪ঠা জুন হইতে প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও নামসংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করিতেছেন। প্রত্যহ সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাগম হইতেছে। স্থানীয় ভক্তগণের বিশেষ আগ্রহক্রমে একদিবস নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাও বাহির করা হয় এবং কএকশত ব্যক্তি তাহাতে যোগদান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

ফোন নং ৪৬-৫৯০০

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা ২৬

১৭ বামন, ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ;
১৩ আষাঢ়, ১৩৭৫; ২৭ জুন, ১৯৬৮

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী** প্রভৃতি বিবিধ উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে ২৫ শ্রীধর, ১৯ শ্রাবণ, ৪ আগষ্ট রবিবার হইতে ২৯ হৃষীকেশ, ২১ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত অত্র শ্রীমঠে শ্রীবিগ্রহগণের সেবাপূজা, প্রাতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যারাত্রিকান্তে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি প্রাত্যহিক কৃত্য ব্যতীত পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত উৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী মাসাধিকব্যাপী শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতিগণ ও বহু সাধু-সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করিবেন।

৩০ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাসবাসরে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় **নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা** বাহির হইবে। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ৩০ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার হইতে ৩ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠে **পাঁচটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে।** সভার বিস্তৃত কার্য্যসূচী পৃথক মুদ্রিত পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি-উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ

দ্রষ্টব্য—উৎসবোপলক্ষে কেহ ইচ্ছা করিলে সেবোপকরণ বা প্রণামী আদি উপরি উক্ত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে পারেন।

উৎসব-পঞ্জী

১৯ শ্রাবণ, ৪ আগষ্ট রবিবার—**শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ।** রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভা।

২০ শ্রাবণ, ৫ আগষ্ট সোমবার—শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব। রাত্রি ৭-৩০ টায় গোস্বামিদ্বয়ের পূতচরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা। পবিত্রারোপিণী একাদশীর উপবাস।

২১ শ্রাবণ, ৬ আগষ্ট মঙ্গলবার—রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভা।

২২ শ্রাবণ, ৭ আগষ্ট বুধবার—রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভা।

২৩ শ্রাবণ, ৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার—**শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা সমাপ্তা। শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব** পৌর্ণমাসীর উপবাস। রাত্রি ৭-৩০ টায় শ্রীবলদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৩০ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার—শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় **নগর-সঙ্কীর্ত্তন।** রাত্রি ৭ টায় পাঁচ দিবসব্যাপী **ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন।**

৩১ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট শুক্রবার—**শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস।** সমস্ত-দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ পারায়ণ। রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশন।** রাত্রি ১১ টার পর ১২ টা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ, পরে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন। রাত্রি ১২ টার পরে শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক।

১ ভাদ্র, ১৭ আগষ্ট শনিবার—**শ্রীনন্দোৎসব।** সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ। রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন।**

২ ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট রবিবার—রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্ম সভার চতুর্থ অধিবেশন।**

৩ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট সোমবার—একাদশীর উপবাস। রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্ম সভার পঞ্চম অধিবেশন।**

১২ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট বুধবার—শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

১৪ ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট শুক্রবার—শ্রীললিতাসপ্তমী।

১৫ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট শনিবার—**রাধাষ্টমী** (মধ্যাহ্নে শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব)। রাত্রি ৭ টায় **শ্রীরাধা-তত্ত্ব**-সম্বন্ধে বক্তৃতা।

১৮ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার—শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীবামনদেবের আবির্ভাবজনিত উপবাস।

১৯ ভাদ্র, ৪ সেপ্টেম্বর বুধবার—বামনদ্বাদশী। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর আবির্ভাব। রাত্রি ৭ টায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর পূতচরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২০ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার—**শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব।** রাত্রি ৭ টায় ঠাকুরের পূত-চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২১ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার—শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশীব্রত। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব। রাত্রি ৭ টায় ঠাকুরের পূত চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা। শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা--২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত। এই গীতিগ্রন্থদ্বয় আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের নির্য্যাসস্বরূপ। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্যতীত শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক-সম্প্রদায়েও ইহার পরমাদর লক্ষিত হয়। এই গীতিগ্রন্থদ্বয়ের ন্যায় অন্য কোনও গীতি গ্রন্থের এত অধিক সংস্করণ হওয়ার কথা শুনা যায় না। শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অনন্তশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শৈশবাবস্থা হইতেই এই গ্রন্থদ্বয়ে অত্যন্ত অনুরাগযুক্ত ছিলেন এবং ইহার মহিমা কীর্ত্তনে শত সহস্র বদন হইতেন। শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের ইহা অপূর্ব্ব ভজনসম্পদ। ঠাকুরের ভজনগীতি ব্যতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-কৃত 'নরোত্তম প্রভোরষ্টকম্' মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা ২৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

ভিক্ষা—'৬২ পয়সা মাত্র। ভিঃ পিঃ যোগে অতিরিক্ত .৮১ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকা সহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১'০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮২ ; বঙ্গাব্দ—১৩৭৪-৭৫

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস তালিকা, শ্রীহর্য্যাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসব-পঞ্জী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত উপবাস-ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন ৩০ ফাল্গুন, (১৩৭৪) ; ১৪ মার্চ্চ (১৯৬৮) শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা— ৪০ পয়সা। সডাক— ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৮ম বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩৭৫

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী (আসাম)
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৩। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৪। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৮ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৭৫। ২১ শ্রীধর, ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ শ্রাবণ, বুধবার; ৩১ জুলাই, ১৯৬৮। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অভক্তিমার্গ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৯৮ পৃষ্ঠার পর)

জ্ঞানের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। এ-স্থলে 'জ্ঞান'-শব্দে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানকে বুঝিতে হইবে। ভজনীয় একমাত্র বস্তুই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ-বিষয়ক পরেশানুভূতি অর্থাৎ ভজনীয় বস্তুর স্বরূপজ্ঞান ভক্তিসহ যুগপৎ প্রয়োজনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের চরম শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, ভক্ত-বৈষ্ণবগণের প্রিয় নির্ম্মল পুরাণশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে একমাত্র পারমহংস্য অমল-জ্ঞানই বিশিষ্টরূপে গীত হইয়াছে এবং এই শাস্ত্রেই জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি একত্র আবির্ভূত হইয়া জীবের কর্ম্মফল-ভোগ নিরস্ত করিয়াছে; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ, উত্তমরূপে পঠন ও নানাবিধ জ্ঞানাদি মতবাদের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য বিচার করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তে উপনীত হইলে জীব ভক্তি অবলম্বন করিয়াই অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও শিথিলতার হস্ত হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১১৭ সংখ্যায় লিখিয়াছেন—

'সিদ্ধান্ত' বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

ভক্তির প্রারম্ভেই শ্রদ্ধার উল্লেখ। প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্র-শ্রবণ-দ্বারা 'শ্রদ্ধা' অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাস। কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান হয় নাই, অথচ অভিধেয়-ভক্তি (মায়ায়) অগ্রসর হইয়াছে, এরূপ কখনও হয় না। "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।" কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবদ্‌বিষয়ক-জ্ঞান ভক্তির সহিত সমকালেই উদিত হন। ভক্তি ব্যতীত উহাদের উদয়ের সম্ভাবনা নাই। তবে যাঁহারা মায়িক-জ্ঞান-সাহায্যে জ্ঞানী হইবার জন্য নিষ্ফল মিথ্যা চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সেই প্রকার চেষ্টা ভক্তির অঙ্গ নহে। বদ্ধজীবাভিমানে জ্ঞানীর চেষ্টার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে মুমুক্ষুর ধর্ম্ম-কৈতব অন্তর্নিহিত আছে। হৈতুক জ্ঞান কখনই শুদ্ধ-ভক্তির পরিবার হইতে সমর্থ হয় না। ভক্তের অন্তরে পিশাচিনী-মুক্তি বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে। শুদ্ধভক্তিকে তাঁহার বণিগ্‌বৃত্তির অন্যতম মনে করিয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ছাড়িয়া তাঁহাকে অন্যাভিলাষী বা অহংগ্রহোপাসক করাইবে। ঐপ্রকার বৃথা তর্ক দ্বারা তত্ত্ববস্তুকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করাইবে। এজন্য ভক্তিবিরোধী জ্ঞানী, আত্মবঞ্চনাক্রমে কেবলা অহৈতুকী প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে অজ্ঞান-মিশ্রিত

অন্যাখ্য, প্রাকৃত বলিয়া জানিয়া নিজের মূঢ়তা প্রকাশ করেন। বাস্তবিক জ্ঞানীর ফল্গু-বৈরাগ্যে ভক্তের ভক্তি নির্ভেদজ্ঞানে আবৃত না হয়। ভগবান্ কৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞান। অদ্বিতীয় জ্ঞানে মায়াশক্তির সুপ্ত, গৌণ বা জাগ্রত মুখ্য ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের আবরণের অন্তর্ভুক্ত হইলে ভক্তি, অভক্তি নামেরই সার্থকতা সাধন করিবে। শুদ্ধভক্তি উদিত হইলে তাহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞান সহায় ও দাসরূপে বর্তমান থাকে। যে জ্ঞানের কৃষ্ণভক্তির উপর কর্তৃত্ব, সে-জ্ঞান কৃষ্ণেতর দ্বৈত জ্ঞান। জ্ঞানীর অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত মায়িক-নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান। কৃষ্ণ ব্যতীত জ্ঞানাবরণে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন সম্ভাবনা নাই।

কর্মের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। স্মৃতি কথিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি ফলপ্রসূ কর্ম্ম জীবের ভক্ত্যাবরক। কৃষ্ণের জীবাবরণাত্মিকা মায়াশক্তির একটি বিক্রম—কর্ম্ম। কর্ম্মফলবাদী নিজ-কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া মনে করেন যে, সৎকর্ম্মপ্রভাবে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। ভজনীয় পরিচর্য্যাদি কর্ম্মাবরণ নহে। তাদৃশ পরিচর্য্যাই ভজনীয় কৃষ্ণ-বস্তুর অনুশীলন। যাহাতে জীবের ফলভোগ সংশ্লিষ্ট, উহাই কর্ম্ম। আর যে অনুষ্ঠানের ফল জীবের প্রাপ্য-কর্ম্মফল-ভোগ নহে, ভগবানের নিজের, উহা ভক্ত্যনুষ্ঠান। ভুক্তি-পিশাচিনী ভক্তের অন্তরে স্থান পাইলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে। পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, হে দেবর্ষে! হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান বৈধী ভক্তি বলিয়া কথিত হয়। তদ্দ্বারা প্রেম ভক্তি লভ্য হয়। শ্রীচরিতামৃত মধ্যলীলা ২২শ পরিচ্ছেদ ১৪১ সংখ্যা—

"জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ॥"

ঠাকুর বিল্বমঙ্গলও বলিয়াছেন—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়-প্রতীক্ষাঃ॥"

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—১০৭ শ্লোক)

[হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তাহা হইলে তোমার কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদিত হন। তখন স্বয়ং মুক্তিই কৃতাঞ্জলি-পুটে আমাদিগের সেবা করিতে থাকিবে। আর ভুক্তি ধর্ম্মার্থ-কামের ফলসমূহ আদেশ-কাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।]

শিথিলতার আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। ধনদ্বারা বা শিষ্যদ্বারা উত্তমা ভক্তি উৎপন্ন হয় না। বিবেকাদি হইতে ভক্তি হয় না, পরন্তু ভক্তিমান্ জনে বিবেকাদি লক্ষিত হয়। কৃষ্ণ ছাড়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই দুইটী চিত্ত-কাঠিন্যের হেতু, তজ্জন্য সুকোমলা ভক্তির উপযোগী নহে। ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিছু উপযোগিতা থাকিলেও তাহারা ভক্ত্যঙ্গে গৃহীত হয় নাই।

ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ তপস্যার আবশ্য-কতা নাই, ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞানতপস্যার আবশ্য-কতা নাই, হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞান-তপস্যার প্রয়োজন নাই, আবার হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞান-তপস্যার আবশ্যকতা নাই। জীবের পরম আবশ্যকীয় ভক্তি থাকিলে, অবান্তর মার্গদ্বয় না থাকিলে কোন ক্ষতি নাই, আবার মূল-বৃত্তি ভক্তি না থাকিলে ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মজ অনুষ্ঠান-দ্বারা ভক্তি হইতে পারে না, ইহাই পঞ্চরাত্রে সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। সুতরাং অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও শৈথিল্য ভক্তির প্রতিবন্ধক-মার্গ সমূহই অভক্তিমার্গ।

বিচক্ষণ * * * পাঠক আপনারা, অভক্তি জীবের শ্রেয়ঃ নহে জানিয়া অভক্তি-মার্গে উদাসীন থাকিবেন। অভক্তি পথের আদর না করিয়া উদাসীন হইলে কেহ অভক্তিমার্গের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা নাই বলিয়া নিন্দা করিতে পারিবে না এবং ভক্তকেও অভক্তের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হও এবং যাবতীয় অভক্তকে শ্রদ্ধা না করিলে ভক্তি হইবে না বলিয়া বল প্রকাশ করিতে পারিবে না। অভক্তগণকে অবজ্ঞা করিবেন না, কিন্তু তাঁহা-দিগকে প্রেমময় ভক্তও বলিবেন না। তাঁহাদের মায়া-বাদীয় বা যোগমার্গীয় সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ পদ্ধতিকে ভক্ত্যন্তর্গত বলিবেন না। অভক্তি কখনও ভক্তির সমজাতীয় নহে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যরহস্য

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত]

প্রথম রহস্যম্

বন্দে শচীসুতমশেষজনৈকবন্ধুং
প্রেমস্বভাবকথনাহৃতলোকচিত্তম্।
আতপ্তহেমরুচিরং সদয়ং সুবেশং
ভক্তপ্রিয়ং মিথিলভক্তবরৈকসেব্যম্ ॥১॥

বিমলপুরটবর্ণঃ প্রেমমাধুর্য্যপূর্ণ-
স্তপনরুচিদুকূলঃ সন্মুদাবাপ্তিমূলঃ।
বিকচজলরুহাস্যঃ প্রফুল্লমন্দহাস্যঃ
সকলভুবনবন্দ্যঃ পাতু মাং গৌরচন্দ্রঃ ॥২॥

অহং পঠিত্বা শাস্ত্রাণি পুরাণাদীনি সন্ততং।
মত্তাতসন্নিধৌ চাথ জাতা হ্যেকাপি শেমুষী ॥৩॥

কৃষ্ণাবতারচরিতং শ্রীরূপচরণাদিভিঃ।
বহুধা বিস্তৃতং গ্রন্থে ন গৌরচরিতং ক্বচিৎ ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ—সমস্ত লোকের একমাত্র বন্ধু এবং স্বকীয় প্রেমময়বাক্যে যিনি জগদ্বাসীর চিত্ত হরণ করেন, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় যাঁহার কান্তি, যিনি দয়ালু, সুন্দর বেশযুক্ত, ভক্তজনপ্রিয় এবং একমাত্র সেবনীয়, সেই শচীনন্দন গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি। ॥১॥

নির্ম্মল স্বর্ণের ন্যায় যাঁহার বর্ণ, যিনি প্রেম ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ, সূর্য্যের কান্তির ন্যায় পট্টবস্ত্রে বিভূষিত, সাধুদিগের আনন্দপ্রদ, প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় যাঁহার মন্দ মন্দ হাস্য-বদন এবং যিনি সমুদায় পৃথিবীর বন্দনীয়, সেই চৈতন্যদেব আমাকে রক্ষা করুন ॥২॥

আমি পিতার নিকট পুরাণাদি নানা শাস্ত্র নিরন্তর পাঠ করিয়া আমার এই বুদ্ধি হইল ॥৩॥

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতি গুরুদিগের গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের অবতার চরিত নানাপ্রকারে ও বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু কোনস্থানে গৌরচরিত তাদৃশ বর্ণিত হয় নাই ॥৪॥

অতো নানাপুরাণেভ্যো বচনানি ময়াধুনা।
যত্নাদাকৃষ্য চৈতন্যরহস্যং হি প্রণীয়তে ॥৫॥

নমশ্চৈতন্যভক্তেভ্যো দুঃখত্রয়নিপীড়িতঃ।
যেষাং পাদরজস্পর্শান্নীচোঽপি সত্তমোভবেৎ ॥৬॥

ইহ খলু সকললোকহিতাবতারপরমকারুণিকো ভগবান্ শচীসুতঃ কলিভবভগবদ্ভজনবিমুখান্ মোহ-মাৎসর্য্যাদিযুতান্ পাষণ্ডান্ ভগবৎসঙ্কীর্ত্তনরহস্যোপ-দেশপ্লবেন তস্মান্মোহসাগরাদুদ্দধার। যতঃ কলৌ কেবলং ভগবৎসঙ্কীর্ত্তনাদেব পরমার্থপ্রাপ্তিঃ ॥৭॥

তথাচোক্তং শ্রীভাগবতদ্বাদশস্কন্ধে

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥৮॥

অতএব এক্ষণে আমি যত্নপূর্ব্বক নানা পুরাণ হইতে বচনসকল সংগ্রহ করিয়া চৈতন্যরহস্য নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিব ॥৫॥

যাঁহাদিগের চরণধূলি স্পর্শ করিলে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখত্রয় নিপীড়িত অধম ব্যক্তিও উত্তম বলিয়া গণ্য হয়, সেই চৈতন্য-ভক্তগণকে আমি প্রণাম করি ॥৬॥

এই জগতে সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য পরম কারুণিক ভগবান্ শচীনন্দন গৌরাঙ্গদেব কলিজাত ভগবদ্ভজন-বিমুখ ও মোহ-মাৎসর্য্যাদিযুক্ত পাষণ্ডদিগের ভগবৎ-সঙ্কীর্ত্তন-রূপ রহস্যের উপদেশস্বরূপ নৌকাদ্বারা এই মোহরূপ সাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। যেহেতু কলিকালে কেবল ভগবৎসঙ্কীর্ত্তন হইতে পরমার্থ লাভ হয় ॥৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে এইরূপ উক্ত আছে, যথা—

হে রাজন্! দোষনিধি কলির নানা-দোষের মধ্যে একটি মহদ্গুণ এই যে, হরিকীর্ত্তনের দ্বারা ভববন্ধন নাশ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত করায় ॥৮॥

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥৯॥

গারুড়বৃহন্নারদীয়য়োঃ

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্ ॥১০॥

প্রথম স্কন্ধে

নানুদ্বেষ্টি কলিং সম্রাট্ সারঙ্গ ইব সারভুক্।
কুশলান্যাশু সিদ্ধ্যন্তি নেতরাণি কৃতানি যৎ ॥১১॥

তথাচাদিপুরাণে কলিমাধিকৃত্য

কর্ম্মযুক্তজনাৎ পার্থ নামযুক্তা বরাঃ স্মৃতাঃ।
নামৈব পরমাভক্তির্নামৈব পরমা গতিঃ।
নামৈব পরমং পুণ্যং নামৈব পরমং পদম্।
নামৈব জনয়েত্ত্যাগং বৈরাগ্যং বিষয়াদিষু।
নামৈব পরমং জ্ঞানং নামৈব কর্ম্ম চাখিলম্ ॥১২॥

শ্রীভাগবতে চ

যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥১৩॥
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥১৪॥

বৃহন্নারদীয়ে

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥১৫॥

দ্বিতীয় স্কন্ধে

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥১৬॥

ষষ্ঠ স্কন্ধে

তস্মাৎ সঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোর্জগন্মঙ্গলমংহসাং।
মহতামপি কৌরব্য বিদ্ধ্যৈকান্তিকনিষ্কৃতিম্ ॥১৭॥

দ্বাদশ স্কন্ধে

পতিতঃ স্খলিতশ্চার্ত্তঃ ক্ষুত্বা বা বিবশো গৃণন্।
হরয়ে নম ইত্যুচ্চৈর্মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ ॥১৮॥

সত্যযুগে ধ্যানে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞে, দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যায় যে ফললাভ হইত, কলিযুগে হরিকীর্ত্তনে সেই ফল হইয়া থাকে ॥৯॥

গারুড় ও বৃহন্নারদীয় পুরাণে—ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চন-দ্বারা সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে যে ফল হইত, কলিযুগে কেবল হরিকীর্ত্তনে সেই ফল হইয়া থাকে ॥১০॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধে ১৮ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে—

কলিযুগে পুণ্যকর্ম্ম সঙ্কল্প করিবামাত্র সিদ্ধ হয়, পাপ-কর্ম্মের মানসে কোন ফল হয় না, তখন কলি অনিষ্ট প্রবর্ত্তক হইলেও রাজা পরীক্ষিৎ ভ্রমরের ন্যায় সারগ্রাহী ছিলেন বলিয়া তাহাকে দ্বেষপূর্ব্বক বিনাশ করেন নাই ॥১১॥

আরও আদিপুরাণে কলিযুগের অধিকার বর্ণনস্থলে কথিত আছে —

হে পৃথাপুত্র অর্জ্জুন! কর্ম্মী অপেক্ষা নামগ্রাহী শ্রেষ্ঠ নিশ্চয় জানিবে। নামই পরমাভক্তি, নামই পরমাগতি, নামই পরম পুণ্য, নামই পরম পদ, নামই পরম জ্ঞান, নামই অখিল কর্ম্ম, নাম হইতে ত্যাগ ও বিষয় ভোগে বৈরাগ্য জন্মায় ॥১২॥

আরও শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে ৫ অধ্যায় ৩০।৩২ শ্লোকে—

কলিযুগে কেবল সংকীর্ত্তন দ্বারা সকল পুরুষার্থ পাওয়া যায় ॥১৩॥

কলিযুগে সাধুসকল সংকীর্ত্তন-প্রায় যজ্ঞে ভগবান্ হরির অর্চ্চন করিয়া থাকেন ॥১৪॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণে—"হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার। কলিযুগে ইহা বই গতি নাই আর॥"

—চৈঃ চঃ ॥১৫॥

শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ ১ অধ্যায় ১১ শ্লোকে—

মহারাজ! নির্ব্বেদপ্রাপ্ত নির্ভয়-প্রয়াসী যোগীদিগের পক্ষে কেবল হরিনাম কীর্ত্তন নির্ণীত হইয়াছে ॥১৬॥

ষষ্ঠ স্কন্ধে—হে কৌরব্য! জগতের মঙ্গলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা সমস্ত মহাপাতক হইতে একান্ত নিষ্কৃতি পাওয়া যায় জানিবেন ॥১৭॥

দ্বাদশ স্কন্ধে—পতিত স্খলিত পীড়িত বা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া "হরয়ে নমঃ" এই শব্দ যদি কেহ অনবধানেও একবার উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় ॥১৮॥

আদিপুরাণে

গীত্বা চ মম নামানি বিচরেন্মমসন্নিধৌ।
ব্রবীমি তে পরং সত্যং ক্রীতোহং তস্য চার্জ্জুন ॥১৯॥

পদ্মপুরাণে

যেন জন্মসহস্রাণি বাসুদেবো নিষেবিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠতি ভারত ॥২০॥

যতোহত্রৈব

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥২১॥

ফলমাহ গরুড়পুরাণে

অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব ॥২২॥

জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি বাসুদেবস্য কীর্ত্তনাৎ।
তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতি তোয়স্থং লবণং যথা ॥২৩॥

কলিকল্মষমত্যুগ্রং নরকার্ত্তিপ্রদং নৃণাং।
প্রযাতি বিলয়ং সদ্যঃ সকৃৎযত্রানুসংস্মৃতে ॥২৪॥

সকৃৎ স্মৃতোপি গোবিন্দো নৃণাং জন্মশতৈঃ কৃতং।
পাপরাশিং দহত্যাশু তুলারাশিমিবানলঃ ॥২৫॥

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং।
বদ্ধঃপরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥২৬॥

যস্মিন্ন্যস্তমতির্নযাতিনরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে
বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসো ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ।
মুক্তিঞ্চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাংদদাত্যব্যয়ঃ
কিঞ্চিত্রং যদঘং প্রযাতিবিলয়ং তত্রাচ্যুতেকীর্ত্তিতে ॥২৭॥

স্বপ্নেঽপি নামস্মৃতিরাদিপুংসঃ
ক্ষয়ং করোত্যক্ষয়পাপরাশিং।
প্রত্যক্ষতঃ কিং পুনরত্র পুংসাং
সঙ্কীর্ত্তিতে নাম্নি জনার্দ্দনস্য ॥২৮॥

আদিপুরাণে—যে ব্যক্তি আমার সম্মুখে আমার নাম-গান করিতে করিতে চলিতে থাকে, হে অর্জ্জুন! তোমাকে সত্য বলিতেছি আমি তাহার বশীভূত ॥১৯॥

পদ্মপুরাণে—হে ভারত! যিনি সহস্র জন্ম বাসুদেবকে অর্চ্চনা করিয়াছেন তাঁহারই মুখে হরিনাম সর্ব্বদা উচ্চারিত হয় ॥২০॥

আরও উক্ত পুরাণে—"কৃষ্ণনাম কৃষ্ণস্বরূপ দুই ত' সমান। নাম বিগ্রহস্বরূপ তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাই তিন চিদানন্দ রূপ॥ দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ॥" (চৈঃ চঃ) ॥২১॥

নামের ফল গরুড়পুরাণে—অবশ হইয়াও হরিনাম কীর্ত্তন করিলে সিংহ কর্ত্তৃক ভীত হরিণের ন্যায় জীবের সমস্ত পাতক পলায়ন করে ॥২২॥

জ্ঞানপূর্ব্বকই হউক বা অজ্ঞানপূর্ব্বকই হউক বাসুদেবের নাম কীর্ত্তন করিলে জলস্থ লবণের ন্যায় সমস্ত পাপ অদৃশ্য হয় ॥২৩॥

যদি একবারও ভগবানের নাম স্মরণ হয় তাহা হইলে মনুষ্যের কলিযুগের নরক পীড়াদায়ক মহাপাতক তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয় ॥২৪॥

যদ্যপি একবারও গোবিন্দকে স্মরণ করা যায়, তাহা হইলে মানবের শতজন্মকৃত পাপরাশি অগ্নিস্থিত তুলারাশির ন্যায় শীঘ্র ধ্বংস হইয়া যায় ॥২৫॥

যিনি একবার "হরি" এই দুইটী অক্ষর উচ্চারণ করেন, তিনি মোক্ষ লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হন ॥২৬॥

যাঁহাতে মন ন্যস্ত করিলে মনুষ্য নরকে আর যায় না, যাঁহার-বিষয়চিন্তাকারীর স্বর্গও বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া ত্যক্ত হয়, যাঁহাতে নিবিষ্টচিত্ত পুরুষের ব্রহ্মলোকও অল্প বলিয়া বোধ হয়, চিত্তে স্থিত হইয়া যিনি বিমলবুদ্ধিজনকে অব্যয় মুক্তি দান করেন, সেই অচ্যুত কীর্ত্তিত হইলে সমস্ত পাপ যে দূর হইবে তাহার বিচিত্র কি? ২৭॥

আদিপুরুষ ভগবানের নাম স্বপ্নেও স্মরণ হইলে অক্ষয় পাপরাশি ক্ষয় হয়, সেই জনার্দ্দনের নাম সাক্ষাৎ কীর্ত্তিত হইলে মানবের যে পাপরাশি ধ্বংস হইবে সে-বিষয় আর কি বলিব ॥২৮॥

বিনাশকং জলং বহ্নেস্তমসো ভাস্করোদয়ঃ।
ক্ষান্তিঃ কলেরঘৌঘস্য নামসঙ্কীর্ত্তনং হরেঃ ॥২৯॥
গচ্ছতাং দূরমধ্বানং তৃষ্ণামূর্চ্ছিতচেতসাং।
পাথেয়ং পুণ্ডরীকাক্ষনামসঙ্কীর্ত্তনামৃতং ॥৩০॥

বিধিং বিনা কাকতালীয়নামোচ্চারণমপি পাপহরমিত্যাহ

ষষ্ঠ স্কন্ধে

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥৩১॥

তৎকীর্ত্তনমশৌচকালেঽপ্যাহ বিষ্ণুপুরাণে

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্ত্তনং তস্য স পবিত্রকরো যতঃ ॥৩২॥

স্মৃতিরপি

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি হরের্নামনি লুব্ধক ॥৩৩॥

তেন নাশুচির্দেবর্ষিপিতৃনামানি কীর্ত্তয়েদিতি।
গোভিলবচনং বিষ্ণুনামাতিরিক্তবিষয়মিতি জ্ঞাতব্যং ॥৩৪

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষন্মন্ত্রো হরৌ গুরৌ চ ভক্তিং বিনা ন কিমপি সিধ্যতীতি। কিঞ্চ শ্রদ্ধাভক্ত্যোরভাবেঽপি নামসংকীর্ত্তনং সমস্তং দুরিতং নাশয়তীতি প্রাগুক্তগরুড়পুরাণবচনৈঃ। যথা—জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোবাপি বাসুদেবস্য কীর্ত্তনাদিত্যাদিভিরুক্তং ॥৩৫॥

ষষ্ঠ স্কন্ধে

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমশ্লোকনাম যৎ।
সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো-যথাঽনলঃ ॥৩৬॥
অতঃ স্বয়ং ভগবান্ চৈতন্যদেবোঽবতীর্ণঃ সন্
ভগবৎসঙ্কীর্ত্তনরূপং যুগধর্ম্মং প্রবর্ত্তয়ামাস ॥৩৭॥

যেমন অগ্নির বিনাশক জল, অন্ধকারের বিনাশক সূর্য্যোদয়, তদ্রূপ কলিকালে পাপসমূহের বিনাশক একমাত্র হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥২৯॥

দূরপথগামী তৃষ্ণাতুর মূর্চ্ছিতচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের নামকীর্ত্তনরূপ অমৃতই পাথেয় অর্থাৎ পথের সম্বল ॥৩০॥

যথাবিধি না হইলেও আভাসে নামোচ্চারণ করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। যথা ষষ্ঠ স্কন্ধে—

সঙ্কেতেই হউক বা পরিহাসেই হউক, বিদ্রূপেই হউক বা হেলাপূর্ব্বক হউক, নারায়ণের নামোচ্চারণ মাত্র সমস্ত পাপ ধ্বংস হয় ॥৩১॥

অশৌচকালেও ভগবানের নাম-কীর্ত্তন করিবার কথা বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে। যথা,—চক্রায়ুধ অর্থাৎ ভগবানের নাম সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিবে। যেহেতু কীর্ত্তনে অশৌচ থাকে না, অশৌচ অবস্থাকে কীর্ত্তন পবিত্র করে ॥৩২॥

আরও স্মৃতিতে কথিত আছে—হে লুব্ধক! হরিনাম করিতে দেশ কালের নিয়ম নাই। উচ্ছিষ্টমুখে এবং অশুচি-অবস্থাতেও হরিনাম নিষেধ নাই ॥৩৩॥

সেই কারণেই অশুচি হইয়া দেবতা ও পিতৃনাম করিবে না এই গোভিল বচনে বিষ্ণুনাম ছাড়া অন্য নামের বিষয় বলিয়া জানিতে হইবে ॥৩৪॥

ভগবানের প্রতি যে পুরুষের অচলা ভক্তি আছে এবং যে পুরুষ দেবতা ও গুরুতে সমান ভক্তি করেন; তাঁহার নিকট এই সকল কথিত বিষয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ মন্ত্রে বলিয়াছেন, হরি ও গুরুতে ভক্তি ব্যতীত কিছুই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু শ্রদ্ধা ও ভক্তির অভাবেও কেবল ভগবানের নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সমস্ত পাপ নাশ হইয়া যায় ইহা পূর্ব্বোক্ত গরুড়পুরাণের বচনে কথিত হইয়াছে। যথা, জ্ঞানপূর্ব্বকই হউক বা অজ্ঞানপূর্ব্বকই হউক বাসুদেবের নাম কীর্ত্তন করিলে সকল-পাপ ধ্বংস হইয়া যায় ॥৩৫॥

ষষ্ঠ স্কন্ধে—অগ্নি যেমন কাষ্ঠ ভস্মসাৎ করে তদ্রূপ জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক উত্তমশ্লোকের নামকীর্ত্তনে পাপরাশি ধ্বংস হয় ॥৩৬॥

অতএব স্বয়ং ভগবান্ চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া ভগবৎ-সঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

যথা ভগবদ্গীতায়াং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৩৮॥
উৎসীদেয়ুরিমেলোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহং ॥৩৯॥

যথা ভগবদ্গীতার বচন—(অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিয়াছিলেন) ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি প্রতিজন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি ॥৩৮।

আমি যদি কর্ম্মাচরণ না করি তাহা হইলে সকল লোকেই কর্ম্ম না করিয়া উৎসন্ন হইয়া যাইবে এবং ধর্ম্ম লোপ হইবে ॥৩৯॥

যদযদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥৪০॥
ইতি শ্রীচৈতন্যরহস্যে সঙ্কীর্ত্তনাদিরহস্য-কথনং নাম প্রথম রহস্যং ॥

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ আচরণ করেন বা প্রমাণ স্বরূপ বলেন অপর ব্যক্তিরা সেইরূপ অনুকরণ করেন ॥৪০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যরহস্যে সঙ্কীর্ত্তনাদিরহস্য-বর্ণন-নামক প্রথম রহস্য।

আচার ও প্রচার

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র সপাদশতবৎসরান্তে প্রকটলীলা সঙ্গোপনপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি এতাবৎ-কালাবধি জগৎকে প্রেমভক্তি দান করি নাই। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া তন্মর্ম্মানুভবক্রমে জগতের লোক আমাকে বিধিমার্গাবলম্বনে বিধিভক্তিতে ভজন করে। কিন্তু আমার পরমভাব যে ব্রজভাব, তাহা বিধিভক্তি অবলম্বনে পাওয়া যায় না। বিধিভক্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই প্রবল, তাহাতে প্রেমের গাঢ়তা—সান্দ্রানন্দত্ব থাকে না। সুতরাং তাদৃশ ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে আমি প্রীত হই না। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া ভক্তজীব সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (সমান রূপতা), সামীপ্য (সমীপে অবস্থিতি) ও সালোক্য (সমান লোকে বাস) রূপ চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। যাহাতে নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সহিত ঐক্য আছে, তাদৃশ সাযুজ্যমুক্তি বৈধভক্তগণও প্রার্থনা করেন না। কিন্তু প্রেমভক্তি পাইলে ভক্তগণ উক্ত চারিপ্রকার মুক্তিকেও ত্যাগ করিয়া আমার সেবাসুখে মগ্ন হইয়া থাকেন। সুতরাং জগতে ঐ প্রকার বিধি ভক্তির অতীত প্রেমভক্তি প্রচারই আমার মনোঽভীষ্ট। আমি কলিযুগধর্ম্ম যে নাম সংকীর্ত্তন, তাহা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর —এই চারি রসের সহিত জগৎকে দান করিয়া সকলকেই নামপ্রেমে নৃত্য করাইব। নিজেও ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক ঐ প্রেমভক্তি স্বয়ং আচরণ-দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিব। নিজে আচার না করিলে প্রচার হয় না—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নামসংকীর্ত্তন।
চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন ॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে ॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥
*   *   *   *
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা-বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥

—চৈঃ চঃ আ ৩।১৯-২১,২৬

এস্থলে রহস্য এই যে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন কার্য্যটি স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের অংশাবতারগণের দ্বারাও সম্পাদিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রজপ্রেম বিতরণ কার্য্য স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব হইবার নহে। সুতরাং নামসংকীর্ত্তন-রূপ যুগধর্ম্ম ও ব্রজপ্রেম প্রচারের জন্য আমি নিজ পার্ষদ ভক্ত ও ব্রজধামসহ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ প্রেমের খেলা খেলিব।"

শ্রীভগবান্ ইহা চিন্তা করিয়া বৈবস্বতমন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষভাগে কলির প্রথম যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীধাম-নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ঘরে শ্রীশচীগর্ভসিন্ধু মাঝে শ্রীরাধাভাবকান্তি সুবলিত গৌরেন্দুরূপে আবির্ভূত হইলেন। তিনি প্রথমলীলায় 'বিশ্বম্ভর' নাম ধারণ-পূর্ব্বক প্রেম দিয়া ত্রিভুবনকে পোষণ ও ধারণ করিলেন। শেষ লীলায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া সমগ্র বিশ্ববাসীকে ধন্য করিলেন।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের ভক্তভাব অঙ্গীকার-পূর্ব্বক এই অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল স্বভক্তিসম্পৎ ব্রজপ্রেমনিধি স্বয়ং আস্বাদন মুখে জগতে প্রচারের মহান্ আদর্শই আমাদের অনুসরণীয় মুখ্য আচার ও প্রচার।

মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলীলায় কৃষ্ণের ব্রজলীলা আর ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীলায় সেই কৃষ্ণেরই গৌররূপে নবদ্বীপলীলা। পরমোদার মহাবদান্যলীল গৌরহরি নিজেই মালাকার (মালী) হইয়া শ্রীনবদ্বীপধামে প্রেমফলের উদ্যান করিলেন। তিনি নিজেই সেই উদ্যানের প্রেমকল্পতরু, আবার সেই বৃক্ষের সুপক্ব প্রেমফল-সমূহের দাতা ও ভোক্তাও তিনি। তিনি নিজে আস্বাদন করিয়া দুই হস্তে সেই ফল বিতরণ করিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন—

"একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিলু সবাকারে।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ' যা'রে তা'রে॥

* * * *

আত্মইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর॥
অতএব সব ফল দেহ যা'রে তা'রে।
খাইয়া হউক্ লোক অজর অমরে॥

* * *

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥
(চৈঃ চঃ আদি ৯ম পঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবমাত্রকেই সেই প্রেমফল আস্বাদনমুখে বিতরণ সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমরাই দুর্ভাগ্যবশে সেই সৌভাগ্য অঙ্গীকারে পরাঙ্মুখ হইতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে তাঁহার যুগপৎ আচার ও প্রচার-কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন—

(সনাতন কহে—) "তোমা সম কেবা আছে আন?
মহাপ্রভুর গণে তুমি—মহাভাগ্যবান্!
অবতার-কার্য্য প্রভুর নাম-প্রচারে।
সেই নিজ-কার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বারে॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন॥
আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার', 'প্রচার',—নামের করহ 'দুই' কার্য্য।
তুমি—সর্ব্ব-গুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥"
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৯৯-১০৩

শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত ঠাকুর তাঁহার 'প্রেমবিবর্ত্ত'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

'গোরার আমি, গোরার আমি'—মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য (চৈঃ ভাঃ)—

"প্রভু বলে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥"
"আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করেন গৌরহরি কৃষ্ণ গাহ গিয়া॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
আমা-প্রতি স্নেহ যদি থাকে সবাকার।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না বলিহ আর॥"

শিক্ষাষ্টকের শ্লোকাষ্টকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্যসাধনাত্মক যাবতায় শিক্ষাসার কথিত হইয়াছে। শ্রীতপনমিশ্রের সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম-সংকীর্ত্তনকেই সাধ্য-সাধনরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ আ ১৬শ পঃ দ্রষ্টব্য)।

"অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান বা স্বর্গাদি ভুক্তি জীবের সাধ্যবস্তু নয়; কৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র সাধ্যবস্তু। কর্ম্ম ও জ্ঞান, ইহারা উক্ত সাধ্যবস্তু প্রাপ্তির সাধন বা উপায় নহে, শুদ্ধা কৃষ্ণনামাশ্রয়া ভক্তিই সাধ্যবস্তু পাইবার একমাত্র উপায়।" (ঐ অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীরায় রামানন্দ-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সাধ্য-সাধনতত্ত্ব আরও পরিস্ফুটরূপে বর্ণন করিয়াছেন। সাধন ভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দুই প্রকার। বৈধীভক্তিতে ব্রজভাব দুষ্প্রাপ্য, রাগানুগা ভক্তিই উহার একমাত্র সাধন। ব্রজবাসীর ইষ্টবস্তু কৃষ্ণে স্বারসিকী বা স্বাভাবিকী পরমাবেশময়ী ভক্তিই রাগময়ী গাঢ়-তৃষ্ণাময়ী রাগাত্মিকা বা রাগস্বরূপা ভক্তি। তাহার আনুগত্যে যে ভক্তি, তাহাই রাগানুগা। ব্রজবাসীর রাগময়ী ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির তদ্বিষয়ে লোভোদয় হয়, সেই লোভই রাগভক্তির অধিকার দান করে। শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভোৎপত্তির লক্ষণ নহে। ঐ রাগভক্তির বাহ্য ও অভ্যন্তর—এই দুই প্রকার সাধন। বাহ্যে সাধকদেহে শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং অভ্যন্তরে বা মানসে নিজ সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া অষ্টকাল ব্রজে বাস করতঃ কৃষ্ণসেবা। কিন্তু নিবৃত্তানর্থ জাতরতি সাধকই ভাগ্যোদয়ক্রমে এই সাধনে অধিকার প্রাপ্ত হন। অনর্থযুক্ত অবস্থায় কৃত্রিমভাবে সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া ব্রজে বসিয়া অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ করিতে গেলে প্রাকৃত কামাদি অনর্থোদয়ে অধঃপতনের সমূহ আশঙ্কা বিদ্যমান। এজন্য শুদ্ধ রাগপথাশ্রিত ভজনবিজ্ঞ সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ে লৌল্যমাত্র মূল্য দ্বারা কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি ক্রয় করিবার কথাই অশেষশাস্ত্রদর্শি মহাজনগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৫১-১৫৫) লিখিয়াছেন—

"বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

[রাগাত্মিকা-ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্য এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তর সেবা করিবেন।]

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

["ব্রজবাসি-ভক্তগণই কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম); তন্মধ্যে যিনি যে ব্রজভক্তের মাধুর্য্যে লোভপূর্ব্বক তদনুগমনে অভীষ্ট সেবা মনে করেন, তিনি তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া অন্তর্ম্মনা হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করেন।

কৃষ্ণ এবং তদীয় নিজনির্ব্বাচিত প্রেষ্ঠজনকে সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক সেই সেই কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন; শরীরে ব্রজবাস করিতে অক্ষম হইলে, মনে মনেও ব্রজবাস করিবেন।"]

রাগানুগভক্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিরসে কৃষ্ণসেবায় লোভবিশিষ্ট হন। শুদ্ধ অকৃত্রিম লোভই শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে ঐ সেবালাভের সৌভাগ্য উদিত করায়। কৃত্রিমভাবে লোভোৎপত্তির ভাণ না দেখাইয়া সদ্‌গুরুপাদপদ্মে লব্ধদীক্ষ শিষ্য নিরপরাধে নাম-সংকীর্ত্তনরূপ মুখ্য অন্তরঙ্গ সাধনে সুদৃঢ় প্রযত্ন করিলে গুরুকৃপায় ঐ লোভোদয় সহজসাধ্য হইবে। ইহাই মুখ্য সদাচার এবং ইহারই প্রচার প্রচেষ্টা দ্বারা আত্মমঙ্গলের সহিত জগন্মঙ্গল নিঃসংশয়িতরূপে সুনিশ্চিত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

গত ২৪ আষাঢ় (১৩৭৫), ইং ৮ জুলাই (১৯৬৮) সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে পরমপূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যপাদের সেবানিয়ামকত্বে দক্ষিণ কলিকাতাস্থ ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোডে অবস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে **"শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়"** নামক একটী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় (কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদির শুভারম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় শ্রীমঠের সভামণ্ডপে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভার বিজ্ঞাপিত কার্য্যসূচী অনুসারে "শ্রীচৈতন্যবাণী" মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সঙ্ঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ এই সভার পৌরোহিত্য করেন। উক্ত দিবস বিকালবেলা হইতে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হইতে থাকায় সভার উদ্বোধক কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকালীচরণ শাস্ত্রী ও প্রধান অতিথি শ্রীপুরুষোত্তম দাস হলওয়াসিয়া মহাশয়দ্বয় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—**"সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা"**। সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে সর্ব্বপ্রথম শ্রীমঠের সদস্যবৃন্দ মঙ্গলাচরণ পুরঃসর উদ্বোধন কীর্ত্তন করিলে পূজনীয় শ্রীল আচার্য্যদেব একটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। [তাঁহার এই ভাষণটি আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে।] তৎপর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দেবশর্ম্মা (কাব্য-তর্ক-তর্ক-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ), অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীবিভূপদ পণ্ডা (বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, ভক্তি-শাস্ত্রী), শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী (কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, দর্শনশাস্ত্রী), পণ্ডিত শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী (ব্যাকরণতীর্থ, ন্যায়-শাস্ত্রী) যথাক্রমে বক্তৃতা করিলে সভাপতি মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার এই ভাষণটি নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

অদ্য শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার শুভারম্ভ বাসর। অদ্যকার সান্ধ্য অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় সংস্কৃতশিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা। বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। ভারতীয় শিক্ষা—গণিত-সাহিত্য-সঙ্গীতাদিবিদ্যা-নৈপুণ্য, তথা শিল্পবিজ্ঞানাদি কলা-কুশলতাপ্রভৃতি যাবতীয় কৃষ্টি—সমৃদ্ধি যাহার উপর নির্ভর করে, বিশেষতঃ ধর্ম্মপথের পথিকগণের যাহার সহিত সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য, মন্ত্র তন্ত্র শাস্ত্রাদি সমস্তই যাহা লইয়া, তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক কোনক্ষেত্রেই কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। আশা করি ভারত-মাতার প্রত্যেক আর্য্য-সুসন্তান তদ্বিষয়িণী আলোচনার গুরুত্ব অবশ্যই অনুভব করিবেন এবং যাহাতে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা-প্রসার শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তদ্বিষয়েও সর্ব্বতোভাবে চেষ্টান্বিত হইবেন।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ মহারাজের সুগম্ভীর গবেষণাপূর্ণ সারগর্ভ ভাষণ অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পরবর্ত্তী বক্তৃবৃন্দ—সকলেই তাঁহারই ভাষণের অনুধ্বনি করিয়াছেন। সংস্কৃতভাষা বিভিন্ন প্রদেশ-বাসিগণের ভাষার মাতৃস্বরূপিণী হওয়ায় তাঁহারই সার্ব্ব-ভৌমিক রাষ্ট্রভাষা হইবার সম্পূর্ণ উপযোগিতা আছে। নতুবা বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার প্রাধান্য প্রতিযোগিতায় ভারত খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইবে—সঙ্ঘশক্তি বিপন্ন হইয়া ভারতবাসীর মধ্যে পরস্পরে ঐক্য—সাম্য—মৈত্রী সংস্থাপনের সকল আশা ভরসা সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হইবে।

ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে (Secular state) "Education and morality should be separated from religion" ন্যায়ানুসারে শিক্ষা ও নীতিকে ধর্ম্মসংস্রব-শূন্য করার বিষময় পরিণাম আর বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইবে না, অধুনা সকলেই তাহা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যে নিত্য চিৎকণ জীবচৈতন্যের দ্বারা সমগ্র জৈব জগৎ সংধৃত হইয়া আছে, যাহার চেতনতায় জড়দেহমনের চেতনতা, যাহার সহিত বিভুচিৎ পরমাত্মার

নিত্য সম্বন্ধ, যিনি জীবাত্মার নিত্য আকর্ষক, যাঁহার আকর্ষণ ব্যতীত জীব তাহার অস্তিত্বই সংরক্ষণ করিতে পারে না, যাঁহাতে প্রীতি এবং সেই প্রীতিমূলা ভক্তি বা সেবাই যে জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম বা স্বভাব, তদ্‌বৈমুখ্য অর্থাৎ সেই ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাই হইতেছে জীবের যাবতীয় অনর্থের মূলীভূত কারণ। শিক্ষা ও নীতি সেই ধর্ম্ম-সম্পর্ক শূন্য হইলে তাহা সুশিক্ষা ও সুনীতিরূপে আত্ম-প্রকাশের পরিবর্ত্তে কুশিক্ষা ও কুনীতি বা দুর্নীতিরূপে পর্য্যবসিত হইয়া জগতের অত্যন্ত অহিতকর হইয়া পড়িবে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—

"মায়াবদ্ধজীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান ॥
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥
শাস্ত্র, গুরু, আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।১২২-২৩

শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়ামোহ-মুগ্ধজীবের কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান বিলুপ্ত দেখিয়া পরমকরুণাময় শ্রীহরি জীবপ্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া সাঙ্গ (শিক্ষা-কল্প-জ্যোতিষ-ব্যাকরণ-নিরুক্তচ্ছন্দঃ—এই ছয়টি বেদাঙ্গসহ) বেদ, বেদান্ত (বেদের শিরোভাগ বা সারাংশ উপনিষদ্), মহাভারত —ইতিহাস, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র প্রণয়নপূর্ব্বক জীবহৃদয়ে চৈত্ত্যগুরু বা অন্তর্য্যামি-গুরুরূপে সদ্বুদ্ধি বা ভগবদ্‌ভজন করিবার সদ্‌বিবেক প্রবর্ত্তন এবং মহান্তগুরু-রূপে শ্রীচরণাশ্রয়দানপূর্ব্বক সেই ভজনেচ্ছু জীবের নিকট সচ্ছাস্ত্রমর্ম্ম শিক্ষা দান-দ্বারা তাঁহার (জীবের) নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানময় স্বরূপের উদ্বোধন সাধন করেন।

"তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে মায়া-পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায় ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৫

শ্রীগুরুমুখে শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করিয়া জীবহৃদয়ে "কৃষ্ণই আমার নিত্য প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা—তাঁহার সেবাই আমার একমাত্র নিত্য কর্ত্তব্য ও তাঁহাতেই প্রীতি বা প্রেমই আমার নিত্যপ্রয়োজন"—এই শুদ্ধ সম্বন্ধা-ভিধেয়-প্রয়োজনজ্ঞানাত্মক দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। তখন তাঁহার অজ্ঞান বা অবিদ্যা তমঃ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, তিনি ভগবচ্চরণে শরণাগত হইয়া গাহিতে থাকেন—

"এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ।
অশোক-অভয়ামৃতপূর্ণ সর্ব্বক্ষণ ॥
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণকমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদতলে ॥
তব পাদপদ্ম, নাথ, রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব-সংসারে ॥
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালন-ভার এখন তোমার ॥
বড়দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বরণে ॥ ইত্যাদি।"

বেদপুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র দেবভাষা বা সংস্কৃত ভাষায় নির্ম্মিত, সাধুগুরু-মুখে ঐ সকল শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ না করিলে এবং সেই শাস্ত্রবাক্যানুসারে নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত না করিতে পারিলে জীব কোন প্রকারেই তাঁহার অবিদ্যা বা অজ্ঞানতমো নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার পারমার্থিক জীবনও কিছুতেই সংরক্ষিত হইতে পারে না। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সকল শাস্ত্রই ভগবদারাধনা বিধি উপদেশ করেন—

"শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।৬ ধৃত মুনিবাক্য

"মাতৃস্বরূপ শ্রুতি জিজ্ঞাসিত হইয়া (হে ভগবন্) আপনার আরাধন-বিধি উপদেশ করেন, স্মৃতি সেইরূপ ভগিনীস্বরূপ হইয়া উপদেশ করেন; পুরাণাদি ভ্রাতৃরূপে শ্রুতিমাতার অনুগত হইয়া তাহাই বলিতেছেন। অতএব হে মুরহর, আপনিই যে একমাত্র শরণ, ইহা আমি সত্যরূপে জানিলাম।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

"শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্ ॥"

অর্থাৎ যাঁহারা এই সকল শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরা-ত্রাদি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া ঐকান্তিকী হরিভক্তি প্রদর্শন করিতে যান, তাঁহাদের সেই স্বকপোলকল্পিত ভক্তি

কেবল জগতের উৎপাতেরই হেতু হইয়া থাকে, তাহাতে নিজেদের অমঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে বহু লোকেরই অমঙ্গলের কারণ হইতে হয়।

শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত গীতাশাস্ত্র (১৬ ২৩-২৪) উপদেশ করিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥"

অর্থাৎ যিনি শস্ত্রোক্ত বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হন, তিনি সেই আচরণ দ্বারা কখনও সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং হে অর্জুন, করণীয় ও অকরণীয় যাবতীয় কার্য্যের ব্যবস্থা বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার একমাত্র প্রমাণ ('প্রমা' শব্দে যথার্থ জ্ঞান, সেই প্রমা-জনক অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানোৎপাদক)। শাস্ত্রোক্ত বিধান জানিয়া তদনুসারেই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে—

"শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে।
একেন বিকলঃ কাণঃ দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ মমৈবাজ্ঞে যস্তূল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥"

অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি—এই উভয়ই ব্রাহ্মণগণের দুইটি নেত্র-স্বরূপ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এই দুইটি নেত্রের একটি বিকল হইলে কাণা ও দুইটি বিকল হইলে অন্ধ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ ইঁহাদের একটিকে না মানিলে কাণা ও দুইটিকেই না মানিলে অন্ধ বলিয়া পরিগণিত হইতে হইবে।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুইটিই আমার আদেশ স্বরূপ। যিনি আমার এই আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অবস্থিত হন অর্থাৎ চলেন, তাঁহারা আমার আজ্ঞাচ্ছেদী ও দ্বেষী বলিয়া বিচারিত হইবেন। 'আমার ভক্ত' বলিয়া পরিচয় দিলেও তাঁহারা কখনও আমার প্রকৃত ভক্ত 'বৈষ্ণব' নহেন।

অণুচিৎ জীবাত্মার বিভুচিৎ ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন ব্যতীত অন্য যাবতীয় জ্ঞান—সকলই অজ্ঞানমাত্র, তদ্দ্বারা জগতের কোন বাস্তব কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রোক্ত 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' সূত্রে শ্রীভগবান্ 'শাস্ত্রযোনি' রূপে কথিত হইয়াছেন অর্থাৎ শাস্ত্রই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায়। তিনি অচিন্ত্য হইয়াও শাস্ত্রৈক-জ্ঞানগম্য, যেহেতু শাস্ত্ররূপে তিনিই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। আবার সেই শাস্ত্রবক্তা আচার্য্য গুরুরূপেও তিনিই প্রকটিত হইয়া শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ চয়নপূর্ব্বক স্বয়ং তাহা আচার-মুখে প্রচার-রত হন।

'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' সূত্রে সেই শ্রুতিশাস্ত্রেরও শব্দ-মূলত্বহেতু, সেই শব্দেরই মূল প্রামাণিকত্ব। কিন্তু কোন্ শব্দ প্রমাণরূপে গণ্য? তাহাতে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-পাদ জানাইয়াছেন—

'প্রমায়াঃ করণম্ প্রমাণম্' অর্থাৎ যাহা যথার্থ জ্ঞান উৎপাদন করে তাহাই প্রমাণ।

যদ্যপি প্রত্যক্ষানুমানশব্দার্ষোপমানার্থাপত্ত্যভাবসম্ভবৈতিহ্যচেষ্টাখ্যানি দশপ্রমাণানি বিদিতানি তথাপি ভ্রমপ্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবদোষরহিতবচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্। তৎপ্রত্যক্ষাদীন্যপি সদোষাণি (সুতরাং) ভ্রমপ্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবদোষরহিতবচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্।

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য, চেষ্টা—এই দশটি 'প্রমাণ' বলিয়া বিদিত থাকিলেও ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয়-রহিত বচনাত্মক শব্দই মূল প্রমাণ। শব্দপ্রমাণের সাহচর্য্য ব্যতীত অপর নয়টি প্রমাণ দোষনির্ম্মুক্ত হইতে পারে না।

'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ আপ্তস্তু যথার্থবক্তা' অর্থাৎ আপ্তোপদেশই শব্দ। আপ্তই যথার্থবক্তা। ভ্রমাদি-দোষরহিত বক্তাই যথার্থবক্তা আপ্ত বলিয়া পরিচিত।

"বৈদিকং লৌকিকঞ্চ বাক্যংদ্বিবিধম্। বৈদিকং ঈশ্বর-প্রোক্তত্বাৎ সর্ব্বমেব প্রমাণম্ অন্যদপ্রমাণম্।"

অর্থাৎ বৈদিক ও লৌকিক ভেদে বাক্য দুইপ্রকার। তন্মধ্যে ঈশ্বরপ্রোক্ত বা অপৌরুষেয় বলিয়া বৈদিকবাক্য সমস্তই স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া গণ্য, পরন্তু লৌকিক বাক্য আপ্তোক্ত হইলে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে নতুবা তাহার

প্রামাণিকতা কোনক্রমেই স্বীকার্য্য নহে। অনাপ্তবাক্যকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়াই আজ জগৎ পাপপঙ্কিল হইয়া অশান্তি পরিপূরিত হইয়া পড়িতেছে।

রাজনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, রাষ্ট্রশাসননীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-শিল্প-বিজ্ঞান-কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি যাবতীয় নীতি শাস্ত্রানুশাসন পরিচালিত হইয়া ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত হইলেই তাহা শুভফলপ্রসূ হইবে, নতুবা ভ্রমাদি দোষদুষ্ট দম্ভাহঙ্কারোন্মত্ত-মানবমেধা দ্বারা পরিচালিত হইলে তাহা কখনও জগজ্জীবের বাস্তব কল্যাণ, শান্তি বা সুখাবহ হইবে না, ইহা অতীব সুনিশ্চিত। তাই শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"
(গীঃ ৯।২৭)

"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ॥"
(গীঃ ৮।৭)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, যাহা কিছু কর্ম্ম কর, ভোজন কর, হোমকর, দান কর, তপ কর—তৎসমুদয়ই আমাতে অর্পণ করিয়া কর অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্যে সম্পাদন কর।

সুতরাং সর্ব্বকালেই আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। মন বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইলেই নিঃসংশয়িতভাবে আমাকে লাভ করিতে পারিবে।

এইরূপে শ্রীভগবদ্গীতার সর্ব্বত্রই যাবতীয় কর্ম্ম শ্রীভগবদানুগত্যেই সম্পাদন করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীভগবানের সর্ব্বশেষ সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশও —"মদ্গত চিত্ত হও, মদ্ভক্ত হও, আমার যজন কর, আমাকেই নমস্কার কর, সর্ব্বধর্ম্ম অর্থাৎ অনাত্মদেহমনোধর্ম্ম —ঔপাধিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি—যাবতীয় স্বাতন্ত্র্যধর্ম্ম সমস্তই পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হও —আমাতেই শরণাপন্ন হও।"

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ই আমাদের ব্যবহারিক বা পারমার্থিক সমগ্র জীবনেরই একমাত্র গতি —নিয়ন্তা। তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইবার চিত্তবৃত্তিই যাবতীয় অনর্থের মূলীভূত কারণ। তাই শ্রীভগবানেরই শ্রীমুখোক্তি—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"
(গীঃ ১৮।৬২)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার (শ্রীভগবানের) শরণাপন্ন হও, তাঁহারই অনুগ্রহে পরা-শান্তি ও শাশ্বত-স্থান গোলোক-বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে পারিবে।

"য আত্মস্থমনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্"—এই কঠ ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বাক্যেও ইহাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

সুতরাং সাধুগুরুমুখে এই সকল নিত্যহিতকর শাস্ত্রবাক্য শ্রবণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা নিঃশ্রেয়সার্থী মানব মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। শাস্ত্র কাহাকে বলে? তৎসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"ঋগ্‌ যজুঃ সামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥"

অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ, মহাভারত, পঞ্চরাত্র এবং মূলরামায়ণ—এই সকল 'শাস্ত্র' বলিয়া অভিহিত। আবার যাহা এই সকল শাস্ত্রের অনুকূল, তাহাও শাস্ত্র বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। এতদ্-ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থবিস্তার শাস্ত্র ত' নহেই, পরন্তু তাহারা কুবর্ত্ম মাত্র।

বৃহদারণ্যক (৪।৫।১১) উপনিষদে উক্ত হইয়াছে :—

"এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্ ইত্যাদি"।

অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারিবেদ এবং ইতিহাস পুরাণ—এই সমস্তই সেই মহাভূত অর্থাৎ পরমাত্মার নিঃশ্বাস সদৃশ—তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

ছান্দোগ্য (৭।১।১-২) উপনিষদে কথিত হইয়াছে—

"অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ যদ্বেত্থ তেন মোপসীদ ততস্ত ঊর্দ্ধ্বং বক্ষ্যামীতি স হোবাচ—

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ ভগবোঽধ্যেমি।"

অর্থাৎ একসময়ে শ্রীদেবর্ষি নারদ শ্রীসনৎকুমারের নিকট (তাঁহার শিষ্যরূপে) উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—হে ভগবন্, অধ্যাপন করুন অর্থাৎ আমাকে শিক্ষা দান করুন। শ্রীসনৎকুমার তাঁহাকে বলিলেন—তুমি যাহা অবগত আছ, তাহার সহিত আমার নিকট উপস্থিত হও অর্থাৎ শিষ্যত্ব গ্রহণ কর অর্থাৎ তুমি যাহা জান, তাহা প্রথমে আমাকে বল, আমি তদূর্দ্ধে অর্থাৎ তাহার পরে যাহা আছে, তাহা তোমাকে বলিব। শ্রীনারদ কহিলেন—

হে ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ অবগত আছি। যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থস্থানীয় অথর্ব্ববেদ, পঞ্চমস্থানীয় ইতিহাস-পুরাণ, 'বেদানাং বেদম্' অর্থাৎ বেদসমূহের প্রকাশক ব্যাকরণ, পিত্র্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধক্রিয়াদির তত্ত্ব, 'রাশি' অর্থাৎ গণিত, দৈব অর্থাৎ দৈব উৎপাত বিষয়ক বিদ্যা, নিধি অর্থাৎ মহাকালাদি নিধিশাস্ত্র, বাকোবাক্য অর্থাৎ তর্ক-শাস্ত্র, একায়ন—নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা—নিরুক্ত, ব্রহ্মবিদ্যা (শিক্ষাকল্পাদির জ্ঞান), ভূতবিদ্যা (ভৌতিকবিদ্যা), ক্ষত্রবিদ্যা (ধনুর্ব্বেদ), নক্ষত্রবিদ্যা (জ্যোতিষশাস্ত্র), সর্পবিদ্যা অর্থাৎ গারুড় শাস্ত্র, দেবজন বিদ্যা (আচার্য্য শঙ্কর বলেন—গন্ধর্ব্বশাস্ত্র অর্থাৎ কুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্য নির্ম্মাণ প্রণালী ও নৃত্যগীতাদি কলাবিষয়ক শাস্ত্র এবং শ্রীরঙ্গরামানুজ বলেন—দেববিদ্যা—গান্ধর্ব্বশাস্ত্র ও জনবিদ্যা—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র)—এই সমস্তই অবগত আছি।

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।" (ছাঃ ৭।২৩।১)

অর্থাৎ যে বস্তু ভূমা (অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত—সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বা বৃহৎ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—পরাৎপর পরংব্রহ্ম ভগবত্তত্ত্ব), তাহাই সুখ-স্বরূপ, অল্পে অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন, খণ্ড, সসীম বস্তুতে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। ভূমাকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য। হে ভগবন্, আমি ভূমাকে জানিতে ইচ্ছা করি।

এই ভূমা বস্তুর জ্ঞান শ্রৌতপন্থা ব্যতীত তর্কপন্থায় কখনও অধিগম্য হইবার নহে—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

(মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব ৫।২২)

অর্থাৎ যে সকল ভাব চিন্তার অতীত, তাহাতে তর্কের যোজনা করা উচিত নহে। যাহা প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব, তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ।

'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ', 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'—এই সকল শ্রুতিবাক্যে তর্কপন্থার অপ্রতিষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাপ্য হইতে ব্যাপকের দিকে অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জজ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানাতীত অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ অপ্রাকৃততত্ত্বাভিমুখে অগ্রসর হইবার নামই তর্ক। এই অপ্রাকৃত-তত্ত্বের ত' কথাই নাই, প্রাকৃত বিষয়েও উহার প্রতিষ্ঠা দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণনামরূপ-গুণলীলাদি অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপার-বিশেষ নহেন, সেবোন্মুখ জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে সেই স্বপ্রকাশবস্তু আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। তর্কপন্থা অবলম্বনে কখনও সেই অপ্রাকৃত ভগবদ্বিষয়িণী মতি—'কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি' পাওয়া যায় না।

বেদ অপৌরুষেয় শব্দব্রহ্ম; যাহা দ্বারা শ্রীভগবান্ 'বেদয়তি ব্রহ্ম' অর্থাৎ ব্রহ্ম বস্তুকে প্রকাশ করেন, তাহাই বেদ। পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণ-দ্বারাই সেই বেদার্থ স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে। পূরণাৎ পুরাণম্, ন চাবেদেন বেদস্য বৃংহণং সম্ভবতি অর্থাৎ বেদার্থ পরিপূরক বলিয়াই পুরাণ, অবেদ-দ্বারা কখনও বেদার্থ পূরিত বৃংহিত বা স্পষ্টীকৃত হয় না, এজন্য মহাভারতে শ্রীবেদব্যাস জানাইয়াছেন—ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ অর্থাৎ স্পষ্টী কুর্য্যাৎ।

শ্রীমদ্ভাগবতই—সর্ব্ববেদান্তসার—সর্ব্বশাস্ত্রের সার মীমাংসা গ্রন্থ। এই জন্য সেই ভাগবতশ্রবণকেই মুখ্য শ্রবণ বলিয়া জানান হইয়াছে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কহিয়াছেন—

"ভাগবত, ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান"—চৈঃ চঃ ম ৬।৯৭। কিন্তু শাস্ত্রে ইতিহাসের সংজ্ঞা—"ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতং। পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥" অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের উপদেশ সমন্বিত পুরাবৃত্তকথাই ইতিহাস, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে প্রোজ্ঝিতকৈতব-পরমধর্ম্ম—পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমই পরম প্রয়োজনরূপে নিরূপিত হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বশাস্ত্রসার। ভক্তিসহকারে সেই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, অধ্যয়ন ও বিচার-পরায়ণ হইলে মনুষ্যমাত্রেই বিমুক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভ করেন—

"তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ" (ভাঃ ১২শ স্কন্ধ)

শ্রীব্যাসমুখোচ্চারিত শব্দে সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীভগবৎকৃপা-শক্তি নিহিত, এজন্য আবৃত্তিরপি সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী। অনেকস্থলে ভক্তিভরে আবৃত্তি করিতে করিতেই শ্রীভগবৎকৃপায় তদুচ্চারিত শব্দের অর্থবোধ হইয়া যায়। "গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনির্গতা॥" অর্থাৎ গীতা সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ পদ্মনাভের মুখপদ্মবিনিঃসৃতা, তাহা সুন্দররূপে গান করা কর্ত্তব্য, অধিক শাস্ত্র বিস্তারে প্রয়োজন কি?

সংস্কৃত ভাষা এমনই সুন্দর মাধুর্য্যপূর্ণ ও গম্ভীরার্থ-বোধক যে তাহা পাঠ করিতেই হৃদয় আনন্দে ভরপূর হইয়া উঠে, অর্থবোধ হইলে ত' কথাই নাই। সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার নিজজন মুনি-ঋষিগণের সুপবিত্র হৃদ্গতভাব ভাষাধারে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেই সকল ভাব হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের অজ্ঞরাশি দূর করিয়া দেয়, হৃদয়কে শুদ্ধ পূত স্নিগ্ধ করিয়া ভক্তি-সদাচারে প্রতিষ্ঠিত করতঃ নিত্য কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে, অশন বসন শয়ন ভ্রমণ ঈক্ষণ চিন্তন ভাষণ প্রভৃতি শরীর ও মনঃ সম্বন্ধীয় যাবতীয় আচরণকেই, পবিত্র করিয়া তুলে, তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাচীনতম রীতিনীতি আচার ব্যবহারের প্রতি অনাবশ্যক কটাক্ষ নিক্ষেপ, ঔদাসীন্য এবং তৎ-সমুদায়ের অপ্রীতিকর সমালোচনা আর থাকে না, পরন্তু তাহাকে পরমাদরে গ্রহণ ও সংরক্ষণের অনুকূলা প্রবৃত্তিই জাগিয়া উঠে। ভ্রমাদিশূন্য ভগবদ্বাক্য ও আর্যবিজ্ঞ-ভাগবতবাক্য-স্বরূপ শাস্ত্রে অবিশ্বাস ও অনাদর আসিয়া যাওয়ার জন্য আমাদের দেশের পরম পবিত্র চিন্তাধারা আজ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কতকগুলি বৈদেশিক তত্তদ্দেশোপযোগী চিন্তাধারাকে আমাদিগের মুনিঋষিগণের পবিত্র চিন্তা-খাতে ঢুকাইয়া তাহাদের পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ফলে দেশে ভগবদ্ভাবদুর্ভিক্ষমহামারী প্রবলাকার ধারণ করিয়া ভারতের সকল শান্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে, ভারতকে গোলোক-বৈকুণ্ঠের বিপরীত পথে চালিত করিয়া ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে বসিয়াছে। রাজা ধার্ম্মিক হউন, রাষ্ট্রে শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মানু-শাসন প্রবৃত্ত হউক, সংস্কৃতভাষাই রাষ্ট্রভাষা হউক, শাস্ত্রা-লোচনা দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, মঠমন্দির ভক্তিসহকারে ভগবৎপূজা, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ-কীর্ত্তনাদিতে মুখরিত হউক, তাহা হইলেই দেশে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিবে। নতুবা দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইবে, ধ্বংস অনিবার্য্য হইবে।

সুদূর আমেরিকাতে "হিপি পাড়ায়" রথযাত্রা

[গত ২৬ আষাঢ় (১৩৭৫), ইং ১০ জুলাই (১৯৬৮) বুধবার কলিকাতা সংস্করণ দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রে ১০ম পৃষ্ঠায় 'হিপি পাড়ায় রথযাত্রা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। এই প্রবন্ধের লেখিকা শ্রীসুমিত্রা সরকার মহোদয়া। তিনি সুদূর আমেরিকার সান্‌ফ্রান্সিস্কো সহরের 'হিপি'-পল্লীতে হাইট্ ষ্ট্রীটে স্বচক্ষে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীবলরাম ও শ্রীশ্রীসুভদ্রাদেবীর রথযাত্রা দর্শন পূর্ব্বক অতীব উল্লাসভরে এই প্রবন্ধটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই প্রবন্ধটি আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকায় পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির নিমিত্ত যথাযথ ভাবে মুদ্রিত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই রথ-

যাত্রার প্রবর্ত্তক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বেদান্ত স্বামী মহারাজ। ইনি আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিশ্ববিখ্যাত শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** অনুকম্পিত। তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম-প্রদত্ত নাম শ্রীঅভয়চরণ দাসাধিকারী। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর আমাদের সতীর্থ শ্রীধাম-নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট হইতে ইনি ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণানন্তর উক্ত 'শ্রীভক্তিবেদান্ত স্বামী' মহারাজ নামে খ্যাত হইয়াছেন।

"পৃথিবী-পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥"

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪।১২৬

"জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪০-৪১

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোদ্গীর্ণ এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমগ্র পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্যবাণী বিতরণের প্রবলা ইচ্ছা ছিল। তিনি তাঁহার প্রকটকালেই কতিপয় প্রচারক প্রেরণ পূর্ব্বক পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করাইয়াছিলেন। সম্প্রতি 'স্বামী' মহারাজ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেই মনোঽভীষ্ট প্রচারে অগ্রণী হইয়াছেন, ইহা আমাদের পরম আনন্দের ও গৌরবের বিষয়। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, তিনি ইতিমধ্যেই আমেরিকার বিভিন্নস্থানে সাতটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া এবং 'Back to Godhead' নামক একখানি সাময়িক পত্র প্রচারদ্বারা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আমেরিকার সর্ব্বত্র বিপুল উদ্যমে বিস্তার করিতেছেন, ইহা আমাদের অতীব আনন্দের বিষয় হইয়াছে। ইতিমধ্যে মার্কিণ দেশবাসী কতিপয় সজ্জন ও মহিলা তাঁহার শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-প্রসারকার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়া তাঁহাকে নানা ভাবে সহায়তা করিতেছেন। কতিপয় যুবক আমাদের মঠের নিয়মানুযায়ী ব্রহ্মচারি-বেষ গৈরিকবসন ধারণ ও সদাচার পালনরত হইয়াছেন। গলদেশে তুলসীমালা ও দ্বাদশাঙ্গে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিতেছেন। মৃদঙ্গ করতাল বাজাইতে শিখিয়া ঠিক আমাদেরই এতদ্দেশীয় মঠসেবক-গণের ন্যায় নাম-সংকীর্ত্তনাদিতে রত হইয়াছেন। যথানিয়মে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন ভোগরাগাদি সম্পাদন পূর্ব্বক মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন। গীতা ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ অনুশীলন রত হইয়াছেন। আমাদেরই ভারতীয় সাধুগণের ন্যায় বেষাদি ধারণপূর্ব্বক তাঁহারা সাধুজীবন যাপন করিতেছেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে তাঁহাদের মতি উত্তরোত্তর দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক, তাঁহারা আদর্শ গৌরভক্ত হউন, ভক্ত-সেবায় তাঁহাদের রতি বর্দ্ধিত হউক—"গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ মো-সবাকার' ইহাই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে আমাদের একান্ত প্রার্থনীয় বিষয়। শ্রীল স্বামী মহারাজের প্রচার-প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক, স্থায়িত্ব লাভ করুক—মার্কিণদেশের সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হউক—মার্কিণরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণনামে মুখরিত হউক, পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পরিপূর্ণ হউক।—চৈঃ বাঃ সং]

"**সান্‌ফ্রান্সিস্কোর**—সেদিন কতকগুলো পোষ্টার দেখে ভারি কৌতুক জেগেছিল। গৈরিক পীতবর্ণের পোষ্টার গুলোতে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা সান্‌ফ্রান্সিস্কোর রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে রথযাত্রার উৎসব হবে, বেলা বারোটার সময় হাইট আর পাইনের কর্ণার থেকে যাত্রা সুরু, সকলেয় নিমন্ত্রণ।

কৌতুকের সঙ্গে বিস্ময় এসে মিশল। কৌতূহল জাগ্রত হল। ঠিক করলাম্, আমি যাব এই রথযাত্রা দেখতে।

বারোটার কিছুপরে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দেখি সত্যি সত্যিই জগন্নাথের রথ দাঁড়িয়ে আছে। বিরাট বিরাট চারটে চাকার ওপর কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি দোতলা রথ। এক তলায় এক ব্রহ্মচারী নিবিষ্ট মনে

বসে শুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করছেন। পাশে আরও কয়েকজন ব্রহ্মচারী রয়েছেন। কেউ খোল বাজাচ্ছেন, কেউ খঞ্জনি বাজাচ্ছেন—আর সকলে মিলে সমস্বরে গাইছেন: শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম, শ্রীরাধাগোবিন্দ।

দোতালায় তিনটি কাঠের মূর্ত্তি—জগন্নাথদেব, বলরাম আর সুভদ্রার। একেবারে নিখুঁত মূর্ত্তি, কোথাও একটুকু অন্যরকম নেই। শুনলাম, মন্দিরের একভক্ত ঐ রথ আর মূর্ত্তি তিনটী তৈরী করেছেন।

ওপরের পাটাতনে কয়েকজন মেয়ে বসে ছিল। পরনে তাদের সাধারণ শাড়ি। কারও লাল পাড়, কারও কালো পাড, আবার কারও বা গোলাপী। মুখে কারও প্রসাধন নেই। মাথায় কারও এলোচুল, কারও বিনুনি, কারও বা খোঁপা। তারই মধ্যে ফুল গুঁজেছে, গলায় দিয়েছে তুলসীর মালা। কপালে তিলক আর নাকে রসকলি। ঠিক যেন বাংলাদেশের বৈষ্ণবী।

তাদের কারও কারও কোলে ছেলে দেখে আমার ম্যাডোনার কথা মনে পড়ে গেল। অনেক মেয়ে ভাবে বিভোর হয়ে চামর দুলিয়ে বিগ্রহের সামনে আরতি করছে। মুখে অমৃত দীপ্তি, কণ্ঠে মৃদুস্বরে নামগান। বাইরের বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোনো খেয়াল নেই যেন।

যাত্রার সময় উপস্থিত হলে একে একে সকলে নেমে এল। দুটো শক্ত লম্বা দড়ি দিয়ে রথটাকে বেঁধে সকলে মিলে টান্‌তে সুরু করল। হাইট ষ্ট্রীট দিয়ে রথ চল্‌ল এগিয়ে। সঙ্গে অগণিত ভক্তের দল। তারা নাম-সংকীর্ত্তন করছে! সঙ্গে বাজছে মৃদঙ্গ, খোল আর করতাল।

রথ যতই এগিয়ে চলেছে, মিছিলে ততই লোক জমছে। কোথা থেকে কত লোক যে এসে তাতে যোগ দিল! হিপিরা, অন্যরা। সকলের ঐকতানে আকাশ মুখরিত হয়ে উঠল।

আমার মনে তখন যে কী আনন্দ! দেহে কী শিহরণ! বৈষ্ণব পরিবারের মেয়ে আমি, আনন্দে-শিহরণে সারা মনপ্রাণ আমার নেচে উঠল।

মিছিলের পুরোভাগে রয়েছেন সেই গৌরকান্তি ব্রহ্মচারীরা। তাঁদের মণ্ডিত মস্তকে শোভা পাচ্ছে শিখা-গুচ্ছ। পরনে শ্বেত কিংবা গৈরিকবসন। ঊর্দ্ধাঙ্গে উত্তরীয়, গলায় তুলসীর মালা। কপালে তিলক, নাকে রসকলি। তাঁরা চলছেন মৃদঙ্গ বাজিয়ে, নাচ্‌তে নাচ্‌তে নামসঙ্কীর্ত্তন করতে করতে। মনে হল স্বয়ং গৌরাঙ্গ যেন আবার ধরায় নেমে এসেছেন। বৈষ্ণব-পরিবারের মেয়ে আমি, অভিভূত হয়ে পড়লাম। হিপিদের সর্ব্বশেষ মজা দেখতে এসে মজে গেলাম। দু'চোখে আমার অশ্রু-ধারা বাধা মানল না। মৃদুকণ্ঠে আমিও তাদের সঙ্গে গেয়ে উঠলাম। সুরে সুর মেলালাম।

আমার বড়ো অদ্ভুত মনে হ'ল, বড়ো আশ্চার্য্য। আমি এখানে, এই সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরের রাস্তায় হিপিদের সঙ্গে যে গান গেয়ে চলেছি, সে তো আমার শৈশবের গান। সে-গানের সুর তো আমার রক্তে মিশে আছে।

ক্ষণিকের মধ্যে আমার সেই আশ্চর্য্য ভাব কেটে গেল। সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা গভীর আন্তরিকতা দেখে আমার সব বিস্ময়, সব কৌতুক, সব আমোদ দূর হয়ে গেল। আমি ভুলে গেলাম যে, এরা হিপি, এরা আমেরিকান। শুধু মনে হ'ল এরা ব্রহ্মচারী, এরা ভক্ত, ঈশ্বরের স্নেহধারায় স্নাত……এরা সকলে।…সকলে।

আড়াই মাইল পদযাত্রার পর আমি ক্লান্তি বোধ করতে লাগলাম। পাশের একজন মেয়ে ভক্তকে জিজ্ঞাসা করলাম, আর কতদূর যেতে হবে। মেয়েটি বলল, গোল্ডেন গেট পার্ক হয়ে সমুদ্রোপকূলে গিয়ে শেষ হবে এই রথযাত্রা। সব মিলিয়ে প্রায় সাত মাইল।

এই মেয়েটির কাছেই শুনলাম, তাঁদের গুরু—স্বামী ভক্তিবেদান্ত। তাঁর গুরু (তিনি ভারতে আছেন) তাঁকে পাশ্চাত্ত্যদেশে নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করতে আদেশ দিয়েছেন। তাঁদের প্রথম মন্দিরটি স্থাপিত হয় নিউইয়র্কে, দ্বিতীয়টি সান্‌ফ্রান্সিস্কোয়। বষ্টন, লস্‌এঞ্জেলস্ আর নিউ-মেক্সিকোর সান্টাফে-তেও একটি করে মন্দির আছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এখন মোট সাতটি মন্দির আছে তাঁদের। এ মাসে লণ্ডনে একটি মন্দিরের উদ্বোধন হবে।

মেয়েটি বলল, সান্‌ফ্রান্সিস্কোর মন্দিরে জন তিনেক ব্রহ্মচারী আর আশি থেকে একশ' জন ভক্ত আছেন। ব্রহ্মচারীরা সাধারণত পঠন-পাঠন আর মন্দির দেখাশোনা

করেন। খুব দরকার না হলে বাইরে যান না। পুরুষ ভক্তরা মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহে তাঁদের বেতনের অর্দ্ধেক দান করেন, আর নারী ভক্তরা রান্নাবান্না আর অন্যান্য কাজে সাহায্য করেন। প্রতিদিন সকালে তাঁরা নাম-সঙ্কীর্ত্তন করেন। সপ্তাহে তিন দিন রাত্রেও কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তন ছাড়া তাঁরা ভগবদ্ গীতা আর শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করেন। তাঁদের গুরুই ঐসব গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। প্রতি রবিবার একশ' থেকে দু'শ জনের প্রীতিভোজ হয় এই মন্দিরে।

মেয়েটিকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই মন্দির, এই কীর্ত্তন-ভজন, এই পঠন-পাঠন তার জীবনে তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার ক'রেছে কিনা। উত্তরে সে বলল, এই মন্দির ছাড়া সে তার জীবনকে এখন কল্পনাই করতে পারে না। মন্দিরে আসার আগে সে পুরোদস্তুর হিপি ছিল—হিপিদের যত নেশা আর ক্রিয়াকলাপ আছে, সবই ক'রেছে। তারপর মন্দিরে গুরুর সান্নিধ্যে এসে বুঝতে পেরেছে, জীবন পথে নেশা আর মাদক কিছু নয়। সে এখন জীবনের অন্য অর্থ খুঁজে পেয়েছে।"

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—শরণাগতি কি ?

উত্তর—সর্ব্ববিষয়ে কৃষ্ণেচ্ছাই বলবতী। আমি কিছু করিব ইচ্ছা করিলেও কৃষ্ণের ইচ্ছা না হইলে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবেই। তাঁহার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশানই শরণাগতি বা শান্তি। প্রাপঞ্চিক বিষয়সমূহ সকলই কৃষ্ণলীলার অনুকূল।

আমরা সংসারে সুখ পাইলে ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাইব বলিয়া আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই দয়াময়ের এই প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ। সুতরাং এখানে সুখে থাকিলে কৃষ্ণবিস্মৃতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই তাঁহার এই দয়ার পরিচয়।

নিজে ইচ্ছা করিয়া ব্রজে যাওয়া যায় না। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের শুভেচ্ছা ও কৃপা হইলেই ব্রজবাস সম্ভব হয়। ব্রজ-যাত্রায় আমাদের নিজেচ্ছাই কৃষ্ণের প্রতিকূল অনুশীলন ও বাধকস্বরূপ।

চৈত্র মাসে আমার মথুরা যাইবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও কৃষ্ণবাঞ্ছা প্রবল হওয়ায় আমাদের অবৈধী ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আগামী আশ্বিন মাসে তথায় যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি। তবে কৃষ্ণের ইচ্ছা যদি অন্যরূপ হয়, তাহাতে আমার কোন হাত নাই, বরং তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চেষ্টা করায় আমি দোষী সাব্যস্ত হইব।

হরিভজন করিলেই শরীর, মন ও আত্মা—তিনটীই ভাল থাকিবে, আমার মত ভজনবিমুখ হইলে তিনটীই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে।

মায়াবাদীর গীতা পড়িবার জন্য এত আগ্রহ কেন ? মায়াবাদীর সহিত ভক্তের কোলাকুলি করা উচিত নহে। ঐরূপ দুঃসঙ্গ অবশ্য পরিহার্য্য। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে কি পতিরূপে ভজন করা যায় ?

উত্তর—বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণই একমাত্র ভোগী, তদ্ব্যতীত আর সব তাঁর ভোগ্য। শ্রীগৌরসুন্দর বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণ হইয়াও ভক্তভাবে বিভাবিত। তিনি কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণ-সুখানুসন্ধানে ব্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যবিগ্রহ, আর শ্রীগৌরাঙ্গদেব ঔদার্য্যবিগ্রহ। আস্বাদক বিষয়-বিগ্রহ বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণই। জীব নিজেকে আস্বাদক (কৃষ্ণ) বলিয়া অভিমান করিলেই তাহার সংসার হইবে। কৃষ্ণ-ভোগ্য জীবের ভোক্তা-অভিমানই পতনের কারণ। শ্রীগৌরসুন্দর স্বরূপতঃ বিষয়বিগ্রহ বা ভোক্তা, কিন্তু তিনি আশ্রয়বিগ্রহের লীলা-অভিনয়কারী। এজন্য মহা-প্রভুর পতিত্ব বৈধ-বিচারে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া বা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার

অধিষ্ঠান ব্যতীত তদধীনগণ শুদ্ধদাস্যরসাশ্রিতা দাসী মাত্র। তাহাতে মুখ্যরসানন্দ শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। যেখানে মধুররতিতে শ্রীগৌরসুন্দরকে উদ্দেশ করিয়া পতিশব্দের প্রয়োগ হয়, উহা গৌরসুন্দরের কৃষ্ণরূপ জানিতে হইবে। যাহারা অজ্ঞতাবশে গৌরকে 'নাগর' বলে, সেই 'গৌরনাগরী' মত অশাস্ত্রীয় ও অপরাধময়। তাই শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন—

"অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বলে॥"

এইজন্যই গৌরনাগরীবাদ দুষ্টমত।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—গৃহব্রত ব্যক্তির সঙ্গ কি গর্হণীয়?

উত্তর—গৃহব্রতধর্ম্মকে প্রবল করিবার যাহাদের ইচ্ছা, আমরা কোন দিনই তাহাদের সঙ্গ প্রার্থনা করি না। যে সকল ব্যক্তি হরিভজনে অনুরাগী ও কৃষ্ণগৃহধর্ম্মে অবস্থিত তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য আমাদের বাঞ্ছা প্রবল হওয়া আবশ্যক। দুঃসঙ্গ পরিহার করিয়া সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। যাহারা অসাধুকে সাধু বলিয়া ভ্রম করে, তাহারা অসুবিধার মধ্যেই পড়িবে।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—মঠ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর—সাধারণ লোকের অনুগ্রহের উপর কিছু মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শুদ্ধভক্তগণের ভজনোন্নতির জন্যই মঠ প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনদ্বারাই শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা হয়। 'যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ' — শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলায় আদর্শ জীবের একমাত্র মঙ্গলের পথ।

ভোগী ও ত্যাগীর মন যোগাইবার জন্য মঠ করা হয় নাই; পরন্তু শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্যই মঠ স্থাপিত হইয়াছে। মঠ স্থাপনরূপ হরিসেবার দ্বারা আমাদের মঙ্গল হইবে।

কেবল দুই একটী টাকা দিয়া মঠের উপকার পাওয়াই আমাদের সম্বল নহে। বাজে লোকের নিকট হইতে সাহায্য লইবার জন্য আমাদের আগ্রহান্বিত হওয়া উচিত নহে। পরন্তু নিখুঁত সত্যকথা বলিয়া যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিয়া ধন্য হইবে।

লোক অনেক সময় আমাদের সহিত কপটতা খেলিবে। ঐ গুলিকে ভগবানের পরীক্ষা জানিবে। জীবের সৌভাগ্য না থাকিলে দুষ্পারা মায়াকে অতিক্রম করা কঠিন। মায়াবাদী ও ভোগী উভয়েই বদ্ধজীব। হরিপ্রপন্ন জনগণই কৃষ্ণভক্তের কৃপায় হিতাহিতজ্ঞানবিশিষ্ট। অনেকেই ভোগপ্রাধান্যে চালিত হইয়া সত্যের উপলব্ধি হইতে বিরত হয়, জানিও।

শীঘ্রই গয়ায় গিয়া প্রবল ভাবে প্রচার করিবার ইচ্ছা আছে। কৃষ্ণেচ্ছা হইলে উহা নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত হইবে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভক্তের চিত্তবৃত্তি কিরূপ হইবে?

উত্তর—কেনোপনিষদ্ বলেন,—সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নির্দ্দিষ্ট শক্তি লাভ করিয়া আধিকারিক দেবগণ নিজ নিজ শক্তির পরিচালনা করেন। আবার সেই শক্তি পুনর্গৃহীত হইলে তাঁহাদের নিজ নিজ শক্তি থাকে না। শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ শক্তির উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর স্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন। আমরাও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরূপ, শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীগুরু-পাদপদ্মের উদ্দেশ্যেই সকল কার্য্য করি। ভক্তিপথ বা আনুগত্যের পথ ছাড়িয়া দিলে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মত্ব আমাদিগকে গ্রাস করে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কেবলাদ্বৈতবাদীর সহিত বৈষ্ণব-বৈদান্তিকের পার্থক্য কি?

উত্তর—অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী নির্ব্বিশেষবাদের পক্ষপাতী, আর বৈষ্ণববৈদান্তিক নিত্যসবিশেষবাদ স্বীকারকারী। অদ্বৈতবাদী প্রচ্ছন্ন নাস্তিক, আর বৈষ্ণববৈদান্তিক নিষ্কপট আস্তিক। অদ্বৈতবাদী আরোহবাদী, আর বৈষ্ণববৈদান্তিক অবরোহবাদী, অদ্বৈতবাদী শরণাগতির বিরোধী, আর বৈষ্ণববৈদান্তিক নিত্য ঐকান্তিক শরণাগতির পক্ষপাতী। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভক্তগণ কি নীতি স্বীকার করেন?

উত্তর—যাঁহারা কৃষ্ণের প্রকৃত ভক্ত তাঁহারা কখনই অনৈতিকতার পক্ষপাতী নহেন। নিখিল সুনীতি একমাত্র ধর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মেই পূর্ণতমরূপে আবদ্ধ। জীবাত্মার সর্ব্বোচ্চ নীতিবিজ্ঞানই পরমাত্মার প্রতি অনুরাগ। এই শুদ্ধ অনুরাগের শেষ সীমা একমাত্র কৃষ্ণভক্তগণেই আছে। মহাত্মা খ্রীষ্ট-প্রচারিত উত্তমনীতিসমূহ অনন্তকোটিগুণে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তগণের প্রেম-নীতির সেবা-সময় প্রতীক্ষা করিতেছে।

আমাদের বিচার কেবল লৌকিক-নীতিতে আবদ্ধ নহে। লৌকিক নীতি অতিক্রম করিয়া যে অলৌকিক নীতি এবং তাহা অতিক্রম করিয়াও যে পারমার্থিক প্রেম-প্রয়োজন-নীতি, সেই নীতিতে খ্রীষ্টীয় নীতি পরিপূর্ণরূপে পুষ্ট হইয়াছে। যখন সেই অতিমর্ত্ত্য প্রেমনীতিতে কোন শুদ্ধ জীবাত্মা অধিষ্ঠিত থাকেন, তখন লৌকিকীনীতিসমূহ অত্যন্ত ছোট মনে হয়। কিন্তু লৌকিকী নীতির প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ থাকে না বা অনুরাগও দৃষ্ট হয় না। অথচ সকল নীতিই সেই প্রেমিক পুরুষের সেবা করিয়া ধন্য হইবার জন্য পরমার্থ-নীতির পশ্চাতে দাসীর ন্যায় অপেক্ষা করে।

পারমার্থিকের চরিত্র কখনও নীতিহীন নহে। নীতি বিদ্বেষী বা নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ কখনই পারমার্থিক পদবাচ্য নহে। ব্যভিচার কখনও ভক্তি হইতে পারে না।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কৃষ্ণলীলা কি অশ্লীল নহে?

উত্তর—কখনই না। জিতেন্দ্রিয়কুলচূড়ামণি পার্ষদ-ভক্তগণ যে কৃষ্ণলীলার আলোচনা করেন, যে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিলে পাপ ও সংসার হইতে নিষ্কৃতি হয়, চির শান্তি লাভ হয়, প্রেমলাভ করা যায়, কামনা-বাসনার হাত হইতে চিরতরে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেই কৃষ্ণলীলা যে কত সর্ব্বোত্তম নীতি-পরিপুষ্ট, নিখিল নীতির কত আরাধ্যতম, তাহা জাগতিক নীতিবাদিগণ তাহাদের ক্ষুদ্রতম মস্তিষ্কে ধারণাই করিতে পারিবে না।

কৃষ্ণের প্রেমলীলা রোমিও-জুলিয়েটের ন্যায় নায়ক-নায়িকা বা আদর্শ স্ত্রী-পুরুষের কামলীলার ন্যায় প্রাকৃত নহে। এখানকার কাম বৃত্তি-মাত্র, আর অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-রাজ্যের কাম বিগ্রহবিশিষ্ট। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা বা স্বসুখবাঞ্ছার নাম কাম। আর কৃষ্ণপ্রীতিবিধানের নাম প্রেম। কাম অন্ধকার, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর সদৃশ। অপ্রাকৃত কাম অর্থাৎ প্রেম কৃষ্ণেন্দ্রিয়পূর্ত্তিবাঞ্ছারূপ বিগ্রহ-বিশিষ্ট। রিপু এখানকার কামকে অবিরত তাড়না করে, কিন্তু অপ্রাকৃত ধামে কৃষ্ণের চিন্ময়-বিগ্রহ-মাধুর্য্য কৃষ্ণ-কামকে চালিত করিয়া থাকে।

জগতের কামের চালক—রিপু; আর প্রেমের চালক—কৃষ্ণ।

কৃষ্ণের লীলাকে অশ্লীল বলা যাইবে না। এরূপ মনে করাও অপরাধ। কারণ কৃষ্ণই অদ্বিতীয় ভোক্তা, পরম বাস্তব সত্য, নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় স্বরাট্ (Spiritual Despot)।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—দক্ষিণদেশে শ্রীমন্দিরের বহির্দেশে অশ্লীলতা-সূচক মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় কেন?

উত্তর—আমরা ভারতীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্র পাঠে জানিতে পারি যে, জ্যোতিষবিজ্ঞানে বজ্রপতনাদি নিবারণের সহিত স্ত্রী-পুরুষের বদ্ধাবস্থাসূচক মূর্ত্তির সম্বন্ধ আছে। এজন্য মন্দির গাত্রে ঐ সকল মূর্ত্তি খোদিত থাকিতে পারে। যথা—

"বজ্রপাতশঙ্কয়া ইন্দ্রাণ্যাদ্যা বন্ধা দেয়াঃ।"

(জ্যোতিশ্চন্দ্রিকা টীকা)

বজ্রপাতের আশঙ্কায় ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী প্রভৃতি স্ত্রী-পুরুষের বদ্ধাবস্থাসূচক মূর্ত্তি (প্রাসাদাদির গাত্রে) প্রদান করা কর্ত্তব্য।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ধর্ম্মের কি ক্রমবিকাশ আছে?

উত্তর—নিশ্চয়ই আছে। ধর্ম্মজগতে দুইশ্রেণীর ক্রমবিকাশ পন্থা লক্ষ্য করা যায়। এক শ্রেণীতে ইন্দ্রিয়তর্পণ বা আধ্যক্ষিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশ আর এক শ্রেণীতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বা অধোক্ষজ-জ্ঞানের ক্রমবিকাশ। ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা আধ্যক্ষিক-জ্ঞানের ক্রমবিকাশ যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই নাস্তিকতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। আবার ভগবদিন্দ্রিয়-তর্পণের ক্রমবিকাশ যত গাঢ় হইতে থাকে

ততই আস্তিকতা অপূর্ণ হইতে পূর্ণ এবং ক্রমে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর ও পূর্ণতমরূপে পরিস্ফুট হয়।

ইন্দ্রিয়তর্পণ বা আধ্যক্ষিকজ্ঞানের ক্রমবিকাশে প্রথমে বিশুদ্ধ নাস্তিকাবাদ, দ্বিতীয়স্তরে সন্দেহবাদ, তৃতীয়স্তরে অজ্ঞেয়তাবাদ, চতুর্থস্তরে মায়াবাদ এবং অবশেষে শূন্যবাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার অন্যদিকে ভগবদিন্দ্রিয়তর্পণ বা অধোক্ষজজ্ঞানের ক্রমবিকাশে অর্থাৎ চিদ্‌বিলাসের বিচারে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ও একল-বাসুদেবের বিচার পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম, রুক্মিণীশ এবং রাধাগোবিন্দের উপাসনার ক্রমতারতম্য পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

মানব-জাতির ইন্দ্রিয়তর্পণের ক্রমবিকাশ শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলাকে অশ্লীল মনে করিয়া রাধা-নাথের ধারণা হইতে রুক্মিণীশের ধারণা কিঞ্চিৎ ভাল বলিয়া বিবেচনা করেন। আবার বহুবল্লভ দ্বারকেশের ধারণা অপেক্ষা এক-পত্নীব্রতধর জানকীবল্লভের ধারণা অধিকতর নৈতিক বিচারপুষ্ট মনে করেন। তাঁহারা রামচন্দ্র অপেক্ষা লক্ষ্মী-নারায়ণের ধারণাকে অধিকতর শুদ্ধভাবযুক্ত বিচার করেন। আবার পুং-স্ত্রী-মিশ্রউপাস্য-বিচার অপেক্ষা একল-বাসুদেবের কল্পিত ধারণা অধিকতর নীতিপুষ্ট বিচার করেন। কিন্তু একল-বাসুদেব অর্থাৎ চিচ্ছক্তিহীন শক্তিমান্ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা নাস্তিকতা বা নির্ব্বিশেষবাদেরই প্রথম সোপানে পদ-বিক্ষেপ। এইরূপে ইন্দ্রিয়তর্পণময়ী নীতি বা আধ্যক্ষিক-জ্ঞান ক্রমশঃ উন্মার্গে আরোহণ করিতে করিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিচারে আসিয়া পড়ে অর্থাৎ পরম চেতনকে (over-soul) তাঁহার নিত্য চিদ্‌বিলাস ধর্ম্ম হইতে চিরবর্জ্জিত করিতে চায়, তাঁহার ব্যক্তিত্ব (Transcendental Personality) ধ্বংস (?) করিবার প্রয়াস দেখায়। ক্রমে ইন্দ্রিয়তর্পণ-নীতি আরও অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিয়া অতি আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে জৈন-ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের আবাহন করে। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের অতি-নীতি-বাদ চিন্মাত্র হইতে অচিন্মাত্রে, অস্তিত্ব হইতে কেবল নাস্তিত্বে বা শূন্যত্বে পরিণত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-তর্পণের ক্রম-বিকাশ মানব মনীষাকে এইরূপে ভগবদিন্দ্রিয়-তর্পণের বিচার হইতে পতিত করিয়া একেবারে নাস্তিকতার অতল জলধিতে অচিন্মাত্র সমাধি প্রদান করে। জীব যতই ভগবদিন্দ্রিয়-তর্পণের বিচার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া আত্মে-ন্দ্রিয়তর্পণের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই এইরূপ ক্রম-নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হইবে।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—বৈষ্ণব-দর্শনের কথা কি ভাবে বুঝা যাইবে?

উত্তর—বৈষ্ণব-দর্শনের মূল কথা এই যে,—মানুষ যত বড়ই পণ্ডিত বা মনীষী হউন না কেন, যাঁহার চরিত্র মূর্ত্ত বৈষ্ণবদর্শন-স্বরূপ, সেইরূপ আচার্য্যের নিকট শরণাপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বৈষ্ণবদর্শনের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। গীতা বলেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

—অর্থাৎ Unconditional surrender, honest enquiry and serving temper—এই তিনটী বিষয় থাকিলেই বৈষ্ণবদর্শনের কথা বুঝা যায়। যাঁহারা এই তিন প্রকার আচার্য্য-দক্ষিণা লইয়া উপস্থিত, বৈষ্ণব-দর্শনের অধ্যাপকগণ তাঁহাদের নিকটই দর্শনের সুদার্শনিক তত্ত্বসমূহ উপদেশ করেন। সেই প্রকার অধ্যাপক আচার্য্য-গণ কোন প্রকার জাগতিক দক্ষিণার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন না। (প্রভুপাদ)

মানস-পূজা

[শ্রীক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায় বি-এ]

প্রতিষ্ঠানপুরে এক সরল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি দরিদ্র হইলেও "কর্ম্মফল অবশ্য ভোক্তব্য" মনে করিয়া শান্তচিত্তে কালযাপন করিতেন। একদিন সেই উদার বিপ্র বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সভায় শ্রবণ করিলেন যে, ভগবৎ-সেবাধর্ম্ম মনে মনে আচরণ করিলেও নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। দারিদ্র্য হেতু ব্রাহ্মণ তদবধি উহা শুদ্ধচিত্তে আচরণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ গোদাবরী জলে স্নান ও নিত্যকর্ম সম্পাদন পূর্বক শান্তচিত্তে দুঃসঙ্গ বর্জ্জিত নির্জ্জন-

স্থানে নির্ম্মল-মনে অভিমত শ্রীহরির শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপন করিতেন। অনন্তর নিজে মানসে উত্তম বসন পরিধান ও উত্তরীয়াদি ধারণ-পূর্ব্বক ঐ শ্রীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া শ্রীমন্দির মার্জ্জন-পূর্ব্বক রজত ও সুবর্ণময় কলসে গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থের জল আহরণ ও নানাবিধ সেবোপকরণ আনয়ন করতঃ তদ্দ্বারা শ্রীহরির স্নানাদি ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ভোগান্তে আরাত্রিক পর্য্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান মহারাজোপচারে মনে মনে সমাধান করিতেন। এইরূপে মানসে সেবা করিয়া ব্রাহ্মণ দিন দিন অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইভাবে বহুকাল গত হইল। একদিন মনে মনে সঘৃত পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় মনোময়ী শ্রীমূর্ত্তিকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত উঠাইয়া ধরিলেন। কিন্তু অত্যন্ত তপ্ত মনে হওয়ায় তন্মধ্যে প্রবিষ্ট স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ যুগল দগ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া "হায় দগ্ধ অঙ্গুষ্ঠস্পর্শে পায়স অপবিত্র হইল"— দুঃখিতচিত্তে এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তখন বাহিরেও তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ দগ্ধ হইয়াছে দেখিলেন এবং ঠাকুরের পরমান্ন ভোগ হইল না চিন্তা করিয়া ব্যথিত হইলেন। তখন বৈকুণ্ঠধামে শ্রীনারায়ণ লক্ষ্মী প্রভৃতি পার্ষদবর্গ পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া হাস্য করিলেন। হঠাৎ শ্রীহরিকে হাস্য করিতে দেখিয়া শ্রীলক্ষ্মী প্রভৃতি তত্রস্থ ভক্তগণ শ্রীনারায়ণকে হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান্ প্রথমে কিছু না বলিয়া, বিমানদ্বারা সেই ব্রাহ্মণকে বৈকুণ্ঠে আনয়ন করিলেন এবং পার্ষদগণের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর শ্রীহরি সেই ব্রাহ্মণকে নিজ নিকটে রাখিয়া সেবা প্রদান করিলেন।

এই উপাখ্যানটি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থের টীকায় ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীমঠের অন্যতম শাখা নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ১১ আষাঢ়, ২৫ জুন মঙ্গলবার হইতে ১৪ আষাঢ়, ২৮ জুন শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবস-চতুষ্টয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ১১ আষাঢ় গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও বর্ত্তমানবিশ্বে শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী-স্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূল পুরুষ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব এবং ১২ আষাঢ় বুধবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহগণের বার্ষিক শুভ প্রকট তিথি বাসরে পূর্ব্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, মহাভিষেক ও মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে সমাগত শত শত নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। পি, এম বাক্‌চির ডাইরেক্টরী পঞ্জিকাতে ১৩ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা লিখিত থাকিলেও ১৪ আষাঢ় শুক্রবার পুষ্যা নক্ষত্র সংযুক্ত শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে পুরীতে শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হওয়ায় তদানুগত্যে উক্ত ১৪ আষাঢ় কৃষ্ণনগর মঠের রথযাত্রা উৎসব এবং তৎপূর্ব্ব দিবস শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-তিথিকৃত্য পালন করা হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইলে রথাকর্ষণে নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

বিচিত্র রথ নির্ম্মাণ-সেবায় শ্রীনৃত্যগোপাল দাস ও শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারীর সেবা-চেষ্টা প্রশংসার্হ। দিবস-চতুষ্টয় ব্যাপী অনুষ্ঠানটী নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীফাল্গুনীসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎ কুমার

ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীনিবাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভূপেন্দ্র নাথ চিত্র ও শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি সেবকগণের নাম উল্লেখ-যোগ্য।

১১ আষাঢ় হইতে ১৩ আষাঢ় পর্য্যন্ত স্থানীয় টাউন হলে এবং ১৪ আষাঢ় শ্রীমঠে প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ টায় চারিটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীলোক-নাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ তীর্থ ভাষণ প্রদান করেন।

১২ আষাঢ় টাউনহলে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিক রায়বাহাদুর শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"শ্রীচৈতন্যদেব আমা-দিগকে এক অপূর্ব্ব শিক্ষা দিয়ে গেছেন। উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সকলে একত্রিত হয়ে আমরা শ্রীনামসংকীর্ত্তন অনুশীলন করে ভগবৎপ্রেমলাভের অধিকার লাভ করতে পারি। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি সাধন অপেক্ষা ভক্তিসাধন শ্রেষ্ঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন অন্য কোন শিক্ষার প্রয়োজন নাই, শুধু হরিনাম কর। একান্ত মনে ভগবান্‌কে ডাকতে পারলে নিশ্চয়ই তাঁর কৃপা পাওয়া যায়, এতে কোন সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ প্রেমনেত্রে ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। ভগবদ্দর্শন কা'রও হ'লে তাঁর আর দুঃখ থাকে না, পূর্ণানন্দের অধিকারী তিনি হন।"

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—

"শ্রীচৈতন্যদেবের দানবৈশিষ্ট্যের অন্যতম শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন। ৬৪ প্রকার সাধনাঙ্গের মধ্যে পাঁচটী মুখ্য সাধন—সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন। এই পাঁচটী মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ সাধনের মধ্যে শ্রীনামসংকীর্ত্তন সর্ব্বোত্তম। "তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭১)। এখানে একটা সর্ত্ত দিলেন 'নিরপরাধে'। অপরাধযুক্ত হ'য়ে কীর্ত্তন করলে নামের সুফল দেখা যায় না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি পদ্ম-পুরাণে দশবিধ নামাপরাধের কথা উল্লেখ করেছেন। নিঃশ্রেয়সার্থী উক্ত দশবিধ নামাপরাধ সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে নামানুশীলন করবেন। নামকীর্ত্তন করেও সুফল প্রাপ্তি হ'তে আমরা বঞ্চিত থাকি কেন? উহার কারণ নামের শক্তি বা সামর্থ্যের অভাব নয়, আমাদের অপরাধই মূল কারণ। ভগবান্ যেমন সর্ব্বশক্তিমান্, ভগবন্নামও তদ্রূপ সর্ব্বশক্তিযুক্ত। ভগবানের বাচ্য বাচক—স্বরূপদ্বয়ের মধ্যে বাচকের মহিমা অধিক। দুর্দ্দৈববশতঃই সর্ব্বসন্তাপহারী, সর্ব্বশুভদ, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীনামের মহিমায় আমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু দুঃখ করে বলেছেন,—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

আমরা বলতে পারি ভগবান্‌কে ডেকে, চেঁচামেচি ক'রে কি হবে? নাম ত' একটী শব্দ মাত্র। আমাদের অভিজ্ঞতায় শব্দ ও শব্দোদ্দিষ্ট বস্তু এক নহে, শব্দের দ্বারা বস্তু নির্দ্দেশ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ—'জল' 'জল' এই শব্দ উচ্চারণের দ্বারা পিপাসানিবৃত্তি হয় না, জল-রূপ বস্তু গ্রহণের অপেক্ষা রাখে, সুতরাং শব্দই বস্তু নহে। জড়-শব্দে ও শব্দোদ্দিষ্ট বস্তুতে মায়িক ব্যবধান আছে। কিন্তু জড়াতীত অপ্রাকৃত শব্দে—ভগবন্নামে মায়িক ব্যবধান নাই, তজ্জন্য উহাকে শব্দব্রহ্ম বলা হয়। শব্দব্রহ্মে শব্দ ও শব্দোদ্দিষ্ট বস্তু এক অর্থাৎ ভগবন্নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের জয়গান করেছেন। একমাত্র নামসংকীর্ত্তনের দ্বারাই চিত্তের মালিন্য দূর হবে, তজ্জন্য যাগযোগ ব্রতাদি করবার আবশ্যক করে না। কিন্তু এটা আমাদের বিশ্বাস হয় না। স্থূলধী আমরা মূর্খ হলেও নিজদিগকে পণ্ডিত মনে করি। একটা কিছু হাইহট্টগোল স্থূল কিছু হ'লে আমরা বুঝি কিছু হয়েছে। কানপুরে কোনও শেঠের বাড়ীতে উঠেছিলাম।

তিনি আমাকে একদিন বল্লেন—"স্বামীজি, এখানে একজন বড় মহাত্মা এসেছেন, তিনি একশত মণ ঘি ঢেলেছেন।" একশত মণ ঘি ঢালা কি সোজা কথা, স্থূল কিছু বিরাট দেখ্‌লেই আমরা আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ি। কিছু খায় না, শুধু ফল খেয়ে থাকে, শুধু দুধ খেয়ে থাকে, মৌন থাকে অর্থাৎ আমরা যা করে থাকি তার বিপরীত কিছু দেখ্‌লেই আমরা তাকে মহাত্মা মনে করি, কিন্তু শাস্ত্রে কোথায়ও সাধুর ঐ সকল লক্ষণ উল্লিখিত হয় নাই। কথা না বল্লেই তিনি মহাত্মা হবেন এটা আমরা বুঝি না। চোখ বুজে আমি কি অন্য চিন্তা করতে পারি না? যে বিষয় আমি দেখেছি, শুনেছি তা আমি মনে মনে খুব চিন্তা করতে পারি। কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করে যারা মনে মনে বিষয় চিন্তা করে তা'দিগকে মিথ্যাচারী বলা হয়েছে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ (গীঃ৩।৬)

ভিতরে ও বাহিরে যিনি ভগবানের অনুশীলন করেন, অন্ততঃ বাহিরে না হলেও ভিতরে যিনি ভগবচ্চিন্তা করেন তিনি সাধু। বাহিরে ভড়ং থাক্‌লেও ভিতর যার ফক্কাকার সে কদাপি সাধু নহে। যিনি নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করেন তিনি যথার্থতঃ মৌন, তিনিই সাধু; কারণ তাঁর ইতর চিন্তার অবসর নাই।

জবরদস্তি করে আমরা নামকে আয়ত্ব করতে পারব না। যে'টা জবরদস্তি করে হবে অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানে করা যাবে সেটা চিন্ময় নামের Material aspect, নাম সাক্ষাৎ ভগবান্, সুতরাং আমাদের ভোগের বস্তু নহেন। আমাদের ভোগের বস্তু সরবরাহের জন্য, আমাদের খিদ্‌মদ্‌গারী করবার জন্য যখন আমরা ভগবান্‌কে ডাকি তখন ভগবান্ আসেন না, তখন ভগবানের মায়া এসে আমাদের খিদ্‌মদ্‌গারী করে। সুতরাং কর্ত্তৃত্বাভিমানে হরিনাম হয় না। শ্রীকৃষ্ণনাম্, রূপ, গুণ, লীলা প্রাকৃত ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য বস্তু নহেন। সেবোন্মুখ চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি গ্রাহ্য হন।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

কলিকাতা মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে আগামী ৩০ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার হইতে ৩ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৭ ঘটিকায় পাঁচটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে। কলিকাতার খ্যাতনামা নাগরিকগণ সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকিবেন এবং বিশিষ্ট বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভাষণ প্রদান করিবেন।

৩০ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করিবেন। পরদিবস ৩১ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব উপলক্ষে দিবারাত্রব্যাপী উপবাস, শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পারায়ণ ও নামসংকীর্ত্তন এবং রাত্রি ১১টার পর হইতে ১২ টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ, ১২ টার পর শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, বিশেষ পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলন দ্বারা মাধবতিথি যথারীতি পালিত হইবেন।

উপরিউক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে সজ্জনগণ কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। ইতি—সম্পাদক

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা--২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত এই গীতিগ্রন্থদ্বয় আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের নির্য্যাসস্বরূপ। এই গীতিগ্রন্থদ্বয়ের ন্যায় অন্য কোনও গীতি গ্রন্থের এত অধিক সংস্করণ হওয়ার কথা শুনা যায় না শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের ইহা অপূর্ব্ব ভজনসম্পদ্। ঠাকুরের ভজনগীতি ব্যতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠকুর-কৃত 'নরোত্তম প্রভোরষ্টকম্' মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

ভিক্ষা—'৬২ পয়সা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বর্দ্ধিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১'১৫ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকা সহ প্রকাশিত। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ রচিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ভিক্ষা—১'০০ এক টাকা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বর্দ্ধিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১'১৫ পয়সা।

শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক বিগত বঙ্গাব্দ ১৩৬৬, খৃষ্টাব্দ ১৯৫৯ সনে স্থাপিত অবৈতনিক পাঠশালা। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ সর্ব্বদা মুক্তবায়ু পরিসেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ কাল্‌চার্

(ভাষাবিভাগ)

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, তেতলা

কলিকাতা-২৬

বিগত ৫ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ১৯ জুন, ১৯৬৮ সালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক স্থাপিত। বর্ত্তমানে ইংরাজী কথোপকথন ও জার্ম্মান ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। জুলাই মাস পর্য্যন্ত ভর্ত্তি চলিতে থাকিবে। ভর্ত্তির বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫৯০০)

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৮ম বর্ষ

৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৭৫

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী (আসাম)
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৩। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৪। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৮ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৭৫। ২৩ হৃষীকেশ, ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ভাদ্র, শনিবার; ৩১ আগষ্ট, ১৯৬৮। | ৭ম সংখ্যা

পাঞ্চরাত্রিক অধিকার

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

বৈষ্ণবগণ ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নানা নামে পরিচিত। কোন ঐতিহাসিক তাঁহাদিগকে দ্বাদশটী ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সাত্বত, ভক্ত, ভাগবত, পাঞ্চরাত্রিক, বৈখানস, কর্ম্মহীন, অকিঞ্চন, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি নামভেদ অনেকস্থলে কীর্ত্তিত হয়। আবার নির্ব্বিশেষবাদীর অনুচর-স্বরূপে পঞ্চদেবোপাসকের অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব বা থিয়সফিষ্টগণের মধ্যে বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিরও অভাব নাই। শেষোক্ত পঞ্চোপাসক, নির্ব্বিশেষ মত পোষণ করিয়া বৈষ্ণব-বিশ্বাস হইতে চ্যুত।

বৈষ্ণবগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও মূলতঃ তাঁহাদের মধ্যে দুইটী প্রবল বিভাগ দৃষ্ট হয়। অর্চ্চন-আশ্রয়ে বৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে "পাঞ্চরাত্রিক" এবং ভাবমার্গানুসরণে "ভাগবত" বলিয়া সংজ্ঞিত হন। শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ মতে শ্রীভাগবতমার্গীয় ও পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভেদ লক্ষিত হইলেও উভয়েই শ্রীভগবদ্ভক্ত। পঞ্চরাত্র ও ভাগবত উভয় মতেই শুদ্ধভক্তিকেই লক্ষ্য করে। শ্রীচরিতামৃত মধ্যলীলা উনবিংশ পরিচ্ছেদ ১৬৮ সংখ্যায় শ্রীপ্রভুর উক্তি—

"এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥"

'পঞ্চরাত্র'-শব্দে পাঁচটী জ্ঞান-বিষয়ক প্রণালী। 'রা' ধাতুর অর্থ দান করা। পঞ্চজ্ঞান-বিষয়ক কথা যে শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়, তাহাই 'পঞ্চরাত্র'। জ্ঞান বচনই রাত্র। জ্ঞান পাঁচ প্রকার। তজ্জন্য পণ্ডিতগণ এই এই শাস্ত্রকে পঞ্চরাত্র বলেন—

"রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

(নারদপঞ্চরাত্র ১।১।৪৪)

['রাত্র'-শব্দের অর্থ—'জ্ঞান'। জ্ঞান—পঞ্চপ্রকার। এইজন্য মনীষিগণ এই গ্রন্থকে 'পঞ্চরাত্র' বলিয়া থাকেন।]

প্রথম—সাত্ত্বিক জ্ঞান, দ্বিতীয়—নির্গুণ জ্ঞান, তৃতীয়—সর্ব্বপর জ্ঞান, চতুর্থ—রাজসিক জ্ঞান এবং পঞ্চম—তামস জ্ঞান। রাজসিক জ্ঞান ভক্তের প্রাপ্য নহে এবং তামসিক জ্ঞান পণ্ডিতের বাঞ্ছনীয় নহে।

শ্রীরামানুজ-শিষ্য কুরেশের পুত্র পরাশর ভট্ট। পরাশরের শিষ্য বেদান্তী ও অনুশিষ্য নম্বুর বরদরাজ। ইঁহার শিষ্য পিল্লাই লোকাচার্য। ইনি 'অর্থপঞ্চক' নামে

একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অর্থপঞ্চকের বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বেই সজ্জনতোষণী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জীব, ঈশ্বর, পুরুষার্থ, উপায় ও বিরোধী-স্বরূপ—এই পঞ্চ স্বরূপজ্ঞানের অন্তর্গত পঞ্চভেদে পঞ্চবিংশতি অর্থ কথিত।

শ্রীমাধ্বগণের মতে বস্তু-বিষয়ে পঞ্চভেদ-জ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরে জীবে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, ঈশ্বরে জড়ে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ ও জীবে জড়ে ভেদ—এই পঞ্চ জ্ঞান। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই পঞ্চ-বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা পুরুষার্থ-জ্ঞান লাভ ঘটে।

পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তদতিরিক্ত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও পুরুষ পঞ্চ-বিষয়ক পঞ্চ শুদ্ধজ্ঞানও পঞ্চপাত্র। নির্ব্বিশেষবাদীর মতানুগত আগম-শাস্ত্রকেও পঞ্চোপাসকগণ পঞ্চরাত্র আখ্যা দেন।

পঞ্চরাত্র সাতটি—(১) ব্রাহ্ম, (২) শৈব, (৩) কৌমার, (৪) বাশিষ্ঠ, (৫) কাপিল, (৬) গৌতমীয় ও (৭) নারদীয়। ইহা নারদীয় পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ কৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৩২ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, পাঁচটী পঞ্চরাত্রেই কৃষ্ণ-মাহাত্ম্যবর্ণন-পূর্ব্বক গ্রন্থের প্রবৃত্তি হইয়াছে। বাশিষ্ঠ, নারদীয়, কাপিল, গৌতমীয় ও ও সনৎকুমারীয়—এই পাঁচটী সাত্ত্বিক পঞ্চরাত্র। এতদ্ব্যতিরিক্ত হয়শীর্ষ, পৃথু, ধ্রুব প্রভৃতি পঞ্চরাত্রের অস্তিত্ব আছে। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবের মধ্যেও শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ—এই পঞ্চতত্ত্বের অর্চ্চন হইয়া থাকে।

পাঞ্চরাত্রিকগণের অনুষ্ঠান আগমশাস্ত্র-বিহিত; তজ্জন্য পাঞ্চরাত্রিকগণ অর্চ্চনপর। অযোগ্য ব্যক্তি অনুষ্ঠান-প্রভাবে যোগ্যতা লাভ করেন। যোগ্য ব্যক্তিই বৈদিক প্রয়োগের অনুষ্ঠান করেন। নারদাদি পঞ্চরাত্র ও বৈদিক সুপক্ব ফল শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য এক হইলেও অনুষ্ঠান-ভেদ সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য।

অর্চ্চনপর বৈষ্ণবগণের অধিকার ভাগবতগণের ন্যায় তিন প্রকার, শাস্ত্রে কথিত আছে।

অর্চ্চনপর কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব-লক্ষণে শাস্ত্র বলেন—

"শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণং।
তন্নমস্করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে॥"

(ভক্তিসন্দর্ভ—২০১ সংখ্যাধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)

[শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মচিহ্নধারণ এবং ললাটাদি ঊর্দ্ধ্ব দ্বাদশাঙ্গে হরিমন্দির-পুণ্ড্র ধারণ করিয়া যিনি আপনাকে অপ্রাকৃত বিষ্ণুদাস-লক্ষণে অবগত আছেন এবং তাদৃশ বিষ্ণুমন্দির-চিহ্নের নমস্করণরূপ অনুষ্ঠানে জীবের বৈষ্ণবত্ব কথিত হয়।]

অর্চ্চনপর মধ্যম-বৈষ্ণব-লক্ষণ-সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যোগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী পঞ্চৈব সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"

(ভক্তিসন্দর্ভ—২০১ সংখ্যাধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)

[হরিতাপ, হরিপুণ্ড্র, বিষ্ণুদাস্যবোধক নাম, বিষ্ণুমন্ত্র ও বিষ্ণুযোগ—এই পঞ্চসংস্কারবিশিষ্ট হইলে বৈষ্ণব পরম ঐকান্তিক মহাভাগবত হইবার যোগ্য হন অর্থাৎ মধ্যম বৈষ্ণবাখ্যা লাভ করেন। পঞ্চসংস্কার পূর্ব্বে সজ্জন-তোষণীতে আলোচিত হইয়াছে।] অর্চ্চনপর উত্তম বৈষ্ণব-লক্ষণ-সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

"তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥"

(ভক্তিসন্দর্ভ—১৯৮ সংখ্যাধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)

[তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পঞ্চসংস্কার-বিশিষ্ট মধ্যম বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ নয় প্রকার ইজ্যাকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া অর্থপঞ্চকে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে 'মহাভাগবত' বলিয়া কথিত হন। তিনি সেই কালে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাদাতা গুরুর কার্য্য করিতে সমর্থ হন।] এজন্য গুরু-লক্ষণে শাস্ত্র-বচনসমূহ হরিভক্তিবিলাসে এরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে—

"অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ॥
ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ।
সগুণোঽর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩২ সংখ্যা ধৃত মন্ত্রমুক্তাবলী-বচন)

[যাঁহার বংশ পাতিত্যাদি-দোষহীন, যিনি স্বয়ং পাতিত্যাদিদোষহীন, স্বীয় বিহিত আচারে নিরত,

আশ্রমী, ক্রোধহীন, বেদবিৎ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, ধীমান্, স্থির-মতি, পূর্ণ, অহিংসক, বিবেচক, বাৎসল্যাদি গুণবান্, ভগবৎপূজায় কৃতবুদ্ধি, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল।]

"দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষপি নিস্পৃহঃ।
অধ্যাত্মবিদ্‌ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ॥
উদ্ধর্ত্তুং চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৪ সংখ্যা-ধৃত অগস্ত্যসংহিতা-বচন)

[দেবোপাসক, শান্ত, বিষয়সমূহে নিস্পৃহ, অধ্যাত্ম-বেত্তা, ব্রহ্মবাদী (বেদাধ্যাপক), বেদশাস্ত্রের অর্থ বিশারদ, মন্ত্রোদ্ধারে ও মন্ত্রসংহারে সক্ষম, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, তপস্বী, সত্যবাদী ও গৃহী ব্যক্তিই গুরু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।]

"ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহম্।"

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৬ সংখ্যাধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বাক্য)

[সর্ব্বকালজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাবতীয় বর্ণের প্রতিই অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।]

"মহাভাগবত শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৯ সংখ্যাধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

[মহাভাগবত ও ভগবন্মাহাত্ম্যাদিবিৎ বিপ্রই লোক-মাত্রের গুরু, তিনি যাবতীয় লোকের মধ্যেই হরিবৎ পূজ্য।]

"মহাকুলপ্রসূতোহপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৪০,৪১ সংখ্যা ধৃত পদ্মপুরাণ বচন)

[মহাকুল-প্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হইলে গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না। যে-ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হয়েন ; তদ্ভিন্ন অন্যব্যক্তি অবৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত।]

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে নবেজ্যা কর্ম্মের এরূপ সংজ্ঞা উদ্ধার করিয়াছেন—

"অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যোগো যাগো হি বন্দনম্।
নামসংকীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা॥
তদীয়ারাধনঞ্চেজ্যা নবধা ভিদ্যতে শুভে।
নবকর্ম্মবিধানেজ্যা বিপ্রাণাং সততং স্মৃতা॥"

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৯৮ সংখ্যা-ধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)

[(১) অর্চ্চন, (২) মন্ত্র-পঠন, (৩) যোগ, (৪) যাগ, (৫) বন্দন, (৬) নামসংকীর্ত্তন, (৭) সেবা, (৮) চিহ্নদ্বারা অঙ্কন, (৯) বৈষ্ণব-পূজা। হে শুভে! এই নয়টীকে ইজ্যা বলে। এই নব-কর্ম্মবিধানে ভগবদর্চ্চন ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা বিধেয়, জানিতে হইবে।]

শ্রীশ্রীজীবপ্রভু অর্থপঞ্চক-ব্যাখ্যায় এরূপ লিখিয়াছেন—

অর্থপঞ্চকবিত্তঞ্চ উপাস্যঃ শ্রীভগবান্, তৎপরমং পদং, তদ্দ্রব্যং, তন্মন্ত্রো, জীবাত্মা চেতি পঞ্চতত্ত্বজ্ঞাতৃত্বম্। তচ্চ শ্রীহয়শীর্ষে বিবৃতং সংক্ষিপ্য লিখ্যতে। এক এবেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। পুণ্ডরীক-বিশালাক্ষঃ কৃষ্ণ-চ্ছুরিতমূর্দ্ধজঃ॥ বৈকুণ্ঠাধিপতির্দেব্যা লীলয়া চিৎস্বরূপয়া। স্বর্ণকান্ত্যা বিশালাক্ষ্যা স্বভাবাদ্ গাঢ়মাশ্রিতঃ॥ নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ পূর্ণো ব্যাপকঃ সর্ব্বকারণম্। বেদগুহ্যো গভীরাত্মা নানাশক্ত্যোদয়ো নব॥ ইত্যাদি।

তৎপরমংপদং। স্থানতত্ত্বমতো বক্ষ্যে প্রকৃতেঃ পরম-ব্যয়ম্। শুদ্ধসত্ত্বময়ং সূর্য্যচন্দ্রকোটিসমপ্রভম্॥ চিন্তামণিময়ং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্। আধারং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্ব-প্রলয়বর্জ্জিতম্॥

তদ্দ্রব্যং। দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ। সর্ব্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ॥ ভবন্তি তাদৃশা-বল্ল্যস্তদ্বদ্বঞ্চাপি তাদৃশম্। গন্ধরূপং স্বাদ্বরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ॥ হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেদ্ধি তৎ। ত্বগ্‌বীজ-ঞ্চৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যদ্ভবেৎ॥ সর্ব্বং তদ্ভৌতিকং বিদ্ধি ন হ্যভূতময়ঞ্চ তৎ। রসস্য যোগতো ব্রহ্মন্ ভৌতিকং স্বাদ্বদ্ভবেৎ॥ তস্মাৎ সাধ্যো রসো ব্রহ্মন্ রসঃ স্যাদ্-ব্যাপকঃ পরঃ। রসবদ্ভৌতিকং দ্রব্যমত্র স্যাদ্রসরূপকমিতি।

তন্মন্ত্রঃ। বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতন্মন্ত্রয়োরিহ। অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মন্ তত্ত্ববিদ্ভির্বিচারিতঃ॥ ইত্যাদি।

জীবাত্মা। মরুৎসাগরসংযোগে তরঙ্গাৎ কণিকা যথা। জায়ন্তে তৎস্বরূপাশ্চ তদুপাধিসমাবৃতাঃ॥ আশ্লেষা-দুভয়োস্তদ্বদাত্মানশ্চ সহস্রশঃ। সঞ্জাতাঃ সর্ব্বতো

ব্রহ্মন্ মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপতঃ॥ ইত্যাস্তপি। কিন্তু শ্রীভগবদাবির্ভাবাদিষু স্বস্বোপাসনাশাস্ত্রানুসারেণ অপরোঽপি বিশেষঃ কশ্চিজ্ জ্ঞেয়ঃ।

(ভক্তিসন্দর্ভ—১৯৮ সংখ্যাধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)

[উপাস্য শ্রীভগবান্, ভগবানের পরমপদ, তদীয় দ্রব্য, তদীয় মন্ত্র ও জীবাত্মা—এই পঞ্চতত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনিই অর্থ-পঞ্চক-জ্ঞাতা। এ বিষয় হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে কেবলমাত্র সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। কৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, পদ্মপত্রসদৃশ বিশালনয়নযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ-খচিত কেশপাশবিশিষ্ট। সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি বিশালাক্ষী, স্বর্ণ-কান্তি, চিৎস্বরূপা লীলাদেবী কর্ত্তৃক স্বভাবতঃই দৃঢ়রূপে আলিঙ্গিত রহিয়াছেন। তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, পূর্ণ, ব্যাপক, সর্ব্বকারণ, বেদের নিগূঢ়তত্ত্ব, স্বরূপতঃ শুদ্ধ, নানাবিধ শক্তির আশ্রয় এবং নিত্য নবভাবযুক্ত। ইত্যাদি।

অনন্তর ভগবানের স্থানতত্ত্ব বলিব। উহা প্রকৃতির অতীত পদার্থ, অব্যয়, শুদ্ধসত্ত্বময় ও কোটিচন্দ্রসূর্য্যের প্রভাযুক্ত। ঐ স্থান চিন্তামণিময়, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, সর্ব্বভূতাধার ও সর্ব্ববিধ প্রলয়-বর্জ্জিত।

হে ব্রহ্মন্! এইবার সংক্ষেপে দ্রব্যতত্ত্ব বর্ণন করিব, তাহা শ্রবণ করুন। উক্ত স্থানে সর্ব্বভোগপ্রদ কল্পবৃক্ষসমূহই একমাত্র বৃক্ষ, তথায় লতাসমূহও তাদৃশ সর্ব্বভোগপ্রদ এবং তদুদ্ভূত ফল-পুষ্পাদিও তাদৃশ। আবার সে-স্থানে সুগন্ধি সুস্বাদু দ্রব্য, পুষ্পাদি যাহা কিছু অবস্থিত, তাহাতে কোন হেয়াংশ না থাকায় সকলই রস-স্বরূপ। ত্বক্, বীজ এবং কঠিনাংশ যাহা কিছু, তাহাই হেয়াংশ, আর তাহা সকলই ভৌতিক; অতএব তাহা কখনও অভৌতিক হইতে পারে না। রস-সংযোগেই ভৌতিকবস্তু স্বাদুভাবযুক্ত হয়, অতএব হে ব্রহ্মন্! রসই পরমসাধ্য এবং ব্যাপকবস্তু। সাধারণতঃ ভৌতিক দ্রব্য রসযুক্ত, পরন্তু এস্থানে চিন্ময়-দ্রব্যসমূহ—সাক্ষাৎ রসস্বরূপ।

সম্প্রতি তদীয় মন্ত্র-তত্ত্ব বলা যাইতেছে,—হে ব্রহ্মন্! দেবতা ও তদীয় মন্ত্রের মধ্যে বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ অবস্থিত। দেবতা—বাচ্য এবং মন্ত্র—তাহার বাচক। কিন্তু তত্ত্ববিদ্গণ বিচারসহকারে মন্ত্র ও দেবতাকে অভিন্নরূপেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইত্যাদি।

এইরূপ জীবতত্ত্ব— হে ব্রহ্মন্! বায়ু ও সাগরের সংযোগে উৎপন্ন তরঙ্গ হইতে যেরূপ তৎস্বরূপ এবং তদীয় উপাধি-সমাবৃত সহস্র সহস্র কণিকার উৎপত্তি হয়, সেইরূপ উভয়ের আশ্লেষ-বশতঃ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপে সহস্র সহস্র আত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে। ইত্যাদি।

কিন্তু নিজ-নিজ উপাসনা-শাস্ত্রানুসারে শ্রীভগবদাবির্ভাবাদি-বিষয়ে এতদতিরিক্ত অপর কোন বিশেষ-ভাবও জ্ঞাতব্য হইয়া থাকে।]

পঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে মধ্যম বৈষ্ণবের মন্ত্রগ্রহণরূপ অনুষ্ঠানের পর তাঁহার ব্রাহ্মণতা লাভ-সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ২।৭ সংখ্যাধৃত তত্ত্বসাগর-বচন)

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

(ভাঃ ৭।১১।৩৫)

"ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ॥"

(পদ্মপুরাণ)

"কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্।"

(মঃ ভাঃ অঃ পঃ ১৬৩।৫০)

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥"

(মঃ ভাঃ অঃ পঃ ১৬৩।২৬)

সুতরাং ইহজন্মেই পাঞ্চরাত্রিক অধিকারীর ব্রাহ্মণতা লাভে কেহই বাধা দিতে পারেন না। কাহার মতে পাঞ্চরাত্রিক মহাভাগবতত্ব জন্মান্তর-সাপেক্ষ; পরন্তু শাস্ত্রসমূহ, শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীমহাপ্রভু তাহা বলেন না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যরহস্য

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত]

দ্বিতীয় রহস্যম্

করকলিতকরঙ্গং কৃষ্ণনামাব্জভৃঙ্গং
পুলকিতরুচিরাঙ্গং প্রেমপীযূষভঙ্গম্।
গতিবিজিতমতঙ্গং ব্যক্তসন্ন্যাসিলিঙ্গং
কলিতনটনরঙ্গং নৌমি গৌরাঙ্গসংজ্ঞম্ ॥১॥

অত্র হি ভগবৎসাধনে ভক্তিরেব শ্রেষ্ঠেত্যাহ শ্রীভাগবতপুরাণম্

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥২॥

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥৩॥

ভক্ত্যভাবে তু্ন্যৎ সাধনং স্বনুষ্ঠিতমপি ব্যর্থমিত্যাহ তত্রৈব

ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুণাতি হি ॥৪॥

প্রথম স্কন্ধে

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥৫॥

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥৬॥

তৃতীয় স্কন্ধে

তস্মাত্ত্বং সর্ব্বভাবেন ভজস্ব পরমেষ্ঠিনং।
তদ্‌গুণাশ্রয়য়া ভক্ত্যা ভজনীয়পদাম্বুজম্ ॥৭॥

ষষ্ঠ স্কন্ধে

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার করে করঙ্গ শোভা পায়, যিনি হরিনামরূপ পদ্মের ভৃঙ্গ, যাঁহার অঙ্গ সুন্দররূপে পুলকিত, যিনি প্রেমরূপ অমৃত সমুদ্রের তরঙ্গস্বরূপ, যাঁহার গমন হস্তীর গমন অপেক্ষা মনোহর, যিনি নৃত্যগীতাদি রঙ্গে রঞ্জিত এবং প্রকাশ্য সন্ন্যাস-লিঙ্গ অবলম্বন করিয়াছেন, আমি সেই গৌরচন্দ্রকে প্রণাম করি ॥১॥

এইস্থানে ভগবৎসাধন-বিষয়ে ভক্তি শ্রেষ্ঠ এই বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—হে উদ্ধব! প্রগাঢ়-ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে, অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য-জ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস ধর্ম্মের দ্বারা আমি সেরূপ বাধ্য হই না ॥২॥

সাধুসকল একমাত্র শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তিসহকারে আমাকে প্রাপ্ত হন। আমি তাঁহাদের আত্মস্বরূপ প্রিয়। মন্নিষ্ঠ ভক্তির দ্বারা চণ্ডালেরাও জাতিদোষ হইতে পবিত্র হয় ॥৩॥

ভক্তি অভাবে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিতও অন্য-সাধন ব্যর্থ। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—আমার প্রতি ভক্তিশূন্য ব্যক্তিকে সত্য, দয়াসমন্বিত ধর্ম্ম বা তপোযুক্ত বিদ্যা নিশ্চয়ই সম্যক্‌রূপে পবিত্র করিতে পারে না ॥৪॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধে—ফলাভিসন্ধি-রহিত বিঘ্নশূন্য ভগবদ্ভক্তিই পুরুষের পরমধর্ম্ম; ইহাতে আত্মার প্রসন্নতা লাভ হয় ॥৫॥

চিত্তশুদ্ধির জন্য জ্ঞানবান্ পণ্ডিতেরা আনন্দযুক্ত হইয়া ভগবান্ হরিতে নিত্য আত্মপ্রসাদিনী ভক্তি করিয়া থাকেন ॥৬॥

তৃতীয় স্কন্ধে, দেবহূতিকে কপিলদেব বলিলেন—

ভগবদ্-গুণাশ্রয় ভক্তির দ্বারা ভগবানের পাদপদ্ম সেবা করা কর্ত্তব্য। সেইজন্য আপনি সর্ব্বতোভাবে প্রীতির সহিত পরমেশ্বরের ভজনা করুন ॥৭॥

ষষ্ঠস্কন্ধে—ইহলোকে ভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনাদি ভক্তি-যোগই পুরুষদিগের পরমধর্ম্ম ॥৮॥

সপ্তম স্কন্ধে

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃ শ্রুতৌজ-
স্তেজঃ প্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥৯॥

অন্যত্র চ

সর্ব্বধর্ম্মবিহীনোঽপি নাধীতনিগমাগমঃ।
লেভে যদ্ ভক্তিমাত্রেণ ধ্রুবঃ সর্ব্বোত্তমং পদম্ ॥১০॥
ন বেদৈর্নাগমৈর্যোগৈর্ন তপোভির্ন কর্ম্মণা।
ভক্ত্যৈব কেবলং গ্রাহ্যো যোগিমৃগ্যঃ পরাৎপরঃ ॥১১॥

দশম স্কন্ধে

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥১২॥

দ্বাদশস্কন্ধে

বরমেকং বৃণেঽথাপি পূর্ণাৎ কামাভিবর্ষণাৎ।
ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি ॥১৩॥

প্রথম স্কন্ধে

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ ॥১৪॥

একাদশ স্কন্ধে

সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্যদি বাঞ্ছতি ॥১৫॥
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥১৬॥

তৃতীয় স্কন্ধে

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ॥

সপ্তমস্কন্ধে—প্রহ্লাদ এই বলিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব করিয়াছিলেন—আমার বিবেচনায় ধন, সৎকুলোদ্ভবত্ব, রূপ, তপস্যা, বিদ্যা, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, কান্তি, প্রতাপ, বল, পুরুষত্ব, বুদ্ধি ও অষ্টাঙ্গযোগ এই দ্বাদশ গুণযুক্ত হইলেও ভগবানের আরাধনার উপযোগী হইতে পারে না। সেই পরমপুরুষ হরিকে কেবল ভক্তিদ্বারা গজেন্দ্র তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥৯॥

অন্যস্থানে—সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিত এবং বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াও কেবল ভক্তিদ্বারা ধ্রুব সর্ব্বোত্তম পদ লাভ করিয়াছিলেন ॥১০॥

বেদাধ্যয়ন, শাস্ত্রপাঠ, যোগ, তপস্যা, কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা যোগীদিগের অন্বেষণীয় পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেবল ভক্তিদ্বারা তিনি বশীভূত হন ॥১১॥

দশমস্কন্ধে—ভক্তগণের পক্ষে যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সুলভ, দেহাভিমানী তাপসদিগের এবং নিরভিমানী জ্ঞানীদিগের পক্ষে তদ্রূপ সহজ লভ্য নন ॥১২॥

দ্বাদশস্কন্ধে—আপনি সকল কামনা পূরণ করেন বলিয়া এক বর প্রার্থনা করি যে, আপনাতে ও আপনার ভক্তগণে আমার অচলা ভক্তি হউক ॥১৩॥

প্রথমস্কন্ধে—ভগবান্ হরির এই প্রকার গুণ যে, আত্মারাম ও বাসনা-গ্রন্থিশূন্য মুনিসকলও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন ॥১৪॥

একাদশ স্কন্ধে—তপস্যা, দান, ব্রতাদি মঙ্গল অনুষ্ঠান দ্বারা বহুকষ্টে যাহা সিদ্ধ হয়, তৎসমস্তই এবং যদি কখনও প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে স্বর্গ, অপবর্গ ও আমার ধাম প্রভৃতি মদীয় ভক্ত ভক্তিযোগদ্বারা অনায়াসেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥১৫॥

আমাতে একান্ত ভক্তিবশতঃ আমি কৈবল্য মুক্তি প্রদান করিতে চাহিলেও ধীর সাধুব্যক্তিরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না ॥১৬॥

তৃতীয় স্কন্ধে—মাতা দেবহূতিকে মহামুনি কপিলদেব বলিয়াছিলেন—সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষোত্তম স্বরূপ আমাতে যে ভক্তি তাহাই অহৈতুকী অর্থাৎ হেতুশূন্য এবং অব্যবহিতা অর্থাৎ বিচ্ছেদশূন্য। আমার নির্গুণ ভক্তদিগকে সালোক্য (আমার সহিত একস্থানে বাস), সার্ষ্টি (আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য লাভ), সামীপ্য (আমার সন্নিকট অবস্থান), সারূপ্য (আমার সমান রূপ প্রাপ্তি), একত্ব বা সাযুজ্য (আমার সহিত যোগ হওয়া) এই পঞ্চবিধ মুক্তি অর্পণ

দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ॥১৭॥

দ্বাদশ স্কন্ধে

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে ॥১৮॥

ষষ্ঠে বৃত্রোক্তৌ

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥১৯॥

নারদপঞ্চরাত্রে

মোক্ষং সালোক্যসারূপ্যং প্রার্থয়ে ন ধরাধর।
ইচ্ছামি ভো মহাভাগ কারুণ্যমেব সুব্রত ॥২০॥

অতএব ষষ্ঠ স্কন্ধে

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥২১॥

তথাচ তন্ত্রে

সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তির্মুক্তিশ্চ শাশ্বতী।
নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ্গোবিন্দভক্তিতঃ ॥২২॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে চ

ভূয়োপি যাচে দেবেশ ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে।
যা মোক্ষান্তচতুর্বর্গফলদা সুখদা লতা ॥২৩॥

নারদপঞ্চরাত্রে

হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ ॥২৪॥

তন্ত্রে

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥২৫॥

পঞ্চম স্কন্ধে

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥২৬॥

করিলেও তাঁহারা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন না। এই প্রকার ভক্তিকে আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলা যায় ॥১৭॥

দ্বাদশস্কন্ধে—মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন, এই ব্রহ্মর্ষি মার্কণ্ডেয় অব্যয় পুরুষ ভগবানের পরা-ভক্তি-লোলুপ, অতএব স্বর্গাদি লোক-বিষয়ক অভ্যুদয় কিম্বা মোক্ষ পর্য্যন্ত কোন ফল কামনা করেন না ॥১৮॥

ষষ্ঠস্কন্ধে—ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া বৃত্রাসুরের উক্তি—

হে নিখিলসৌভাগ্যনিধে! তোমাকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপদ, ঐন্দ্রপদ, রাজরাজেশ্বরের পদ, পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ কিছুই অভিলাষ করি না ॥১৯॥

নারদপঞ্চরাত্রে—হে ধরণীধর! হে মহাভাগ! আমি সালোক্য, সারূপ্যরূপ মোক্ষের ইচ্ছুক নহি, হে সুব্রত! আমি কেবল আপনার দয়ার প্রার্থী ॥২০॥

ষষ্ঠস্কন্ধে—হে মহামুনে! কোটি কোটি সংসার-মুক্ত সিদ্ধ জীবের মধ্যে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ প্রশান্তচিত্ত পুরুষ অতিশয় দুর্ল্লভ ॥২১॥

তন্ত্রে মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিয়াছেন—গোবিন্দ-চরণারবিন্দে যাঁহার ভক্তি হইয়াছে, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, ভুক্তি অর্থাৎ বিষয়-সুখ, মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মসুখ ও নিত্য পরমানন্দময় ঐশ্বরিক সুখ তাঁহার করস্থিত ॥২২॥

আরও হরিভক্তিসুধোদয়ে প্রহ্লাদ বলিলেন—

হে দেবেশ! তোমার নিকট আমি পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করি যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি সুদৃঢ় হয়, কারণ এই ভক্তিলতা সুখদা ও চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী ॥২৩॥

নারদপঞ্চরাত্রে—ভুক্তিমুক্তি প্রভৃতি অদ্ভুতসিদ্ধিসকল চেটিকা অর্থাৎ দাসীর ন্যায় হরিভক্তি মহাদেবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে ॥২৪॥

তন্ত্রে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন যে—জ্ঞানদ্বারা মুক্তি সহজে লাভ হয় এবং যজ্ঞাদি পুণ্যদ্বারা স্বর্গাদি সুখ ভোগ হইতে পারে, কিন্তু সহস্র সাধন করিলেও হরিভক্তি প্রাপ্ত হওয়া দুর্ল্লভ ॥২৫॥

বৃহন্নারদীয়ে

ভক্ত্যৈব পূজিতো বিষ্ণুর্বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ।
তস্মাৎ সমস্ত-লোকানাং ভক্তির্মাতেতি গীয়তে ॥২৭॥
যথা সমস্তজন্তূনাং জীবনং সলিলং স্মৃতং।
তথা সমস্তসিদ্ধানাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে ॥২৮॥

পঞ্চম স্কন্ধে

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥২৯॥

অভক্তানাং অধোগতিমাহ। একাদশ স্কন্ধে

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃসহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥৩০॥

বিশেষতঃ কলৌ ভক্তা এব কৃতার্থা ইত্যাহ। তত্রৈব

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ।
বাসুদেবপরা মর্ত্ত্যাস্তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥৩১॥

কিন্তু কলাবপি প্রায়স্তদুদ্ভবানাং জনানাং ন কৃষ্ণে ভক্তির্ভবতি। যথোক্তং শ্রীভাগবতে

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং

ভাগবত পঞ্চমস্কন্ধে—শুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ! আপনাদের ও যদুবংশীয়দের সম্বন্ধে ভগবান্ মুকুন্দ কখন পালক, কখন গুরু, কখন উপাস্য, কখন বন্ধু, কখন কুলপতি ও কখন বা আজ্ঞাকারী হইয়াছেন। তিনি ভজনশীল লোকদিগকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন; কিন্তু সহজে কাহাকেও ভক্তি দান করেন না ॥২৬॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণে—ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণু পূজিত হইলে বাঞ্ছিতার্থ ও ফল প্রদান করেন, অতএব সমস্ত লোকের সম্বন্ধে ভক্তি মাতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥২৭॥

জল যেরূপ সকল জীবের জীবন, সেইরূপ ভক্তি সর্ব্ব-সিদ্ধির জীবন-স্বরূপ কথিত হইয়াছেন ॥২৮॥

পঞ্চমস্কন্ধে—যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে নিষ্কাম ভক্তি আছে, তাঁহার হৃদয়ে দেবতাগণ সমুদয় গুণের সহিত নিয়ত বাস করেন। হরিভক্তি-বিহীন ব্যক্তি সর্ব্বদা বিষয়াসক্ত, তাঁহার পক্ষে মহদ্‌গুণের সম্ভাবনা কোথায়? ॥২৯॥

অভক্তদিগের অধোগতি হয়, যথা একাদশ স্কন্ধে—

আদিপুরুষ ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র এই চারিবর্ণ নিজ নিজ বর্ণগত পৃথক্ পৃথক্ গুণের সহিত এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

এই চারিবর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাঁহারা স্বীয় উৎপত্তিক্ষেত্র সাক্ষাৎ ভগবানের উপাসনা করেন না বা অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা নিজ নিজ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হন ॥৩০॥

বিশেষতঃ কলিকালে ভক্তেরাই কেবল কৃতার্থ হন, এইরূপ কথিত আছে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

ঘোর কলিযুগে জীব সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণে তৎপর হইলে নিসংশয়ে কৃতার্থ হন ॥৩১॥

কিন্তু কলিযুগে উদ্ভূত জীবের প্রায় কৃষ্ণে ভক্তি হয় না। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

হে রাজন্! যিনি ত্রিভুবনের স্বামী, যাঁহার চরণ-কমলে সকলে প্রণত, কলিযুগে পাষণ্ড কর্ত্তৃক বিকল-চিত্ত ব্যক্তিরা সেই পরম গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে না ॥৩২॥

ম্রিয়মাণ (মরণোন্মুখ) আতুর পুরুষ শয্যাশায়ী শিথিলেন্দ্রিয় হইয়াও স্খলিতকণ্ঠস্বরে যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে কর্ম্মরূপ অর্গল বা বন্ধন-মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিয়া থাকে, কলিযুগে মানবগণ সেই শ্রীহরির আরাধনা করিবে না ॥৩৩॥

যাহাদিগের চিত্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্য-বিষয়-সমূহকেই বহুমানন করে, তাহারা নিজের একমাত্র গতি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মহিমা জানে না। সুতরাং অন্ধচালিত অন্ধ-ব্যক্তিগণ যেরূপ গর্ত্তে পতিত হয়, তদ্রূপ ঐ সকল ব্যক্তিও কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে ॥৩৪॥

ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজং।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ॥৩২॥
যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥৩৩॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥৩৪॥

যানি তু

কলৌ জনিষ্যমানানাং দুঃখশোকতমোনুদং।
অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্‌যশঃ॥৩৫॥
কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সংভবং।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥৩৬॥

ইত্যাদীনি শ্রীভাগবতবচনানি ভাবিচৈতন্যাবতারপরাণীতি জ্ঞাতব্যং। অথ ক্রমমাহ

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥৩৭॥
অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥৩৮॥
ধন্যস্যা'য়ং নবঃ প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥৩৯॥

অতএব নারায়ণপঞ্চরাত্রে

ভাবোন্মত্তো হরেঃ কিঞ্চিন্ন বেদ সুখমাত্মনঃ।
দুঃখঞ্চেতি মহেশানি পরমানন্দ আপ্লুতঃ॥৪০॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ বিজ্ঞাতব্যং হি লক্ষণাদিকং ভক্তেঃ।
নোক্তং বাহুল্যভয়াৎ পিষ্টপেষণাচ্চ গ্রন্থস্য॥৪১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যরহস্যে ভক্তিকথনং নাম
দ্বিতীয় রহস্যম্॥

যে সকল শ্লোকে কলিকালে বিষ্ণুপরায়ণ হইবার কথা আছে, সেই সকল শ্লোক—

কলিতে জন্ম-প্রাপ্ত মানবদিগের দুঃখ, শোক ও তমো-নাশ করিবার জন্য ভগবান্ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় সুপুণ্যময় যশোলীলা বিস্তার করিয়াছেন॥৩৫॥

হে মহারাজ! সত্যযুগের প্রজাগণও কলিযুগে জন্ম-গ্রহণ ইচ্ছা করেন। এই কলিযুগে অনেক ভগবদ্ভক্ত পুরুষ নিশ্চয় জন্মগ্রহণ করিবেন॥৩৬॥

শ্রীভাগবতের এই-সকল বচন ভাবি চৈতন্যাবতারপর বলিয়া জানিতে হইবে।

প্রেমোৎপত্তির ক্রম যথা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ব-বিভাগে প্রেমভক্তিলহরীতে—

প্রথমে শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস, তৎপরে সাধুসঙ্গ, তদনন্তর ভজনক্রিয়া, তাহার পর অনর্থনিবৃত্তি অর্থাৎ অসৎক্রিয়া, কুটিনাটিনাশ (শোধন), পরে নিষ্ঠা, তৎপরে রুচি, তাহার পর আসক্তি, তদনন্তর ভাব, অবশেষে প্রেম উদয় হয়। সাধকদিগের অন্তরে প্রেমোদয়ের এইরূপ ক্রম॥৩৭-৩৮॥

ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের চিত্তে এই নব প্রেম উদয় হয়, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞেরা এই প্রেমের সুষ্ঠু পরিপাটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না॥৩৯॥

নারায়ণ-পঞ্চরাত্রে কথিত আছে—(মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন), হে মহেশানি! হরিপ্রেমে উন্মত্ত ব্যক্তি পরমানন্দ নিমগ্নহেতু আত্মবিষয়ক সুখ দুঃখ কিছুই জানিতে পারেন না॥৪০॥

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে ভক্তি-লক্ষণাদি বিশেষ-রূপে জানিবে। এ-স্থানে গ্রন্থ-বাহুল্য ভয়ে এবং পিষ্টপেষণ আশঙ্কায় সমস্ত বলা হইল না॥৪১॥

শ্রীচৈতন্যরহস্যে ভক্তিরহস্য-নামক
দ্বিতীয় রহস্য॥

শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-রক্ষাই জগৎ রক্ষা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

ভাষার সহিত ভাবের এবং তদানুষঙ্গিক আচার-ব্যবহারের যেন খুবই নিকট সম্বন্ধ। অন্তরের ভাবটিই ভাষা রূপে অভিব্যক্ত হয়। তাই অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখা যায় আমাদের দেশের বহু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু পরিবারের কৃতী সন্তানগণ ইংরাজীভাষা শিক্ষা করিয়া তাঁহাদের পিতৃ পিতামহাদির বহুকাল হইতে বহুমানিত সদাচারকে কুসংস্কার বিচারে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈদেশিক ভাবধারানুকরণে স্বৈরাচারে বা ম্লেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মকর্ম্ম অধুনা প্রায়শঃ লুপ্ত—নির্ব্বাসিত হইয়াছে! 'জন্মনা ব্রাহ্মণোগুরুর্নৃণাং' (ভাঃ ১০।৮।৬), 'ব্রাহ্মণো জন্মনা শ্রেয়ান্ সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ' (ভাঃ ১০।৮৬।৫৩) ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে, যে ব্রাহ্মণ প্রাণিমাত্রেরই গুরুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রাহ্মণকে তাঁহার চতুর্ভুজরূপ অপেক্ষাও অধিক প্রেমাস্পদ বলিয়া জানাইয়াছেন—"ন ব্রাহ্মণান্মে দয়িতং রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্", 'সর্ব্বদেবময়' শ্রীভগবানেরও প্রমাণ-স্বরূপ অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানোৎপাদক যে বেদ, সেই 'সর্ব্ববেদময়' যে বিপ্র (ঐ ভাঃ ১০।৮৬।৫৪), মনুষ্যসমাজে আজ তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোচ্যতম পরিণতি—অবস্থান্তর-প্রাপ্তি বড়ই মর্ম্মন্তুদ হইয়া উঠিয়াছে! তিনিই আজ সদ্ধর্ম্মমর্য্যাদা সংরক্ষণের পরিবর্ত্তে সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং তাহার সংঘাতক হইয়া সমগ্র জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন বা করিতেছেন! 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ' এই বেদবাক্য ভুলিয়া গিয়া সেই ব্রাহ্মণ আজ শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহারের পরিবর্ত্তে নানা রাজসিক তামসিক অমেধ্য বস্তু গ্রহণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রণী হইয়াছেন! মৎস্য মাংস—বিশেষ করিয়া মুরগীর মাংস, এমন কি হিন্দু যাহার নাম করিতেও শিহরিয়া উঠিত সেই গোমাংস পর্য্যন্ত, মুরগীর ডিম্ব, লশুন, পলাণ্ডু প্রভৃতি যাবতীয় নিষিদ্ধ তামসিক দ্রব্য তাঁহার অত্যধিক রুচিপ্রদ ভক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে! বিড়ি-সিগারেট তাম্রকূটাদির ধূম্রপান ত' দূরের কথা, গঞ্জিকা অহিফেন সিদ্ধি মদ্যাদি উচ্চাঙ্গের মাদক দ্রব্য গ্রহণেও অভ্যস্ত হইয়া তিনি আজ আত্মবিনাশ বরণ করিতেছেন! ভগবচ্চিন্তা, ত্রিসন্ধ্যাহ্নিক, পূজা-পাঠাদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের অবলম্বনীয় বলিয়া তাঁহার বিচার্য্য হইয়াছে! যে ব্রাহ্মণ শ্রীশালগ্রাম পূজা ব্যতীত জল গ্রহণ করিতেন না, শ্রীবিষ্ণুতে অনিবেদিত দ্রব্যকে যিনি বিষ্ঠামূত্রসদৃশ জ্ঞান করিতেন, যে চা, পাঁউ-রুটি-বিস্কুট প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্যরূপে অস্বীকৃত দ্রব্য কখনও যাঁহাদের গৃহের ত্রিসীমানায় প্রবেশ করিত না, আজ তাঁহাদের অবস্থা চিন্তা করিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়! অপরং বা কিং ভবিষ্যতি!! কোথায় গেল তাঁহাদের সে ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক পূজা পাঠ হোম জপ তপ সদাচার?

যে ভারতমাতার বক্ষঃস্থিত তপোভূমি একদিন মুখরিত হইত ব্রাহ্মণের বেদধ্বনিতে—সামগানে, যেখানে অতীব লোকভয়ঙ্কর হিংস্র বন্যজন্তু পর্য্যন্তও তাহাদের হিংসাধর্ম্ম ভুলিয়া সানন্দে—স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত অহিংস্র মনুষ্য ও মৃগ-গবাদি পশু-সঙ্গে, হায়, আজ কোথায় গেল সেই প্রকৃতির মধুর সৌম্য শান্ত পরিবেশ? আজ কেন তথায় প্রজ্বলিত হইল হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্যানল? আজ মনুষ্যে পশুতে-ত' দূরের কথা, মনুষ্যে মনুষ্যেই মিল নাই, এমন কি স্বামী-স্ত্রীতে, পিতা বা মাতা-পুত্রে, ভ্রাতাতে-ভ্রাতাতে, ভগিনীতে-ভগিনীতে প্রতিগৃহে উঠিয়াছে দ্বন্দ্ব কোলাহল, জ্বলিয়া উঠিয়াছে তীব্র অশান্তির অনল! অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রাষ্ট্র-বিপ্লব, অবিরত যুদ্ধবিগ্রহাদি অশান্তি কেন আজ এত প্রবল হইয়া উঠিল? মানুষে মানুষে সদ্ভাব—সৌহার্দ্দ আজ কেন অন্তর্হিত হইল? দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস কেন এরূপ বিশ্বগ্রাসী করালবদন বিস্তার করিল? মুষ্টিমেয় ধনীর গৃহে ভিক্ষাভাব না থাকিলেও তথায়ও ত' অশান্তি অনুরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের সকল সুখশান্তি হরণ করি-

তেছে? অগণিত দরিদ্র নরনারীগৃহে আবাল-বৃদ্ধবনিতা কেনই বা আজ যথাসময়ে উপযুক্ত খাদ্যাভাবে ক্ষুধাকাতর বা অপুষ্টিকর খাদ্য-গ্রহণ-জন্য নানাব্যাধিগ্রস্ত হইয়া হাহাকাররত হইতেছে—অকাল-মৃত্যুবরণ বা জীবন্মৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে? শস্য-শ্যামলা শান্তিপূর্ণা বসুন্ধরায় আজ কেন এ দুর্ভিক্ষ—কেন এ অশান্তি? মানুষ কেন আজ পশুর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া পরস্পরে সহানুভূতিশূন্য হইয়া পড়িতেছে? এমন কি অত্যন্ত নিকট আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেও ত' সহানুভূতি দেখা যাইতেছে না, ইহার কারণ কি? ব্যবসার ক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে টাকায় টাকা লাভ করিয়াও মানুষের ক্ষোভ মিটিতেছে না—দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য লইয়াও তাহাতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত অহিতকর দ্রব্য ভেজাল দিবার দুষ্প্রবৃত্তি মানুষের হৃদয়ে প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিতেছে! পূর্ব্বে অত্যন্ত অভাবের মধ্যে থাকিয়াও মানুষ ত' এইপ্রকার অর্থপিশাচ হয় নাই? ঘৃতে, দুগ্ধে, তৈলে, চাউল, ডাউল প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্যে, এমন কি ঔষধে পর্য্যন্ত ভেজাল? তুচ্ছ জড়ীয় নশ্বর অর্থোপার্জ্জন বা অর্থসমৃদ্ধি লালসায় এই সকল অতি ঘৃণিতা—অতীব অমানুষী পৈশাচিকী প্রবৃত্তি হৃদয়ে স্থান দিতে কি মানুষের হৃদয় একটুকুও কম্পিত হইতেছে না? পরধন অপহরণার্থ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন বা দলবদ্ধ হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বনে মারণাস্ত্রাদি দ্বারা অপরকে ভীতিপ্রদর্শন বা তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত সংহার পূর্ব্বক সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করত আত্মেন্দ্রিয়-তোষণের অতিহীন কদর্য্য প্রবৃত্তি কেনই বা মানুষের হৃদয়ে স্থান পাইতেছে? অপরকে পীড়ন বা নির্য্যাতন করিয়া নিজে সুখ ভোগ করিবার ঘৃণিত লালসা মানুষের কেন হইতেছে? মানুষ না সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী?

হায় হায় হিন্দু হইয়াও হিন্দুর দেবমন্দির হইতে দেবতার গায়ের গহনা লইতে, এমন কি দেবতার পিত্তলাদি ধাতুমূর্ত্তি পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়া তাহা অগ্নিতাপে দ্রবীভূত করত তদ্‌বিনিময়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে কি মানুষের মন বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না?

হাসপাতালেও ঔষধ-পথ্যাদি অপহরণ পূর্ব্বক সাধারণ দরিদ্র নিঃসহায় সুপারিশ-শূন্য রোগীদিগের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বনের কথা যাহা সচরাচর শ্রবণ করা যায়, তাহাই বা উচ্চশিক্ষিত ভদ্রবংশোদ্ভূত নরনারী হইতে কি প্রকারে আশা করা যাইতে পারে?

অধুনা শিক্ষাবিভাগেও যে-সকল শোচনীয় ব্যাপার প্রতিনিয়ত সংঘটিত হইতেছে, তাহাও কি নিতান্ত শোচনীয় ও মর্ম্মপীড়াদায়ক নহে? রাজনীতি ক্ষেত্রে ত' কথাই নাই, সেখানে নেতৃবর্গের মধ্যে অহরহঃ যে-সকল ক্ষমতার প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তাহার পরিণাম কি ক্রমশঃই শোচ্য হইতে শোচ্যতর হইয়া উঠিতেছে না? কথায় বলে—"রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় নল খাগড়ার প্রাণ যায়।" নেতৃবর্গ দেশে শান্তি স্থাপনের পরিবর্ত্তে পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দেশের অশান্তি কি আরও বাড়াইয়া তুলিতেছেন না? কতকগুলি কলকারখানা, রাস্তাঘাট, নদ-নদীর সেতু, যান-বাহন-সৌকর্য্য প্রভৃতি বাড়াইয়া যেমন সাধারণের প্রচুর উপকার করা হইয়াছে, ইহা অস্বীকার্য্য নহে, কিন্তু আর একদিকেও অর্থসমস্যা—অভাব খাদ্য ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, দস্যু-তস্করাদির উপদ্রব অহরহঃ ভীতিপ্রদ হইয়াছে। দৈবদুর্ঘটনারও ইয়ত্তা নাই। বৈজ্ঞানিক উন্নতি যথেষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মানুষের ভোগবিলাস সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেও কি তাহাদের অন্তরের শান্তি মিলিয়াছে? বরং নানাভাবে অশান্তির সমস্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিজ্ঞান যে-সকল লোক-ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন ও প্রতিনিয়ত করিতেছেন, তাহার অপপ্রয়োগ ফলে মুহূর্ত্তমধ্যে এই সসাগরা সমগ্র পৃথিবী এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইতে পারে! সুতরাং জড়বিজ্ঞানোন্নতিও ত' মনুষ্য-সমাজের প্রকৃত সুখদায়ক হইতেছে না?

আমরা শ্রীচৈতন্যবাণীর ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় শ্রীবেদব্যাস-প্রোক্ত ও শ্রীগণপতির লেখনীপ্রসূত পঞ্চমবেদস্বরূপ মহাভারত শান্তিপর্ব্বের ৭৫।৩১-৩২ শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেশে অনাবৃষ্টি, মহামারী, সর্ব্বদা ক্ষুধার উদ্রেক ও ভয়-বিহ্বলতা এবং যুদ্ধবিগ্রহাদি অনর্থ প্রাদুর্ভাবের যে তিনটি সামান্য গৌণকারণ প্রদর্শন করিয়াছি—যথা নারীগণের ব্যভিচার দোষ, রাজগণের অন্যায় আচরণ ও বিপ্রগণের

কর্ম্মদোষ, তাহা বুদ্ধিমান্ মানব-সমাজে বিশেষভাবে সমালোচিত হওয়া প্রয়োজন। এতাদৃশ যাবতীয় অনর্থোদ্গমের মূলীভূত কারণ অবিদ্যা বা ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা। ভগবদুন্মুখতা ব্যতীত জীবের এই সকল অনর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। কিন্তু ভগবদুন্মুখ হইতে হইলে সাধুসঙ্গে সচ্ছাস্ত্রানুশীলন, সেই শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস সংরক্ষণ, শাস্ত্রোক্ত সদাচার-পালন এবং শাস্ত্রনির্দ্দেশানুসারে সদ্ধর্ম্ম-পরায়ণতা বিশেষ প্রয়োজন। 'আস্তিক্য' শব্দে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর অর্থ করিয়াছেন—"শাস্ত্রার্থে দৃঢ়বিশ্বাসঃ"। সচ্ছাস্ত্র ও তদুদ্দিষ্ট সদ্ধর্ম্মে দৃঢ় আস্থা ব্যতীত কখনই মানব-সমাজ নাস্তিক্য ব্যাধিমুক্ত হইয়া বাস্তব-কল্যাণপথারূঢ় হইতে পারে না। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যথেচ্ছ আচার বিচার পরায়ণ হওয়ায় মানব সমাজ দিন দিন ধ্বংসের পথে দ্রুত অভিযান করিতেছে। শাস্ত্র মানবের আহার-বিহারাদি দৈনন্দিন জীবননির্ব্বাহ ব্যাপারে স্বৈরাচার নিষেধ করতঃ প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করায় উন্মার্গগামী মানবসমাজের তাদৃশ নিয়ন্ত্রণ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাই তাঁহারা শ্রীব্যাস-শুক নারদাদি ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের সার্ব্বকালিকী হিতাকাঙ্ক্ষাকে মাত্র তত্তদ্দেশকালপাত্রোপযোগী বা 'সেকেলে' বিচারে নবনব-বিধান প্রবর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ফলে ব্যভিচার, দুর্নীতিতে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, পুণ্য-পাপ—ধর্ম্ম-অধর্ম্ম—সৎ-অসৎ সব একাকার হইয়া গিয়াছে! ধরিত্রীদেবী পাপভারাক্রান্তা হইয়া বড়ই কাতরা হইয়া পড়িয়াছেন!

আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মবিধানে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি, তত্তেজঃ স্বরূপ অগ্নি, তন্নিঃশ্বসিত বেদশাস্ত্র ও তদুক্ত বেদময় ব্রাহ্মণকে সাক্ষী করিয়া যথাশাস্ত্র সবর্ণে ধর্ম্মপত্নী স্বীকার পূর্ব্বক ধর্ম্মের সংসার-পত্তনবিচার উঠাইয়া দিয়া মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রবিগর্হিত যে অসবর্ণবিবাহ বা অবৈধ প্রণয়াদি প্রচলিত হইতেছে, শ্রীশালগ্রাম, ব্রাহ্মণ ও অগ্নিকে সাক্ষী করিবার পরিবর্ত্তে এক্ষণে রাজধর্ম্মাধিকরণকে সাক্ষী মানিয়া (রেজিষ্ট্রী করিয়া) যে অধর্ম্মের সংসার পত্তন হইতেছে, তাহার পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। পাপের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে, আবার কিছু দিন মধ্যেই পতিপত্নী মধ্যে বিচ্ছেদবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া বিবাহিত জীবনে সুখশান্তি লাভের সকল সুস্বপ্নই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইতেছে—সকল আশা ভরসাই সমূলে উৎপাটিত হইতেছে! বিশেষতঃ ধর্ম্মবিগর্হিত পুং-স্ত্রী-মিথুন-সংযোগ-সম্ভূত সেই বংশ ধারা পাপপঙ্কিল হওয়ায়, তাহার সহিত শাস্ত্র ও ধর্ম্মের কোন সংস্রব না থাকায় তাহা ভগবৎপদাঙ্কপূত দেব-ঋষি-মুনিবৃন্দ পূজিত বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ স্বরূপ ভারত মাতার দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ বিবেচিত হইতেছে! সর্ব্বংসহা হইয়াও ধরিত্রী মাতা ঐ সকল পাপের ভার আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না। তাই জগতে আজ এত অশান্তি এত হাহাকার! নিজেদের পাপ স্বীকার পূর্ব্বক অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইয়া শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-বিগর্হিত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধু গুরু-পাদাশ্রয়ে সচ্ছাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সদ্ধর্ম্মপথ অনুসরণ ব্যতীত এই ব্যাপক অশান্তির হস্ত হইতে নিস্তার লাভের দ্বিতীয় কোন উপায় দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু বেদবেদান্তেতিহাসপুরাণাদি মৌলিক শাস্ত্র-সমূহ দেব-ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকায় তত্তচ্ছাস্ত্রানুশীলন-জন্য দেবভাষা বা সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। অন্ততঃ সেই সকল শাস্ত্র-মর্ম্ম সাধুগুরুমুখে শ্রবণ করতঃ তদনুশাসনে স্বস্ব জীবনকে নিয়মিত করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ শাস্ত্রৈক জ্ঞানগম্য হওয়ায় এবং শাস্ত্র তাঁহারই শ্রীমুখ-নিঃসৃতা বাণী বলিয়া তাহা শ্রবণে এবং তদনুযায়ী জীবন যাপনে সত্যসঙ্কল্প হইতে হইবে, নতুবা জগতের অশান্তি কিছুতেই ঘুচিবে না, বরং বাড়িতেই থাকিবে। শাস্ত্রোপদেষ্টা মহাজনগণের প্রবর্ত্তিত আচরণই শাস্ত্র-মর্ম্ম বলিয়া জ্ঞাতব্য—এই জন্যই "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ।" শ্রীব্রহ্মা, শিব, নারদ, চতুঃসন, সেশ্বর কার্দ্দমিকপিল, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব, যমাদি মহাভাগবত এবং শ্রীভগবানের শক্ত্যা-বেশাবতার বেদবিভাগকর্ত্তা ইতিহাস-পুরাণবক্তা শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসাদি সকল মহাজনই একবাক্যে ভক্তিপথ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ও ভক্ত্যাহ-মেকয়া গ্রাহ্যঃ, ভক্ত্যা মামভিজানাতি প্রভৃতি শ্রীভাগবত

ও গীতা-বাক্যে ভক্তিকেই তাঁহাকে লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীভগবানে প্রগাঢ় ভক্তি বা প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্ধারিত। ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধ্যাদি প্রয়োজন আপেক্ষিক ও ঔপাধিক। উহা জীবাত্মার নিত্যপ্রয়োজন হইতে পারে না। ভক্তিই সাধ্য ও সাধন। ভক্তি অন্যনিরপেক্ষা হইয়া শুদ্ধ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের মাতৃস্বরূপিণী। কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ভক্তি-মুখ-নিরীক্ষক, ভক্তিসাহচর্য্য ব্যতীত তাহাদের স্বতন্ত্রভাবে ফলদান-সামর্থ্য নাই। তাই মাঠর শ্রুতিবাক্য—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার পূর্ব্বক তন্মধ্যে নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া জ্ঞাপন করায় এবং তাহা স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক জীবকে শিক্ষা দেওয়ায়, অধিকন্তু সর্ব্ববেদান্তসার—সর্ব্বশাস্ত্রসারশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতেও এই নামসংকীর্ত্তন-প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়ায় নামসংকীর্ত্তন-প্রধান ভক্তিযোগই সুতরাং জীব মাত্রের পরমধর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। সর্ব্বশাস্ত্র-সারমর্ম্ম-স্বরূপ এই সদ্ধর্ম্ম স্বীকার করতঃ আস্তিক হইলেই জীবের সকল সুকল্যাণ সংসাধিত হইবে—সর্ব্ববিধ অমঙ্গল অকল্যাণ অশান্তি দূরীভূত হইবে—নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

পরিশেষে আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, সংস্কৃত-শিক্ষা-পরিষদের অনুগ্রহে কিছু সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞতা-মাত্র অর্জ্জন করিলেই যে কার্য্য মিটিয়া গেল, তাহাও নহে, শুদ্ধভক্ত সাধুসংসদাশ্রয়ে শুদ্ধভক্ত-নির্দ্দেশানুসারে শুদ্ধ-ভক্ত্যনুকূল সচ্ছাস্ত্রানুশীলন তথা ভক্তিসদাচাররত না হইলে কখনও পারমার্থিক জীবন-লাভ সম্ভবপর হয় না এবং তাহা না হইলে ব্যবহারিক জীবন তৎকর্ত্তৃক অর্থাৎ পরমার্থ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় তাহা উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ হইয়া জগৎকে ধ্বংসের পথেই লইয়া যাইবে। নিরীশ্বর কর্ম্মবাদী (Secularist) বা নিরীশ্বরনীতিবাদীর (Moralist but Atheist) অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বা পালনীয় নীতি কখনও মনুষ্য-সমাজের নিত্যসুখাবহ হইতে পারে না, এজন্যই গীতা শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ কহিলেন—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥" (গীঃ ৩।৯)

অর্থাৎ বিষ্ণু-অর্পিত নিষ্কাম ধর্ম্মকেই 'যজ্ঞ' বলে, সেই যজ্ঞের নিমিত্ত কর্ম্ম কৃত হইলে তাহা বন্ধনের কারণ হয় না, নতুবা অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মই বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। আবার কামনার নিমিত্ত কৃত ভগবদর্পিত কর্ম্মও বন্ধনের হেতু হয় বলিয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, তুমি 'মুক্তসঙ্গ' অর্থাৎ কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া ভগবদর্পিত কর্ম্ম কর, এই প্রকার কর্ম্মই ভক্তি-যোগসাধক-স্বরূপ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া নির্গুণ ভক্তি লাভ করায়।

'মামনুস্মর যুধ্য চ' (গীঃ ৮।৭) উক্তিদ্বারাও শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ করিলেন—হে অর্জ্জুন, আমার পরব্রহ্মভাবকে স্মরণ করিতে করিতে তোমার স্বভাববিহিত যুদ্ধ কর্ম্ম কর। তাহা হইলে তোমার সঙ্কল্পাত্মক মন ও ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইবে, তাহাতে তুমি নিঃসংশয়িত ভাবে আমাকেই পাইবে।

'যৎকরোষি...তৎকুরুষ মদর্পণম্' (গীঃ ৯।২৭)—এই শ্লোকেও কর্ম্মাদি শ্রীভগবদুদ্দেশ্যে কৃত-হইবার কথা আছে। কিন্তু এই সকল কর্ম্মার্পণবিচারে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিকে "ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা" বিচারানুসারে আদৌ ভগবৎসুখ-সাধন-তাৎপর্য্যমূলে শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কর্ম্মজড় লোকসমাজে ব্যবহারিক মতে অন্য সঙ্কল্পে কৃত কর্ম্মকে অবশেষে যে ভগবদর্পণের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, তাদৃশ ভগবদর্পণাভিনয় কখনই শুদ্ধভক্তি-তাৎপর্য্য-মূলক নহে। উহা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছামূলক কাম মাত্র।

"যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎ স্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথা সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

অর্থাৎ বৃক্ষের মূলদেশে জল সিঞ্চিত হইলে যেমন তাহার স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখাদি সেই জল পাইয়া তৃপ্ত—

সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার দিলে যেরূপ তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়-সকলের তৃপ্তি বা পুষ্টি সাধিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবান্ অচ্যুতের পূজা বা ইন্দ্রিয়-তর্পণদ্বারা সকল দেবতারই আত্মতৃপ্তি সংসাধিত হইতে পারে।

—এই শ্রীভাগবতীয় বিচারানুসারে 'তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং' বিচারাবলম্বনই নানা অশান্তিপ্রপীড়িত বিশ্বে শান্তিস্থাপনের একমাত্র উপায়। 'তমেব শরণং গচ্ছ' (গীঃ ১৮।৬২), 'মামেকং শরণং ব্রজ' (গীঃ ১৮।৬৬) ইত্যাদি শ্লোকেও শ্রীভগবান্ তাহারই ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। 'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো-ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥'' (গীঃ ১৮।৭৮)—এই সর্ব্বশেষ শ্লোকেও সঞ্জয়োক্তিতে শ্রীভগবদানুগত্য ব্যতীত এই জৈব জগতের শ্রী, বিজয়, ভূতি (সমৃদ্ধি) এবং ধ্রুবা (অচলা অটলা) নীতির (ন্যায়—Constant uprightness) কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না—ইহাও সুস্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার এমন সুন্দর সুন্দর বিধি ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে, যাহাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেকটিই ভগবৎকেন্দ্রিক। জীবাত্মার ভগবৎ পরায়ণতাই স্বরূপ-ধর্ম্ম এবং সেই স্বরূপগত নিত্য ধর্ম্মই সুনীতি-নির্দ্দেশক। যেখানে সেই ধর্ম্মের ব্যভিচার, সেখানে নীতিরও ব্যভিচার বা দুর্নীতি অবশ্যম্ভাবি রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেহেতু ধর্ম্মের সহিত নীতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আবার সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম—সুনীতি-দুর্নীতি-নির্ণায়ক শাস্ত্রানুগত্যও সুতরাং অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব সচ্ছাস্ত্র, সদ্ধর্ম্ম ও সুনীতির মর্য্যাদা সংরক্ষিত হইলে অশান্ত ভারতে আবার শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে—মনুষ্যগণের মধ্যে পরস্পরে সমদর্শনোত্থ সাম্য মৈত্রী সহানুভূতি জাগিয়া উঠিয়া আবার হিংসাদ্বেষ মাৎসর্য্যানলকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে। নাস্তিকতা কখনই মঙ্গলের পথ নহে। সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বক্ষেত্রেই আস্তিকতা অবলম্বিত হউক, শিক্ষানীতি রাজনীতি সমাজনীতি কৃষিশিল্পবাণিজ্যাদি যাবতীয় নীতি ভগবৎপরায়ণা হউক, সচ্ছাস্ত্র ও সদ্ধর্ম্মের সিংহাসন ও মর্য্যাদা সর্ব্বোপরি সংস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহা হইলেই অধর্ম্ম, পাপ, দুর্নীতি আপনা হইতেই নির্ব্বাসিত হইবে। ধর্ম্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিয়া অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কখনই কমান যাইবে না। 'যথা ধর্ম্ম তথা জয়'—ইহাই চিরন্তন সত্য। ইহার অপলাপে কখনই বিশ্বে শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে না। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মসিংহাসন নিত্যপ্রতিষ্ঠিত, তাহা অধর্ম্মাধ্যুষিত করিতে গেলে ধ্বংস অনিবার্য্য। সুতরাং সদ্ধর্ম্ম ও সচ্ছাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে
শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব
নগর-সঙ্কীর্ত্তন ও পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-যতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে কালীঘাট ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে বিগত ৩০ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার হইতে ৩ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট সোমবার পর্য্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন মঠের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, কলিকাতাসহরবাসী সহস্রাধিক নরনারী এবং বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে সমাগত বহু ভক্ত এই উৎসবানুষ্ঠানে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানে পূর্ব্বতিথি সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমী পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিপ্রার্থী ভক্তগণ ৩০শে শ্রাবণের পরিবর্ত্তে ৩১ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট শুক্রবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবতিথিপূজা দিবারাত্রব্যাপী উপবাস, শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি সহযোগে

সম্পন্ন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয় রাত্রি ১১ ঘটিকায় শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ করতঃ বুঝাইয়া দেন। মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব সময় উপসন্ন হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। রাত্রি ২ ঘটিকার পর সমাগত ধৃতব্রত বহু শত নরনারীকে ফলমূলাদি মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবেও সমবেত সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

৩০ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাসবাসরে শ্রীকৃষ্ণের আবাহনগীতি শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-যোগে সম্পন্ন করিবার জন্য ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহযোগে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বাহির হইয়া লাইব্রেরী রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, হাজরা রোড, শরৎ বোস রোড, মনোহরপুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, যতীনদাস রোড, শরৎ বোস রোড, লেক রোড, পরাশর রোড, রাজা বসন্ত রায় রোড, সর্দ্দার শঙ্কর রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, প্রতাপাদিত্য রোড, সদানন্দ রোড, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, মনোহরপুকুর রোড ইত্যাদি পথ পরিভ্রমণান্তে সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারীর মূলগায়কত্বে ভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন এবং শোভাযাত্রার অনুগমনকারিণী মহিলাভক্তবৃন্দের মুহুর্মুহুঃ শঙ্খ ও জয়কারাদি মাঙ্গলিকধ্বনি সংকীর্ত্তনের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছিল।

শ্রীমঠের রমণীয় সংকীর্ত্তনমণ্ডপে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় পঞ্চদিবসীয় ধর্ম্মসভার মহৎ অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা মুখ্য ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের বিচারপতি মাননীয় শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ সেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডক্টর শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ সেন যথাক্রমে সভাপতিরূপে বৃত হন। শ্রীপুরুষোত্তম দাস হলোয়াসিয়া, যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুকমল কান্তি ঘোষ, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামকুমার ভুয়াল্কা, এম্-পি ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ কনোরিয়া যথাক্রমে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, শ্রীসলিলকুমার হাজরা বার-য়্যাট্-ল, ডাঃ শ্রীনবেন্দু দত্ত মজুমদার, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেবশর্ম্মা কাব্য-তর্ক-তর্ক-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ, শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, নবদ্বীপ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযাদবেন্দ্র নাথ রায় ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন। 'ধর্ম্মানুশীলনের উপকারিতা', 'পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্ত ও ভগবান্', 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' ও 'শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য' প্রমুখ নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয়পঞ্চক যথাক্রমে সভায় আলোচিত হয়।

অধ্যাপক **শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী** ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন— "বর্ত্তমানযুগে অধিকাংশ মানুষ ধর্ম্মকে প্রয়োজন বলে মনে করে না। বরং তারা ধর্ম্মানুশীলনকারীদিগকে বিদ্রূপ করে থাকে। তাদের মধ্যে অনেকের ধারণা দুর্ব্বল যারা তারাই অন্য উপায়ে সুবিধা করতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, কারণ ধর্ম্মের আবরণে সহজে অজ্ঞজনগণকে ঠকিয়ে পুষ্ট হওয়ার সুবিধা হয়। ধর্ম্মধ্বজী ও প্রকৃত ধর্ম্মানুশীলনকারী ব্যক্তির পার্থক্য উপলব্ধি করতে না পেরে লোকের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। ধর্ম্ম কাকে বলে এ সম্বন্ধে

অনেকেরই পরিষ্কার ধারণা নাই। যত শিক্ষা বাড়্ছে ততই দিন দিন মানুষের মূর্খতাও বেড়ে উঠ্ছে। বিত্ত উপার্জ্জনকেই শিক্ষা গ্রহণের প্রকৃত তাৎপর্য্য বলে আমরা অনেকে মনে করি, বস্তুতঃ শিক্ষার সেরূপ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। জ্ঞানার্জ্জনের জন্যই শিক্ষা গ্রহণের সার্থকতা। প্রকৃত জ্ঞানের আবির্ভাব হলে আমরা ভবিষ্যৎ চিন্তা করে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনে সচেষ্ট হব। এমন কি মহাভোগলোলুপ ব্যক্তিও তার উপার্জ্জিত ধনের সবটাই ভোগসুখে ব্যয় করে না। ভোগের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও সে কিছু সংযম অভ্যাস করতঃ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। যারা ভবিষ্যৎ চিন্তা না ক'রে উপার্জ্জিত ধনের সবটাই ব্যয় করে তাদের পরিণামে সুখের পরিবর্ত্তে প্রবল দুঃখই লাভ হয়ে থাকে। সুতরাং ভবিষ্যৎ চিন্তারহিত ব্যক্তি নিতান্ত মূর্খ। মৃত্যুর পরে আমরা থাকবো না এটা যদি সত্য হয়, তা'হলে আমরা যা খুসী কর্তে পারি। কিন্তু মৃত্যুর পরেও যদি আমাদের সত্তা থাকে তা' হ'লে আমরা ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে কাজ কর্বো, যা খুসী কর্বো না। আমি যদি বলি মৃত্যুর পরে আমি থাক্বো না—এই কথা বল্লেই আমি থাক্বো না এটা প্রমাণ হয় না। আমার বলা না বলার উপর বস্তুর অস্তিত্ব অনস্তিত্ব নির্ভর করে না। যে বিষয়ে আমার সম্যক্ ধারণা নাই, সেই বিষয়ে তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিতে হবে। শারীরিক অসুবিধা হলে আমরা শরীর বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অর্থাৎ চিকিৎসকের নিকট যাই এবং তাঁর ব্যবস্থানুসারে চলি। ডাক্তারের কথা বুঝ্বার যোগ্যতা না থাক্লে তার কথা মেনে চলা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। ব্যবহারিক বিষয়ে আমরা অপরের শরণাপন্ন হই, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে আমরা ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট যাওয়া প্রয়োজন মনে করি না, নিজদিগকে সবজান্তা বলে অভিমান করি। আত্মতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগণ বলেন শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সব শেষ হ'য়ে যায় না। সুতরাং আমরা যদি মূর্খ না হই তা' হ'লে ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে চলবো, তখন আমরা অসংযত জীবন যাপন কর্তে পারবো না। ভবিষ্যৎ চিন্তা হতে জীবের মধ্যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আসে। আমরা যে বস্তুগুলি পেয়েছি তার অপব্যবহার বা অব্যবহার না করে সদ্ব্যবহার কর্বো। যার বস্তু তার সেবাতে নিয়োগ করাকেই বস্তুর সদ্ব্যবহার বলে। হিতকারী দাতাকে অবজ্ঞা করলে কৃতঘ্নতা দোষ আসে। আমরা সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতির নিকট সহায়তা গ্রহণ করি, কিন্তু তাদিগকে মান্তে চাই না, ইহাকে অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বলে। অবশ্য সমস্ত বস্তুর মূলেতে পরমেশ্বর ভগবান্ রয়েছেন। সকলের একমাত্র আশ্রয়ণীয় সেই মূল দাতা ভগবান্‌কে না মানাটাই চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

> "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
> তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৪)

'স্বপ্রকাশ পরমব্রহ্মকে অনুসরণ করে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা প্রভৃতি দীপ্তি পায়, পরব্রহ্মের অঙ্গকান্তিতেই সমগ্র জগৎ দীপ্তিমান্।' আমরা যে অন্ন গ্রহণ করে জীবন ধারণ করছি, তা জমিতে বীজ বপন করলেই হয়ে যায় না। উপনিষদে ঋষিগণ বলেন "অন্নং ব্রহ্ম"। সেই অন্ন আমরা নিয়ত গ্রহণ কর্ছি, কিন্তু যাঁর অন্ন তাঁকে অস্বীকার কর্ছি। যে সমস্ত বস্তু আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য, সেগুলি যিনি দিচ্ছেন, সেই পরমপিতা পরমেশ্বরকে যদি আমরা বাদ দেই, তা' হলে কি করে আমরা মঙ্গল ও সুখ লাভের আশা করতে পারি? জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে মাতৃগর্ভে আমরা ভগবান্‌কে ভুল্বো না বলেছিলাম; কিন্তু জন্মগ্রহণের পর ভগবান্‌কে মান্তে চাচ্ছিনা—ইহা কৃতঘ্নতা। জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে আমরা কৃতজ্ঞতা অভ্যাস করবো এবং কৃতঘ্নতা দোষ পরিত্যাগের যত্ন করবো, এই দুইটী ধর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল কথা। সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় আমরা ভগবান্‌কে স্মরণ করবো। মৃত্যু মানে তাঁকে ভুলে যাওয়া এবং বেঁচে থাকা মানে তাঁকে স্মরণ করা। ধর্ম্মের আর একটী মূল কথা এই 'আমি আমার' রূপ অহমিকা পরিত্যাগ করে আমরা সব কিছুতে 'তুমি তোমার' এইরূপ উপলব্ধির যত্ন করবো।

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মমতাবলম্বিগণ তাদের স্ব স্ব ধর্ম্মকে উদার বলে বহু ফলাও করে ঘোষণার চেষ্টা করলেও

তাদের ধর্ম্মমতে যথেষ্ট সঙ্কীর্ণতা রয়েছে। স্ত্রীজাতি এবং ব্যাধিগ্রস্ত পঙ্গু ব্যক্তিদিগকে তাঁরা চিরতরে ধর্ম্মানুষ্ঠান হতে বঞ্চিত রেখেছেন। কিন্তু সনাতনধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ও স্বভাবতঃ অতি উদার, এজন্য নৃমাত্রকেই ধর্ম্মানুশীলনে অধিকার প্রদান করেছেন।

প্রধান অতিথি **শ্রীপুরুষোত্তমদাস হলোয়াসিয়া** বলেন—"প্রাণিসমূহের মধ্যে মানুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় ? 'আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং। ধর্ম্ম হি তেষাং অধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥" আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন পশুতে ও মানুষে সমভাবে বিদ্যমান্, তদ্বিষয়ে মানুষের কোন বৈশিষ্ট্য নাই। ধর্ম্মাচরণযোগ্যতাহেতু পশু অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষ নৌকা তৈরী করতে সমর্থ, কিন্তু পশু পারে না। সংসার-সমুদ্র হ'তে উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা ভগবান্ মানুষকে অর্পণ করেছেন। পূজনীয় স্বামীজী মহারাজ বিশ্বের যে বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথা বল্লেন তা' বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমাদের দেশের ভিতরেই সনাতনধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব করার জন্য বিশেষ আন্দোলন চল্‌ছে, ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চল্‌ছে। বিশ্বস্তসূত্রে আমি জানি লোকের ভিতরে যাতে সনাতন ধর্ম্মের প্রতি আস্থা নষ্ট হয়, তজ্জন্য এক বিরাট্ ষড়্‌যন্ত্র চল্‌ছে। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা সাবধান না হলে আমাদের সাংস্কৃতিক বিপদ্ আসন্ন। পয়সার জোরে তারা সাংস্কৃতিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। পয়সাই সব, এই কথা সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করে। কিন্তু পয়সাতে প্রকৃত সুখ, শান্তি নাই। আমেরিকাতে পয়সা খুব, বহু বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে, ভৌতিকতা প্রচুর আছে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা নাই, এজন্য শান্তি নাই। সেখানে sleeping pill খেয়ে রাত্রে ঘুমাতে হয়। শুধু প্রলোভনের বশবর্ত্তী হয়ে আমরা যদি সুপ্রাচীন সুবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মীয় কৃষ্টি পরিত্যাগ করি, ইহাপেক্ষা গুরুতর দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে ?"

শ্রীজন্মাষ্টমীবাসরে **ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণের, বিশেষ ক'রে শ্রীমৎ মাধব মহারাজের স্নেহাকর্ষণে আমি এখানে এসেছি। ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাধিক পূজিত। ভারতবর্ষে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী পালন করা হয় না। ভারতীয় মানুষ ও কৃষ্টির সহিত শ্রীকৃষ্ণের এতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, শুধু শ্রীজন্মাষ্টমী বল্লেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথি বুঝায়। পক্ষান্তরে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব তিথিকেও জন্মনবমী না বলে 'রামনবমী' বল্‌তে হয়। মাতৃ-পরিচয়ের মহিমাই আমরা অধিক দেখ্‌তে পাই। শ্রীকৃষ্ণ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ এবং যশোদানন্দন কৃষ্ণ নামে অধিক পরিচিত। যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগন্নাথমিশ্রতনয়রূপে ততটা পরিচিত নন যতটা পরিচিত শচীনন্দনরূপে। ভারতবর্ষে জননীকে উচু স্থান দেওয়া হয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু মাতৃভক্তির মহান্ আদর্শ প্রদর্শন করেছেন। জননীর নির্দ্দেশেই তিনি পুরীতে অবস্থান করেছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ পূর্ব্বাশ্রমের সম্বন্ধ রাখেন না, কিন্তু মাতৃশ্রাদ্ধকালে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে রাধারাণীর অদ্ভুত মহিমা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি। 'রাধে রাধে', 'জয় রাধে,' 'জয় রাধে শ্যাম' প্রভৃতি উক্তি তথায় সর্ব্বত্র পরস্পরের প্রতি মিলন ও বিদায়কালে এবং সর্ব্বকার্য্যে সঙ্কেতরূপে ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়। মনে হয়, কালে রাধারাণীর পূজা বেশী হবে বৈষ্ণবসমাজে।

ভারতীয় কৃষ্টির মূল উৎস শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ। গীতাতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়েছেন এবং মানবের অধিকারানুযায়ী সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা তাতে রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে ভাগবতধর্ম্মের কথাও বলেছেন। গীতার সর্ব্বশেষ সর্ব্বগুহ্যতম পরমোপদেশ বল্‌তে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

সমস্ত ধর্ম্ম ছেড়ে ভগবানে শরণাগত হতে বল্লেন। শরণাগতিই ভাগবতধর্ম্মের মূল ভিত্তি। উপনিষদেও একই জাতীয় কথা আমরা শুনতে পাই। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥" —কঠ। পরমাত্মবস্তুকে বাগ্মিতা, মেধা বা বহু পাণ্ডিত্যের

দ্বারা জানা যায় না, যিনি তাঁর পাদপদ্মে প্রপন্ন হন, তিনিই তাঁর কৃপায় তাঁকে জানতে পারেন।

যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক **শ্রীসুকমল কান্তি ঘোষ** বলেন—"আমি এমন একটা পরিবারেজন্ম গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছি যার বৈষ্ণবগোষ্ঠীর প্রসিদ্ধি সকলের সুবিদিত। আমাদের বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণলীলা আদি হয়ে থাকে, আজও হচ্ছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা কথা নানা জনে বলে। আসল সত্য আজও উপলব্ধি করতে পারিনি, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস অটুট আছে। কখনও কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করেছি, কখনও ব্যর্থতা এসেছে, সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বরের কৃপাই অনুভব করেছি। অধুনা ভারতবর্ষে বহু সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে না, কিন্তু আমাদের সংবাদপত্র-প্রকাশ বন্ধ হয় নাই। আমি ও আমার ভ্রাতৃবর্গ পুনঃ পুনঃ এ বিষয়ে আলোচনা করেছি, কি করে এটা সম্ভব হলো। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাই একমাত্র কারণ বলে আমরা বুঝেছি। নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত হ'তে আমার এটা উপলব্ধির বিষয় হয়েছে যে, কোন বিশেষ শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে জগতের সমস্ত কার্য্য সংঘটিত হচ্ছে। হয় আমাদিগকে ভগবান্ বিশ্বাস করতে হবে, নতুবা কোন অসীম শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। বৈষ্ণবগৃহের সন্তান হিসাবে আমার পক্ষে ভগবদ্বিশ্বাসই সমীচীন ও স্বাভাবিক। ঈশ্বরের কৃপার নিদর্শন দেখবার বহু সুযোগ আমার জীবনে হয়েছে।"

শ্রীনন্দোৎসব-বাসরে প্রধান বিচারপতি **শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আমাদের দেশ ভগবানের দেশ, কৃষ্ণের দেশ। ভক্ত ও ভগবানের বহু অপূর্ব্ব লীলা এই দেশে হ'য়ে গিয়েছে। এক সময় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমে আমাদের দেশ প্লাবিত হয়েছিল। যেদিন পুরীতে গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গের স্থান দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল সেদিন আমি চোখের জল সংবরণ করতে পারি নি। কৃষ্ণবিরহে শ্রীগৌরাঙ্গ সেখানে 'হা কৃষ্ণ' বলে মুখ ঘসেছিলেন। সেই ভগবানের দেশে এখন আমরা সব কিছু বয়কট করছি, এমন কি ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত বয়কট করতে চাচ্ছি। আইন ভগবান্ হ'তে এসেছে। সেই ভগবান্‌কে না মানার দরুণ আমরা আইন লঙ্ঘন করছি। আইনের প্রতি অমর্য্যাদা হেতু সমাজে বিশৃঙ্খলা এসেছে। সুতরাং আমরা যদি শান্তি পেতে চাই তা' হ'লে পুনঃ আমাদিগকে ভগবানের দিকে ফিরে যেতে হবে। সব ছেড়ে দিয়ে ভগবানে ভক্তি করতে পারলে তাঁকে পাওয়া যায়। ভক্তি সহজ, আবার কঠিন। যতদিন আমরা সাংসারিক বস্তু নিয়ে থাকবো ততদিন ভগবান্‌কে পাব না। ভগবান্‌কে সত্যি সত্যি চাইলে পাওয়া যায়। ছেলে যতক্ষণ খেলনার পুতুলে আসক্ত থাকে ততক্ষণ মাকে পায় না। কিন্তু যখন পুতুল ছুড়ে ফেলে মার জন্য কাঁদতে থাকে তখন মা ছুটে এসে তাকে কোলে তুলে নেয়। তদ্রূপ ভক্ত সংসারের সমস্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে যখন ভগবানের জন্য ব্যাকুলভাবে কাঁদতে থাকে, তখন ভগবান্ আর স্থির থাকতে পারেন না, তাঁর প্রেমে বশীভূত হয়ে পড়েন।"

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥"

যাঁর কৃপা মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাতে পারে, সেই পরমানন্দস্বরূপ মাধবকে আমি বন্দনা করি। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।' সমস্ত ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবতিথি পালিত হচ্ছে। ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। ভারতে দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করে আছেন শ্রীকৃষ্ণ। কত প্লাবন এসেছে তাকে ধুয়ে মুছে ফেলার জন্য, কিন্তু পারে নি।

ভক্তির কতখানি অধিকারী তা' আমি জানি না, তবে তাঁকে আমি ডাকি। ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক বড়ই মধুর। একসময় ভক্তপ্রবর নারদ ঋষি শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন 'আমি ত্রিলোক ঘুরে বেড়াই, সর্ব্বত্র তোমাকে দেখতে পাই, অণুতে, পরমাণুতে, বৈকুণ্ঠে সর্ব্বত্র তোমাকে দেখছি, তুমি সত্য সত্য কোথায় থাক?' তদুত্তরে ভগবান্ বলেছিলেন—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগীনাং হৃদয়েনচ মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" ভক্ত যেখানে ভগবানের মহিমা গান করেন সেখানেই ভগবান্ থাকেন। ভক্তের প্রেমে বশীভূত হয়ে, ভক্ত যে ভাবে

ভগবান্‌কে দেখ্‌তে চান সেই ভাবে, ভগবান্ আসেন। মানুষের গৃহে ভগবান্ কি করে আসেন? বাক্যাতীত, মনের ধারণাতীত যিনি—তিনি কেমন করে আসেন? সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যিনি ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তিনি কি করে ক্ষুদ্র ভক্তের গৃহে আসেন? বিস্ময়ের কথা বটে, কিন্তু তিনি আসেন। আমরা তাঁকে ভুলে গেছি, কিন্তু তিনি ভুলেন নাই, প্রতীক্ষা করে বসে আছেন কখন আমরা তাঁকে ডাক্‌বো। ভক্তের আর্ত্তিযুক্ত ডাকে ভগবান্ যখন আসেন, তখন ভুবনভরে রব উঠে যায়। যে গৃহে ভগবান্ আসেন সে গৃহ বিস্তৃত বিশাল হয়ে যায়, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেখানে এসে উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে যে মানুষ একটী গৃহের মালিক ছিল সে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হয়ে পড়ে। যাঁরা ভগবান্‌কে ডাকেন তাঁদিগকে গোস্বামী বলা হয়, সত্য সত্য তাঁরা স্বামী হন। এই পুণ্য দেশে বহু স্থানে ভক্তকে ভগবান্ দর্শন দিয়েছেন। আমি বীরভূমের মানুষ। আমার জন্মস্থানের সাত মাইল দূরে চণ্ডীদাসের এবং পনর মাইল দূরে জয়দেবের স্থান। সুতরাং প্রেমিক ভক্তগণের লীলাভূমি দর্শনের এবং তাঁদের অলৌকিক চরিত্র শ্রবণের আমার সৌভাগ্য হয়েছে। হৃদয় হতে সকল আকাঙ্ক্ষা দূর করে হৃদয়কে যেদিন শূন্য কর্‌তে পার্‌বো সেদিন আমার হৃদয়ে ভগবানের বস্‌বার স্থান হবে। ভগবানকে পূজা কর্‌তে শিখ্‌লেই আমরা মানুষের উপকার কর্‌তে পারবো।"

বিচারপতি **শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ সেন** ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে এই ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়েছে, তজ্জন্য আমি স্বাগত জানাচ্ছি। যখন কংসের অত্যাচারে পৃথিবী জর্জ্জরিত হয়েছিল, তখন পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণ এসে কংসকে নিধন করে পৃথিবীকে পাপমুক্ত করেছিলেন।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"—গীতা

যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন ভগবান্ সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশের জন্য জগতে আসেন। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অনাচার, অবিচার, পরহিংসা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ কর্‌ছে। আমেরিকাতে প্রেসিডেণ্টকে মৃত্যু বরণ কর্‌তে হয়েছে, আমাদের দেশেও তাই হচ্ছে। সুতরাং বর্ত্তমান অশান্তিপ্রদ পরিস্থিতিতে এই জাতীয় ধর্ম্মসভার যথেষ্ট উপকারিতা আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা বহুমুখী। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের ভাষণে বহু মূল্যবান্ কথা আপনারা জান্‌তে পেরেছেন। সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ভক্তি ও প্রেম সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয়। ভগবানে প্রেম ও তৎসৃষ্ট প্রাণীতে প্রীতি। এটা বলা সহজ, কিন্তু তদনুসারে আচরণ করা খুবই কঠিন। আমাদের অহমিকাই ইহার প্রধান অন্তরায়। ছেলের প্রতি মায়ের স্নেহ থাকায় মা ছেলের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে তার হিতসাধন করে থাকেন। তদ্রূপ জীবদুঃখকাতর মহাপুরুষগণ জীবগণের অত্যাচার সহ্য করে তাদের মঙ্গল বিধানের যত্ন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর জীবন দিয়ে এই শিক্ষা আমাদিগকে দিয়েছেন, তিনি জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেছেন। তাঁর পার্ষদ ভক্ত যবন হরিদাসের কথাও আপনারা জানেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করে জানিয়েছেন শাস্ত্রের পাতার মধ্যে ভগবান্ নাই, ভগবান্ আছেন প্রেম ও ভক্তির মধ্যে।"

প্রধান অতিথি **শ্রীরামকুমার ভুয়াল্‌কা** বলেন—"গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের উপদেশ করেছেন। গীতা পড়েছি, কিন্তু তার শিক্ষার তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে পেরেছি, এ কথা বল্‌তে পারি না। তবে ভক্তিমার্গ সহজ সরল ও সর্ব্বোত্তম এটা কিছু উপলব্ধির বিষয় হয়েছে। আমাদের দেশে দৃষ্টান্তস্বরূপ মীরাবাঈ, তুলসীদাস, সুরদাসাদি বহু পরমভক্তের জীবনাদর্শ রয়েছে। তাঁরা তাঁদের প্রেমময় জীবনের দ্বারাই ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন। ভক্ত যে কোন কুলে বা বর্ণে আস্‌তে পারেন, তথাপি তিনি সকলের পূজ্য। ঈশ্বরের স্মরণে ও ভক্তিতে যে আনন্দ হয় অন্য উপায়ে তদ্রূপ হয় না।"

উপাচার্য্য ডক্টর **শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ সেন** ধর্ম্মসভার পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—এই সভায় আস্‌বার দুইটী কারণ—শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব

উপলক্ষ এবং দ্বিতীয়তঃ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নাম আমি পূর্ব্বে শুনেছি। এসে স্বামীজীগণের মূল্যবান কথা শুনে আমি উৎসাহিত হয়েছি। প্রথম জীবনে আমি সামান্য অধ্যাপক ছিলাম। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি আমাদের কিছু কর্‌বার ক্ষমতা নাই। ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু হবার নয়। আমার এক সময় কঠিন ব্যাধি হয়েছিল, তারপরেও আমি বেঁচে উঠেছি এবং বহু কার্য্য করেছি, সবই ভগবদিচ্ছা।

আমি অর্থশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করে থাকি বলে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন আমি কি করে ধর্ম্মসভায় এসে ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করতে পারি। বস্তুতঃ অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। দারিদ্র্য দূর হলে লোকে ধর্ম্মের দিকে মন দিতে পারে। তবে অর্থের প্রাচুর্য্য থাকলেই যে সুখ হয় তা' নয়। কারণ যখন আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম তখন আমার বহু আমেরিকান্‌দের সহিত আলাপ হয়। তাঁরা বল্লেন অর্থের প্রাচুর্য্য তাঁদের আছে বটে, কিন্তু শান্তি নাই। দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য্য ধর্ম্মানুশীলনের পক্ষে অনুকূল নহে, মধ্যবর্ত্তী অবস্থাই অনুকূল।''

শ্রীরাধাকৃষ্ণ কনোরিয়া প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—

"ধর্ম্মকে বাদ দেওয়ায় আমরা বহু দিক হতে অসুবিধা ভোগ করছি। রাজস্থানে বন্যা কোন দিনই আমরা শুনি নাই। পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর বন্যায় বিধ্বস্ত হয়েছে। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর এই সব আধিদৈবিক ক্লেশের প্রাবল্য দেখা যাচ্ছে কেন? আমার মনে হয় ভগবদ্বিশ্বাস হারিয়ে ফেলায় আমাদের অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মপ্রচারের খুবই আবশ্যকতা আছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হ'তে প্রচার-কার্য্য হচ্ছে দেখে আমি উৎসাহিত হয়েছি।"

শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে বলেন—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাঁচটী মুখ্য ভক্তি-সাধনের কথা বলে সর্ব্বশেষে নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বোত্তম বলেছেন। "সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন। সকলসাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥'' "তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥'' সাধুসঙ্গের কথা প্রথম বল্লেন, কারণ সাধুসঙ্গে ভগবানের মহিমাবলী বোধের বিষয় হয় এবং সাধুমুখে হরিকথা শুন্‌তে শুন্‌তে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভগবানে প্রেমভক্তির উদয় হয়ে থাকে।

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥''
—ভাগবত

সাধু চিন্‌বো কি করে, সাধুর লক্ষণ কি, এ বিষয়ে মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান কপিলদেবের উপদেশ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ॥
মদাশ্রয়াঃ কথামৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্গতচেতসঃ॥
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥''
—ভাগবত

প্রথমে সাধুর তটস্থ লক্ষণ বল্লেন। সাধু সহিষ্ণু, দয়ালু, সমস্ত দেহিগণের বন্ধু, অজাতশত্রু, শান্ত ও শাস্ত্রানুবর্ত্তী হবেন। পরে সাধুর মুখ্য লক্ষণ বল্‌তে গিয়ে বল্‌ছেন সাধু অনন্যভাবে ভগবানে দৃঢ়া ভক্তি করেন, দুষ্পরিত্যাজ্য স্বধর্ম্ম ও স্বজনবান্ধবগণকেও ভগবদর্থে ত্যাগ করেন এবং ভগবানের শুদ্ধা কথাকে আশ্রয় করে তাঁরই কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করে থাকেন। এই প্রকার সাধুগণের মধ্যে বাহ্যতঃ বিবিধ তাপ দেখা গেলেও তাঁদের তাপ নাই, কারণ তাঁদের চিত্ত ভগবানে সমর্পিত। সাধু বা বৈষ্ণবের তারতম্য বিচার বলতে গিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্‌ছেন—যাঁর মুখে একবার কৃষ্ণনাম তিনি বৈষ্ণব, যিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন তিনি বৈষ্ণবতর এবং যাঁকে দেখ্‌লে মুখে কৃষ্ণনাম আসে তিনি বৈষ্ণবতম।''

ব্যারিষ্টার **শ্রীসলিলকুমার হাজ্‌রা** বলেন—"গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন জগতে চতুর্ব্বিধ সুকৃতিমান্ ব্যক্তি তাঁর উপাসনা করে থাকেন। কেহ সংসারক্লেশে তপ্ত হ'য়ে, কেহ তত্ত্বজিজ্ঞাসু, কেহ বা অর্থার্থী হয়ে এবং জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবানের ভজনা করেন। 'চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥' অতএব গীতার সিদ্ধান্তানুসারে আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি উপরি উক্ত চারিপ্রকার ব্যক্তি ধর্ম্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হন। বিভিন্ন ধর্ম্মানুশীলনকারী ব্যক্তিগণের অধিকারানুযায়ী গীতাতে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ উপদিষ্ট হয়েছে। কর্ম্মযোগ হ'তে জ্ঞানযোগ এবং জ্ঞানযোগ হতে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন। ভগবানের সান্নিধ্য লাভই ধর্ম্মানুশীলনের মুখ্য তাৎপর্য্য।

য়্যাড্‌ভোকেট **শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়** বলেন—"নানা প্রকার সাংসারিক ঝঞ্চাটে আমাদের ন্যায় গৃহস্থ ব্যক্তিগণের চিত্ত সব সময় ভারাক্রান্ত থাকে। কিন্তু মঠে এসে সাধুগণের মুখে হরিকথা শুনে মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে যায়। এটা কি কম লাভ? এর চেয়ে আরও বেশী লাভবান্ হতে পারি যদি সাধুগণের কথা শুনে সেভাবে আমরা চল্‌তে পারি। পূর্ব্বে আমরা রাজা বসন্ত রায় রোডে প্যাণ্ডেলের নীচে হরিকথা শুনেছি, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় এখন আমরা নবনির্ম্মিত সুরম্য সংকীর্ত্তনমণ্ডপে নিরুদ্বেগে ভগবৎকথা শুন্‌ছি ও কীর্ত্তন কর্‌ছি।"

শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী

বিভিন্ন মঠে অনুষ্ঠান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবনঃ— শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে গত ১৯ শ্রাবণ, ৪ আগষ্ট রবিবার হইতে ২৩ শ্রাবণ, ৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত বৃন্দাবনস্থ শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা অনুষ্ঠিত এবং বিদ্যুচ্চালিত মূর্ত্তির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণলীলা উদ্দীপক মনোহর দৃশ্যাবলী প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণলীলোদ্দীপক সজ্জা ও ঝুলন দর্শনের জন্য স্থানীয় বিভিন্ন মঠের আচার্য্যগণ এবং জেলাজজ, সবজজ, জেলাম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, এস্ পি, ডি-এস্‌পি প্রভৃতি মথুরা ও বৃন্দাবন সহরদ্বয়ের সমুদয় বিশিষ্ট নাগরিকগণ, এতদ্ ব্যতীত আগ্রা, হাতরাস, আলীগঢ়, দিল্লী ও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত সহস্র সহস্র দর্শনার্থীর বিপুল ভীড় হয়। সরকারী পুলিশ, বহু স্বেচ্ছাসেবক ও মঠবাসী সেবকগণ ভীড় নিয়ন্ত্রণে প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। প্রতি বৎসর ভক্তপ্রবর শ্রীরাধাকৃষ্ণ চামরিয়া ভক্তিবিজয় মহোদয় উক্ত সেবার ব্যবস্থা করিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। উক্ত শ্রীমঠে ৩১ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট শ্রীজন্মাষ্টমী ও পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবও বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটীঃ— আসাম রাজ্যের প্রধান সহর গৌহাটীস্থ শাখা মঠে শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের হিন্দোলোৎসব দর্শনে প্রত্যহ নরনারীর অভূতপূর্ব্ব ভীড় হয়। ভীড়-নিয়ন্ত্রণে সরকার পক্ষ হইতে বিশ জন পুলিশ নিয়োগ করিতে হইয়াছিল।

শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ১৫ আগষ্ট হইতে ১৭ আগষ্ট পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ডেপুটী কমিশনার শ্রী সি আর কৃষ্ণমূর্ত্তি, সাহিত্যিক শ্রীবেণুধর শর্ম্মা ও গৌহাটী কটন কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীউপেন্দ্র কুমার দত্ত যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অবসরপ্রাপ্ত ডি, পি, আই শ্রীদিবাকর গোস্বামী ও আসাম প্রকাশ বিভাগের সচিব শ্রীচন্দ্র প্রসাদ শইকীয়া প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনের ধর্ম্মসভার প্রধান অতিথি হন। মুনিকুল আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীবিপিন চন্দ্র গোস্বামী, গৌহাটী

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য, উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅপ্রমেয় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। 'ধর্ম্মানুশীলনের উপকারিতা', 'ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ', 'জীবের দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার' বক্তব্য বিষয়সমূহ যথাক্রমে সভায় আলোচিত হয়।

শ্রীনন্দোৎসববাসরে কএক সহস্র নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ, হায়দ্রাবাদ (অন্ধ্র প্রদেশ):— শ্রীঝুলনযাত্রা দর্শনে এবং সহ মঠে দর্শনার্থীর বিপুল সমাবেশ হয়। শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ১৫ ও ১৬ আগষ্ট দিবস-দ্বয়ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রী কে, এন, অনন্ত-রমণ আই-সি এস্ ও কৃষিকার্য্য-শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রী ও পুল্লা রেড্ডি যথাক্রমে সভাপতিরূপে বৃত হন। ডেপুটী মেয়র শ্রী কে, ভি নরসিংহাচার্য্যালু ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস সি বিদ্যারত্ন, শ্রীরামনিরঞ্জন পাণ্ডে, শ্রীকাটিশরণ এম্-এ, গভর্ণরের এ-ডি-সি শ্রী আর পি শর্ম্মা ও শ্রীধীরকৃষ্ণ দাস বনচারী ভাষণ দেন।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাসবাসরে শ্রীমঠের শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদ জীউ প্রমুখ অধিষ্ঠাতৃ বিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বিচিত্র বাদ্য-ভাণ্ড সহযোগে সহর পরিভ্রমণ করেন। শ্রীজয়করণদাস ও শ্রীগোলাব রায়াদির ভক্তগোষ্ঠী সংকীর্ত্তনে যোগ দেন। রথাকর্ষণে স্থানীয় ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীনন্দোৎসবে বহু নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ (আসাম):— শ্রীমঠের অধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপা-নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন সরভোগস্থ (চকচকাবাজার) অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস শ্রীমঠের নাটমন্দিরে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধি-বেশনে বরনগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঘনশ্যাম দাস তালুক-দার সভাপতিত্ব করেন। শ্রীদীননাথ দাস বনচারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী আদি ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণাবির্ভাব বিষয়ে ভাষণ দেন। শ্রীনন্দোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী (ঢাকা, পূর্ব্ব-পাকিস্তান):— শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন অন্যতম প্রচারকেন্দ্র বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীনন্দোৎসবে বহু শত ব্যক্তি মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ সান্ধ্য ধর্ম্ম-সভায় হরিকথা বলেন। শ্রীপাদ প্যারীমোহন দাস ব্রহ্মচারী আদি মঠবাসী ও তত্রস্থ গৃহস্থ ভক্তগণের হার্দ্দী সেবা-চেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর (নদীয়া):— শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীঝুলন-সেবা ও কৃষ্ণলীলোদ্দীপক দৃশ্যাদি দর্শনের জন্য প্রত্যহ মঠে প্রচুর নরনারীর সমাগম হয়। সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোক-নাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীনন্দোৎসবে বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

স্বধামে শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী

বড়ই দুঃখের সংবাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাসিক্ত শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী মহোদয় গত ২৭ শে আষাঢ়, ইং ১১ই জুলাই অপরাহ্নে স্বধাম প্রাপ্ত হন। পরমারাধ্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদের নিকট সংবাদ আসিবামাত্র তিনি চারিজন ব্রহ্মচারীকে পাঠাইয়া তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্যের ব্যবস্থা করান। তাঁহার বাগবাজার ৩০।২, বোসপাড়া লেনস্থ বাসার আত্মীয়স্বজন দক্ষিণ কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া নির্য্যাণ উৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতাও পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রিতা। তিনি এখনও জীবিত থাকিয়া ভক্তপুত্রের বিরহবেদনা সহ্য করিতেছেন। ব্রহ্মচারীজী বিশেষ যত্নসহকারে বৃদ্ধামাতার সেবা করিতেন। তিনি প্রায়ই শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় শ্রীমঠের বিশেষ উৎসবে যোগদান করিয়া ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমার বিরাট্ আয়োজন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবা-নিয়ামকত্বে আগামী উর্জ্জব্রত (কার্তিকমাসে শ্রীদামোদর-ব্রত বা নিয়মসেবা)-কালে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনকারী ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থস্থানসমূহ এবং অন্যান্য বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শন, পরিক্রমা ও মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করা হইবে।

"গৌর আমার, যে সব স্থানে, করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান, হেরব আমি, প্রণয়ি-ভকতসঙ্গে॥"

দেহ-গেহ-কলত্র-পুত্র-বিত্তাদিকে কেন্দ্র করিয়া যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে যেমন তত্তদ্বিষয়ে বা বস্তুতেই আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্, শ্রীভগবদ্ভক্ত বা শ্রীভগবদ্ধামকে কেন্দ্র করিয়া তদুদ্দেশ্যে যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে তত্তৎ বৈকুণ্ঠ বস্তুতেই আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং আনুষঙ্গিকভাবে তদিতর বিষয়ে বিরক্তি হয় বা মুক্তি লাভ হয় এবং শুদ্ধপ্রেমার অধিকারী হওয়া যায়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণভক্তি-পিপাসু সজ্জনদিগকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন গৃহকর্ম্মাদি হইতে অন্ততঃ নিয়মসেবাকালের জন্য অবসর লইয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ সাধু-ভক্তবৃন্দের আনুগত্যে ও সঙ্গে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি নববিধা ভক্তির অনুশীলন করিয়া নিজ নিজ পারমার্থিক উন্নতি বিধানের এই বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করেন।

শুভযাত্রাঃ—আগামী ১ দামোদর, ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ; ২০ আশ্বিন, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ; ৭ অক্টোবর, ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ সোমবার রিজার্ভ বগীতে হাওড়া ষ্টেশন হইতে বম্বে মেলে রাত্রি ৮-৫০ মিঃ এ যাত্রা করা হইবে। মাসাধিকব্যাপী দুইবেলা শ্রীভগবৎ-প্রসাদসেবন (আহার), তৃতীয় শ্রেণীর যাতায়াত রেলভাড়া, বাসভাড়া, কুলিভাড়া, প্রাথমিক চিকিৎসাদির জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে নিজ ব্যয় বহন করিতে হইবে। আমাদের প্রদত্ত প্রোগ্রামানুযায়ী আগামী ৬ কেশব, ২৫ কার্ত্তিক, ১১ নভেম্বর সোমবার প্রত্যাবর্ত্তনের তারিখ নির্দ্দিষ্ট আছে। অবশ্য রেলকর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে প্রত্যাবর্ত্তনের তারিখ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কোন দৈব-প্রতিকূল অবস্থার জন্য পরিচালকগণ দায়ী থাকিবেন না।

দর্শনীয় স্থানসমূহঃ— (১) **গয়া**—ফল্গুনদীতে স্নান, শ্রীগদাধরবিষ্ণুপাদপদ্ম, অক্ষয়বট প্রভৃতি; (২) **প্রয়াগ**—ত্রিবেণীস্নান, বিন্দুমাধব, দশাশ্বমেধঘাট (শ্রীরূপ গোস্বামীর শিক্ষাস্থলী), অক্ষয়বট প্রভৃতি, পূর্ণকুম্ভস্থান; (৩) **উজ্জয়িনী**—মোক্ষদায়িকা পুরী (অবন্তীনগর), সান্দীপনি মুনির আশ্রম, গোপাল মন্দির, সিদ্ধবট প্রভৃতি, পূর্ণকুম্ভস্থান; (৪) **ডাকোর**—শ্রীরণ্ছোড়জীর মন্দির, গোমতী সরোবর; (৫) **প্রভাস**—তীর্থে স্নান, এখান হইতে সরস্বতী নদী পশ্চিম বাহিনী হইয়া সাগর-সঙ্গম লাভ করিয়াছে; (৬) **সোমনাথ**—সোমনাথ শিবের প্রাচীন (অহল্যাবাই নির্ম্মিত) ও নূতন মন্দির (ভারত সরকার নির্ম্মিত), মহাকালীর মন্দির, সূর্য্যমন্দির, যাদবস্থলী, বাণতীর্থ প্রভৃতি; (৭) **সুদামাপুরী** (পোরবন্দর)—শ্রীসুদামা বিপ্রের ভবন; (৮) **দ্বারকা**—শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী, দ্বারকেশ দর্শন, গোমতী স্নান; (৯) **বেটদ্বারকা**—রুক্মিণী, সত্যভামা মহিষীগণের মন্দিরাদি; (১০) **সিদ্ধপুর**—শ্রীভগবান্ কপিল-

দেবের আবির্ভাবস্থান, বিন্দুসরোবর, কর্দ্দম ঋষির আশ্রম; (১১) **শ্রীনাথদ্বার**—গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপালদেব (শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর সেবিত); (১২) **পুষ্কর**—(আজমীর ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল) পুষ্কর সরোবর, ব্রহ্মার মন্দির, সাবিত্রী মন্দির, বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির; (১৩) **জয়পুর**—শ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দির, শ্রীগোপীনাথ জীউর মন্দির, শ্রীরাধাদামোদর জীউর মন্দির প্রভৃতি, গল্‌তা পাহাড়; (১৪) **মথুরা**—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব স্থান, শ্রীকেশবজী মন্দির, শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব, কংসবধস্থান, বিশ্রাম ঘাট, ধ্রুবঘাট প্রভৃতি; (১৫) **বৃন্দাবন**—(শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান) শ্রীবৃন্দাবনের বিভিন্ন শ্রীমন্দির ও দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন এবং এখান হইতে বাসযোগে গোকুলমহাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড, শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন, শ্রীনন্দগ্রাম, শ্রীবর্ষাণ প্রভৃতি দর্শন; (১৬) **হস্তিনাপুর** (নিউদিল্লী)—কৌরবদিগের রাজধানী, পঞ্চপাণ্ডবের পুরাতন কেল্লা; (১৭) **কুরুক্ষেত্র**—ব্রহ্মসরোবর ও দ্বৈপায়নহ্রদে (স্যমন্তপঞ্চকতীর্থ) স্নান, যতীশ্বর (গীতা উপদেশের স্থান), বাণগঙ্গা, ভদ্রকালী, সোমতীর্থ প্রভৃতি; (১৮) **হরিদ্বার**—ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, হর কি প্যারী, মনসা মন্দির, মায়াপুর, দক্ষের যজ্ঞস্থলী, ভীমগোদা প্রভৃতি, পূর্ণকুম্ভ স্থান; (১৯) **হৃষীকেশ**—ভরত মন্দির, গঙ্গাস্নান, লছমণ্‌ঝোলা, স্বর্গাশ্রম (ঋষিগণের তপোভূমি); (২০) **নৈমিষারণ্য**—চক্রতীর্থ, শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন স্থান (ষষ্টি সহস্র শৌনকাদি ঋষি ও সূতগোস্বামীর সংবাদ), গোমতী গঙ্গাস্নান, স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার সমাধিস্থান, শ্রীরামচন্দ্রের দশাশ্বমেধ যজ্ঞস্থান; (২১) **মিশ্রিক**—শ্রীসীতার পাতাল প্রবেশ; (২২) **অযোধ্যা**—শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবভূমি ও বিভিন্ন মন্দির দর্শন, সরযূ স্নান; (২৩) **বারাণসী**—শ্রীবিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, বিন্দুমাধব, মণিকর্ণিকা ঘাট, দশাশ্বমেধঘাট, হরিশ্চন্দ্র ঘাট প্রভৃতি।

রিজার্ভ বগীতে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকিবে। এজন্য পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণকে এখন হইতেই নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ ও নিয়মাবলী সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ (টেলিফোন নং ৪৬-৫৯০০) ঠিকানায় পত্রদ্বারা কিংবা সাক্ষাতে জ্ঞাতব্য।

কলিকাতা
৮ হৃষীকেশ, ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ শ্রাবণ, ১৩৭৫; ১৬ আগষ্ট, ১৯৬৮

নিবেদক—
শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সম্পাদক

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত-বিদ্যাপীঠের

পরীক্ষার ফল

এবার গভর্ণমেণ্ট 'বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদের' অধীনস্থ নবদ্বীপকেন্দ্র হইতে, শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ (শ্রীভাগীরথী ও সরস্বতী সঙ্গমের অতিনিকটবর্ত্তী) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও উক্ত শ্রীমঠের পক্ষ হইতে পরিচালিত **'শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ'** নামক সংস্কৃত-শিক্ষা-বিভাগের নিম্নলিখিত চারিটী ছাত্র নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন:—

১। পুরাণের উপাধি—শ্রীমুকুন্দ পদ মৌলিক
২। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের মধ্য—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী
৩। কাব্যের মধ্য—শ্রীসুব্রত চট্টোপাধ্যায় (১ম বিভাগে)
৪। কাব্যের আদ্য—শ্রীগোপীনাথ মণ্ডল

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষান্মাসিক ২.৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত এই গীতিগ্রন্থদ্বয় আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের নির্য্যাসস্বরূপ। এই গীতিগ্রন্থদ্বয়ের ন্যায় অন্য কোনও গীতি গ্রন্থের এত অধিক সংস্করণ হওয়ার কথা শুনা যায় না। শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের ইহা অপূর্ব্ব ভজনসম্পদ্। ঠাকুরের ভজনগীতি ব্যতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃত 'নরোত্তম প্রভোরষ্টকম্' মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

ভিক্ষা—'৬২ পয়সা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বর্দ্ধিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১'১৫ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান ঃ— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকা সহ প্রকাশিত। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ রচিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ভিক্ষা—১'০০ এক টাকা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বর্দ্ধিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১'১৫ পয়সা।

শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক বিগত বঙ্গাব্দ ১৩৬৬, খৃষ্টাব্দ ১৯৫৯ সনে স্থাপিত অবৈতনিক পাঠশালা। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ সর্ব্বদা মুক্তবায়ু পরিসেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় ইন্‌ষ্টিটিউট অব কালচার

(ভাষাবিভাগ)

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, তেতলা

কলিকাতা-২৬

বিগত ৫ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ১৯ জুন, ১৯৬৮ সালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক স্থাপিত। বর্ত্তমানে ইংরাজী কথোপকথন ও জার্ম্মান ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। জুলাই মাস পর্য্যন্ত ভর্ত্তি চলিতে থাকিবে। ভর্ত্তির বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০)

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৮ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

৮ম সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৭৫

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী (আসাম)
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৩। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৪। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৮ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৭৫।
২৬ পদ্মনাভ, ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আশ্বিন, বুধবার; ২ অক্টোবর, ১৯৬৮। | ৮ম সংখ্যা

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্বসমর্পণেই শ্রীকৃষ্ণদীক্ষা ও শিক্ষা লাভ

আংশিক আদান-প্রদানে ভগবদ্ভক্তিতে প্রকৃত অধিকার হয় না
সুকৃতি সঞ্চিত হয় মাত্র

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

ভক্ত-জীবন লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চতুঃষষ্টি সাধন-ভক্ত্যঙ্গের পরম মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন না, তাঁহাদিগের ভগবদ্ভক্তিতে কোনও কালে অধিকার হয় না। আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত তপস্যা, দান, যোগ, সদাচার, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ এবং শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ সুফল প্রসব করিতে পারে না। আশ্রিত বা শরণাগত না হইয়া শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি প্রভাবে দুর্জ্জাতি-প্রারম্ভক অধিকার-লাভোপযোগী সুকৃতি সঞ্চিত হয় মাত্র; প্রকৃত-প্রস্তাবে অধিকার হয় না। ভগবদ্ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য জন্মান্তর অপেক্ষা করে, পর-জন্মে দুর্জ্জাতিবিনাশক অধিকার লাভের যোগ্যতা হয় এবং সেই যোগ্যতা-প্রভাবে প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ-বিনাশক সুকৃতি লাভ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ঘটে। ভগবদ্ভক্ত শ্রীগুরুদেব ক্ষীণপুণ্যজনকে দীক্ষা প্রদান করেন না। যাঁহার দুর্জ্জাতিপ্রারম্ভক পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকেই স্বচরণে আশ্রয় প্রদান করেন। যিনি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া শ্রীগুরুপাদান্তিকে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারই কৃষ্ণদীক্ষা ও কৃষ্ণ-শিক্ষা লাভ ঘটে। আংশিক আদান-প্রদানে 'সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ' হওয়া যায় না। সুতরাং তাহাতে পারমার্থিক বিচ্যুতি ঘটে। দুর্জ্জাত্যুৎপন্ন ব্যক্তি স্বীয় পাপাচরণরূপ দুর্জ্জাতিত্ব সংরক্ষণ পূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিতে পারেন না। আশ্রয় করিতে হইলেই সেবন-ধর্ম্মের ক্রিয়া বা অভিধেয় ভক্তি অবশ্যম্ভাবী। যদি কেহ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পাপাচরণশীল দুর্জ্জাত্যভিমানীকে আশ্রয় প্রদান করেন, তাহা হইলে তাদৃশ কীর্ত্তনপ্রভাবে গুরুদেব লঘু হইয়া পড়েন। যে কাল পর্য্যন্ত দীক্ষাদাতা গুরুদেব শিষ্যকে বেদসমীপে লইয়া যাইবার অযোগ্য জ্ঞান করেন, তৎ-কালাবধি শিষ্যের যোগ্যতা পরিদর্শন করেন। শিষ্যও সর্ব্বকাল শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শনের প্রারম্ভিক যোগ্যতা লাভ করেন এবং চতুরোত্তর-শত গুণবান্ হন। শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১১।৩৫ শ্লোক কথিত 'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং' শ্লোকের তাৎপর্য্যানুসারে শ্রীগুরুদেব কোনও অনধিকারীকে যোগ্য

বিবেচনা করিতে পারেন এবং সেইরূপ বিচার করিয়া কৃষ্ণদীক্ষা দীক্ষাবিধানানুসারে প্রদান করেন। অবৈষ্ণব-গুরুর নিকট যে দীক্ষানুষ্ঠানরূপ ছলনা অভিনয় হইতে দেখা যায়, তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে শিষ্যের আশ্রয়গ্রহণ এবং গুরুদেবের দীক্ষা-প্রদান নহে। যেখানে দীক্ষা-অনুষ্ঠানে শিষ্যকে পাপিষ্ঠ রাখিবার আয়োজন, সেখানে দীক্ষাবিধি দ্বারা শোধন-কার্য্যের অভাব জানিতে হইবে। কিন্তু সমদর্শী বৈষ্ণব-গুরুর নিকট অভিগমন করিলে, তিনি দীক্ষাবিধানের উত্তরাংশ মন্ত্রার্থোপদেশ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র— ভরদ্বাজসংহিতা-বাক্য এই যে,

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥"

[অর্থাৎ আচার্য্যগুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্র-প্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্য-পুত্রদিগকে বৈদিক দশসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। ইহাই দীক্ষা-বিধি]

ব্রাহ্মণেতর বহির্ম্মুখজন্মলব্ধ-পাপিগণ ভগবদ্ভক্তের আশ্রয়েই সংস্কার লাভ করেন। সংস্কার লাভ করিলে তাঁহারা আর অশুদ্ধ থাকেন না। যামল বলেন,—

"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগম-মার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥"

[অর্থাৎ কলিতে শৌক্রব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা শূদ্রসদৃশ। তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গে নির্ম্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক-বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি।]

কলিকালে কেহই আপনাকে কিরাতাদি পাপযোনি-সম্ভব বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরবান্বিত হন না। তাঁহাদের ব্রাহ্মণাদি পরিচয়ও শুদ্ধ নহে। শূদ্র ও অন্ত্যজ-সাম্য হইলেও অনধিকারী আশ্রয়গ্রহণফলে শ্রীগুরু-কৃপালব্ধ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ইহজন্মেই সবন-যজ্ঞাধিকার লাভ করেন।

পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাব্যতীত সুজাতি পরিচয় মাত্রে তাঁহাদিগের শুদ্ধি হয় না। বৈষ্ণব-গুরুর পাদপদ্মাশ্রয়েই শুদ্ধি। শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ ঠাকুর বলেন, ব্যবহারিক জগতে সাধারণ অনভিজ্ঞজন দীক্ষিত ব্যক্তিকে তাঁহার দীক্ষার পূর্ব্বের পরিচয়ে জানিয়া থাকেন, বস্তুতঃ পারমার্থিক বিচারে তাঁহার পূর্ব্ব দুর্জ্জাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে না। দীক্ষিত ব্যক্তিতে জাতি-সামান্য বিচার দ্রষ্টার পাতিত্যের কারণ। তাহাতে দীক্ষিত গর্হিত হন না। বৈষ্ণব-নিন্দাকারী অনভিজ্ঞতাবশে প্রায়শ্চিত্তার্হ মাত্র। ভগবানের গৌণবিধি-বলে পাপপুণ্যের বিচারে জীবের গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণ-বিভাগ। যাঁহারা ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার সেবায় চেষ্টা প্রদর্শন করেন, সেই বর্ণাশ্রমাতীত দীক্ষিত বৈষ্ণবকে যাঁহারা সাধারণ পাপপুণ্যজীবী মানবের সহিত সমজ্ঞান করেন বা তদপেক্ষা হেয় মনে করেন, তাঁহারা ভগবদ্‌বস্তুর কোনও সন্ধানই পান নাই। যে ভগবান্ স্বীয় ভক্তকে শ্রীগুরুদেবরূপে প্রপঞ্চে পাঠাইয়া পতিত জীবকে উদ্ধার করেন এবং সেই পতিত জীব প্রাগশুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভাবে ভগবদ্ ভজনে প্রবৃত্ত হন, সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান্‌কে নমস্কার করি।

বিজয়াদশমীর সাদর সম্ভাষণ

আমরা 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সহৃদয় ও সহৃদয়া গ্রাহক-গ্রাহিকা পাঠক-পাঠিকা বৃন্দকে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের শুভবিজয়োৎসব উপলক্ষে আমাদের হার্দ্দ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দঃ স্বস্তি নোঽচ্যুতা-
নন্তৌ স্বস্তি নো বাসুদেবো বিষ্ণুর্দধাতু।
করোতু স্বস্তি নঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ।
কার্ষ্ণাদয়শ্চ কুর্ব্বন্তু স্বস্তি নো লোকপাবনাঃ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যরহস্য

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত]

তৃতীয় রহস্যম্

অপারসংসারসমুদ্রসেতবঃ
বহির্ম্মুখানাং কুলধূমকেতবঃ।
প্রপন্নজীবামৃতয়ে দয়ালবঃ
পুনন্তু মাং বৈষ্ণবপাদরেণবঃ ॥১॥

সতাং সঙ্গতিরেবাত্র ভক্তেঃ কারণমুচ্যতে।
তদেবোক্তং ভাগবতে কপিলেন মহর্ষিণা ॥২॥

যথা

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥৩॥

বৃহন্নারদীয়ে চ

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
তৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ ॥৪॥

নারদপঞ্চরাত্রে

শ্রীকৃষ্ণভক্তসঙ্গেন ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী।
অনিমিত্তা চ সুখদা হরিদাস্যপ্রদা শুভা ॥৫॥

যথারণ্যে তরূণাঞ্চ নবীনঃ কোমলাঙ্কুরঃ।
বর্দ্ধতে মেঘবর্ষেণ শুষ্কঃ সূর্য্যকরেণ চ ॥৬॥

তথৈব ভক্তালাপেন ভক্তিবৃক্ষনবাঙ্কুরঃ।
বর্দ্ধতে শুষ্কতাং যাতি চাভক্তালাপমাত্রতঃ ॥৭॥

তস্মাদ্ভক্তৈঃ সহালাপং কুরুতে পণ্ডিতঃ সদা।
যাত্যেবাভক্তসংসর্গাদ্দুষ্টাৎ সর্পাদযথা নরঃ ॥৮॥

আলাপাদগাত্রসংস্পর্শাৎ শয়নাশ্রয়ভোজনাৎ।
সংচরন্তি চ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসা ॥৯॥

সংসর্গজা গুণা দোষা ভবন্ত্যেব হি জীবিনাং।
তস্মাৎ সতাং হি সংসর্গং সন্তো বাঞ্ছন্তি সন্ততম্ ॥১০॥

মুনে সংসর্গজো দোষো বস্তুনঃ প্রভবেদিহ।
হীনধাতুপ্রসঙ্গেন স্বর্ণে দোষা ভবন্তি হি ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ—অপার সংসাররূপ সমুদ্রের সেতু, বহির্ম্মুখ জনদিগের কুলনষ্টকারী, প্রপন্নজনের অমৃত-দানে পরমদয়ালু, সেই বৈষ্ণব-পদরেণুসকল আমাকে পবিত্র করুন ॥১॥

একমাত্র সাধুসঙ্গই ভক্তির কারণ, মহর্ষি কপিলদেব এইকথা শ্রীভাগবতে কহিয়াছেন ॥২॥ যথা,—

সাধুসঙ্গে আমার বীর্য্য-প্রকাশক হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক কথা উপস্থিত হয়; তাহা শ্রবণ করিলে আশু অপবর্গস্বরূপ ভগবান্ হরিতে শ্রদ্ধা, রতি এবং ভক্তি ক্রমশঃ উদয় হয় ॥৩॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে—পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যফলে জীবের সাধুসঙ্গ হয়, সেই ভগবদ্ভক্ত সঙ্গে ভক্তি উদয় হয় ॥৪॥

আরও নারদপঞ্চরাত্রে—কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ দ্বারা নৈষ্ঠিকী ভক্তি উদয় হয়। সেই ভক্তি অহৈতুকী, সুখপ্রদ, শুভকরী ও হরিদাস্য প্রদায়িনী ॥৫॥

যেমন মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হইলে অরণ্যের নবাঙ্কুরিত বৃক্ষ-লতাসকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আর রবির প্রখর কিরণে শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ ভক্তসহ আলাপনে নবাঙ্কুরিত ভক্তিবৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কিন্তু অভক্তের সহবাসে একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় ॥৬-৭॥

সেইজন্য সাধুব্যক্তিরা সর্ব্বদা ভক্তসঙ্গ করিয়া থাকেন। দুষ্ট সর্পের সহিত একত্র বাস করিলে যেমন পদে পদে বিপদ ঘটে, অভক্তের সংসর্গে সেইরূপ হইয়া থাকে ॥৮॥

অভক্তের সহিত আলাপ বা তাহাদের গাত্র স্পর্শ করিলে কিম্বা তাহাদের সহিত শয়ন, ভোজন বা একত্র

তস্মাচ্চ হীনসংসর্গং ন বাঞ্ছন্তি মনীষিণঃ।
তস্মাদ্বৈষ্ণবসংসর্গং কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ সদা ॥১২॥
সতাং সঙ্গেন সর্ব্বেষাং নাত্র পাত্রবিচারণাঃ।

তদাহ শ্রীভাগবত দ্বিতীয়স্কন্ধতঃ শুকঃ। যথা—

কিরাতহূণান্ধ্র পুলিন্দপুক্কশাঃ
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥১৩॥

একাদশস্কন্ধেঽপি

ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে।
তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিত-মহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥
মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥১৪॥

কর্ম্মহীনস্য মূর্খস্য দুষ্টস্য পতিতস্য চ।
ভক্তির্ভবেদঞ্জসাত্র সৎসঙ্গিসঙ্গগৌরবাৎ ॥১৫॥

তৎসঙ্গগুণগৌরবং যথা

সঙ্গোঽবিদ্যার্ত্তিহা পাত্রপাবনোঽচ্যুতরোধনঃ।
সুখদো মোক্ষদো মোক্ষলঘুকৃদ্দুর্ল্লভোঽগ্রণীঃ ॥১৬॥

তত্র সঙ্গাপহা যথা তৃতীয়স্কন্ধে

ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেম্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥১৭॥

অবিদ্যাপহা যথা স্কন্দপুরাণে

মুহূর্ত্তমপি যঃ কুর্য্যাৎ সঙ্গং ভাগবতৈঃ সহ।
স মুচ্যতে মহাপাপৈর্ব্রহ্মহত্যাশতৈরপি ॥১৮॥

অপাত্রপাবনো যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে

কিরাতহূণান্ধ্র পুলিন্দেত্যাদি ॥১৯॥

বাস করিলে, জলে তৈলবিন্দু যেমন সঞ্চরণ করে সেইরূপ দেহে পাপ অনুক্ষণ ভ্রমণ করে ॥৯॥

জীবের পক্ষে সংসর্গজ দোষগুণ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া সাধু ব্যক্তিরা সাধুসঙ্গ প্রার্থনা করেন ॥১০॥

হে মুনে! সকল বস্তুতে সংসর্গজ দোষগুণ বর্ত্তিয়া থাকে, দেখ সুবর্ণের সহিত হীন ধাতু মিশ্রিত হইলে সুবর্ণের গৌরব কমিয়া যায় ॥১১॥

সেই হেতু জ্ঞানবান্ সাধুগণ অভক্তের সঙ্গ করেন না এবং বৈষ্ণব সর্ব্বদা বৈষ্ণবের সঙ্গ করিয়া থাকেন ॥১২॥

এই সাধুসঙ্গ বিষয়ে উচ্চ নীচ-জাতি ইত্যাদি বিচার করা উচিত নয়। শুকদেব শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে অষ্টাদশ শ্লোকে এই কথা বলিয়াছেন। যথা—

কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন, খশ এবং অন্যান্য যে সকল পাপিষ্ঠ জাতি আছে সকলেই, যে ভগবানের আশ্রিতদিগের আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হন, আমি সেই প্রভাবশালী বিষ্ণুকে নমস্কার করি ॥১৩॥

আরও একাদশ স্কন্ধে—ব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপীগণ, যজ্ঞপত্নীগণ, আর আর অপরে, শ্রুতিপাঠ, মহত্তম ব্যক্তির উপাসনা, ব্রতাচরণ ও তপস্যা ব্যতিরেকে কেবল সৎসঙ্গে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শত সহস্র অবলাগণ আমার প্রতি জার বুদ্ধিতে মদীয় ব্রহ্মস্বরূপ অজ্ঞাত হইয়াও নিয়ত আমার সঙ্গবশতঃ আমাকে পরব্রহ্ম স্বরূপে পাইয়াছিলেন ॥১৪॥

এই সৎসঙ্গগুণ-প্রভাবে কর্ম্মহীন, মূর্খ, দুষ্ট ও পতিত ব্যক্তিদিগেরও প্রকৃত ভক্তি হইয়া থাকে ॥১৫॥

সেই সঙ্গগুন-গৌরব যথা—সাধুসঙ্গ অবিদ্যা ও আর্ত্তি নাশ করেন, অসৎপাত্রকে পবিত্র করেন, ভগবান্‌কে বশীভূত করেন, মুক্তি বাসনা দূর করেন। সঙ্গ সকল-বস্তু হইতে দুর্ল্লভ ও শ্রেষ্ঠ। সৎসঙ্গ দ্বারা সুখ ও মোক্ষ-লাভ হয় ॥১৬॥

তন্মধ্যে সঙ্গজনিত দোষ-হরণ যথা তৃতীয়স্কন্ধে—কপিলদেব মাতাকে বলিয়াছিলেন, হে সাধ্বি! সাধুরাই সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত, সেই সাধুসঙ্গে সংসর্গজদোষ বিনষ্ট হয়, অতএব আপনি সাধুসঙ্গ করুন ॥১৭॥

অবিদ্যানাশ যথা স্কন্দপুরাণে—মুহূর্ত্তের জন্য ভগবদ্ভক্ত-সহ সঙ্গ করিলে শত ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক মোচন

একাদশস্কন্ধে চ

সৎসঙ্গেনাপি দৈতেয়া যাতুধানাঃ খগা মৃগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োহন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে।
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ॥২০॥

অচ্যুতরোধনো যথা একাদশস্কন্ধে

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞাশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥২১॥

সুখদো যথা তত্রৈব

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্॥২২॥

মোক্ষদো যথাগস্ত্যসংহিতায়াম্

কিং রাম বহুনোক্তেন সারং কিঞ্চিদ্ব্রবীমি তে।
সতাং সঙ্গতিরেবাত্র মোক্ষহেতুরুদাহৃতা॥২৩॥

মোক্ষলঘুকৃদ্যথা শ্রীভাগবতে

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥২৪॥

দুর্ল্লভো যথা তত্রৈব

দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥২৫॥

অগ্রণীঃ যথা তত্রৈব

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥২৬॥

তত্র সাধুলক্ষণমেকাদশস্কন্ধে

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।

হইয়া যায়॥১৮॥

অপাত্র পবিত্র হয় যথা দ্বিতীয় স্কন্ধে—কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ ইত্যাদি॥১৯॥

একাদশ স্কন্ধে—সৎসঙ্গ-গুণে অসুর, রাক্ষস, পক্ষী, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর এবং কোন কোন যুগে মনুষ্যদিগের মধ্যে রজস্তমপ্রভৃতি বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী ও অন্ত্যজন্মা, বৃত্র ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি অনেকেই আমার পদলাভ করিয়াছেন॥২০॥

অচ্যুতারাধন যথা একাদশ স্কন্ধে—আমি যেরূপ সর্ব্ব অনর্থ নিবারক সাধুসঙ্গে বশীভূত হই, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য-জ্ঞান, অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, বৈরাগ্য, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, জলাশয় খনন, দান, ব্রত, দেবপূজা, মন্ত্র-রহস্য, তীর্থভ্রমণ, নিয়ম ও যম প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানে সেরূপ আবদ্ধ হই না॥২১॥

সুখপ্রদ যথা—দেবতাদিগের আচরণ প্রাণীদিগের পক্ষে কখনও দুঃখের এবং কখনও বা সুখের বিষয় হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ সাধুদিগের চরিত কেবল মাত্র সুখের কারণ॥২২॥

মোক্ষদায়ক যথা অগস্ত্যসংহিতায়—হে রাম! বেশী প্রস্তাবনা না করিয়া তোমাকে কিঞ্চিৎ সার কথা বলি যে, সাধুসঙ্গই একমাত্র মোক্ষের হেতু॥২৩॥

মোক্ষ-তুচ্ছকর শ্রীমদ্ভাগবতে — ভগবদ্ভক্তের সহিত ক্ষণমাত্র সংবাসে যে ফল হয়, তাহা স্বর্গ বা মোক্ষের সহিত তুলনা হয় না। পৃথিবীর রাজ্যাদির তো কথাই নাই॥২৪॥

দুর্ল্লভ যথা একাদশস্কন্ধে—এই ক্ষণধ্বংসী মানবদেহ দুর্ল্লভ বটে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের দর্শন পাওয়া অতিশয় দুর্ল্লভ বলিয়া মনে করি॥২৫॥

শ্রেষ্ঠ যথা একাদশ স্কন্ধে—সূর্য্যোদয় হইলে চক্ষুকে কেবল বহির্বস্তুর জ্ঞান দান করে, কিন্তু সাধুসকল অশেষ জ্ঞান-চক্ষু প্রদান করেন। সাধুগণ জীবের দেবতা ও বান্ধব। তাঁহারা লোকের আত্মা ও ভগবৎ-স্বরূপ॥২৬॥

সাধুলক্ষণ যথা একাদশ স্কন্ধে—কোন ভাগ্যক্রমে যে পুরুষ আমার কথাতে শ্রদ্ধবান্ হন, তিনি নির্ব্বিণ্ন বা অতি আসক্ত না হইলেই ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন॥২৭॥

ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥২৭॥
প্রাকৃতো মধ্যমশ্চৈবোত্তমাখ্যশ্চেতি স ত্রিধা।

তত্র প্রাকৃতো যথা শ্রীভাগবতে

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥২৮॥

মধ্যমো যথা তত্রৈব

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥২৯॥
অথোত্তমস্য কথ্যন্তে গুণাস্তত্র ক্রমেণ হি।
সাধবঃ সমচিত্তা যে নিস্পৃহা বিগতৈষণা ॥
দান্তাঃ প্রশান্তাস্তদ্ভক্ত্যা নিবৃত্তাখিলকামনাঃ।
ইষ্টপ্রাপ্তিবিপত্ত্যোশ্চ সমাঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ ॥৩০॥

তত্র সমচিত্তা যথা শ্রীভাগবতে

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥৩১॥

নিস্পৃহত্বং যথা তত্রৈব

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ
লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥৩২॥

বিগতবিষয়েচ্ছা যথা তত্রৈব

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৩৩॥

দান্ততা যথা তত্রৈব

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ ॥
দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥৩৪॥

ভক্ত তিন প্রকার—প্রাকৃত, মধ্যম ও উত্তম। তন্মধ্যে প্রাকৃত যথা একাদশ স্কন্ধে—যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবান্ হরির শ্রীবিগ্রহ পূজা করেন, অথচ তাঁহার ভক্তদিগকে আদর করেন না, তিনিই ভক্তদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ ॥২৮॥

মধ্যম যথা—যিনি ভগবানে প্রেম, ভগবদ্ভক্তজনে মিত্রতা, অজ্ঞানীর প্রতি কৃপা ও দ্বেষী ব্যক্তিকে উপেক্ষা করেন, তিনিই মধ্যম ভক্ত ॥২৯॥

অনন্তর উত্তম ভক্তের গুণ ক্রমে কথিত হইতেছে। যথা—সাধুরা স্থিরচিত্ত, নিস্পৃহ, ইচ্ছাশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, ধীর, ভগবদ্ভক্ত, সমস্ত কামনা রহিত, লাভ ও বিপত্তিতে সমভাব ও সঙ্গবিবর্জ্জিত ॥৩০॥

তন্মধ্যে সমচিত্ত যথা শ্রীভাগবতে—যিনি নিখিল-ভূতগণের মধ্যে নিজের ও ভগবানের সত্তা এবং নিজের ও ভগবানের মধ্যে নিখিল ভূতগণের সত্তা অবলোকন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম ॥৩১॥

স্পৃহা-শূন্য যথা একাদশে—যে ভগবৎপদারবিন্দ অজিতাত্ম দেবগণের দুর্ল্লভ সেই শ্রীহরির চরণকে সারাৎ-সার বিবেচনা করিয়া যে অকুণ্ঠ পুরুষ ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যও তাহা হইতে ক্ষণমাত্র বিচলিত হন না, তিনি বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ॥৩২॥

বিষয়ভোগে অনিচ্ছা যথা একাদশস্কন্ধে—কামনা কর্ম্ম-বীজ যাঁহার চিত্তে উদয় হয় না এবং যিনি বাসুদেবে অবস্থিত সেই ব্যক্তিই উত্তম ॥৩৩॥

জিতেন্দ্রিয়তা যথা একাদশে—আমাতে নিবিষ্টবুদ্ধির নাম শম, ইন্দ্রিয় সংযমের নাম দম।

যে ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীহরিতে মনোনিবেশ হেতু দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়, সংসার ধর্ম্ম, জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ইত্যাদি ক্লেশে মোহিত হন না, তিনিই ভাগবত শ্রেষ্ঠ ॥৩৪॥

প্রশান্ততা যথা একাদশ স্কন্ধে—আমার অসীমত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব বা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের তত্ত্ব পুনঃ পুনঃ অবগত হইয়া বা না হইয়া যিনি একান্তভাবে আমাকে ভজনা করেন তিনিই উত্তম ভক্ত ॥৩৫॥

সমস্ত বাসনা-বিবর্জ্জিত যথা বৃহন্নারদীয়পুরাণে—যিনি সর্ব্বজীবের হিতে রত, দ্বেষ ও মাৎসর্য্যরহিত,

প্রশান্ততা যথা তত্রৈব

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥৩৫॥

নিবৃত্তাখিলকামনা যথা বৃহন্নারদীয়ে

যে হিতাঃ সর্ব্বজন্তূনাং গতাসূয়া অমৎসরাঃ।
বশিনো নিস্পৃহাঃ শান্তাস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥৩৬॥

ইষ্টপ্রাপ্তিবিপত্ত্যোঃ সমতা যথা শ্রীভাগবতে

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৩৭॥

সঙ্গবিবর্জ্জনং যথা শ্রীভগবদ্ গীতায়াম্

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥৩৮॥

সংন্যস্তাখিলকর্ম্মা যথা শ্রীভাগবতে

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স চ সত্তমঃ ॥৩৯॥

সর্ব্বদা ব্রহ্মতৎপরত্বমাহ তত্রৈব

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বেত্তিষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৪০॥

যমাদিগুণসম্পন্নতা যথা ভগবদ্গীতায়াম্

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥৪১॥

সন্তুষ্টো যেন কদাচিৎ যথা তত্রৈব

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥৪২॥
এতে ভক্তস্যোত্তমস্য গুণাশ্চ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অধুনা কথ্যতে তেষাং প্রবরত্বং ক্রমেণ হি ॥
তত্র সর্ব্বেষু ভক্তেষু প্রহ্লাদঃ প্রবরো মতঃ।
যৎপ্রোক্তং তস্য মাহাত্ম্যং স্কান্দে ভাগবতাদিষু ॥৪৩॥

জিতেন্দ্রিয়, স্পৃহাশূন্য ও সমগুণ-বিশিষ্ট তিনিই উত্তম ভাগবত ॥৩৬॥

ইষ্টপ্রাপ্তি ও বিপত্তিতে সমভাব যথা শ্রীভাগবতে—বাসুদেবাবিষ্টচিত্ত বশতঃ যিনি ইন্দ্রিয়-বিষয়ভোগ পূর্ব্বক এই ব্রহ্মাণ্ডকে বিষ্ণুর মায়া জ্ঞান করিয়া দ্বেষ করেন না বা আনন্দিত হন না তিনিই উত্তম ভক্ত ॥৩৭॥

আসক্তিশূন্য যথা শ্রীভগবদ্গীতাতে—যিনি শত্রু, মিত্র, মান, অপমান, শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ তুল্য জ্ঞান করেন এবং যিনি আসক্তি শূন্য, নিন্দা ও প্রশংসায় সমভাবাপন্ন, মৌনী, যথালাভে সন্তুষ্ট, নির্দ্দিষ্ট কোনস্থানে বাস করেন না এবং যাহার মতি ও ভক্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে তিনিই আমার প্রিয় ॥৩৮॥

সমস্ত কর্ম্ম-সংন্যস্ত যথা শ্রীভাগবতে—দোষগুণ বিবেচনা পূর্ব্বক যিনি আমার আদিষ্ট সমুদয় স্বধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করেন তিনি ভাগবতোত্তম ॥৩৯॥

সর্ব্বদা ব্রহ্মতৎপরায়ণ যথা একাদশস্কন্ধে—সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও শান্ত এবং আত্মপর ভেদরহিত ব্যক্তি ভাগবতগণের মধ্যে উত্তম ॥৪০॥

যমাদি-গুণ-সম্পন্নত্ব যথা শ্রীভগবদ্গীতায়—যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে মৎপরায়ণ হইয়া উক্ত প্রকার মদ্বর্ণিত ধর্ম্মরূপ অমৃত পান করেন, তিনিই আমার অত্যন্ত প্রিয়ভক্ত ॥৪১॥

যথালাভে সন্তুষ্ট যথা শ্রীভগবদ্গীতায়—যিনি নিন্দাতে দুঃখ ও প্রশংসায় সুখ বোধ করেন না, মৌনী, যথালাভে সন্তুষ্ট, একস্থানে বাস করেন না, যাঁহার চিত্ত ব্যবস্থিত এবং যিনি ভক্তিবিশিষ্ট তিনিই আমার প্রিয় ॥৪২॥

উত্তম-ভক্তের এই সকল গুণ কথিত হইল, এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ভক্তের কথা যথাক্রমে কথিত হইতেছে—এই সকল ভক্তের মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব্বমতে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু স্কন্দপুরাণে ও ভাগবতাদিতে তাঁহার মাহাত্ম্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥৪৩॥

(ক্রমশঃ)

দীক্ষা ও দীক্ষিতের কৃত্য

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর (কৃষ্ণের) চরণ ভজয় ॥"

—চৈ: চ: অন্ত্য ৪।১৯২-৯৩

ভক্ত-জীব গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলে কৃষ্ণ তাহাকে তাঁহার নিজজনের জন-জ্ঞানে আত্মসাৎ করতঃ তাহার দেহাত্মবোধ দূর করিয়া তদীয় নিত্য স্বরূপের অনুভূতি প্রদান করেন। লব্ধ-দিব্যজ্ঞান জীব তৎকালোচিত অপ্রাকৃত দেহদ্বারা শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত ভাবসেবার অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হন। ইহাই দীক্ষার গূঢ়-রহস্য।

শ্রীকেশবাচার্য্য বিরচিত ক্রমদীপিকা নামক গ্রন্থোক্ত বিধানানুসারে বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (২য় বি:) যে দীক্ষাবিধি লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—"বিনা দীক্ষাং হি পূজায়াং নাধিকারোঽস্তি কস্যচিৎ" অর্থাৎ সদ্গুরুচরণাশ্রিত হইয়া তৎসকাশে দীক্ষা গ্রহণ না করিলে কাহারও শ্রীবিগ্রহ পূজায় অধিকার হয় না। এজন্য আগমে দীক্ষার নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে—

"দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু।
তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্ ॥"

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে কথিত হইয়াছে—

"তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈর্নলব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ ॥"

ঐ স্কন্দপুরাণে শ্রীরুক্মাঙ্গদমোহিনী সংবাদে ও শ্রীবিষ্ণু-যামলেও কথিত হইয়াছে—

"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ ॥"

অর্থাৎ উপনয়ন-সংস্কার ব্যতীত ব্রাহ্মণগণের যেমন স্বীয় কর্ত্তব্য বেদাধ্যয়নাদি কর্ম্মে অধিকার হয় না, পরন্তু যজ্ঞোপবীত হইলেই তাহাতে অধিকার জন্মে, তদ্রূপ যাঁহাদের দীক্ষা হয় নাই, তাঁহাদের মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিতে (মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবপূজাদিতে) অধিকার হয় না, দীক্ষিত হইলেই পূজায় অধিকার জন্মে, এজন্য আত্মাকে 'শিব-সংস্তুত' অর্থাৎ দীক্ষিত করিবে। যাহারা শ্রীবিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করে না ও শ্রীবিষ্ণু-পূজা করে না, তাহারাই এজগতে পশু, তাহাদের জীবনে ফল কি? হে দেবি, অদীক্ষিত ব্যক্তিকৃত সর্ব্বকর্ম্মই নিরর্থক হয়। দীক্ষা-বিরহিত ব্যক্তি অন্তে পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার দিগ্দর্শিনী টীকায় লিখিতেছেন—

'শিবসংস্তুতমিতি দীক্ষিতমিত্যর্থঃ। প্রধানত্বেন শ্রীবিষ্ণু-দীক্ষাগ্রহণাৎ শ্রীশিবস্যাপি সম্যক্ স্তুতিবিষয়মিতি ভাবঃ। এবঞ্চ দীক্ষাং বিনা পূজায়ামনধিকারাৎ। তথা শালগ্রাম-শিলা-পূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন। স চাণ্ডালাদি-বিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিরিত্যাদিবচনৈঃ পূজায়াশ্চাব-শ্যকত্বাদ্দীক্ষায়া নিত্যত্বং সিধ্যতি। শ্রীশালগ্রামশিলা-ধিষ্ঠানং বর্গেষু মুখ্যত্বাৎ সর্ব্বাণ্যেব ভগবদধিষ্ঠানান্যুপল-ক্ষয়তি। নিত্যত্বমেব ব্রহ্মবচনেন সাধয়তি তে নরা ইতি। 'জনার্দ্দনো বৈর্নার্চ্চিতঃ ইতি দীক্ষাংবিনার্চ্চনাসিদ্ধেঃ'।

অর্থাৎ 'শিবসংস্তুত' বলিতে 'দীক্ষিত' এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। নিত্যআচমনীয় ঋঙ্মন্ত্রে ও 'ত্বং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এবং 'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে তথা বেদে সর্ব্বদেবারাধ্য শ্রীবিষ্ণুরই পরমত্ব, অগ্নির অবমত্ব এবং অন্যান্য দেবতার তদন্তর্বর্ত্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায়

(বিষ্ণুর্বৈ দেবানাং পরমঃ অগ্নির্বৈ দেবানাং অবমঃ তদন্তরা অন্য দেবতাঃ—ঋগ্বেদ) শ্রীবিষ্ণু-মন্ত্রদীক্ষাগ্রহণহেতু সেই দীক্ষিত ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুভক্ত—বৈষ্ণবরাজ শ্রীশিবেরও সম্যকৃস্তুতি-বিষয় হইলেন, এইরূপ ভাবার্থ পরিস্ফুট হইয়া থাকে। এই প্রকারে 'দীক্ষা ব্যতীত পূজায় অনধিকার'-হেতু তথা 'শ্রীশালগ্রামশিলাপূজা ব্যতীত যিনি কিছু ভক্ষণ করেন, তিনি চাণ্ডালাদির বিষ্ঠায় কল্পকাল পর্য্যন্ত কৃমিকীট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যানুসারে পূজারও নিত্য আবশ্যকতা-হেতু দীক্ষারও নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অধিষ্ঠানবর্গ মধ্যে শ্রীশালগ্রামশিলাধিষ্ঠানের মুখ্যত্ব হেতু তদ্দ্বারা সমস্ত ভগবদধিষ্ঠানই উপলক্ষিত হইতেছে। দীক্ষার নিত্যত্বও 'তে নরাঃ' ইত্যাদি উপর্য্যুক্ত ব্রহ্মবাক্যে সাধিত হইতেছে। 'জনার্দ্দন শ্রীহরি যাঁহাদের দ্বারা অর্চিত না হন' এই বাক্যেও দীক্ষা ব্যতীত অর্চ্চনাসিদ্ধি অর্থাৎ দীক্ষাগ্রহণব্যতীত পূজাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

'শাস্ত্রাদিতে যথাকথঞ্চিদ্ভাবে ভগবদর্চ্চনেরও মহাফল শ্রুত হয়, অতএব গুরুপাদাশ্রয়ে দীক্ষাদি গ্রহণাগ্রহে কি প্রয়োজন'—এবম্বিধ বিচারাবলম্বনে গুরূপসত্তির অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব শিষ্ট-প্রদর্শিত মার্গ অনাদরপূর্ব্বক ভগবৎপূজায় প্রবৃত্ত হইলে সেই পূজার ফল সম্যক্প্রকারে পাওয়া যায় না। আবার স্নেহ বা লোভবশতঃ শাস্ত্রোক্ত দীক্ষাবিধি ব্যতিরেকে শিষ্যকে মন্ত্র প্রদান করিলেও সশিষ্য সেই গুরুতে সেই সেই মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতার অভিশাপ পতিত হয়। (হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ধৃত—স্নেহাদ্ বা লোভতো বাপি ও অবিজ্ঞায় বিধানোক্তাং ইত্যাদি বিষ্ণুযামল বাক্য দ্রষ্টব্য)। সুতরাং গুরু-শিষ্যসম্বন্ধ একটি ছেলে খেলার ব্যাপার নহে। অত্যন্ত দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গুরু ও শিষ্য উভয়েই অনধিকার-চর্চ্চা প্রযুক্ত হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহার উপাদেয়ত্ব দূরীভূত হইয়া পড়িয়াছে। গুরুব্রুব লঘুব্যক্তি সদ্গুরুর আসন গ্রহণ করিবার স্পর্দ্ধা করায় এবং শিষ্যব্রুব সচ্ছিষ্যত্বের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়ায় তথাকথিত গুরুশিষ্য সংসর্গে পরমার্থের পরিবর্ত্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাকৃত অর্থ—জড়ীয় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠালোলুপতাদি অবান্তর ফলের আদান-প্রদানই পরিলক্ষিত হয়। কৃত্রিম বেশ-ভূষা ধারণ, শ্রীবিগ্রহসেবাপূজাদি বা শাস্ত্রাদি-চর্চ্চার বাহ্য আচার-প্রচারাভিনয়াদি দৃষ্ট হইলেও তাহা প্রাণহীন। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম কীর্ত্তন বড় ভালবাসিতেন, তাই বলিয়াগিয়াছেন—"শ্রীদয়িতদাস, কীর্ত্তনেতে আশ, কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব। (কিন্তু) প্রাণ আছে তার, সে হেতু প্রচার, প্রাণহীন যত কৃষ্ণগাথা '**শব**'।" "শিখান শরণাগতি—ভকতের প্রাণ"—এই শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বাক্যে জানা যায়—অকৃত্রিম ষড়ঙ্গ শরণাগতিই ভক্তের প্রাণস্বরূপ। সেই প্রাণবন্ত না হইতে পারিলে প্রাণহীন প্রচারাদি সমস্তই ত' নাট্যমঞ্চে নাটকাভিনয়বৎ প্রতীত হইবেই। তাদৃশ প্রচার প্রচেষ্টায় লোকের নিকট কেনই বা উপহাসাস্পদ হইতে হইবে না? সুতরাং লঘুচেতা ব্যক্তির পরমোদার-চরিত গুরুর আসন কলঙ্কিত করিবার এবং শিষ্যেরও শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অবান্তর কামনা-বাসনা হৃদয়ে লইয়া সচ্ছিষ্যের কাপট্যনাট্যে প্রবৃত্ত হইবার দুর্ব্বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জিত না হইলে নিঃশ্রেয়সলাভের আশা সুদূরপরাহত হইয়া থাকে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ দীক্ষামাহাত্ম্যবর্ণনে বিষ্ণুযামল-বাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক লিখিয়াছেন—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥
অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ।
গৃহ্নীয়াদ্ বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ॥"

অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান প্রদানকারী ও সম্পূর্ণরূপে পাপ-ক্ষয়কারী বলিয়া তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে 'দীক্ষা' বলিয়া থাকেন। অতএব গুরুদেবকে এই প্রকারে প্রণাম ও সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষাবিধানানুসারে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবে।

তত্ত্বসাগরে কথিত হইয়াছে—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

অর্থাৎ যেরূপ কাংস্য (কাঁসা) রসবিধানানুসারে অর্থাৎ যথাবিধি পারদ সংমিশ্রণ-প্রভাবে সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষাবিধানানুসারে মনুষ্যগণের দ্বিজত্বপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ উহার টীকায় লিখিয়াছেন—"নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা" অর্থাৎ সকল মনুষ্যেরই—মনুষ্যমাত্রেরই দীক্ষাপ্রভাবে দ্বিজত্ব অর্থাৎ বিপ্রতা লাভ হয়।

তবে এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে—রসায়নশাস্ত্র (Chemistry)-কুশল রাসায়নিক (Chemist) ব্যক্তিই যেমন রসবিধান বা পারদাদি সংমিশ্রণ কৌশল জানিয়া কাঁসাকে সোনা করিতে পারেন, রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতি সাধারণ ব্যক্তি আপনাদিগকে বাহ্যতঃ রাসায়নিক বলিয়া ঘোষণা করিলেও যেমন তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন কার্য্যতঃ কিছুই করিতে পারে না, কতকগুলি অজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে মাত্র, তদ্রূপ যে দীক্ষাবিধান দ্বারা নৃমাত্রেরই বিপ্রত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, সেই বিধান উত্তমরূপে না জানিয়া তদ্বিষয়ে নিপুণতা (Expertness) দেখাইতে গেলে তাদৃশ গুরুব্রুব হইতে কখনও শুভফল আশা করা যাইতে পারে না। নিজে দিব্যজ্ঞান বা কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তৃত্ব লাভ না করিয়া এবং সেই জ্ঞানের আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ পাপক্ষয় হইবার পূর্ব্বেই দীক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ' ন্যায়ই অবলম্বিত হইবে মাত্র। যে সমস্ত পবিত্রকর্ম্মকারিজনগণের পাপ অন্তগত অর্থাৎ নষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাই দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া ভগবদ্ভজনে সমর্থ হন (গীঃ ৭।২৮)। "যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাত্তাবদেব হি। ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা॥" (ভক্তিসন্দর্ভ) অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের হৃদয় পাপমলিন থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্রবাক্যে সত্যবুদ্ধি ও সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না। সুতরাং এক অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি গুরুর সজ্ঞামাত্র গ্রহণ করিলেই কি তিনি অন্য ব্যক্তির অজ্ঞানান্ধত্ব মোচন করিতে সমর্থ হইবেন ?

স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন—

'গু' শব্দস্ত্বন্ধকারস্যু 'রু' শব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

অর্থাৎ 'গু' শব্দে অন্ধকার ও 'রু' শব্দে তাহার নিরোধককে বুঝায়। অজ্ঞানান্ধকার-নিরোধিত্ব-হেতু 'গুরু' এই শব্দটি অভিহিত হইয়াছে।

সুতরাং অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন পাপাসক্ত গুরুব্রুবের অপরকে দিব্য—অলৌকিক—অপ্রাকৃত—ভগবৎসম্বন্ধি সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানদান সামর্থ্য কি করিয়া থাকিতে পারে? পরন্তু অনধিকারী ব্যক্তি অধিকারী সাজিতে গিয়া জগতের সমূহ সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। গুরু-শিষ্যসম্বন্ধরূপ এত বড় একটি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপারকে—জীবন-মরণ-সমস্যাকে কতকগুলি দায়িত্ব-জ্ঞানহীন ব্যক্তি লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-লোলুপতায় একটি শিশুসুলভ ক্রীড়ার বিষয় করিয়া তুলিতেছে।

যিনি আমাকে ভীম-ভবার্ণবের পরপারে লইয়া যাইবার একমাত্র কর্ণধার, যিনি আমার হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তি-লতাবীজ বপন করিয়া তাহাতে আমার দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তনজল সিঞ্চন-পূর্ব্বক তাহা অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও বর্দ্ধিত করাইয়া তাহাকে বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদ করতঃ পরব্যোমে লইয়া যান এবং তথা হইতে আবার তাহাকে তদুপরিস্থ দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলাত্মক কৃষ্ণলোকের সর্ব্বসৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য পরিপূর্ণ পরমধাম বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করাইয়া তথায় সুমধুর সুপক্ক কৃষ্ণ-প্রেমফল আস্বাদনসৌভাগ্য প্রদান করেন, যিনি আমার ইহলোক ও পরলোকের একমাত্র হিতকারী বান্ধব, সেই পরম প্রিয়তম আপনার জন পরমারাধ্য দেবতা শ্রীগুরু-পাদপদ্মে যদি কোনরূপ মর্ত্ত্যমানববুদ্ধি আসিয়া যায়, তাহা হইলে আমার মন্ত্র জপ, মন্ত্রদেবতার আরাধনা, সাধন-ভজন সকলই যে ভস্মে ঘৃতাহুতিবৎ নিষ্ফল হইয়া যাইবে? কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার প্রিয়তম পার্ষদ ভক্তরাজ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

মন্ত্রে, মন্ত্রদেবতায় ও গুরুদেবে কোনপ্রকার ভেদবুদ্ধি করিতে নাই। অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরাই গুরুদেবকে তাহাদেরই ন্যায় মনুষ্যবৎ দর্শন করে। শ্রীহরি রুষ্ট হইলে গুরুদেব তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া শিষ্যকে তচ্চরণে কৃত অপ-রাধ হইতে রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে স্বয়ং শ্রীহরিও তাহার প্রতি ফিরিয়াও দেখেন

না। অন্য দেবতার ত' কা কথা! সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে গুরুদেবকে প্রসন্ন করিতে হইবে। গুরুদেবের মুখ হইতে যাহা নির্গত হয়, তাহাই শাস্ত্র, তাহাই বেদবাক্য। তাহাতে অবিশ্বাসকারী বা তদনুশাসন অবজ্ঞাকারী জনগণের কিছুতেই মঙ্গলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। গুরুদেবের সম্মুখে তীর্থযাত্রা তপ-জপ-ব্রত-নিয়ম-ধ্যান-ধারণা আত্মশুদ্ধি নিমিত্ত স্নানদানাদি কোন কার্য্যই চলিবে না, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মসেবাই—তাঁহার সুখবিধানই শিষ্যের সাধন-ভজন—যথা সর্ব্বস্ব। প্রাণান্তেও গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিতে হইবে না, তাঁহার কৈঙ্কর্য্যের জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও অম্লানবদনে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীর অর্থবোধ চেষ্টা ব্যতীত কখনও তৎসম্বন্ধে কোন বিপরীত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে না বা তাহার অযৌক্তিকতা দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না। অনুস্বার বিসর্গের পাণ্ডিত্য কম হইলে কৃষ্ণানুরাগী কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণাভিলাষী কৃষ্ণ-ভজনানন্দী গুরুদেবের গুরুত্ব কম হইয়া যায় না। গুরুদেবের কার্য্যের ন্যায়ান্যায় বিচারাধিকার শিষ্যের নাই। তবে কোন সেবাকার্য্য সম্বন্ধে তাহার (শিষ্যের) সেবানুকূল বিচার সবিনয়ে গুরুপাদপদ্মের অনুমোদন অপেক্ষা-মূলে তচ্চরণে নিবেদনে কোন দোষ নাই। শ্রীগুরুদেবের সুখবিধানার্থ শিষ্য তাহার সকল স্বতন্ত্রতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বদা তদাজ্ঞানুবর্ত্তী হইবেন। তিনি না বলিলেও শিষ্য তাঁহার স্নান-পান-ভোজনাদি যাবতীয় সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন, ইহা গুরুপ্রীতির আরও ঘনিষ্ঠতার নিদর্শন বা গাঢ়তার পরিচায়ক। সেবকের সর্ব্বদা সেবা-তৎপরতা থাকিবে, কখনও তিনি সেবাকার্য্যে আলস্যের বা অন্যমনস্কতার প্রশ্রয় দিবেন না, ঐ সকল সেবাপরাধ হইতে সাবধান হইয়া চিত্তকে সর্ব্বদা গুর্ব্বেন্দ্রিয়তর্পণতৎপর রাখিবেন। জাড্য, বিক্ষেপ ও ঔদাসীন্যাত্মক প্রমাদ একটি প্রধান নামাপরাধও বটে। গুরুদেব অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমত্তা দেখাইতে গেলে অধঃপতন অনিবার্য্য। কথায় বলে—'অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি'। শ্রীগুরূপদিষ্ট শ্রীচৈতন্য-বাণী সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে। "গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন॥ অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত-পূরণ।" ইহাই মহাজনোপদেশ। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"কনক কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥"

যোষিৎ-সঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্ত-সঙ্গত্যাগে সর্ব্বদা যত্নবান্ হইতে হইবে। "কিবা সে করিতে পারে কাম ক্রোধ সাধকেরে যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।" ইহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীমুখবাক্য। সর্ব্বদা গুরু-ধ্যান, গুরু-জ্ঞান, গুরুসেবাতৎপর হইয়া তাঁহার সান্নিধ্যে বা তদিচ্ছানুসারে সেবাকার্য্যবশতঃ বহুদূরে থাকিলেও কাম-ক্রোধাদি রিপু কখনও সেই সাধকের সম্মুখে আসিতে পারিবে না। কদাচিৎ যদিই বা আসিয়া পড়ে সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে গুরুপাদপদ্মে আর্ত্তিজ্ঞাপন করিলে গুরুদেব তাহাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন। শ্রীগুরুদেবের প্রিয়পাত্র আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। সাধক-জীবনের কোন সময়টি বৃথা অতিবাহিত করিতে হইবে না। প্রাথমিক অবস্থায় নির্জ্জনস্থানে বাস খুবই বিপজ্জনক। সর্ব্বদা গুরুপাদপদ্মের সান্নিধ্যে বা গুরুদেবের কৃপাভিষিক্ত বা অনুমোদিত শুদ্ধভক্তগোষ্ঠীতে কোন সেবাকার্য্য লইয়া বাস করিতে হইবে। নতুবা কামক্রোধাদি রিপু আসিয়া সাধককে একাকী দেখিয়া অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিবে। "মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু কৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥" এই মহাজন-বাক্যটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের অনুমতি বা অনুমোদন ব্যতীত নিজ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি কাহারও গৃহে যাইতে হইবে না বা কাহারও সহিত আলাপ করিতে হইবে না। যোষিৎসঙ্গ, যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গ, অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞানাদ্যাসক্ত অভক্তসঙ্গ সর্ব্বদা দূর হইতে বর্জ্জন করিতে হইবে। ভক্তি-অনুকূল গ্রহণ ও ভক্তি-প্রতিকূল বর্জ্জনে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে। ছোট বড় সকলকার্য্যে গুরুদেবের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে কোনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে না। বহিরঙ্গা মায়া নানা মূর্ত্তিতে আমাদিগকে

তাঁহার কবলে কবলিত করিবার জন্য ফিরিতেছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও বলবান্ ব্যক্তিরও চিত্ত দুর্ব্বল করিয়া দিতেছে, তাহাতে সেবাবিমুখতা প্রবেশ করাইতেছে। শ্রীগুরুদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশে আমাদের নিকট বলকৃষ্ণ, ভজকৃষ্ণ ও কর কৃষ্ণশিক্ষা—এই তিনটি ভিক্ষাপ্রার্থী। তিনি আমাদিগকে লক্ষ্যস্থির রাখিয়া লক্ষ নাম গ্রহণে যত্নবান্ হইতে বলিতেছেন। তাঁহার উপদেশ অবনত মস্তকে ধারণ করিয়া তাহা পালনের জন্য আপ্রাণ যত্ন করিতে হইবে। "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কৃপাদেশও গুরুদেব সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া থাকেন। ইহারও মর্ম্মার্থ অবধারণ পূর্ব্বক গুর্ব্বাজ্ঞা মস্তকে ধারণ করতঃ গুরুসেবা বুদ্ধিতে আচারবান্ প্রচারক হইতে হইবে, গুরু সাজিয়া গুরুগিরি করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না।

প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ শিষ্যকেই বিচার করিতে হইবে—আমার আদর্শ আচারপরায়ণতার উপর আমার নিজ মঙ্গলের সহিত সমস্ত বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গলের গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ বিচার নির্ভর করিতেছে। সুতরাং অন্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া প্রত্যেককেই সর্ব্বাগ্রে নিজ নিখুঁত ভজনাদর্শ সংরক্ষণের জন্য যত্নবান্ হইতে হইবে। তাহা হইলেই আত্মকল্যাণসহ বিশ্বের সকলেরই প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

শ্রীগুরুপাদাশ্রিত—লব্ধদীক্ষ ভক্তিপথাশ্রিত আমি, আমার আচরণ দোষ-দুষ্ট হইলে লোকে আমাকে নিন্দা করিয়াই রেহাই দিবে না, আমার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবকে, আরাধ্য দেবতাকে, ভক্তিপথকে, সমগ্র ভক্তসম্প্রদায়কে, পূর্ব্বাচার্য্যগণকে, ধর্ম্মকে, ধর্ম্মশাস্ত্রকে, সেই শাস্ত্রকার-মহাজনগণকে, শাস্ত্রোদ্দিষ্ট ধর্ম্মপথানুগামিগণকে, আস্তিক্য-বাদকে অর্থাৎ পরমার্থপথের সকল বিচারকেই নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইবে। আমার পিতৃমাতৃকুলকে পর্য্যন্ত গালি দিবে। সুতরাং সকলেরই চরণে অপরাধী হইয়া আমাকে অবিসংবাদিতভাবে চির-নরকভাক্ হইতে হইবে। কোন কুলে একজন প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত জন্মগ্রহণ করিলে সেই কুল পবিত্র হইয়া যায়, গর্ভধারিণী জননী কৃতার্থা হন, বসুন্ধরা ধন্যা হন, বসতি ধন্য হয়, স্বর্গে পিতৃপুরুষগণ নৃত্য করিতে থাকেন যে, তাঁহাদের কুলে একজন বিষ্ণুভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার হস্তে তাঁহারা মহাপ্রসাদপিণ্ড ও চরণামৃত পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন। আর আমি ভক্তিপথ ও ভক্তিসদাচার ভ্রষ্ট হইয়া নিজের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিকোটি কুলকে নরকস্থ করাইবার চেষ্টা করিব? হায়, কি হতভাগা কুলাঙ্গার সন্তান হইব আমি! শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যেমন সুস্পষ্ট হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তদ্রূপ সাধু সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্রও সকলেরই সমালোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। অবশ্য শুধু যে লোকনিন্দার ভয়েই ধর্ম্ম মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে, তাহা নহে। 'ভগবদ্‌ভজনই যে আত্মার স্বাভাবিক বা স্বরূপগত ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম সচ্ছাস্ত্র-বিহিত রূপে পালন করিলে তাহাতে নিজের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সকলেরই নিত্য কল্যাণ সুনিশ্চিত।

কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণশক্তিতত্ত্ব, কৃষ্ণরসতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জীবের বন্ধন ও মোক্ষতত্ত্ব এবং শ্রীভগবান্ ও জীবের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ, তাহাই অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ—সম্বন্ধ-তত্ত্বে এই সাতটি বিচার, এতদ্‌ব্যতীত অভিধেয় ভক্তিতত্ত্ব ও প্রয়োজন প্রেমভক্তি—এই নয়টি প্রমেয়তত্ত্ব স্বতঃপ্রমাণ-শিরোমণি বেদ বা আম্নায়ানুগত্যে প্রমাণিত হইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে এই দশমূল ভজন-রহস্য (১ প্রমাণ+৯ প্রমেয়) জ্ঞাপন পূর্ব্বক শিষ্যের দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুরূপে তাহার নিত্যকল্যাণ-বিধাতা। অধিকারভেদে বিধি বা রাগ-মার্গে ঐ সকল তত্ত্বসম্বন্ধীয় জ্ঞানই শ্রীগুরুদেবের কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তৃত্ব। "কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥" শিষ্য গুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে এই সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইবেন, কেননা, যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। কেবল কতকগুলি জ্ঞানগর্ভ শ্লোক মুখস্থ করিয়া Platform lecturer হইলে—বক্তৃতা দিয়া বেড়াইলে চলিবে না, তাহাতে ভগবান্‌কে বা ভগবৎ-কৃপাকে পাওয়া যাইবে না, বিজ্ঞান বা অনুভূতির লাক্ষণিক পরিচয়ই ভজন। শুধু নামাপরাধ, নামাভাস ও নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইলে চলিবে না, নিজে নিরপরাধে শুদ্ধ নাম গ্রহণ করিতে

হইবে, নামরসের মাধুর্য্য নিজে উপলব্ধি করিতে হইবে। তবেই শ্রীভগবান্—শ্রীনাম প্রসন্ন হইবেন, সকল অনর্থ দূর করিয়া প্রেমভক্তি দিবেন। নিতান্ত অজ্ঞব্যক্তিও যাহাতে অনায়াসে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে, তাহার যে সমস্ত উপায় স্বয়ং ভগবান্ স্বীয় শ্রীমুখে অর্জ্জুন বা উদ্ধবাদিকে উপদেশ করিয়াছেন, তাহারই নাম—ভাগবত-ধর্ম্ম। গুর্ব্বাত্মদৈবত হইয়া গুরুপাদপদ্মে সেই সকল ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ করিতে হইবে এবং তদনুরূপ অনুশীলন-মুখে জীবন যাপন করিতে হইবে। "গুরুমুখপদ্মবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা। শ্রীগুরু চরণে রতি, এই সে উত্তমা গতি, যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব-আশা।" শ্রীগুরুদেবের কৃপাপ্রভাবেই সর্ব্বানর্থ মুক্ত হইয়া শ্রীরাধা-মাধবের অন্তরঙ্গা সেবাপ্রাপ্তির আশা সফলা হয়—জীবন ধন্য হয়।

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—ভগবান্ সাকার না নিরাকার ?

উত্তর—ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিতে তিনি যুগপৎ নিরাকার ও সাকার। 'ভগবান্ সাকার হইতে পারেন না কিংবা তিনি নিত্য সাকার নহেন, সাময়িক সাকার মাত্র, পরিণামে তিনি নিরাকার' —এইরূপ বলিলে তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি অস্বীকার করা হয়। ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে তিনি তাঁহার শক্তি-বিজ্ঞানজ্ঞ মুক্ত জীবের নিকট নিত্যলীলামূর্ত্তিময়। কেবল নিরাকার চিন্তা অস্বাভাবিক ও বিশেষচমৎকারিতাশূন্য। ভগবান্ সর্ব্বদা মঙ্গলময় ও যশোপূর্ণ, তিনি সৌন্দর্য্যপূর্ণ। অপ্রাকৃত নয়নে সেই সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়। ভগবান্ বিশুদ্ধ, পূর্ণ ও চিৎস্বরূপ জড়াতীত বস্তু, তাঁহার চিৎস্বরূপই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি। পরমেশ্বরের ভৌতিক (জড়) আকার নাই সত্য, কিন্তু ভূতাতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বময় বিভুর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ নির্ম্মল চক্ষে গ্রাহ্য।

প্রাকৃত চক্ষের পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার এবং অপ্রাকৃত চক্ষের নিকট পরমেশ্বর চিদাকার বা সাকার।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—হতারিগতিদায়কত্ব গুণ কি শ্রীকৃষ্ণেরই একচেটিয়া ?

উত্তর—অনন্তগুণসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের যে প্রধান ৬৪টি গুণ আছে, তন্মধ্যে ৬০টি গুণ নারায়ণ, রাম, নৃসিংহাদি অবতারগণের মধ্যে আছে। এই হতারিগতি-দায়কত্ব গুণ ঐ ৬০টী গুণেরই অন্তর্গত। সুতরাং হতারিগতি-দায়কত্বগুণ একমাত্র কৃষ্ণেরই আছে, অন্য ভগবৎ-অবতার-গণের নাই, ইহা কিরূপে বলা যায় ? তদুত্তরে গৌর-পার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

"হতারিগতিদায়কত্বগুণ অন্য ভগবৎস্বরূপে থাকিলেও তাঁহারা নিহত-শত্রুকে মুক্তিদানের পরিবর্ত্তে স্বর্গ ও রাজ্যাদি ভোগসুখ পর্য্যন্তই দান করিতে পারেন। কিন্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ নিজ অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে নিহত শত্রু-মাত্রকেই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। জয়-বিজয় হিরণ্যকশিপু-হিরণ্যাক্ষরূপে এবং রাবণ-কুম্ভকর্ণরূপে বিষ্ণুহস্তে নিহত হইয়াও মুক্তি লাভ করেন নাই, কিন্তু শিশুপাল-দন্তবক্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন।

"শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে অসুরগণেরও মুক্তি হয় না। তবে যে কোথাও কোথাও অন্য ভগবৎস্বরূপ কর্ত্তৃক ভগবদ্-বিদ্বেষীর মুক্তিদান প্রসঙ্গ শুনা যায়, তাহা ভগবদ্-দ্বেষী কর্ত্তৃক বিদ্বেষসহকারে নিরন্তর ভগবৎ স্মরণপ্রভাবেই হইয়া থাকে। কিন্তু নিখিল ভগবদ্-বিদ্বেষীকে মুক্তি-

দানের কথা কোন অবতার বা অবতারীতে শুনা যায় না; একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ আপনার অচিন্ত্য-স্বভাববশতঃ ভগবদ্-বিদ্বেষী অসুরগণকেও মুক্তি দান করেন। ইহার অন্য কারণও নির্দ্দেশ করা যায় না।

"শ্রীকৃষ্ণ আপনার অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে বিদ্বেষী অসুরগণকে মুক্তি ত দেনই, এমন কি কোথাও কোথাও প্রেমপর্য্যন্তও দান করিয়া থাকেন। যেমন পূতনাকে ধাত্রীগতি দিয়াছেন।"

"যদি কেহ ঐশ্বর্য্য-সাক্ষাৎকারকে মুক্তির হেতু বলেন, তদুত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য-সাক্ষাৎকার বিনাও মুক্তি দান করেন। পূতনাদির ঐশ্বর্য্য-সাক্ষাৎকার বিনাও মুক্তি হইয়াছে, কিন্তু কালনেমি প্রভৃতির প্রচুর ঐশ্বর্য্য-সাক্ষাৎকারের পরও মুক্তি হয় নাই।"

"শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই এই যে, তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ করিলে আপনার নিরতিশয় প্রভাব-দ্বারা স্মরণকারীর চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করেন। এইজন্য তিনি সকলের মুক্তিদাতা। কিন্তু অন্য ভগবৎস্বরূপে কিঞ্চিৎ স্মরণমাত্রে স্মরণকারীর চিত্ত আকর্ষণ করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া মুক্তিদাতৃত্বও নাই। বেণরাজা বিষ্ণুদ্বেষী হইলেও শ্রীকৃষ্ণদ্বেষিগণের মত তাহার বিষ্ণুতে আবেশ ছিল না এবং কৃষ্ণের মত বিষ্ণুর সর্ব্বাকর্ষণত্ব-ধর্ম্ম না থাকায় বেণরাজার ভগবানে আবেশের অভাব হেতু মুক্তি লাভ হয় নাই। এইজন্য শাস্ত্র যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনো-নিবেশ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যথা—তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।"

(কৃষ্ণসন্দর্ভ)

শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে যে অসুরগণের মুক্তি হয় না, এ সম্বন্ধে গীতায় 'তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্' শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন—আমি এই সকল দ্বেষপরায়ণ ক্রূর অশুভ নরাধমগণকে আসুরীযোনিতেই নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়, ঐ সকল আসুরী-যোনি প্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণরূপী আমাকে প্রাপ্ত হয় না বলিয়াই জন্মে জন্মে অধোগতি লাভ করে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন—ভগবদ্-বিদ্বেষে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া দ্বেষার্থও যদি কেহ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বা স্মরণ করে, তাহা হইলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সুরাসুরাদির দুর্ল্লভ মুক্তিফল দান করিয়া থাকেন।

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'হতারিগতি-দায়কত্ব'-গুণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"গতিঃ স্বর্গাদিরূপো অর্থঃ। স তু ভগবদ্দ্বেষিণামন্যেন কেনাপি কর্ম্মাদিনা ন সম্ভবতি। যথোক্তং গীতাসু—তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমানিত্যাদি। এতে গুণা নারায়ণাদি-বৃত্তয়োঽপি শ্রীকৃষ্ণে কিলাদ্ভুততয়া বর্ত্তন্তে হতেত্যত্রাপি মোক্ষ-ভক্তি-পর্য্যন্ত-গতিদাতৃত্বম্।"

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।৪০ টীকা)

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'মুক্তিদাতা হতারীণাং হতারি-গতিদায়কঃ।'—(ভঃ রঃ সিঃ ২।১।২০৪) এই শ্লোকের টীকায় আরও বলিয়াছেন—"মুক্তিদাতেত্যাদিলক্ষণানি তু শ্রীকৃষ্ণমাত্রনিষ্ঠগুণানামেব, তেষাং নারায়ণাদি সাধারণ্যে তু গতিদায়কত্বাদিসামান্যধর্ম্মাশ্রিত্যেব জ্ঞেয়ম্।"

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুও উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"মুক্তীত্যুপলক্ষণং পূতনাদিষু ভক্তি-দাতৃত্বমপি জ্ঞেয়ম্। তদেবমপ্যুক্তমমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতা ইতি।"

প্রশ্ন—অবৈষ্ণবের নিকট ভগবৎকথা শ্রবণ কি অমঙ্গলকর?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং পয়ো যথা॥

(পদ্মপুরাণ)

দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্তু, উহা সেবনে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়; কিন্তু ঐরূপ উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে যেমন উহা দুগ্ধের ক্রিয়া না করিয়া বিষেরই ক্রিয়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ সাধু-মুখরিত পবিত্র হরিকথামৃত পানে জীবের ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয়—পরম মঙ্গল হয়। কিন্তু অবৈষ্ণব ব্যক্তির মুখোদ্গীর্ণ কথা বাহ্যতঃ হরিকথার ন্যায় দেখাইলেও উহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে। কেননা উহা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় উহাদ্বারা জীবের অমঙ্গলই হইয়া থাকে।

জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও ভাঃ ৪।২০।২৪ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

"মধুরমপি জলং ক্ষারভূমিপ্রবিষ্টং যথা বিরসী ভবতি, তথৈব অবৈষ্ণবমুখনির্গতো ভগবদ্‌গুণোঽপি ন অতিরোচকঃ।"

জল মধুর হইলেও ক্ষারভূমি হইতে নির্গত হইলে যেমন ভূমির দোষে উহা বিস্বাদ হওয়ায় অরোচক হয়, সেইরূপ অবৈষ্ণবমুখগত হরিকথাও ভক্তের অরুচিকর হইয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আরও বলিয়াছেন—

"ভাগীরথ্যা জলং শুদ্ধং মধুরমপি তত্তটবর্ত্তোরন্দ-নিম্ব-চিঞ্চা-কপিথ-বিষবৃক্ষাদিভিঃ স্ব-স্ব মূলদ্বারা গৃহীতং বিরসং বিরুদ্ধরসং চ যথা ভবেৎ, তথৈব তেষাং তেষাং ব্যাখ্যাতৃণাং মুখং প্রাপ্য বেদার্থো বিরসো বিরুদ্ধফলপ্রদশ্চ ভবেৎ।" (ভাঃ ১১।১৪।৮ টীকা)

গঙ্গাজল বিশুদ্ধ ও মধুর হইলেও যেমন তাহার তটবর্ত্তী নিম্ব-কপিত্থ বিষবৃক্ষাদি নিজ নিজ মূল দ্বারা তাহা গ্রহণ করিয়া বিরস ও বিরুদ্ধরসযুক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অভক্তের মুখে শ্রুত পরমপবিত্র শাস্ত্রকথাও বিরস বা বিরুদ্ধ-ফলপ্রদ হয়। এজন্ত জগতে এত কুমতবাদ দৃষ্ট হইতেছে।

"ভাগীরথ্যা জলং সজ্জনানাং স্নানপানাদিভিঃ পরমপাবনং অমৃতমেব। কূলস্থেষু তৃণগুল্মাদিষু ধান্তগোধুমাদিষু পনসাম্রদ্রাক্ষাদিষু প্রবিষ্টং সর্ব্ববিধজনানাং পরমোপকারকং পরমসুখদমপি বিষবৃক্ষেষু প্রবিষ্টং তেষামেব সাক্ষান্মারকং; ভাগীরথীজলস্ত ন দোষঃ, কিন্তু তত্তৎ কুপাত্রস্য।" (ভাঃ ৩।৫।৩৮ টীকা)

গঙ্গাজল পরম পবিত্র ও অমৃত স্বরূপ বলিয়া উহা স্নানপানাদি করিলে সকলেই পবিত্র হন এবং মঙ্গল লাভ করেন। ঐ পবিত্র জল তৃণ, গুল্ম, ধান্ত, গোধুম ও আম, কাঁঠাল, দ্রাক্ষা প্রভৃতি বৃক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া সকল লোকের উপকারক ও সুখপ্রদ হইলেও উহা আবার বিষবৃক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া সকলের মৃত্যুপ্রদ হইয়া থাকে। ইহাতে গঙ্গাজলের কোন দোষ নাই, সেই সেই কুপাত্রেরই দোষ। সেইরূপ ভগবৎকথা পরম অমৃত স্বরূপ হইলেও অভক্ত মুখ হইতে তাহা শ্রবণ করিলে পাত্র দোষে তাহাতে অমঙ্গলই হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—বৈষ্ণবধর্ম্ম কি সকলেরই গ্রহণীয়?

উত্তর—বৈষ্ণবধর্ম্ম নিখিল চেতনের একমাত্র ধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম। খৃষ্টান থেকে কাজ নাই, মুসলমান থেকে কাজ নাই, হিন্দু থেকে কাজ নাই, সব বৈষ্ণব হ'য়ে যাও। পশু-পক্ষী থেকে কাজ নাই, গাছ-পাথর থেকে কাজ নাই, দেবতা-দৈত্য-মানব থেকে কাজ নাই, সব বৈষ্ণব হ'য়ে যাও অর্থাৎ স্বরূপের নিত্য ধর্ম্ম গ্রহণ কর। মহাপ্রভু তাই ক'রেছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করতে করতে চতুর্দ্দিকে যাকে দেখ্‌ছিলেন সব বৈষ্ণব ক'রে যাচ্ছিলেন—ঝারিখণ্ডপথে তৃণগুল্মলতা, পশুপক্ষী-গাছ-পাথর আর তা'দের সেই সেই বিরূপের ধর্ম্ম নিয়ে থাকতে পারে নাই, সকলে বৈষ্ণব হ'য়ে গিয়েছিল। মহাপ্রভুর সঙ্গফলে শৈব, শাক্ত, পাষণ্ডী-হিন্দু, পাঠান, বৌদ্ধ, মায়াবাদী, মুমুক্ষু, বুভুক্ষু, যোগী, তপস্বী, পণ্ডিত, মূর্খ, রুগ্ন, সব বৈষ্ণব হ'য়ে গিয়েছিল। মহাপ্রভুর অস্ত্র ছিল—একমাত্র কৃষ্ণ-কীর্ত্তন। আবার যাঁরা বৈষ্ণব হ'চ্ছিলেন, তাঁরাও মহাপ্রভুর আদেশে কীর্ত্তনকারী গুরুর কার্য্য ক'রে চতুর্দ্দিকে সকলকে বৈষ্ণব করছিলেন। মহাপ্রভু সকলকে বলেছিলেন—

"যারে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—মহাপ্রভুর উপকার কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার?

উত্তর—নিশ্চয়ই, মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী আর হয় নাই, হ'বে না। অন্যান্য উপকারের প্রস্তাব বা ছলনা উপকারের নামে মহা-অপকার, আর মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের উপকার সত্য সত্যই নিত্য পরম উপকার। তাহা দু'দশ দিনের উপকার নয়, তাৎকালিক উপকার নয়—যে উপকারের প্রস্তাব কিছুক্ষণ পরেই অপকার প্রসব করবে—যে

উপকারের দ্বারা আর এক পক্ষের অপকার হ'বে, যেমন আমাদের দেশের উপকারে অন্য দেশের অপকার অনিবার্য্য—আমার তাৎকালিক সুখে আর একজনের দুঃখ, আবার অপরের সুখে আমার ভোগের অভাব, আমি গাড়ী-ঘোড়ায় চ'ড়ে উপকৃত হ'লে ঘোড়াগুলির অসুবিধা অনিবার্য্য — এরূপ উপকারের কথা ব'লে মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও কোন লোক-বঞ্চনা করেন নাই। তাঁরা এমন উপকারের কথা ব'লেছেন—এমন জিনিষ দান ক'রেছেন, যে উপকার সকলের পক্ষে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় পরম উপকার। মহাপ্রভুর উপকার সকল দেশে, সকল পাত্রে, সকল কালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার। এ উপকার কোন দেশবিশেষের উপকার, অন্য দেশের অপকার নহে; এ উপকার সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপকার। সুতরাং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক নশ্বর উপকারের প্রস্তাব মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও করেন না। মহাপ্রভুর উপকার কোনদিন কাহারও মন্দ প্রসব করে না। তাই মহাপ্রভুর দয়া অমন্দোদয়া দয়া। এইজন্যই বলি—মহাপ্রভু মহাবদান্য, মহাপ্রভুর ভক্তগণ মহা-মহা-বদান্য। এ সকল গল্পের কথা নয়, কাব্য-সাহিত্যের কথা নয়, —সব চেয়ে বড় সত্য কথা।

মহাপ্রভুর দয়াটা হ'চ্ছে পরিপূর্ণ দয়া, আর যত দয়া সব limited —সব বঞ্চনাময়ী। মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহদেব, এমন কি কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত তাঁর আশ্রিত জনের প্রতি মাত্র দয়া বিতরণ ক'রেছেন, কিন্তু বিরোধিগণকে সংহার ক'রেছেন, আর মহাপ্রভু বিরোধীকেও দয়া ক'রেছেন—যেমন কাজী; বৌদ্ধগণকেও তিনি অমন্দোদয়া দয়া বিতরণ করতে কুণ্ঠিত হন নাই। রামোপাসক রামায়েৎ-গণকেও তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব ক'রেছেন। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শাক্তগণের বিষ্ণুপূজা কি শুদ্ধ পূজা নয়?

উত্তর—না। স্মার্ত্তগণের বিষ্ণুপূজা গণেশ-সূর্য্য-শক্তি পূজারই একটা রূপান্তর। তা'তে বিষ্ণুর পরমপদের পূজা হয় না। বিষ্ণুকে পঞ্চদেবতার অন্যতম মনে ক'রে যে পূজা, তা'তে বিষ্ণুর অসমোর্দ্ধ-পদকে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে সমান ক'রে ফেলা হয়—বিষ্ণুকে ইতর-দেবতাপর্য্যায়ে গণনা করা হয়। ইহা অপরাধ। শাস্ত্র বলেন—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥"

যিনি ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে সমান ক'রে দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

পাষণ্ডী হিন্দুগণ কৃষ্ণনামকেই একমাত্র সাধন ও সাধ্য ব'লে বিচার করেন না, কৃষ্ণকে অন্য দেবতার সহিত এবং কৃষ্ণনামকীর্ত্তনকে যোগ-তপস্যা-ধ্যান ব্রতাদি ইতর সাধনের সহিত সমান মনে করেন। কিন্তু মহাপ্রভু ব'লেছেন—

"কোটী অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম॥"

পঞ্চোপাসনায় যে বিষ্ণুপূজা, তাতে বিষ্ণুর সন্তোষ নাই, সেটা দেবতা পূজা মাত্র, সুতরাং অবৈধ।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আমার সম্বন্ধজ্ঞান হ'য়েছে তা' কি ক'রে বুঝ্‌বো?

উত্তর—দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ হয়। গুরুকৃপায় যেদিন সম্বন্ধজ্ঞান হয়, সেদিন জান্‌তে পারা যায়—'কৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রভু, আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণসেবাই আমার নিত্য ধর্ম্ম। কৃষ্ণই একমাত্র সমগ্র বিশ্ব এবং বিশ্বের অতীত চিদ্দল বৈকুণ্ঠের একচ্ছত্র সম্রাট্। সুতরাং তাঁর পূজায় কেউ বাধা দিতে পারে না। তাঁর পূজা সকলেই করছে, কিন্তু অবিধি-পূর্ব্বক পূজা হ'লে পূজাকারীর কোন সুবিধা হয় না। যাঁরা সূর্য্য, গণেশ, শক্তি প্রভৃতির পূজা করছেন, তাঁরাও কৃষ্ণের ছায়া-শক্তির পূজা করছেন। কারণ কৃষ্ণ হ'তে কারো স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। কিন্তু ছায়ার পূজা হ'য়ে যাওয়ায় তাঁদের স্বরূপজ্ঞান হ'চ্ছে না, সম্বন্ধজ্ঞান বিকশিত হ'চ্ছে না। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—বিশেষ কৃপা কাহাকে বলে?

উত্তর—বিনা সাধনে সহসা কৃষ্ণের কৃপায় অথবা কৃষ্ণভক্তের কৃপায় ভাবোদয় হইলে তাহাকে বিশেষ কৃপা বলে। শাস্ত্র বলেন—'সাধনেন বিনা যস্তু সহসৈবাভি-জায়তে। স ভাবঃ কৃষ্ণ-তদ্ভক্তপ্রসাদজ ইতীর্য্যতে॥'

—

সংস্কৃতশিক্ষাপ্রসারস্যাবশ্যকতা

['শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকার ৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার ১৩০ পৃষ্ঠায় 'শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়' শীর্ষক যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দক্ষিণ কলিকাতা ৩৫নং সতীশ মুখার্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ২৪ আষাঢ় (১৩৭৫) ইং ৮ জুলাই (১৯৬৮) সোমবার পূর্ব্বাহ্নে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের শুভারম্ভ এবং সন্ধ্যায় শ্রীমঠের সুবিস্তৃত সঙ্কীর্ত্তনভবনে একটি মহতী সভার অধিবেশন বিঘোষিত হইয়াছিল। ঐ সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—'সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা'। এই সভায় অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় দেবভাষায় স্বলিখিত "সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রসারস্যাবশ্যকতা" নামক যে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ আগ্রহে বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় স্থানাভাব-বশতঃ ইচ্ছাসত্ত্বেও উহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। —(চৈঃ বাঃ সং)]

প্রপূজ্যচরণাঃ সভাপতিমহোদয়াঃ, পূজ্যাস্পদাঃ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাঃ সজ্জনশ্রোতৃবৃন্দশ্চ! গৃহ্ণন্তু মে যথাযোগ্যমভিবাদনং ভবন্তঃ।

অস্যাং বিদ্বজ্জনপরিবৃতমহাসভায়াং মাদৃশার্বাচীনজনস্য সংস্কৃতভাষায়াং ভাষণদানপ্রয়াসো ন কেবলমশোভনং বামনস্য চন্দ্রধারণপ্রয়াসবৎ হাস্যাস্পদঞ্চ। তথাপি 'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া'তিন্যায়েন 'সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রসারস্যাবশ্যকতাবিষয়মধিকৃত্য কিঞ্চিদ্বক্তুমুৎসহে। অত্র যে দোষাস্তে সুধীভিঃ ক্ষন্তব্যাঃ।

দেববাঞ্ছিতং ভারতবর্ষমস্মাকং জন্মভূমিঃ। ধন্যোঽয়ং দেশঃ যত্রায়ুগং ভগবান্ কদাপি পূর্ণরূপেণ, কদাপ্যংশরূপেণ, কদাপ্যংশাংশরূপেণ বাবতীর্য্য বিভিন্নলীলাঃ প্রকটয়ন্ ভারতবাসিজনান্ ধন্যান্ করোতি। এতদ্দেশস্য প্রাকৃতিকবৈচিত্র্যং, খনি-বন-কৃষিজসম্পদঃ জলবায়ু-তারতম্যঞ্চ পৃথিবীস্থানন্যদেশবাসিনো জনান্ বিশেষেণাকর্ষন্তি। তে চ এতদ্দেশস্য বিবিধবৈচিত্র্যেণ বিমুগ্ধাঃ সন্তঃ অত্রাগত্য বসতিং স্থাপয়িত্বা চিরং বাসং কুর্বন্তি। এতদ্দেশস্যাদিভাষা সংস্কৃতভাষা যা দেবভাষেতি কথিতা। অস্যা ভাষায়াঃ শব্দসম্ভারবৈচিত্র্যেণ, শ্রুতিমাধুর্য্যেণ, ভাবগাম্ভীর্য্যেণ চ বিশেষেণাকৃষ্টা ভারতেতরদেশবাসিনো বিদ্বাংসঃ সংস্কৃতভাষারচিত-গ্রন্থানধীত্য এতদ্দেশস্য শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধর্ম্মাদীনাং জ্ঞানমর্জ্জয়ন্তি। ভারতীয়সংস্কৃতিঃ সংস্কৃতভাষা চ ওতপ্রোতভাবেন গ্রথিতা। একামপহায়ান্যা কদাপি ন চিন্তনীয়া। কেনচিচ্চাটুকবিনা গীয়তে—

"ধন্যং ভারতভূতলং ক্ষিতিতলে সারস্বতং মন্দিরম্।
ধন্যা সংস্কৃত বাক্‌সুধা পরতরা গীর্বাণসংসেবিতা॥"

পৃথিবীস্থসর্বভাষাসু সংস্কৃতভাষা প্রাচীনতমা ভারতীয় সভ্যতা চ তথেতি ভাষাতত্ত্ববিদোজনা বদন্তি। ভাষায়াঃ প্রসরণেন তদ্দেশস্য প্রগতিরপি সম্যগ্‌ জায়তে।

সংস্কৃতশিক্ষাপ্রসারস্যোপযোগমধিকৃত্য মনীষিণো ভিন্নমতং পোষয়ন্তি। কথ্যভাষারূপেণ ন ব্যবহ্রিয়তে, ভাষেয়ং মৃতেত্যাপত্তিং প্রদর্শ্যৈকে অস্যা উপযোগং ন স্বীকুর্বন্তি। কিন্ত্বিদং তে বিস্মরন্তি যৎ সংস্কৃতভাষা এব ভারতবর্ষস্য সর্বপ্রাদেশিক ভাষাণাং মাতৃস্থানীয়া। মাতৃভাষা হি মাতৃস্তন্যমিব মানবানামাজন্মলব্ধং বস্তু। তস্যা উপযোগো যথা অনস্বীকার্য্যঃ, মাতৃভাষাণাং মাতৃস্বরূপিণ্যাঃ সংস্কৃতভাষায়া অপ্যুপযোগশ্চ তথা। সংস্কৃতভাষায়াঃ শব্দসৃষ্টিকারিণী এতাদৃশী মহতীশক্তিরস্তি যৎ প্রাদেশিকভাষাণাং শব্দসম্ভারবর্দ্ধনার্থং তস্যা এব শরণমেকান্তমাবশ্যকম্। সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান-চিকিৎসা-বিদ্যা-ব্যবহারবিধি-যন্ত্রবিদ্যাদীনাং পুস্তকানাং প্রাদেশিকভাষাভিরনুবাদকার্য্যং সমারভ্যতে। তন্নিমিত্তং নূতনশব্দগঠনমাবশ্যকম্। অস্মিন্ ব্যাপারে সংস্কৃতভাষা এব শরণম্। যস্যা ভাষায়া আশ্রয়েণ ভারতবর্ষমমৃতত্বং লভতে সা ভাষা কিং মৃতা? অতঃ কথং তস্যা নোপযোগঃ?

কেচিচ্চ সংস্কৃতভাষায়া ব্যাকরণজটিলত্বয়া তস্যাঃ পরিত্যাগং কাময়ন্তে। নৈষা যুক্তিঃ কেনাপি প্রকারেণ গ্রহীতব্যা। সমৃদ্ধভাষাণাং সর্বাসাং ব্যাকরণজটিলতা বর্ত্তত এব। পৃথিব্যাং সর্বত্রপ্রচলিতাঙ্গলভাষায়া ব্যাকরণ-জটিলতা কিং স্বল্পা? কথং সা ভাষা পৃথিবীস্থসর্বদেশেষু পঠ্যতে পাঠ্যতে চ? ব্যাকরণ-বিচিত্রতয়ৈব সংস্কৃত-ভাষায়াঃ শব্দসৃজনীশক্তিঃ সমধিকা। বৈয়াকরণবৈচিত্র্য-মেব জটিলতায়াঃ কারণম্। অতঃ কথমেতস্যাঃ প্রসারো ন ভবেৎ।

ভারতবর্ষং হি ধর্ম্মানুগো দেশঃ। এষ এক এব দেশো যত্র 'যতো ধর্ম্মস্ততোজয়ঃ', 'ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকং', 'ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ', 'এক এব সুহৃদ্ধর্ম্ম নিধনেঽপ্যনু-যাতি যঃ' ইত্যাদিভিঃ জ্ঞানগর্ভবাক্যৈঃ ধর্ম্মস্য স্থানং সর্বো-পরি দত্তম্। ধর্ম্মানুসরণেনৈব এতদ্দেশস্য সর্বকর্ম্মাণি সম্পাদ্যন্তে। ধর্ম্মানুশাসনং বিনায় কিঞ্চিদপি ন ক্রিয়তে। অনুশাসনদানার্থং বেদ-পুরাণাদীনি বহূনি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সন্তি। তানি সর্বাণি সংস্কৃতভাষয়া রচিতানি। এষাং শাস্ত্রাণাং সম্যগ্ জ্ঞানলাভনিমিত্তং সংস্কৃতভাষাশিক্ষায়াঃ প্রয়োজনম্। নিত্যনৈমিত্তিক-ধর্ম্মানুষ্ঠানমপি সংস্কৃতভাষা-জ্ঞানমন্তরেণ ন প্রসরতি। চতুর্বর্গসাধনং হি ভারত-বাসিনাং লক্ষ্যম্। চতুর্বর্গসাধনানন্তরং ভক্তিদ্বারেণ ভগবৎ-পাদপদ্মলাভশ্চ পরমার্থো মানবজীবনস্য। চতুর্বর্গসাধনার্থং মন্বাদীনাং ধর্ম্মশাস্ত্রাণি, চাণক্যাদীনামর্থশাস্ত্রাণি, বাৎস্যায়-নাদীনাং কামশাস্ত্রাণি পঠ্যন্তে। ততঃ মোক্ষসাধনার্থং মোক্ষবিধায়কং শাস্ত্রমধ্যেতব্যম্। কিং বহুনা ধর্ম্মসাধনার্থং সর্ববিধমনুষ্ঠানং সংস্কৃতভাষাজ্ঞানসাপেক্ষম্।

এষ ভারতবর্ষদেশো বিজ্ঞানাদিনানা-বিষয়েষু পৃথিবী-স্থেভ্যো নানাদেশেভ্যো হীনোঽপি একস্মিন্নেব বিষয়ে গৌরবোদ্দীপ্তো রাজতে। অধ্যাত্মবাদোঽয়ং বিষয়ঃ। অয়মেব দেশো জ্ঞানালোকং বিস্তার্য্য অজ্ঞানতমসাবৃতাং ধরিত্রীমুদ্ভাসয়ন্ মানবানুপদিশতি যদস্য পরিদৃশ্যমান-জড়জগতঃ পশ্চাদাত্মা বিরাজতে। যস্যানুসরণদ্বারেণ মানবানাং মুক্তির্ভবেৎ। এষা মহাবাণী সুরগিরৈব জগতি প্রচারিতা। অতোঽস্যাঃ প্রসারঃ কাম্যঃ।

এষ মহান্ পরিতাপবিষয়ো যৎ ধর্ম্মসাধনার্থং ন কোঽপ্যুৎসাহঃ প্রদীয়তে দেশনেতৃভিঃ। দেশং ধর্ম্ম-নিরপেক্ষং রাষ্ট্রং বিধায় ধর্ম্মং প্রত্যবজ্ঞা উদাসীনতা বা প্রদর্শ্যতে। কিন্তু ভারতবর্ষস্যান্তরাত্মা এবং প্রকারং ন কাময়তে। বহবোঽপি মনীষিণো ধর্ম্মনিরপেক্ষতায়াঃ কুপরিণামং মনসি কৃত্বা চিন্তান্বিতা ভবন্তি। পরং তেষাং সংখ্যাল্পতয়া তে কিঞ্চিদপি কর্ত্তুং ন সমর্থাঃ। ধর্ম্মনির-পেক্ষতা-সমর্থকানাং সংখ্যাধিক্যবশাদ্দেশঃ ক্রমশোঽধো-গচ্ছতি শান্তিশ্চ ন সম্ভবতি। দেশ-শাসন-ব্যাপারে ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতা তিষ্ঠতু, কিন্তু দেশঃ কথমধার্ম্মিকো ভবেত্তস্য কারণমনুসন্ধায় তৎ প্রতীকারঃ কার্য্যো দেশনেতৃভিঃ। দেশস্যোন্নতিসাধনার্থং ধর্ম্মানুসরণমাবশ্যকম্, ধর্ম্মানু-সরণার্থঞ্চ বেদ-পুরাণাদীনাং জ্ঞানমাবশ্যকম্, তেষাং গ্রন্থানাং জ্ঞানলাভার্থং সংস্কৃত-ভাষা-শিক্ষা বিশেষেণ প্রসারিতব্যা।

দেবভাষারচিতানি দর্শনশাস্ত্রাণি কাব্যশাস্ত্রাণি চাধীত্য তত্রত্যানীশ্বরতত্ত্ববিষয়ানুন্নতভাবাংশ্চালোচ্য বিমুগ্ধো ন ভবতি এতাদৃশঃ কোঽপি নাস্তি। পূর্বসূরীণাং ভাবা-দর্শানুপ্রেরণয়ৈবাধুনিক কবীনাং কাব্যপ্রতিভা সমুদ্ভাসিতা। অতো দেবভাষা কথং নালোচনীয়া?

রাজনৈতিককারণেনাপি সংস্কৃতশিক্ষাপ্রসারঃ কাম্যঃ। জলবায়ুতারতম্যেন অনার্য্যসম্পর্কবশাচ্চ কালক্রমেণ সংস্কৃত-ভাষায়াঃ প্রাকৃতভাষা সমুদ্ভূতা। তস্যাশ্চ পুনঃ প্রাদেশিক-ভাষাণাং প্রাদুর্ভাবঃ। বিভিন্ন প্রদেশবাসি জনাঃ তত্তন্মাতৃভাষাং ব্যবহৃত্য পারস্পরিক ভাব বিনিময়ং কুর্ব্বন্তি। তেনৈকপ্রদেশবাসিজনোঽন্যপ্রদেশবাসি জনস্য ভাষাং বোদ্ধুং ন সমর্থঃ। তস্মাদ্ধেতো রাষ্ট্রনৈতিকমৈক্য-স্থাপনং দুষ্করম্। সুচির কালং যাবদাঙ্গল-জনশাসনাধীনে ভারতবর্ষে আঙ্গলভাষৈব ভারত বর্ষস্যাখণ্ডতারক্ষণে সহায়িকা আসীৎ। অধুনাঙ্গল-শাসনাবসানাত্তদ্ভাষায়াঃ প্রভাবোঽপি দূরীভূতঃ। তস্মাদেকস্যা এব ভাষায়াঃ প্রয়োজনং যয়া ভারতরাষ্ট্রস্যৈক্যং পরিরক্ষ্যেত। এত-দ্বিষয়মবলম্ব্য বিভিন্ন প্রদেশ বাসিন স্বস্বপ্রাদেশিক-ভাষামেব রাষ্ট্রভাষারূপেণ গ্রাহয়িতুং পরিগ্রহং কুর্বন্তি। বর্ত্তমানশাসনপরিচালকা অপি যং ভাষাবিশেষং রাষ্ট্র-ভাষারূপেণ প্রবর্ত্তয়িতুমিচ্ছন্তি তং ভারতীয় জনানাং

বহুতরভাগো ন কাময়তে। তেনান্দোলনমপি সংঘটতে। সর্বপ্রাদেশিকভাষাণাং জননীস্বরূপিণী সংস্কৃতভাষৈব তদ্বিবাদ-সমাধান-সমর্থেতি কেষাঞ্চিচ্চিন্তাশীলানাং মতম্। তে চ রাষ্ট্রভাষারূপেণ তস্যাঃ গ্রহণং প্রার্থয়ন্তে। অনেন ভাষাবিরোধোঽপযাস্যতি কস্যাপি প্রদেশস্যাপত্তিশ্চ ন ভবিষ্যতি। ভারতরাষ্ট্রস্য রাজনৈতিকমৈক্যঞ্চ পরিরক্ষ্যেত। অস্মাকমপীদং মতং যদ্দেবভাষা রাষ্ট্রভাষা ভবিতুমর্হত্যেব।

প্রতিরাষ্ট্রস্যেব ভারতবর্ষস্যাপীতিহাসো বর্ত্ততে। মহানৈতিহ্যপূর্ণশ্চ স ইতিহাসঃ। রাজন্যানাং সমরাভিযানেষু দেশবিজয়েষু চ ন নিহিতঃ স ইতিহাসঃ। বেদ-পুরাণ-গীতা-রামায়ণ-মহাভারতাদিষু গ্রন্থেষু স ইতিহাসোনিবদ্ধঃ। সংস্কৃতভাষাং বর্জ্জয়িত্বা কথং তস্মিন্নধিগমঃ।

বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থাসু সংস্কৃতশিক্ষা গৌণতয়া গৃহীতা, তেন সা শিক্ষা ক্রমশঃ নাস্তিকভাবাপন্না ভবতি। অস্মাকং পূর্বপুরুষাণাং কৃতিত্বং সর্বং সংস্কৃতভাষায়াং নিবদ্ধম্। সংস্কৃতাবজ্ঞাবশাত্তেষাং কৃতিত্বমপ্যবজ্ঞায়তে। অনেন শিক্ষার্থিনামাস্তিক্যবুদ্ধিঃ, পরলোকে, কর্ম্মফলে চ বিশ্বাসঃ সাধু-গুরু-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণেষু শাস্ত্রাদিষু চ শ্রদ্ধা ন জায়তে। এবং ক্রমেণ জাতীয়জীবনং তমসাবৃতং ভবতি।

অতীতেন সহ যোগ সাধনেনৈব জাতীয়ভবিষ্যৎ সংগঠিতা ভবেৎ। অস্মাকমতীতেন সহ বর্ত্তমানস্য যোগ-সূত্রং সংস্কৃতভাষা। সা কথমবজ্ঞাতব্যা?

যেন বিজ্ঞান বলেন পৃথিবীস্থা বহবোদেশা অলৌকিক-ব্যাপারান্ সাধয়ন্তি, যয়া চিকিৎসাবিদ্যয়া মৃতপ্রায়মপি জীবয়ন্তি, গ্রহাদ্ গ্রহান্তর-গমন-প্রয়াসমাত্রেণৈব ভগবদ্বিধানমবজানন্তি, যদবলোকনেন মানবা বিমোহিতাঃ সন্তঃ ভগবন্মহিমানং বিস্মৃত্য বিজ্ঞান-মহিমানং কীর্ত্তয়ন্তি তদ্বিজ্ঞানস্য মূলং সংস্কৃতভাষানিবদ্ধ-গ্রন্থাদিষু নিহিতম্। ইদমপি শ্রূয়তে যৎ জার্মাণদেশীয় বিজ্ঞানবিদোজনাঃ সংস্কৃত-গ্রন্থেভ্যো বহূনি তথ্যানি সংগৃহ্য বিজ্ঞানস্যোৎকর্ষবিধানং কৃতবন্তঃ।

সাম্প্রতিক কালস্য রাজনীতিরপি চাণক্যনীতিতঃ গৃহীতা, চিকিৎসাবিজ্ঞানং গৃহীতং চরকসুশ্রুতাদীনাং গ্রন্থেভ্যঃ।

সর্বাণ্যেতানি বিবিচ্য সংস্কৃতশিক্ষা-প্রসারঃ সবথা কাম্যঃ কর্ত্তব্যশ্চ। এতেন ভারতবর্ষস্য কল্যাণং তথা সমগ্র বিশ্বস্য। অলমতিবিস্তরেণ।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার গ্রাহক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়-মঠাশ্রিত মাদারীহাট রেলওয়ে ষ্টেশন-মাষ্টার শ্রীঅমৃতানন্দ দাসাধিকারী মহাশয় গত ইং ২৯।৮।৬৮ তারিখে পত্রদ্বারা নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্তর "শ্রীচৈতন্য-বাণী" পত্রিকা মাধ্যমে জানিতে চাহিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় নিম্নে উহা সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রশ্ন

"সাধারণতঃ শক্তিতত্ত্ব মাতৃরূপে চিন্তিতা এবং মাতৃ-রূপেই পূজিতা হন—যেমন শ্রীদুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি। অনুরূপ ভাবে শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব শক্তিতত্ত্ব হইলেও তাঁহাকে মাতৃরূপে পূজিতা বা সেবিতা হইতে দেখা যায় না কেন? সারা ভারতবর্ষব্যাপী কোথাও কি রাধারাণী মাতৃরূপে কল্পিতা বা পূজিতা হন না? যদি হন তবে কোথায়? আর যদি কোথাও সে ভাবে পূজিতা না হন, তবে কেন হন না, বিস্তারিত জানিতে ইচ্ছা। শ্রীশ্রীরাধা-রাণীকে মাতৃরূপে ভাবনা করিলে কি কোন অপরাধ হইবে?"

উত্তর

শক্তিতত্ত্বকে মাতৃরূপে সম্বোধন করিবার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য তাঁহার নিকট হইতে কোন কামনা বাসনা চরিতার্থ করাইয়া লওয়া। মায়া মোহ মুগ্ধতা বশতঃ বদ্ধজীব শ্রীদুর্গা, কালী প্রভৃতি শক্তিতত্ত্বের নিকট জড় বিদ্যা ধন মানাদি পার্থিব সম্পদ্ পাইবার জন্য তাঁহাদিগকে মাতৃ সম্বোধনার্থ ব্যাকুল হইয়া পড়েন। উহা তাঁহাদের

জন্মগত সংস্কারোথ।

বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের পীঠাবরণী শক্তিরূপে যে শ্রীদুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি শক্তি আছেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিরই কায়ব্যূহ স্বরূপ। ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী জগজ্জননী দুর্গাদেবী এবং তাঁহার অংশ স্বরূপিণী প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য বা বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী-সরস্বতী ইত্যাদি দেবী শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির ছায়া-রূপিণী। 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' ৪৪ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা স্বয়ং শ্রীনারদকে বলিতেছেন—

"সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

অর্থাৎ স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিত-জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা 'দুর্গা'; তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহার তাৎপর্য্যে লিখিয়াছেন—

"এই জগৎ—চৌদ্দভুবনাত্মক 'দেবীধাম', তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী—'দুর্গা'; তিনি—দশকর্ম্মরূপ দশভুজযুক্তা, বীরপ্রতাপে অবস্থিতা বলিয়া সিংহবাহিনী; পাপদমনী-রূপা মহিষাসুর-মর্দ্দিনী; শোভা ও সিদ্ধিরূপ-সন্তানদ্বয়-বিশিষ্টা বলিয়া কার্ত্তিক ও গণেশের জননী; জড়ৈশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা-সঙ্গিনীরূপ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তিনী; পাপদমনে বহুবিধ বেদোক্তধর্ম্মরূপ বিংশতি অস্ত্র-ধারিণী; কাল-শোভা-বিশিষ্টা বলিয়া সর্পশোভিনী;—এই সকল আকার বিশিষ্টা দুর্গা। 'দুর্গ'-শব্দে কারাগৃহ; তটস্থ-শক্তি-প্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক-কারায় অবরুদ্ধ হন, তাহাই দুর্গার "দুর্গ"। কর্ম্মচক্রই তথায় 'দণ্ড'; বহির্ম্মুখ জীবগণের প্রতি এইরূপ শোধন-প্রণালী-বিশিষ্ট কার্য্যই গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম; দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে জীবগণের যখন সেই বহির্ম্মুখতা দূর হয় এবং অন্তর্ম্মুখতা উদিত হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে দুর্গাই সেই সেই জীবের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তর্ম্মুখভাব দেখাইয়া কারাকর্ত্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিষ্কপট-কৃপা লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ধন, ধান্য, পুত্রের আরোগ্য-প্রাপ্তি ইত্যাদি বরগুলিকে দুর্গার কপট-কৃপা বলিয়া জানা উচিত। সেই দুর্গাই দশ-মহাবিদ্যারূপে প্রাপঞ্চিক জগতে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের জন্য 'জড়ীয় আধ্যাত্মিক-লীলা' বিস্তার করেন। জড় জগতে যে দুর্গার পূজা হয়, তিনিই এই 'দুর্গা'; কিন্তু ভগবদ্ধামের আবরণে যে মন্ত্রময়ী দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি—চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী। ছায়া-দুর্গা তাঁহার দাসী রূপে জগতে কার্য্য করেন।"

অপ্রাকৃত স্বরূপশক্তি প্রাকৃত সত্ত্বরজস্তমোগুণাতীতা নির্গুণা, সর্ব্বদা ভগবৎসেবারতা—ভগবদিচ্ছা পূর্ত্তিময়ী, ভগবদ্ভক্তিপ্রদায়িনী, কিন্তু প্রাকৃত গুণময়ী ছায়াশক্তি বহির্ম্মুখ জীববিমোহিনীরূপে জড় ধনবিদ্যাদিদায়িনী।

বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধারাণী নিখিল শক্তি-তত্ত্বের মূল অধিষ্ঠাত্রী বা অংশিনী—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন,—

"মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥৬৯॥
কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়কায়।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥৭১॥
কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥৮৫॥
কিম্বা, প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥৮৬॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥৮৭॥
অতএব সর্ব্বপূজ্যা, পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা, সর্ব্বজগতের মাতা॥" ৮৯॥

শ্রীমতী রাধারাণী বহিরঙ্গা মায়াশক্তির ন্যায় অচেতন জড়জগতের প্রসূতি-স্বরূপা নহেন। তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি-প্রদায়িনীরূপে সর্ব্বজীবের পালনকারিণী জগন্মাতা। ভারতবর্ষের কুত্রাপি তিনি বহির্ম্মুখ জীববিমোহিনী— জড়ধন-বিদ্যাদিদায়িনী ত্রিগুণময়ী

ছায়াশক্তির ন্যায় মাতৃস্বরূপে কল্পিতা বা পূজিতা হন না তবে বাৎসল্যরসের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীনন্দ-যশোদা তাঁহাদের বাৎসল্যরসে লাল্য-পাল্য বিচারে শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীরাধারাণীকে পুত্র বা কন্যা বুদ্ধিতে 'বাবা গোপাল' বা 'মা রাধারাণী' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন এবং সেই বাৎসল্যরসের সাধকও সুতরাং শ্রীনন্দযশোদার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র বা শ্রীরাধারাণীকে কন্যা বুদ্ধিতে স্নেহাধিক্য বশতঃ বাৎসল্যভরে 'বাবা' বা 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীরাধারাণীকে ঐ প্রকার বাৎসল্যভরে মাতৃসম্বোধনের সহিত জড়জগতের ধন, পুত্র লাভের আশায় শক্তিতত্ত্বকে মাতৃসম্বোধন একার্থবোধক নহে। আবার ঐশ্বর্য্যমার্গে শ্রীলক্ষ্মী-রুক্মিণী প্রভৃতিকে সম্ভ্রমবুদ্ধিতে মাতৃসম্বোধন করা গেলেও মাধুর্য্যমার্গে অপ্রাকৃত রসরসিক ভজনবিজ্ঞ গুরুবর্গের আনুগত্যে রস, রসাভাস ও রসবিপর্য্যয়াদি বিচারানুসারে সম্বন্ধানুযায়ী সম্বোধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা সম্বন্ধজ্ঞানাভাবজনিত রসাভাস বা রসবিপর্য্যয় দোষ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। জাগতিক চিন্তাস্রোতকে অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত রসচমৎকারিতা-পরিপূর্ণ ভূমিকায় শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়েই 'রস' আস্বাদিত হন। তদ্ব্যতীত অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে রসবিপর্য্যয় অনিবার্য্য, তাহা কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তন্নিজজনগণের উল্লাসজনক হইতে পারে না। এজন্য রাগবর্ত্ম প্রদর্শক সদ্গুরু পাদাশ্রয়ে সর্ব্ববিধ স্বৈরাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত গুর্ব্বানুগত্যে তৎপ্রদর্শিত ভজনমার্গই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে অনুসরণীয়।

জম্মু ও কাশ্মীর-শৈলে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সহকারী সম্পাদক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামপ্রসাদজী সহ পাঞ্জাব প্রদেশান্তর্গত পাতিয়ালা জিলার রাজপুরায়, পাঞ্জাব ও হরিয়ানার রাজধানী চণ্ডীগড়ে, হিমাচল প্রদেশান্তর্গত সিমলা-শৈলে, সঞ্জোলীতে ও সোলনে দীর্ঘ দুইমাসকাল শ্রীগৌরবাণী প্রচার ও সংকীর্ত্তন করতঃ কাশ্মীর প্রদেশান্তর্গত জম্মুতে প্রচারে যান ও তথাকার পরমধার্ম্মিক নরবর মহামান্য ভূতপূর্ব্ব মহারাজবাহাদুর রণবীর সিং কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত তেত্রিশ কোটী দেবদেবীপরিবৃত মনোজ্ঞ শ্রীরঘুনাথ মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণে, সনাতন ধর্ম্মসভার গীতাভবনে, পুরাণা মণ্ডির শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে এবং স্থানীয় অন্যান্য দেবমন্দিরে সংকীর্ত্তন ও শ্রীগৌরবাণী প্রচার করতঃ তথাকার জনগণের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। সজ্জনগণের বিশেষ আগ্রহে ব্রহ্মচারীজী একদিবস পার্টিসহ সংকীর্ত্তন মুখরিত রিজার্ভ বাসযোগে জম্মুর মফঃস্বল অঞ্চলে পশ্চিম পাকিস্তান সীমারেখার অতীব সন্নিকটে বুরুজে ও সিমলীতে শ্রীশ্রীরঘুনাথজীর প্রাচীন ও সুরম্য শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহগণকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং তথায় আবেগভরে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করেন।

কিম্বদন্তি অনুসারে রাজা জম্মুলোচনের নামানুসারে স্থানটীর নাম জম্মু হইয়াছে। পূর্ব্ব সময়ে ইহা একটী বিশাল জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ছিল। রাজা জম্মুলোচন শিকার খেলিতে খেলিতে একদিবস দৈবক্রমে তথায় আগমন করতঃ একটী সরোবরে একত্র জলপান রত একটী বন্য মৃগ ও একটী ব্যাঘ্রকে দেখিতে পাইয়া প্রসন্নচিত্ত হন এবং ভূমিখণ্ডকে হিংসা দ্বেষ বর্জ্জিত পরম পবিত্র ভূমি বিচারপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য তথায় স্থানান্তরিত করতঃ জঙ্গল কাটিয়া সহরে পরিণত করেন। বর্ত্তমানেও সেই স্মৃতি তথায় সংরক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীর রাজবংশের সমুদয় রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া বর্ত্তমানেও সেই পবিত্র ভূখণ্ডের উপর একটী প্রাসাদোপম অট্টালিকায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহারাজ রণবীর সিং বাহাদুর শ্রীরাম-

চন্দ্রের অনন্ত উপাসক ছিলেন বলিয়াই অনুমান করা যায়।

ব্রহ্মচারীজী শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে প্রবচনকালে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন,—শ্রীভগবান্ চিদ্বিলাসী। চিদ্বৈচিত্র্যই সনাতন-ধর্ম্মের প্রাণ। পরিদৃশ্যমান জগতের বৈচিত্র্য দর্শনে বিচলিত না হইয়া সহিষ্ণুতাবলম্বনে সর্ব্বপ্রকার বৈচিত্র্যকেই যোগ্যতররূপে পরমেশ্বরের সেবায় সংরক্ষণ করতঃ অনন্ত বৈভবশালী ও বৈচিত্র্যাধিপতি শ্রীহরির গুণগান করিতে পারিলেই মানবজীবন সার্থক হইবে। তেত্রিশ কোটী দেবদেবী সনাতনধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ ও শ্রীভগবদ্বিলাসের অন্তর্গত বস্তু।

গীতাভবনের প্রবচনকালে শ্রীব্রহ্মচারীজী বিশেষভাবে এই কথাই বলিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দানবৈশিষ্ট্যে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে তিনি সকলকে কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করাইতে চাহিয়াছেন ও নিজেও করিয়াছেন। কৃষ্ণনাম উচ্চারণই পুণ্যের চরমফল, তপস্যার চরম প্রাপ্তি, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের চরম ফলস্বরূপ, সর্ব্বতীর্থ স্নানের চরম ফল এবং জন্ম জন্মান্তরের বহু সদাচরণের ফল-স্বরূপ। স্থাবর-জঙ্গমসহ শ্রীনামধ্বনিতে তিনি নিজে নৃত্য করিয়াছিলেন। সমুদ ভেদাভেদ ভুলিয়া একই প্লাটফর্মে গুরু-শিষ্য, ভক্ত-ভগবান্, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, স্থাবর-জঙ্গমের নৃত্য আর কবে কেহ কোথাও দেখিয়াছিলেন কিনা বা শুনিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু এই দুর্বিভাব্য অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শ্রীচৈতন্য-লীলা তাহার সাক্ষী। সাম্যবাদের ইহাপেক্ষা অধিক দৃষ্টান্তস্থল আর কোথায় আছে? সাম্যবাদের (Communism) কৃত্রিম বুলি হিংসা, মৎসরতা, পাপ ও অপরাধই আনয়ন করে মাত্র, প্রকৃত সাম্যবাদ আনয়ন করে না। সাম্যবাদের ভূমিকা সর্ব্বদাই চিন্ময়, জড় নহে। কৃষ্ণনাম উচ্চারণই সাম্যবাদের মূল মন্ত্র। এই কৃষ্ণনাম বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচার হইলেই বিশ্বে সত্যকার সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হইবে।

জম্মু প্রচারান্তে শ্রীব্রহ্মচারী মহোদয় পার্টিসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাভিসিক্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীর জন্মস্থান অনুসন্ধান উপলক্ষে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে প্রচারে যান। তথায় সুপ্রসিদ্ধ বিতস্তা বা ঝিলাম নদীর তীরে আমিরাকদলে পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণ সংলগ্ন বিতস্তাভিমুখী একটী দ্বিতল কক্ষে অবস্থান করতঃ কাশ্মীর ভূস্বর্গের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী দর্শন করিতে করিতে শ্রীনগরের বিভিন্ন অংশে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণনাম মহিমা প্রচার করেন। একাদশ দিবস তথায় নিয়মিত ভাবে শ্রীসনাতন-ধর্ম্ম মন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীহনুমান মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাবলম্বনে বিশিষ্ট কাশ্মীরী পণ্ডিত মণ্ডলীতে ও সজ্জন পরিবৃত সভায় বিচিত্র হরিকথা পরিবেশন করেন। তথাকার সনাতন-ধর্ম্মসভার সুপ্রাচীন পণ্ডিত তথা রাজ-পণ্ডিত শ্রীমুকুন্দদত্‌জী শাস্ত্রী মহোদয় ব্রহ্মচারীজীর সূক্ষ্ম বিচারপূর্ণ কথা শ্রবণে তথা শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন শ্রবণে সভার শেষ দিবসে সভার মধ্যেই দণ্ডায়মান হইয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন,—"আমি এহেন সুযুক্তি ও বিচারপূর্ণ কথা ও এমন মধুর সংকীর্ত্তন জীবনে শ্রবণ করি নাই। অনেক কথা ও সুরতালমানযুক্ত অনেক কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছি কিন্তু এ সাক্ষাৎ হরিকীর্ত্তন ও সাক্ষাৎ হরিকথা।" বলিতে বলিতে তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। তথাকার ভক্তবৃন্দের বিশেষ ইচ্ছা ছিল ব্রহ্মচারীজী শ্রীজন্মাষ্টমী পর্য্যন্ত তথায়ই অবস্থান করতঃ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন কিন্তু শ্রীল আচার্য্যদেবের কলিকাতা হইতে প্রেরিত কৃপালিপি শিরে ধারণ পূর্ব্বক শ্রীগুরু আজ্ঞা পালনে তৎপর হইয়া ব্রহ্মচারীজী ১লা আগষ্ট প্রত্যূষে সজ্জনগণের হৃদয়ে সাধুসঙ্গের অভাব জাগ্রত করিয়া শ্রীনগর হইতে বাস-যোগে শ্রীধামবৃন্দাবন উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ৪ আগষ্ট তিনি পার্টিসহ আগমন করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেবের ও সতীর্থগণের শ্রীচরণ বন্দনা করেন। শ্রীঝুলন-যাত্রা মহোৎসবান্তে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী প্রতি-পালনের জন্য তিনি পুনঃ ৯ আগষ্ট বৃন্দাবন হইতে হায়দ্রাবাদ যাত্রা করিয়া শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারীসহ ১১ তাং প্রত্যূষে হায়দ্রাবাদ নামপল্লী ষ্টেশনে শুভাগমন করেন। রেলষ্টেশনে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ধীরকৃষ্ণ বনচারী, শ্রীকৃষ্ণারেড্ডী

ও শ্রীজগারেড্ডী আদি গুণমুগ্ধ সজ্জনবৃন্দ তাঁহাদিগকে স্বাগত করেন এবং শ্রীমঠে লইয়া যান। সুদীর্ঘকাল পরে ব্রহ্মচারীজীর তথায় শুভাগমনে স্থানীয় সজ্জনগণ বড়ই উল্লসিত হইয়াছেন।

তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের অন্যতম শাখা আসাম প্রদেশান্তর্গত তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত ১৯ শ্রাবণ, ৪ আগষ্ট রবিবার হইতে ২৩ শ্রাবণ, ৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীমঠে শ্রীঝুলনযাত্রা ও বিদ্যুৎসাহায্যে প্রদর্শিত ভগবল্লীলোদ্দীপক মনোরম দৃশ্যাবলী দর্শনের জন্য বিপুল দর্শনার্থীর সমাগম হয়। শ্রীঝুলনসজ্জার প্রশংসা শ্রবণ করিয়া বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও ভক্তগণ দর্শন করিতে আসেন।

গত ৩০ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস বাসরে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণে একটি বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহর পরিভ্রমণ করেন। পরদিবস শ্রীজন্মাষ্টমী তিথি বাসরে রাত্রিতে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-মণ্ডপে ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে আসাম বিধান সভার ডেপুটী স্পীকার শ্রীমহীকান্ত দাস সভাপতিরূপে বৃত হন। 'শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব ও বিশ্বশান্তির উপায়' সম্বন্ধে সভাপতি মহোদয়ের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়। মঠরক্ষক শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুব্রত দাসাধিকারী (ডাঃ সুনীল আচার্য্য) বক্তৃতা করেন। উক্তদিবস সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ হয়।

১৭ আগষ্ট শনিবার মধ্যাহ্নে শ্রীনন্দোৎসবে কএক সহস্র নর-নারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা অপ্যায়িত করা হয়।

দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীউর্জ্জব্রত (শ্রীদামোদর ব্রত বা নিয়মসেবা)

প্রতিবর্ষের ন্যায় বর্ত্তমানবর্ষেও আগামী ১৪ই আশ্বিন (১লা অক্টোবর) মঙ্গলবার শ্রীবিজয়া দশমী বা শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসবের পরদিবস (১৫ই আশ্বিন, ২রা অক্টোবর বুধবার) আশ্বিন-শুক্লপক্ষীয়-হরিবাসর—শ্রীপাশাঙ্কুশা একাদশী তিথি হইতে একাদশ্যারম্ভ পক্ষে শ্রীউর্জ্জব্রত—দামোদরব্রত, কার্ত্তিকব্রত বা নিয়মসেবার শুভারম্ভ হইবে। আগামী ১৫ই কার্ত্তিক, ১লা নভেম্বর শুক্রবার শ্রীশ্রীহরির উত্থানৈকাদশী—পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-বাসর তথা শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখামঠ সমূহের অধ্যক্ষ আচার্য্যপ্রবর ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামি মহারাজের শুভ আবির্ভাব-বাসর পর্য্যন্ত একমাস কাল ঐ নিয়মসেবাব্রত যথানিয়মে পালিত হইয়া ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর শনিবার ব্রত উদ্‌যাপিত হইবেন। নিয়মসেবা-কালে যে সমস্ত আহার্য্য বস্তু পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা এই দিবস হইতে পুনরায় গ্রহণ করা যাইবে। বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস বরাহপুরাণাদি বহু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধারপূর্ব্বক প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত শয়ন-একাদশী, পৌর্ণমাসী বা কর্কট-সংক্রমণ (সংক্রান্তি)—যে কোনদিনেই আরম্ভ হউক, কার্ত্তিকী শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশীতে তাহা উদ্‌যাপন করা যাইবে।

আমাদের পরম আনন্দের বিষয়—এবৎসর পরম

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত থাকিয়া মাসব্যাপী নিয়ম-সেবা পরিচালন করিবেন। তাঁহার সেবা-নিয়ামকত্বে অষ্টযামীয় কীর্ত্তন, পাঠ, শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজাদি নিয়মিত-ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে, অনুক্ষণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে মঠমন্দির মুখরিত থাকিবে। প্রত্যহ প্রত্যূষে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার বিভিন্ন পল্লী পরিভ্রমণ করিবেন। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী—সকলকেই শ্রীগৌরপ্রণয়ি-ভক্তজন সঙ্গে এই নগর-সংকীর্ত্তনে যোগদানের জন্য সাদর আহ্বান জানাইতেছি। ইহাতে নিজের সঙ্গে সঙ্গে দেশের দশের সকলেরই নিত্য কল্যাণ লাভ হইবে।

যদ্যপি নিয়মসেবার সময় প্রতিবৎসরই নগর-সংকীর্ত্তন ও পাঠ-কীর্ত্তনাদি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তথাপি মহজ্জনের সাক্ষাৎ উপস্থিতি ও সেই মহন্মুখরিত অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম শ্রদ্ধাবান্ জীবহৃদয়ে যে এক বিশেষ অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করিবেন, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মহাজন-বাক্য সংস্মরণীয়—

"মহতের কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"
"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥"
"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"

নিম্নে নিয়মসেবাকালে অষ্টযাম-সেবার সংক্ষিপ্ত পঞ্জী প্রদত্ত হইল। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম চিন্ময় ব্রজধামে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় চিন্ময়ী লীলা-স্মরণকে জীবের নিত্যসিদ্ধস্বরূপের একমাত্র কৃত্য বলিয়া জানাইয়া আমাদের বর্ত্তমান যোগ্যতানুসারে নিরপরাধে শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনই একমাত্র সাধনরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কেবল অপ্রাকৃতসাধ্যতত্ত্বের কথঞ্চিৎ দিগ্দর্শনার্থ মাত্র এই দামোদর মাসে সাধনস্বরূপে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের অষ্ট শ্লোকানুসরণে শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের অষ্টকালীয় লীলা-স্মারক শ্লোকাষ্টক শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত অনুবাদ সহ শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে অনুশীলনের অনুমতি দিয়াছেন। তাই আমরা লীলাস্মরণ-সম্পর্কে ভাবিযোগ্যতার্জ্জনোদ্দেশ্যে শ্রীদামোদর মাসে নিম্নলিখিত সেবাপঞ্জী অনুসরণের প্রয়াস করিয়া থাকি।

সেবা-পঞ্জী

১। ক) প্রথমযাম-সেবা (রাত্রের শেষ ছয়দণ্ড)—ভোর ৪টা হইতে ৪॥টা — গুরু-পরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, প্রথমযাম-কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবমহিমা-কীর্ত্তন।

(খ) ঐ ৪॥টা হইতে ৫টা — শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গলারতি ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমা।

(গ) ঐ ৫ টা হইতে ৬টা — নগর-সংকীর্ত্তন।

২। দ্বিতীয়যাম-সেবা (প্রাতে প্রথম ছয় দণ্ড)—৬টা হইতে ৭টা — শ্রীদামোদরাষ্টক ও দ্বিতীয়যাম-কীর্ত্তন এবং ভক্তিগ্রন্থ পাঠ।

৩। তৃতীয়যাম-সেবা (ছয় দণ্ড বেলা হইতে দ্বিপ্রহর দিবস পর্য্যন্ত)—তৃতীয়যাম-কীর্ত্তন।

৪। চতুর্থযাম-সেবা (দ্বিপ্রহর দিবস হইতে সাড়ে তিনপ্রহর পর্যান্ত)
৫। পঞ্চমযাম-সেবা (সাড়ে তিন প্রহর দিবস হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত)
} ২॥ টা হইতে ৪টা— চতুর্থযাম-কীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, পরে পঞ্চমযাম-কীর্ত্তন।

৬। ষষ্ঠযাম-সেবা (সন্ধ্যার পর ছয় দণ্ড)—সন্ধ্যারতি, শ্রীমন্দির-পরিক্রমণ ও ষষ্ঠযাম-কীর্ত্তন, তৎপর ৭॥ টা হইতে ৮॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

৭। সপ্তমযাম-সেবা (ছয় দণ্ড রাত্র হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত)
৮। অষ্টমযাম-সেবা (মধ্যরাত্র হইতে সাড়ে তিন প্রহর রাত্র পর্য্যন্ত
} অসামর্থ্যবিধায় ৮॥টা হইতে ৯টা— সপ্তম ও অষ্টম যাম-কীর্ত্তন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা--২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত এই গীতিগ্রন্থদ্বয় আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের নির্য্যাসস্বরূপ। এই গীতিগ্রন্থদ্বয়ের ন্যায় অন্য কোনও গীতি গ্রন্থের এত অধিক সংস্করণ হওয়ার কথা শুনা যায় না। শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের ইহা অপূর্ব্ব ভজনসম্পদ্। ঠাকুরের ভজনগীতি ব্যতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর-কৃত 'নরোত্তম প্রভোরষ্টকম্' মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

ভিক্ষা—'৬২ পয়সা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বর্দ্ধিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১'১৫ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকা সহ প্রকাশিত। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ রচিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। ভিক্ষা—১'০০ এক টাকা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বর্দ্ধিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১'১৫ পয়সা।

শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক বিগত বঙ্গাব্দ ১৩৬৬, খৃষ্টাব্দ ১৯৫৯ সনে স্থাপিত অবৈতনিক পাঠশালা। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ সর্ব্বদা মুক্তবায়ু পরিসেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় ইনষ্টিটিউট্ অব্ কাল্চার্

(ভাষাবিভাগ)

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, তেতলা

কলিকাতা-২৬

বিগত ৫ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ১৯ জুন, ১৯৬৮ সালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক স্থাপিত। বর্ত্তমানে ইংরাজী কথোপকথন ও জার্ম্মান ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। জুলাই মাস পর্য্যন্ত ভর্ত্তি চলিতে থাকিবে। ভর্ত্তির বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫৯০০)

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৮ম বর্ষ

৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৩৭৫

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্

২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী (আসাম)
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৩। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৪। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৮ম বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৭৫।
২৬ দামোদর, ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, শুক্রবার ; ১ নবেম্বর, ১৯৬৮। { ৯ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

[শ্রীউত্থানৈকাদশীবাসর—১৬ আশ্বিন, ১৩৩৭]

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

আজকে আমাদের বার্ষিক শ্রীগুরু-পূজার বাসর। সাধারণ লোকে বলেন,—অপ্রকটের দিন ; কিন্তু তাঁ'র অপ্রকটের দিনই প্রকটের দিন ব'লে আমরা জানি। আমরা তাঁ'রই পূজা কর্‌বার জন্য আজ্‌কে অবসর পাচ্ছি।

আপনারা জানেন, অর্চ্চা আট প্রকারের হয়,—শৈলী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, মৃন্ময়ী, লেখ্যা বা চিত্রপটময়ী, বালুকাময়ী, সেবোন্মুখ মনোময়ী, মণিময়ী। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের লেখ্যা-অর্চ্চা এখানে সমুপস্থিত হ'য়েছেন। ভগবৎস্বরূপবিচারে শাস্ত্রে পাঁচটী অবতারের কথা বর্ণিত আছে,—পরতত্ত্ব, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্য্যামী এবং অর্চ্চা। পরস্বরূপ, ব্যূহস্বরূপ, বৈভবস্বরূপ, অন্তর্য্যামি-স্বরূপ ও অর্চ্চা-স্বরূপ—এই প্রকাশসমূহে স্বরূপতঃ ভেদ নাই, অভেদ। সেই পরতত্ত্ব জগতে জীবের নিকট অনুভূত, অবতীর্ণ বা প্রকাশিত হন এই প্রকারে। সুতরাং কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহকে অনুরূপ বিচার কর্‌বার জন্য আমাদের উপদেশ নাই অর্থাৎ পৃথক্-বুদ্ধি কর্‌বার জন্য আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে উপদেশ পাই নাই। অর্চ্চা সর্ব্বকালেই সকলের উপাস্য বস্তু।

অনেকে প্রশ্ন ক'র্‌তে পারেন যে, ভগবদর্চ্চা ও মহান্ত গুরুর অর্চ্চার মধ্যে কিছু কি বৈশিষ্ট্য নাই? হাঁ, বৈশিষ্ট্য আছে,—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

জগতে যত প্রকার পূজ্য বস্তুর পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্ব্বোত্তম ; আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্যের পূজক আরও অধিক বড় পূজক। সেই পূজককে ভগবান্ পূজা ক'রে থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত, সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁ'র পূজা ক'রে থাকেন, তাঁ'র পূজা নিশ্চয়ই সব-চেয়ে বেশী ; তাঁ'র প্রমাণ-শ্লোকটী আমরা পূর্ব্বে ব'লেছি।

"তদীয়" ব'লতে গেলে তিনি এবং তাঁ'র দাসবর্গ। এই যে আলেখ্য-অর্চ্চা আপনারা দর্শন ক'র্‌ছেন, এই বস্তুকে যাঁ'রা 'গুরু' ব'লে বিচার করেন, তাঁ'রা সকলেই আমার গুরুবর্গ, তাঁ'দের চরণে আমার দণ্ডবৎ-প্রণতি।

একগুরু বা জগদ্গুরুবাদ ও মহান্তগুরুবাদের বিচার আপনারা শুনেছেন। আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু, তিনি গুরুতত্ত্ব—সমগ্র জগতের গুরুতত্ত্ব; আমার গুরু-বিদ্বেষী—জগদীশের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্য মাত্রের বিদ্বেষী। নিষ্কপটে বিচারটা না আসলে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভৃত্য হ'তে পারি না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ক'র্তে পারি না—আমার নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না—আমি 'তৃণাদপি সুনীচ', 'অমানী', 'মানদ' হ'য়ে হরি-কীর্ত্তন ক'র্তে পারি না। সমগ্র জগদ্বাসী আমার মান্য বা নমস্য—এই বিচার না আস্লে আমি গুরুপাদপদ্মে নমস্কার ক'র্তে পারি না। গুরুপাদপদ্মে ঐরূপ অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা থাক্লেই সমগ্র জগৎকে মান দেওয়া যেতে পারে—নিজে অমানী হওয়া যেতে পারে—সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করা যেতে পারে।

সেতার শিখা'বার গুরু, পাঠশালার গুরু, আধ্যক্ষিক জ্ঞানদাতা গুরু, আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করা'বার গুরু বা ইহজগতে যাঁ'দের নিকট হ'তে এই শরীর লাভ ক'রেছি, সেই জনক-জননী গুরু—এঁ'রা সকলেই আংশিক গুরু; কিন্তু যিনি জন্মে জন্মে—নিত্যকাল আমার গুরু—যে গুরুর প্রতিবিম্ব জগতের প্রত্যেক লঘু বস্তু—প্রত্যেক বস্তু যাঁ'র সেব্যের সেবোপকরণ, সেই গুরুপাদপদ্মই গুরুত্বের পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব ধারণ করেন। সমগ্র জগৎ সেই গুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। প্রত্যেক রেণু পরমাণুতে—গুরুর সম্বন্ধ পরিস্ফুট। তাঁ'দের অসম্মান বা অনাদর করা গুরু-সেবকের কর্ত্তব্য নহে।

গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়, এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সৎসঙ্গ বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না। যখন আমরা মনে করি, অন্যপ্রকার আকর হ'তে আমাদের মনোঽভীষ্ট পূরণ হ'বে, তখন আমরা মহান্ত পুরুষবিশেষে গুরুতত্ত্ব দর্শন করি না। কতকগুলি ব্যক্তি বলেন,—জগদ্গুরু একজন, তিনি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকট হ'য়েছিলেন; কিন্তু আমার যোগ্যতানুসারে, আমার লঘুত্বের পরিমাণানুসারে যদি জগদ্গুরুতত্ত্ব মহান্তগুরুরূপে সাক্ষাদ্ভাবে আমার নিকট প্রকাশিত হ'য়ে আমাকে কৃপা বিতরণ না করেন, তা' হ'লে আমি বহুদিন পূর্ব্বের ব্যক্তির আদর্শ, আচার-প্রচার ধ'রতে পারি না—'সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ'—এই শ্রৌতবাণী অনুসারে গুরু-পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে দ্বিতীয়াভিনিবেশের কবল হ'তে উদ্ধার পে'তে পারি না—আমার ভয়, শোক, মোহ অপগত হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্লে আমি নির্ম্মোহ, নির্ভয় ও অশোক হ'তে পারি। যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ প্রার্থী হই, তা'হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমায় সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করেন।

শ্রীগুরুদেব—মর্ত্ত্য নহেন, তিনি—অমর বস্তু, নিত্যবস্তু। গুরুপাদপদ্ম—নিত্য, তাঁ'র সেবক নিত্য—তাঁর সেবা নিত্য; সুতরাং কত আশা ভরসা আমাদের—মরণ ব'লে কোন জিনিষ আমাদের নেই।

সাধারণ গুরুগণ আমাদিগকে মরণ থে'কে বাঁচাতে পারেন না—নিত্যজীবন দিতে পারেন না; এজন্য তাঁ'দের আংশিক গুরুত্ব। কিন্তু যিনি আমাদিগকে মরণধর্ম্ম হ'তে রক্ষা ক'রেছেন—আমাদিগকে নিত্যত্বের উপলব্ধি দিয়েছেন, তিনিই পূর্ণ ও নিত্যগুরু। তিনি আমাদের সংশয় নিবৃত্তির জন্য কৃপা ক'রে জগতে উপনীত হ'য়ে আমাদের যাবতীয় সংশয়ের নিবৃত্তি করেন। আমরা বশ্যতত্ত্ব, তিনি—ঈশ্বরতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং ভগবান্ হ'য়েও ভগবানের সেবক-সূত্রে আমাদের অহংগ্রহোপাসনা-প্রবৃত্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষারূপ সম্ভোগবাদ নিরাস করেন। স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহ ভগবান্ বিষয় হ'য়েও আশ্রয়-বিগ্রহ গুরুতত্ত্বরূপে বর্ত্তমান। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর হ'য়েও আমাদিগকে শিক্ষা দেন;—"আমার একমাত্র পরমেশ্বর ভগবদ্বস্তু, আমি তাঁ'র সেবক। হে জীব! তুমিও তাঁ'রই সেবক, তুমিও আমারই মত, আমার ভাষা তুমি বুঝ্তে পারবে, তোমার যে-সকল সন্দেহ আছে, আমি সকলই নিরাকরণ ক'রব।"—এই ব'লে তিনি জীবের ভগবদ্ভজনের যাবতীয় অনর্থগ্রন্থি বাক্যের দ্বারা ছেদন ক'রে জীবকুলকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন। তখন,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম—আত্মতত্ত্ব, তিনি অনাত্মতত্ত্ব নহেন। অনাত্মতত্ত্বে নানাবিধ ভোগবাদ—ভোগ্য-বিচার আশ্রিত। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে আমাদের অনুভবনীয় বিষয়-মাত্রই আমাদের প্রভুত্বের পরিচায়ক। দর্শকসূত্রে, শ্রোতৃ-সূত্রে, আস্বাদক-সূত্রে, ঘ্রাণ-গ্রহণকারি-সূত্রে, স্পর্শকারি-সূত্রে রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শরূপ বিষয়কে আমরা আমাদের অধীন জ্ঞান করি; সুতরাং আমাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান হয়। এরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান হ'তে মুক্ত কর্‌বার জন্য ইহজগতে আমার কে সহায়-সম্বল হবেন? অনেকে ব'ল্‌তে পারেন, হৃদয়ের অন্তঃস্থিত বিবেকই ত' সহায়ক হ'তে পারে; কিন্তু আমি যে নিতান্ত দুর্ব্বল প্রাণী, আমি যে মনোধর্ম্মে প্রপীড়িত, হৃদ্‌রোগে জর্জ্জরিত জীব, আমার প্রেয়ঃকে, আমার সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ভাল-মন্দের বিচারকে 'বিবেকের বাণী' ব'লে গ্রহণ ক'রে আমার প্রতি মুহূর্ত্তে যে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা র'য়েছে, তা'হ'তে আমায় কে উদ্ধার ক'র্‌তে পারে—যদি মহান্তগুরু আমার নিকট উপস্থিত হ'য়ে সাক্ষাদ্ভাবে আমাকে উপদেশ না দেন। যখনই আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান হয়—আমি যখন মনে করি,—আমি শ্রোতা, দ্রষ্টা, ভোক্তা,—আমি যখন মনে করি, বাগানের মালী যেমন আমাকে ফুল দিয়ে যায়, আমার উপাস্য বস্তুও তেম্‌নি আমাকে ফুল দিয়ে যা'বেন, তখন আমায় সেই কর্ত্তৃত্বাভিমান হ'তে মহান্ত-গুরুদেব আমাকে রক্ষা করেন।

উপাস্য বস্তুকে বাগানের মালী বা আমার ইচ্ছার ইন্ধন-সরবরাহকারী বিচারে গুরুর বিচার হয় না, তা'তে লঘুর বিচার হয়। এহেন পাষণ্ড আমি—পামর, অধম, নারকী আমি, আমাকে বুঝা'বার জন্য যিনি মনুষ্যাকৃতিতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, তাঁকে না চিনে'—সেই গুরুপাদপদ্ম দর্শন না ক'রে যদি আমি মনে করি—'আমি গুরু দেখে ফেলেছি', তা' হ'লে তা'র মত ধৃষ্টতা আর কি আছে? যদি আমার নিষ্কপটতা থাকে, তা'হ'লে আমার পক্ষে যে ধৃষ্টতা হ'চ্ছে, এ'কথা আমার অন্তর্য্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে আমাকে বুঝিয়ে দেন; বিবেক দেন—'শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্ত্য জ্ঞান ক'রো না। তিনি তোমার অনন্ত জীবন-দাতা, তোমার ভবরোগের সদ্‌বৈদ্য, সর্ব্বতোভাবে তোমার একমাত্র উপকারক।' চৈত্ত্যগুরুর এই উপদেশ শ্রবণ ক'র্‌লে আমরা মহান্তগুরু শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট উপনীত হই। আমি তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট নিজ প্রাক্তন দুষ্কৃতি-জাত নানা প্রকার সন্দেহের কথা নিবেদন ক'রে বলি,—"আপনি কৃষ্ণের আকর্ষণীশক্তি, আপনাতে আকর্ষণ-ধর্ম্ম আছে, আমাকে আপনি আকর্ষণ করুন, আপনার নিকট সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রবার জন্য আমার যাবতীয় অনর্থের প্রতিবন্ধক দূরীভূত হউক।"

আমরা যদি এই প্রকার বিচার অবলম্বন না ক'রে লোক-দেখান' বিচার গ্রহণ ক'রে মনে করি,—আমরা গুরুর নিকট হ'তে মন্ত্র নিয়েছি—মনোধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ পেয়েছি, কিন্তু যদি প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণভাবে আমরা গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌বার জন্য প্রস্তুত না হই, তা' হ'লে যে-পরিমাণ কপটতা ক'র্‌লাম, সেই পরিমাণে ঠ'কে গেলাম।

আমার যে সময় অবিবেচনা প্রবল ছিল, শ্রীগুরুপাদপদ্ম তখন দেখিয়েছেন,—তুমি যে পণ্ডিতম্মন্যতা, পবিত্রতা, সংযম, জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী প্রভৃতিকে বড় মনে কর, সেই গুলিকে যে পর্য্যন্ত ত্যাগ না ক'র্‌তে পার্‌বে, সেই পর্য্যন্ত তুমি আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে পার্‌বে না—আমাকে আশ্রয় ক'র্‌তে পার্‌বে না। যদি তুমি ঐ গুলি ত্যাগ ক'র্‌তে পার, তা' হ'লেই আমাকে আশ্রয় ক'র্‌তে পার্‌বে—আমার গুরু হ'তে পার্‌বে। এই বিচার যখন গুরুপাদপদ্ম হ'তে জান্‌তে পেরেছিলাম, তখন তাঁ'কে জীববিশেষ ব'লে জান্‌তে পারি নাই। তখন জেনেছিলাম,—সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বস্তু আমাকে কৃপা কর্‌বার জন্য যখন জগতে এসে উপস্থিত হন, তখন আমার সৌভাগ্য উপস্থিত হয়। সাধারণ লঘু বস্তু যেরূপ গুরু হ'বার জন্য ব্যস্ত, আমার গুরুপাদপদ্মকে সেরূপ ভাবের চিত্ত-বৃত্তিবিশিষ্ট মনে ক'র্‌তে পারি নাই। আমার চেষ্টাক্রমে—আমার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের চাঞ্চল্যক্রমে গুরু-নির্দ্দেশের যে পদ্ধতি আছে, তা' আমার কর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত—আমার ভোগ-বাসনায় পূর্ণ। এই জগতের ভোগবাসনা-চালিত কর্ত্তৃত্ব হ'তে পরিত্রাণ ক'র্‌তে যিনি সমর্থ, সেই গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে

শিক্ষা পাওয়া যায়, সেই অতিমর্ত্ত্য শিক্ষার নিকট, মনুষ্যজাতির নিকট যে-সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, যুগ-যুগান্তরের সভ্য-সমাজ ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হ'তে যে-সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, সে-সকল একীভূত ক'র্‌লেও অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, নগণ্য, নিতান্ত ব্যর্থ। আমার নিজের আত্মম্ভরিতা ও অবিবেচনাকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাভূত ক'র্‌তে পারে যে শক্তি, সেই (গুরুপাদপদ্ম) শক্তি যদি আমাতে সঞ্চারিত না হয়,—দুর্ব্বল আমি, সেই বলে যদি বলীয়ান্ না হই, তা' হ'লে সেই বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ হয় না—তাঁকে গ্রহণ ক'র্‌তে পারি না। দিব্যজ্ঞানের প্রদাতাকে 'গুরু' বলা যায়,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

দিব্যজ্ঞানের প্রদাতা কোন মর্ত্ত্যবস্তু ন'ন। যিনি দিব্যজ্ঞানের কথা শুনেন, তিনিও কখনও ম'রে যান না। যিনি সমুপেত মৃত্যু হ'তে রক্ষা ক'র্‌তে পারেন না, তিনি গুরু ন'ন। যিনি আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবল হ'তে রক্ষা ক'রে থাকেন, তিনিই গুরুদেব,—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥

আমরা জন্ম স্থিতি-ভঙ্গ-রাজ্যে অবস্থিত। আমরা ম'রে যা'ব সকলেই—এ অবস্থায় কেহ থাক্‌তে পার্‌ব না। কিন্তু 'ম'রে যাব' এই ভীতি—এই আশঙ্কা হ'তে যিনি উদ্ধার ক'র্‌তে পারেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমরা যে নানাপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধি সঞ্চয় ক'রেছি, সেই দুর্ব্বুদ্ধি হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য আমার প্রতি যিনি, অনন্ত শক্তি সঞ্চার করেন, আমি সেই গুরুপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণত হই।

মানব যে-কাল পর্য্যন্ত তর্কপথ গ্রহণ করে, সে-কাল পর্য্যন্ত তা'র গুরুর দর্শন-লাভ ঘটে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী বা সত্য হ'তে পার্থক্য লাভ ক'রে অন্য কোন সত্য হ'তে পারে না— এরূপ বাস্তব সত্যের প্রতি নিষ্ঠা পরীক্ষা কর্‌বার জন্য যে বিপরীত মত, সন্দেহ উদিত হয়, তা'ই তর্কপথ। গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কথা থাক্‌তে পারে, গুরুপাদপদ্ম যে-কথা ব'লেছেন তা'তে সম্পূর্ণ সত্য নেই, কিঞ্চিৎ অসত্যও মিশ্রিত থাক্‌তে পারে, আমি সেগুলি বাজিয়ে নেবো—এরূপ বিচারের নাম তর্কপথ। যাঁ'রা তর্কপন্থী তাঁ'রা গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করেন। একমাত্র গুরুপাদপদ্মই সকল সন্দেহ ও বাদ নিরসন ক'র্‌তে সমর্থ। তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। আম্নায়-পথে—শ্রৌত পথে—বেদপথে—বিশুদ্ধ পথে যে সত্য আগত হয়, তা' পরিবর্ত্তনীয় নয়। সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের—শব্দের প্রদাতাকে আমরা গুরুপাদপদ্ম ব'লে থাকি। গুরুদ্রোহীর তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে যে বিচার-প্রণালী, তা'তে গুর্ব্ববজ্ঞা, শাস্ত্রাবজ্ঞা থাকে। সুতরাং ভগবানের ভজনে প্রবৃত্ত হ'বার জন্য আমাদের বিশেষভাবে বিচার্য্য বিষয়,—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্॥
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলম্।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদোহরিনাম্নি কল্পনম্॥

শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা অর্থাৎ গুরু-কথিত বাক্য শ্রবণ কর্‌বার পর সেই শ্রৌতবাণীর নিন্দা। ঐরূপ নিন্দা-প্রবৃত্তি গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্ছিন্ন করিয়ে তর্কপন্থায় পাতিত করে। বাস্তবরাজ্যে ঐরূপ ধরণের বিপত্তি বা আশঙ্কা থাক্‌তে পারে না। যেখানে নিত্যানিত্য বিবেকের পূর্ণ স্থান, সেখানে অজ্ঞান বা নিরানন্দের প্রবেশাধিকার নাই। সেই সচ্চিদানন্দরাজ্যে যে-সকল বাণী আছে, সেই বাণী ভূতাকাশ ভেদ ক'রে—জীবের কর্ণবেধ ক'রে জীবের কর্ণের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং আমাদের পূর্ব্ব বোধ বা প্রমার দ্বারা সঞ্চিত শব্দ-রাশিকে বিপর্য্যস্ত ক'রে সেখানে শুদ্ধ চেতনের রাজ্য আবিষ্কার করে। এইরূপ শ্রৌতবাণী যিনি কর্ণে প্রদান করেন, সেই শ্রুতির কীর্ত্তনকারীই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি নিরন্তর আমাদের কর্ণে শ্রৌতবাণীর অভিষেক ক'রে আমাদিগকে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী, মানদ

করিয়ে দেন এবং সর্ব্বদা আমাদের মুখে বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তন প্রকাশিত হ'বার শক্তি সঞ্চার করেন; এমন যে পরমা শক্তি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। যে বহিরঙ্গা শক্তি জগতে নানাবিধ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি ক'রছে, সেই শক্তির কবল হ'তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে মুক্ত ক'রে দেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের মূর্খতা, অসম্পূর্ণতা, অসদ্ বিচার প্রণালী, অস্থির সিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ। কাজেই আমার যাবতীয় রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। যাঁর নিকট উপস্থিত হ'লে অন্য কা'রো কথা শুনবার আবশ্যক বোধ হয় না—অন্য কা'রো কাছে যে'তে হয় না, তিনিই সদ্গুরু। সকল মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ ভগবান্ আমার জন্য সকল মঙ্গল যাঁ'র করে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি তাঁ'র নিকট শতকরা শত পরিমাণ আমাকে সমর্পণ করি, তা'হ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। আর যদি কপটতা, দ্বিহৃদয়তা, লোক দেখান' মিছাভক্তি বা ভণ্ডামী করি, তা'হ'লে তিনিও বঞ্চনা ক'রে থাকেন। তিনি বলেন,—'তুমি শিষ্য হও নাই, তুমি শাসন নিবে না, তোমার হৃদয়ে পাপ আছে, কপট লোকের বিচারের কথা শোনার দরুণ বর্ত্তমানে আমার কথা শুনবার মত কাণ তোমার প্রস্তুত হয় নি, সুতরাং তুমি বঞ্চিত হ'লে। তিনি আমার জন্য অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তা' নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য,—এটা হ'চ্ছে শরণাগতের লক্ষণ। শ্রীগুরুদেব বলেন,—সর্বক্ষণ, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবৎ সেবা কর, হরিকীর্ত্তন কর, তা'হ'লেই তৃণাদপি সুনীচ হ'তে পার্বে। যদি অহঙ্কারীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর, তা'হ'লে 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' শ্লোকানুসারে তোমার সর্ব্বনাশ হ'বে।

অনেকে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানে সদ্গুরুপাদপদ্ম বাজিয়ে নিতে চান! এ-সকল কর্ত্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তি সদ্গুরুর সন্ধান পান না। সদ্গুরুর পাদপদ্ম—স্বপ্রকাশবস্তু।

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি॥

—যখন এরূপ বিচার উপস্থিত হয়, তখনই বাস্তব সত্য, শ্রেষ্ঠ কল্যাণের আকর গুরুপাদপদ্ম আমাদের আর্ত্ত আত্মার নিকট এসে উপস্থিত হন, আমরা তখনই সদ্-গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'র্তে পারি। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা—যা' আমাদের নিজের কাজে লাগে, সেই অপস্বার্থপরতা যদি আমাদের অন্তরের আরাধ্য ব্যাপার হয়, তা'হ'লে আমরা গুরুপাদপদ্মের নিকট যে'তে পারব না—যিনি গুরু ন'ন, তাঁ'কে 'গুরু' মনে ক'রে কেবল নিজের অনর্থ সংবর্দ্ধন ক'রবো।

মননধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ ক'র্তে পারে যে বস্তু, সেইরূপ মন্ত্রই গ্রহণ ক'র্তে হ'বে। কাণ থাকলেও যদি হরিকীর্ত্তন না হয়, যদি মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম প্রবল হয়, যদি আমরা চক্ষুকে নিযুক্ত করি—দৃশ্যবস্তু মেপে নেবার জন্য, কর্ণকে নিযুক্ত করি—শব্দের যাথার্থ্য নিরূপণের জন্য, নাসিকাকে নিযুক্ত করি—গন্ধকে ভোগ করবার জন্য, জিহ্বাকে নিযুক্ত করি—আস্বাদনীয় বস্তুর উপর প্রভুত্ব করবার জন্য, ত্বক্‌কে নিযুক্ত করি—স্পর্শের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য, তা' হ'লে গুরুসেবার উপকরণে আমাদের ভোগ-বুদ্ধির উদয় হ'লো, সেব্য-বস্তুতে—গুরুতে লঘুজ্ঞান হ'লো, আমরা মঙ্গল পেলাম না।

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ঠাকুরের উপদেশ

"গোরা ভজ গোরা ভজ গোরা ভজ ভাই।
গোরা বিনা এজগতে গুরু আর নাই॥
যদি ভজিবে গোরা সরল কর নিজ মন।
কুটিনাটি ছাড়ি ভজ গোরার চরণ॥
মনের কথা গোরা জানে ফাঁকি কেমনে দিবে।
সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে॥
গোরা বলে আমার মত করহ চরিত।
আমার আজ্ঞা পালন কর চাহ যদি হিত॥
গোরার আমি, গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥
লোক দেখান গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥"

শ্রীচৈতন্যরহস্যম্

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত]

তৃতীয় রহস্যম্

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৮ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৭৫ পৃষ্ঠার পর)

তথাচ স্কান্দে শ্রীরুদ্রবাক্যম্

ভক্ত এব হি তত্ত্বেন কৃষ্ণং জানাতি ন ত্বহং।
সর্ব্বেষু হরিভক্তেষু প্রহ্লাদোঽতিমহত্তমঃ ॥৪৪॥

সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদস্যৈব বাক্যম্

ক্বাহং রজঃপ্রভব ঈশ তমোঽধিকেঽস্মিন্
জাতঃ সুরেতরকুলে ক্ব তবানুকম্পা।
ন ব্রহ্মণো ন চ ভবস্য ন বৈ রমায়া
যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ ॥৪৫॥

তত্রৈব শ্রীনৃসিংহ-বাক্যম্

ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্ভক্তাস্ত্বামনুব্রতাঃ।
ভবান্ মে খলু ভক্তানাং সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্ ॥৪৬॥
সর্ব্বতঃ পাণ্ডবাঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রহ্লাদাদীদৃশাদপি।
শ্রীভাগবতমেবাস্তি প্রমাণং স্ফুটমীক্ষ্যতে ॥৪৭॥

যথা সপ্তমে যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদ-বাক্যম্

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥৪৮॥
স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্য-
কৈবল্যনির্ব্বাণ-সুখানুভূতিঃ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্বঃ খলু মাতুলেয়
আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্গুরুশ্চ ॥৪৯॥
ন যস্য সাক্ষাদ্ভবপদ্মজাদিভী-
রূপং ধিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্।
মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ
প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিঃ ॥৫০॥

বঙ্গানুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীরুদ্রদেবের বাক্য—আমি শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত নহি, তাঁহার ভক্তেরাই কেবল তাঁহার তত্ত্ব অবগত আছেন, সকল হরিভক্তদিগের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ ॥৪৪॥

সপ্তম স্কন্ধে শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি প্রহ্লাদের বাক্য—হে প্রভো! আমি আপনার দয়ার পাত্র নহি; রজোগুণোৎপন্ন এবং প্রচুর তমোগুণাচ্ছন্ন ইতর অসুরকুলে আমার জন্ম, আমিই বা কোথায় এবং আপনার অনুকম্পাই বা কোথায়, আপনার করকমলের প্রসাদ যাহা ব্রহ্মা, শিব এবং লক্ষ্মী পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা আমার মস্তকে অর্পণ করিলেন ॥৪৫॥

ঐ সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদের প্রতি শ্রীনৃসিংহদেবের বাক্য—হে দৈত্যেন্দ্র! যে পুরুষ তোমার শরণাগত, তাহারাও আমার ভক্ত, অতএব তুমি আমার ভক্তসকলের নিশ্চয় উপমেয় অর্থাৎ সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥৪৬॥

ঈদৃশ প্রহ্লাদ অপেক্ষা পাণ্ডবগণ সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, ইহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট দেখা যায় ॥৪৭॥

যথা সপ্তম স্কন্ধে যুধিষ্ঠির-প্রতি নারদের বাক্য—হে রাজন্! মনে করিবেন না যে, প্রহ্লাদ অপেক্ষা আপনাদের ভাগ্য কম। আপনারাও যথেষ্ট ভাগ্যবান্, যেহেতু আপনাদের গৃহে ভুবনপাবন মুনিগণ সর্ব্বদা গমনাগমন করেন এবং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নরাকারে গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন ॥৪৮॥

সেই শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম। যিনি আপনাদিগের প্রিয় সুহৃদ্, মাতুল, পুত্র, আত্মা, পূজ্য, আজ্ঞানুবর্ত্তী ও গুরু, তিনিই সাধু-ব্যক্তিদিগের অন্বেষণীয় বিশুদ্ধ মোক্ষানন্দানুভব-স্বরূপ ॥৪৯॥

স্বয়ং ব্রহ্মা, মহেশ প্রভৃতি দেবগণ নিজ নিজ বুদ্ধিবলে যাঁহার স্বরূপ যথাযথ নিশ্চয় বর্ণন করিতে পারেন নাই, তিনিই আপনাদিগের উপর প্রসন্ন এবং প্রার্থনা করি

সদাতিসন্নিকৃষ্টত্বান্মমতাধিক্যতো হরিঃ।
পাণ্ডবেভ্যোঽপি যদবঃ কেচিৎ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ ॥৫১॥

যথা দশমস্কন্ধে

অহো ভোজপতে যূয়ং জন্মভাজো নৃণামিহ।
যৎ পশ্যথাসকৃৎ কৃষ্ণং দুর্দ্দর্শমপি যোগিনাম্ ॥৫২॥

তদ্দর্শন স্পরশনানুপথপ্রজল্প-
শয্যাসনাশন-সযৌন-সপিণ্ডবন্ধঃ।
যেষাং গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বর্ত্ততাং বঃ
স্বর্গাপবর্গ-বিরমঃ স্বয়মাস বিষ্ণুঃ ॥৫৩॥

যদুভ্যোঽপি বরিষ্ঠোঽসৌ ভগবান্ শ্রীমদুদ্ধবঃ।
মাধবেন্দ্রস্য যো মন্ত্রী শিষ্যো ভৃত্যঃ প্রিয়ো মহান্।
আবাল্যাদেব গোবিন্দে ভক্তিরস্য সদোত্তমা ॥৫৪॥

তথাচ তৃতীয় স্কন্ধে

যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ।
তন্নৈচ্ছদ্রচয়ন্ যস্য সপর্য্যাং বাললীলয়া ॥৫৫॥

দশম স্কন্ধে চ

বৃষ্ণীণাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ ॥৫৬॥
তমাহ ভগবান্ শ্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং ক্বচিৎ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্ত্তিহরো হরিঃ ॥৫৭॥

একাদশ স্কন্ধে চ

ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥৫৮॥

অতএব তৃতীয় স্কন্ধে স্বয়ং তথৈবাচরিতম্

নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ।
অতো মদ্বয়ুনং লোকে গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু ॥৫৯॥
ব্রজদেব্যো বরীয়স্য ঈদৃশাদুদ্ধবাদপি।
যদাসাং প্রেমমাধুর্য্যং স এষোঽপ্যভিযাচতে ॥৬০॥

তথা চ দশমস্কন্ধে

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবা।

যে, সেই সাত্বতপতি ভগবান্ মৌনব্রত, ভক্তি ও উপশম-দ্বারা পূজিত হইয়া আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৫০॥

সর্বদা সন্নিকৃষ্টতা ও মমতাধিক্য-হেতু পাণ্ডব অপেক্ষা কোন কোন যাদব শ্রেষ্ঠতম ॥৫১॥

যথা দশম স্কন্ধে—কুরুক্ষেত্রে মিলিত রাজবর্গ কহিলেন, হে ভোজপতে উগ্রসেন! ইহলোকে আপনাদিগের জন্মই সার্থক, যেহেতু যোগীদিগের দুর্দর্শ শ্রীকৃষ্ণকে আপনারা সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন ॥৫২॥

তোমরা প্রবৃত্তিমার্গরূপ সংসার-গৃহে অবস্থিতি করিলেও স্বয়ং স্বর্গাপবর্গ-বিরতিকারী বিষ্ণু তোমাদিগের দর্শন, স্পর্শন, অনুগমন, কথোপকথন, শয়ন, উপবেশন, বিবাহাদি দৈহিক সম্বন্ধের সহিত বাস করিতেছেন, তোমরাই ধন্য ॥৫৩॥

যাদবগণ অপেক্ষা শ্রীমান্ উদ্ধব শ্রেষ্ঠ। ইনি শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী, শিষ্য, ভৃত্য এবং অতিশয় প্রিয় এবং বাল্যকাল হইতে ভগবানের উত্তম ভক্ত ॥৫৪॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা তৃতীয় স্কন্ধে—পঞ্চম বৎসর বয়সের সময় বাল্যলীলায় উদ্ধব যখন কল্পিত উপহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিকে মানসে পূজা করিতেন, তৎকালে মাতা প্রাতঃকালীন ভোজনার্থে আহ্বান করিলেও তিনি আহার করিতে ইচ্ছা করিতেন না ॥৫৫॥

আরও দশম স্কন্ধে—যাদবদিগের প্রধান মন্ত্রী উদ্ধব সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য, সুবুদ্ধিমান্ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা ছিলেন ॥৫৬॥

সেই একান্ত অনুরক্ত প্রিয়তম ভক্ত উদ্ধবের হস্তে হস্ত দিয়া শরণাপন্নের দুঃখহারী হরি কহিয়াছিলেন ॥৫৭॥

একাদশ স্কন্ধে—হে উদ্ধব! তুমি যেমন আমার প্রিয়, আমার ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী স্ত্রী এবং আমার নিজমূর্ত্তি আমার সেইরূপ প্রিয় নহে ॥৫৮॥

এই কারণে তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান্ অন্তর্দ্ধান হইবার পূর্ব্বে স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—যখন বিষয়ে উদ্ধবের অভিলাষ নাই, তখন তিনি আমা অপেক্ষা কোন ক্রমে কম নহেন, অতএব তিনি এই ভূমণ্ডলে লোকদিগকে মৎসংক্রান্ত উপদেশ দিয়া অবস্থান করুন ॥৫৯॥

ঈদৃশ উদ্ধব অপেক্ষা ব্রজদেবীরা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু উদ্ধবও তাঁহাদিগের প্রেমের মাধুর্য্য প্রার্থনা করেন ॥৬০॥

বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥৬১॥

ভাবস্য দুর্লভত্বাদ্ধি তাসাং তৎসিদ্ধয়ে পুনঃ।
পাদরেণূক্ষিতং যেন তৃণজন্মাপি যাচিতম্ ॥৬২॥

যথা তত্রৈব

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যামিত্যাদি ।৬৩॥

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেরিত্যাদি প্রাগেব
লিখিতমিতি ।৬৪॥

আদিপুরাণে চ

ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব।
ন লক্ষ্মীর্ন তথাত্মা চ যথা গোপীজনো মম ॥৬৫॥

ন মাংজানন্তি মুনয়ো যোগিনশ্চ পরন্তপ।
ন চ রুদ্রাদয়ো দেবা গোপ্যো বিদন্তি মাং যথা ॥৬৬॥

ন তপোভির্ন বেদৈশ্চ নাচারৈর্ন চ বিদ্যয়া।
বশোঽস্মি কেবলং প্রেম্না প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ ॥৬৭॥

গোপীনামপ্যসৌ শ্রেষ্ঠা রাধিকা সর্ব্বথা স্মৃতা।

যথোক্তং মৎস্যপুরাণে

রুক্মিণী দ্বারাবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে।
দেবকী মথুরায়ান্তু পাতালে পরমেশ্বরী ॥৬৮॥

শ্রীভাগবতে চ কৃষ্ণান্বেষণকর্ত্রীণাং গোপীনাম্
তামেবোদ্দিশ্য তদিদং বচনং শ্রূয়তে যথা—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥৬৯॥

যথা দশমস্কন্ধে উদ্ধব মহাশয় কহিয়াছেন,—পৃথিবীতে এই সকল গোপ-বধূরাই কেবল ক্ষণজন্মা, কারণ ইঁহারা অখিলাত্মা গোবিন্দের প্রতি প্রেমবতী হইয়াছেন; এই রূঢ়ভাবাপন্ন প্রেম ভবভীরু মুনিগণ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াও বাঞ্ছা করেন। যাঁহাদের হরিকথায় রস জন্মিয়াছে, তাঁহাদের আবার ব্রহ্ম জন্ম প্রয়োজন কি? ৬১॥

গোপীদিগের ভাবের দুর্ল্লভতা প্রযুক্ত এবং তাঁহাদের কৃপাসিদ্ধির ইচ্ছায় ব্রহ্মা পাদরেণু-প্রাপ্তির বাসনা ও তৃণ-জন্ম প্রার্থনা করিয়াছেন ॥৬২॥

যথা দশমস্কন্ধে বৃন্দাবনে গোপীরা দুস্ত্যজ স্বজন এবং আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল বেদ-অন্বেষিত হরিপদ ভজনা করিয়াছেন, আমি যেন তাঁহাদের চরণরেণু-সেবিত গুল্ম-লতা-ঔষধির মধ্যে কোন একটি জন্ম পাই ॥৬৩॥

রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ড-দ্বারা গৃহীতকণ্ঠ ব্রজ-সুন্দরীরা যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন; ভগবানের বক্ষঃস্থিত লক্ষ্মী, পদ্মগন্ধ ও কান্তিযুক্ত স্বর্গকামিনীরাও তাহা প্রাপ্ত হন নাই ॥৬৪॥

আরও আদিপুরাণে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—হে পৃথাপুত্র অর্জ্জুন! গোপীজন অপেক্ষা ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী, আমার নিজ শরীর প্রিয়তম বোধ হয় না ॥৬৫॥

হে পরন্তপ! মুনিগণ, যোগিগণ, রুদ্রাদি দেবতা-সকলের মধ্যে কেহই আমাকে তদ্রূপ জানিতে পারেন নাই, যেমন গোপাঙ্গনারা আমাকে জানিতে পারিয়াছিলেন ॥৬৬॥

হে অর্জ্জুন! প্রেমে আমি যত বশীভূত হই; তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও বিদ্যাদ্বারা আমাকে তত বশীভূত করিতে পারে না, গোপীগণই এবিষয়ের প্রমাণ ॥৬৭॥

গোপীদিগের মধ্যে রাধিকা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা। যথা মৎস্যপুরাণে কথিত আছে,—দ্বারকায় রুক্মিণী, মথুরায় দেবকী, পাতালে পরমেশ্বরী, বৃন্দাবনে রাধিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ॥৬৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণকারী গোপীরা শ্রীমতী রাধিকাকে উদ্দেশ করিয়া এরূপ বলিয়াছিলেন—

হে সখি! নিশ্চয় সেই গোপিকার আরাধনায় শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হইয়াছেন বলিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে লইয়া নিভৃত স্থলে আগমন করিয়াছেন ॥৬৯॥

বৃহদ্গৌতমীয় পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—আমিই সত্ত্বতত্ত্ব পরতত্ত্ব নিশ্চয় এবং ত্রিতত্ত্বরূপিণী রাধিকাই আমার প্রিয় জানিবে। আমি প্রকৃতির পর, সেই রাধা আমার

তথা বৃহদ্গৌতমীয়ে

সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বমেষামহং কিল।
ত্রিতত্ত্বরূপিণী সাপি রাধিকা মম বল্লভা॥
প্রকৃতেঃ পর এবাহং সাপি মচ্ছক্তিরূপিণী॥
সাত্ত্বিকং রূপমাস্থায় পূর্ণোঽহং ব্রহ্ম চিৎপরঃ॥৭০॥
ব্রহ্মণাভ্যর্থিতঃ সম্যক্ সম্ভবামি যুগে যুগে।
তয়া সার্দ্ধং ত্বয়া সার্দ্ধং নাশায় দেবতাদ্রুহম্॥৭১॥
ইতি শ্রীচৈতন্যরহস্যে ভক্তিকারণাদিরহস্যকথনং
নাম তৃতীয়রহস্যম্।

শক্তিরূপিণী, আমি সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন করিয়া পূর্ণ-ব্রহ্ম চিৎপর অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছি॥৭০॥

ব্রহ্মা কর্তৃক সম্যক্ প্রার্থিত হইয়া দেবতাদিগের অনিষ্ট-কারী অসুরদিগের নাশের জন্য তোমার সহিত একত্রে যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি॥৭১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যরহস্যে ভক্তি-কারণাদি-রহস্য-কথন নামক তৃতীয় রহস্য।

মঠাশ্রয়ে 'ভাগবত'-শ্রবণ অন্যতম মুখ্যভক্ত্যঙ্গ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

'মঠ' বলিতে ছাত্রাবাস, বিদ্যাপীঠ, মন্দির বা দেবালয় প্রভৃতি। 'মঠ্' ধাতুর অর্থ বাস করা। মঠন্তি বসন্তি যত্র পরমার্থশিক্ষার্থিনঃ— এই বিচারানুসারে মঠ— পরমার্থশিক্ষায়তন। কেবলমাত্র শ্রীমন্দিরে শ্রীভগবদ্-বিগ্রহের সেবা-পূজার ব্যবস্থা থাকিলেই মঠের মঠত্ব সিদ্ধ হয় না। 'মঠ' শব্দে মন্দির বা ভগবদায়তন হইলেও সেই মন্দিরের সেবকগণের ভগবৎসেবা সম্বন্ধে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানার্জ্জনের এবং পরোপচিকীর্ষা-মূলে সেই জ্ঞান বিতরণের আবশ্যকতা অবশ্যই আছে। দেহমন যাঁহার সম্পর্কে সম্পর্কিত হইয়া তাহাদের চেতনতা সংরক্ষণ করে, সেই বস্তুটি হইতেছে—চিৎকণ আত্মা, তাঁহার নিত্যধর্ম্মই পরমাকর্ষক বিভুচিৎ পরমাত্মার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং সেই আকর্ষক পরাৎপর পর-মাত্মারও নিত্যধর্ম্ম জীবাত্মাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার পাদপদ্মে টানিয়া আনিয়া তাহাকে নিত্যানন্দ বিতরণ করা। চিৎকণ জীব নিত্য বলিয়া সেই বিভু নিত্য ভূমা আনন্দময় বস্তুকে না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন 'অল্প' অর্থাৎ সীমা-বিশিষ্ট প্রাকৃত বস্তুতে তাহার আনন্দের চাহিদা মিটিবে না। 'কৃষি' শব্দ আকর্ষক সত্তা-বাচক ও 'ণ' নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দবাচক, এই দুইটির ঐক্যই পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ, তাই ভৃত্যবৎসল কৃষ্ণ আজ বৎসহারা গাভীর ন্যায় অজ্ঞ গোবৎসরূপী তাঁহার ভৃত্যজীবগণকে 'মামেকং শরণং ব্রজ' বলিয়া কতই না ব্যাকুলভাবে ডাকিতেছেন, কিন্তু হায় শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়ামোহ মুগ্ধ হইয়া জীব তাঁহার সেই কাতর আহ্বানে কর্ণপাত করিতে পারিতেছে না। অথচ "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" এই শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশানুসরণ ব্যতীত জীবের সেই দৈবী গুণময়ী দুরত্যয়া ভগবন্ মায়া উত্তীর্ণ হইবারও ত' আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই।

জীবের নিত্যদাস্য 'স্বরূপ' এবং সেই স্বরূপগত নিত্য ধর্ম্ম 'প্রভুসেবা' বিস্মৃত হইবার জন্যই আজ জীবকে নানা-নর্থ-প্রপীড়িত হইয়া তাহার জীবনের সকল সুকল্যাণকে চিরতরে বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রেম মহাধনে বঞ্চিত অজ্ঞানান্ধ জীব আজ কত নিকৃষ্ট ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ অনিত্য হেয় জড় ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পরস্পরে মিত্রতার পরিবর্তে হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্যবিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে—প্রত্যেকেরই স্বার্থগতি যে ভগবৎপাদ-পদ্ম-সেবা, অবিদ্যার কুহকে তাহা তাহাদের ভুল হইয়া গিয়াছে, তাই পরস্পরের অপস্বার্থ-সংঘর্ষ-জনিত মহা ভয়ঙ্কর অশান্তির বিশ্বগ্রাসী অনল আজ এমন ভাবে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। জীবের ভগবদ্ বহির্ম্মুখতা দর্শনেই 'দুর্জ্জয়লিঙ্গ' রুদ্রকোপানল প্রজ্বলিত হয়। যাঁহা হইতে আমাদের উদ্ভব, যাঁহাকর্ত্তৃক জাত হইয়া যাঁহার কৃপায় আমাদের অস্তিত্ব সংরক্ষিত হয়, যাঁহার পাদপদ্মই আবার

দেহাবসানে আমাদের চরম পরম' আশ্রয়, তাঁহার সম্বন্ধে অজ্ঞতাই 'অজ্ঞান' নামে অভিহিত। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যাই আমাদের যাবতীয় অনর্থের মূল। 'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া'—এই কৃষ্ণভক্তি পরা বিদ্যা দ্বারাই সেই অবিদ্যা দূর করিতে হইবে। এজন্য আদর্শ-আচার-পরায়ণ পরবিদ্যাবান্ শুদ্ধভক্তিমান্ ভক্তজন-স্থান মঠমন্দিরাদির অনিবার্য্য প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য্য।

পরম করুণাময় পরংব্রহ্ম শ্রীভগবান্ই শব্দব্রহ্ম—তদীয় শাব্দিক অবতার শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা জীবের নিত্যকল্যাণোপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মঠ-মন্দিরাদিতে এই সকল শাস্ত্র নিত্য আলোচিত হইয়া থাকে। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব মাত্রেরই তাহা অবশ্য শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। দেহ মন অনিত্য জড়বস্তু হওয়ায় তাহার ধর্ম্ম বা স্বভাব সুতরাং অনিত্য, আত্মা নিত্য চিদ্বস্তু হওয়ায় তাহার ধর্ম্ম বা স্বভাবও সুতরাং নিত্য। "এই ধর্ম্ম সাক্ষাদ্ ভগবৎ-প্রণীত। দেবতা, ঋষি, সিদ্ধপ্রধান, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর, চারণাদি কেহই এই ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য জানেন না, কেবল ভগবৎকৃপায় ব্রহ্মা, নারদ, শিব, চতুঃসন, দেবহূতিনন্দন কপিল, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও যমরাজ—এই দ্বাদশ মহাজন ঐ ভাগবতধর্ম্মরহস্য জানেন, ইহা বড়ই গুহ্য, বিশুদ্ধ ও দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু ঐ সকল ভক্তভাগবত-কৃপায় উহা বুঝিতে পারিলে পরম অমৃত আস্বাদনের সৌভাগ্য হয়। শ্রীভগবৎপাদপদ্মে নাম-সংকীর্ত্তন-প্রধান ভক্তি-যোগই এই ভাগবত-ধর্ম্ম এবং ইহাই জীবমাত্রের পরমধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে (ভাঃ ৬ষ্ঠস্কন্ধ অজামিল উপাখ্যান দ্রষ্টব্য)।" "অধোক্ষজ শ্রীভগবানে অহৈতুকী (ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধ্যাদি ফলাভিসন্ধান-রহিতা) ও অপ্রতিহতা (অর্থাৎ অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি বিঘ্ন দ্বারা অনভিভূতা) ভক্তিই জীবমাত্রের পরমধর্ম্ম এবং ইহা দ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন হন" ইহাও শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" —বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নোত্তরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই উক্তি অনুসারে ভক্তভাগবত মহাজনের হৃদয়গুহায় নিহিত ভাগবতধর্ম্মরহস্য জানিতে হইলে সুতরাং ঐ রহস্য উদ্‌ঘাটয়িতা শ্রীব্যাস-শুকাদি মহাজনানুগত্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীভগবৎসকাশে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা চতুঃশ্লোকীরূপে এই ভাগবত শ্রবণ করিয়াছেন, তৎসমীপে দেবর্ষি নারদ, তৎসমীপে বেদব্যাস, তৎসমীপে শুকদেব, তৎসমীপে পরীক্ষিৎ, আবার শুকপরীক্ষিৎ সংবাদ শ্রোতা উগ্রশ্রবা সূত, তৎসমীপে শৌনকাদি—এইরূপে এই ভাগবত ধর্ম্ম শ্রৌতপারম্পর্য্যক্রমে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। আবার কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি সপার্ষদে সর্ব্বশাস্ত্র-সার-শিরোমণি এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থরাজকে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বিচারে প্রমাণশিরোমণি বলিয়া স্বীকার করায় তাহার পঠন-পাঠন আমাদের অবশ্য করণীয় কৃত্যরূপে স্বীকার্য্য হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে—"শুশ্রূষন্ সুপঠন বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ" অর্থাৎ ভক্তি সহকারে ইহার শ্রবণ, সুপঠন ও বিচার বা ইষ্টগোষ্ঠী করিলে নরমাত্রই বিমুক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভে সমর্থ হইবেন।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীব্যাসশুকাদি মহন্মুখরিত শ্রীবেদব্যাসের ভক্তিযোগ সমাধিলব্ধ—শৌনকাদি ষষ্টি-সহস্র ঋষির মহাসভায় সমাদৃত শ্রীউগ্রশ্রবা সূত বর্ণিত এই শ্রীভাগবত-শ্রবণকে শ্রবণ ভক্ত্যঙ্গ যাজনে সর্ব্বমুখ্যশ্রবণ বলিয়া জানাইয়াছেন। গরুড়-পুরাণে এই শ্রীমদ্ ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের 'অর্থ', মহাভারতের 'অর্থ বিনির্ণয়', 'ব্রহ্ম-গায়ত্রীর 'ভাষ্য' স্বরূপ এবং 'বেদার্থ-পরিবৃংহিত' (সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য দ্বারা সংবর্দ্ধিত) বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয় পার্ষদ শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকে বলিলেন—

আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তাঁহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন স্থানে॥
ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥

* * * *

প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা গেলা বৃন্দাবনে।
আশ্রয় করিলা আসি রূপ-সনাতনে॥

রূপ গোসাঞির সভায় করেন ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন॥

—চৈঃ চঃ অ ১৪।১২০-১২১,১২৫,১২৬

শ্রীমন্মহাপ্রভু সংক্ষেপে বেদান্তের মুখ্য তাৎপর্য্য শ্রবণেচ্ছু, শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উপলক্ষ্য করিয়া যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ২৫শ পরিচ্ছেদে ৮৯ হইতে ১৫২ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

বেদরূপ কল্পবৃক্ষের বীজ-স্বরূপ—সর্ব্ববেদের মহাবাক্য—প্রণব, ঐ বীজের অঙ্কুরস্বরূপে প্রণবার্থ—বেদমাতা ব্রহ্মগায়ত্রী এবং ফল স্বরূপে চতুঃশ্লোকী ভাগবত। ব্রহ্মাকে শ্রীভগবান্ চতুঃশ্লোকীরূপে যে ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা তাহা তৎপুত্র দেবর্ষি নারদকে উপদেশ করিলেন। নারদ আবার সেই অর্থ বেদব্যাসকে কহিলেন। তাহা শুনিয়া বেদব্যাস বিচার করিলেন—

"এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ।
ভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৯৫

তদনুসারে সমগ্র বেদ ও সেই বেদের শিরোভাগ স্বরূপ সমস্ত উপনিষদের সার সমুদ্ধার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপে শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করিলেন। বেদশাস্ত্রে যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন জ্ঞান নিরূপিত আছে, তাহা সমগ্র বেদের সার নির্য্যাস স্বরূপ শ্রীমদ্ ভাগবতের চতুঃশ্লোকীতে বিবৃত এবং তাহাই আবার সবিস্তারে সমগ্র ভাগবতের অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে বিশদরূপে সমাখ্যাত হইয়াছে। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ড ক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর—মুখ্যতঃ এই একাদশ সংখ্যক উপনিষদের সারাংশ সূত্রাকারে লইয়া ব্রহ্মসূত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যেমন ঈশোপনিষদের 'ঈশাবাস্য' মন্ত্রার্থ ই শ্রীমদ্ভাগবতে 'আত্মাবাস্যমিদং' ইত্যাদি শ্লোকাকারে বর্ণিত হইয়াছে। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রের ভাষ্য স্বরূপেই শ্রীভাগবতের প্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোক আরম্ভ এবং উহাতেই ব্রহ্মগায়ত্রীর ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন।
'সত্যং পরং' সম্বন্ধ, 'ধীমহি'-সাধনে প্রয়োজন॥

—চৈঃ চঃ ম ২৫।১৪০

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুদেব উহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের আরম্ভ শ্লোকেই গায়ত্রীর অর্থ। পরম সত্যই—'সম্বন্ধ', ধ্যানচেষ্টা বা সাধনভক্তির অনুষ্ঠানই—'অভিধেয়' এবং প্রাপ্ত-ফল ধ্যান বা প্রেমভক্তিই অভিধেয়ের প্রাপ্য 'প্রয়োজন' ফল।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে পৌঁছিবার পূর্ব্বে বিশত্রিশ জন পণ্ডিত লইয়া স্বগৃহে ভাগবতাদি শাস্ত্র বিচার করিয়াছেন—

"লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।
আপনে স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা।
ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৬-১৭

মহাভারত ও তাহার তাৎপর্য্য নির্ণায়ক শ্রীমদ্ভাগবতকেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শাস্ত্রমধ্যে প্রধান বলিয়া জানাইয়াছেন এবং এই দুই গ্রন্থে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার আছেন, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

"ভাগবত-ভারত—দুই শাস্ত্রের প্রধান।"
*　　*　　*　　*
"সেই দুই কহে—কলিতে সাক্ষাৎ অবতার।"

—চৈঃ চঃ ম ৬।৯৭-৯৮

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'আত্মারামাশ্চ' শ্লোকের একষষ্টি প্রকার অর্থ শ্রবণ করিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ সবিস্ময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ ধারণ করিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন—

"সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সর্ব্ববেদ প্রবর্ত্তন॥
তুমি বক্তা—ভাগবতের, তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ॥"

তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু কহিতেছেন—

(প্রভুকহে,—) কেনে কর আমার স্তবন।

ভাগবতের স্বরূপ কেনে না কর বিচারণ॥
কৃষ্ণ-তুল্য ভাগবত—বিভু, সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতিশ্লোকে প্রতি-অক্ষরে নানা অর্থ কয়॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাঁহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥

—চৈঃ চঃ ম ২৪।৩০৯-৩১৩

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার্য্য বিষয়—

কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আর।
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব-সার॥
শ্রীভাগবত-তত্ত্বরস করিলা প্রচারে।
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত, জানাইলা সংসারে॥

—চৈঃ চঃ ম ২৫।২৫৮-২৫৯

চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে 'তদীয়'-সেবা-বর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

'তদীয়'—তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা ভাগবত।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥

—চৈঃ চঃ ম ২২।১২১

আবার পঞ্চ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ মধ্যেও শ্রীভাগবত শ্রবণ—অন্যতম :—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, **ভাগবতশ্রবণ**।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥
(কিন্তু) এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
'নিষ্ঠা' হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥

—চৈঃ চঃ ম ২২।১২৪,১২৫,১২৯

"শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ"—এই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুবাক্য দ্বারা শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপাদ জানাইয়াছেন — অপ্রাকৃতরস-বিশেষ-ভাবনাচতুর — শুদ্ধভক্তিরসতাৎপর্য্যবিদ্ শ্রীকৃষ্ণভজনবিজ্ঞ সমজাতীয় বাসনাদ্বারা স্নিগ্ধ অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ রসিক সাধু সঙ্গে এই শ্রীমদ্ভাগবতার্থ আস্বাদনীয়। তদ্ব্যতীত শ্রৌতমার্গানুসৃত ভক্তিযোগ-ত্যাগী সাধারণ বৈয়াকরণিক, শব্দশাস্ত্রজ্ঞ, প্রাকৃতকাব্যরসামোদী কবি, সাহিত্যিক, যোষিৎসঙ্গী, গৃহব্রত, বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবার নিত্যত্ব অস্বীকারকারী মায়াবাদী, নামাপরাধী, বেষোপজীবী, মন্ত্রোপজীবী, ভাগবতব্যবসায়ী প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণরত জড়বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের সাহচর্য্যে কখনও পারমহংস্যশাস্ত্রার্থবোধ সম্ভব হইতে পারে না। তাঁহারা শ্রীমদ্ ভাগবততাৎপর্য্য গ্রহণে সম্পূর্ণ অনধিকারী। "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" তথা "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিবাক্য হইতে জানা যায় যে,—শ্রীভগবানের ন্যায় তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে যাঁহার পরা ভক্তি বিদ্যমানা, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই সচ্ছাস্ত্রের এই সকল কথিত অর্থ প্রকাশিত হয় অর্থাৎ তিনিই শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ অবধারণ করিতে পারেন। প্রাকৃতবুদ্ধি দ্বারা বা টীকা-টিপ্পনী পড়িয়া শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রকৃত মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, ভক্তিদ্বারাই শ্রীভাগবতার্থ উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর জানাইয়াছেন—

'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥"

কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসুখতাৎপর্য্যপরতা ব্যতীত জড়বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি দ্বারা শ্রীমদ্ ভাগবতার্থ যেমন দুর্ব্বোধ্য, আবার শ্রীমদ্ ভাগবতার্থবোধের সার্থকতাও লক্ষিত হইবে সাধুগুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে অবিশ্রান্ত নিরন্তর নিরপরাধে শুদ্ধনামগ্রহণে নিষ্ঠা ও রুচির উদয়ে। ইন্দ্রিয়-তর্পণপর জড়বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শনমূলে বা জড়ীয়লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষায় শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ-পঠনাদি বৃথা কালক্ষেপ মাত্র।

শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্র-তরঙ্গ॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।১৩১-২

যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়—'সিদ্ধান্ত' 'সিদ্ধান্ত' করিয়া এত ব্যস্ত হইবার কি প্রয়োজন, ভক্তি করিলেই হইল? তাহাতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞান

দ্বারাই ভজনানুরাগ বর্দ্ধিত হয়,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্য-মহিমা জানি এসব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে॥"

—চৈঃ চঃ আ ২।১১৭-৮

শ্রীল স্বরূপ দামোদরও বলিয়াছেন—

'রসাভাস' হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ'।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৯৭

যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
'রস' 'রসাভাস' যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত সিন্ধু নাহি পায় পার॥ ইত্যাদি···

—চৈঃ চঃ অ ৫।১০২-৩

সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থরাজ—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ষট্সন্দর্ভ, বৃহদ্ভাগবতামৃত, বৃহদ্-বৈষ্ণবতোষণী, লঘু-বৈষ্ণবতোষণী, ভাবার্থদীপিকা, সারার্থদর্শিনী প্রভৃতি ব্যাখ্যাসহ সাধুগুরুপাদাশ্রয়ে—তাঁহাদের একান্ত আনুগত্যে প্রণিপাতপরিপ্রশ্ন-সেবাবৃত্তিসহ আলোচনা না করিলে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন বিশেষ জ্ঞান লাভ হয় না, তাহা না হইলে ভজন সাধনও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। এজন্য মঠাদি আশ্রয় পূর্ব্বক শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে—

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥
অসাধুসঙ্গে ভাই নাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে 'নাম' কভু নয়॥
কভু নামাভাস, সদাই নামাপরাধ।
ইহা ত' জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥

ভক্ত ও ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ১ ভাদ্র, ১৭ আগষ্ট শনিবার শ্রীনন্দোৎসব-বাসরে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ তাঁহার অভিভাষণে ভক্ত ও ভগবানের মহিমা বর্ণনমুখে বলেন,—

"ভগবান্ মান্‌লে 'ভগ' মান্‌তে হবে। 'ধনবান্' শব্দ ব্যবহার করে যদি ধন না মানি, তা' হলে তার প্রয়োগ যেমন যথার্থ হয় না, তদ্রূপ 'ভগ' না মেনে ভগবান্ শব্দ প্রয়োগ বৃথা হবে। যাঁর ধন আছে তাঁকে যেমন ধনবান্ বলে, তদ্রূপ যাঁর 'ভগ' আছে তাঁকে ভগবান্ বলে। 'ভগ' শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য বা শক্তি। শক্তিযুক্ত তত্ত্বকে ভগবান্ বলা হয়, কোন্ শক্তিযুক্ত তা' বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায় যতপ্রকার শক্তি হতে পারে ততপ্রকার শক্তি-যুক্ত অর্থাৎ ভগবান্ শব্দের অর্থ সর্ব্বশক্তিমান্। শাস্ত্রে ষড়্‌বিধ 'ভগ' উল্লিখিত হইয়াছে। 'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥'—বিষ্ণুপুরাণ। যাঁতে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সমগ্রতা রয়েছে তাঁকে ভগবান্ বলে। ভগবানে সৌন্দর্য্য থাকায় তিনি রূপবান্, অতএব সাকার। কিন্তু সাকার বলায় তাঁর রূপকে প্রাকৃত কালক্ষোভ্য লম্বা চওড়া ও উচ্চতা তিন মানের অন্তর্গত মনে করলে ভুল করা হবে। ভগবানের চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা জড়মায়ার পরিণতির নশ্বরতা ও অবরতা দেখে আমরা যদি তৎকারণ ভগবানের অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ চিন্ময়-রূপ সম্বন্ধেও তদ্রূপ চিন্তা করে উক্ত দোষ তাঁতে আরোপ করতে যাই তা' হলে মূর্খতা হবে। বস্তু অস্তিত্ব অববোধক। ছায়াতে বস্তুর বাস্তব সত্তা নাই। তবে ছায়ার প্রতীতি বা অস্তিত্ব দেখা যাওয়ায় যদি তাকে বস্তু
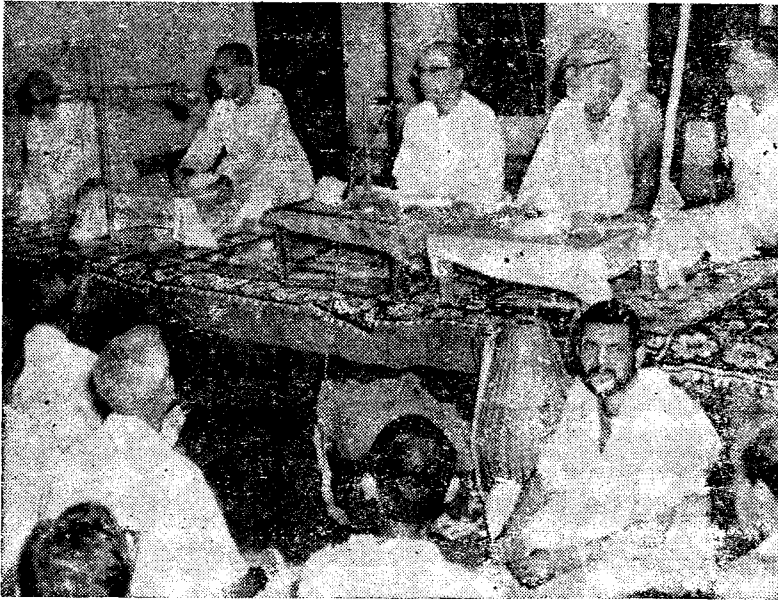
ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে ভাষণরত প্রধান অতিথি শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার বামপার্শ্বে সভাপতি প্রধান বিচারপতি শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ এবং তৎপার্শ্বে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ।

বল্‌তে হয়, তা' হ'লে ছায়াকে 'অবাস্তব বস্তু' বল্‌তে হবে। ছায়া বা অবাস্তব বস্তুর বস্তুসত্তা না থাকায় তৎসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞান কখনও তৎকারণ বাস্তব বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা দিতে পারে না। শ্রুতি বলেন, "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥" (শ্বেঃ উঃ ৩।১৯)। ভগবানের হস্তপদ নাই, কিন্তু তিনি গ্রহণ করেন চলেন, চোখ নাই দেখেন, কাণ নাই শোনেন ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ কথার তাৎপর্য্য এই যে ভগবানের আমাদের ন্যায় প্রাকৃত আকার নাই, তিনি অপ্রাকৃত আকারবিশিষ্ট। বস্তুতঃ সর্ব্বকারণকারণ গোবিন্দের রূপ আছে বলেই আমরা জগতে রূপ দেখ্‌ছি। কারণে রূপ না থাক্‌লে কার্য্যে রূপ দেখা যেত না। Nothing থেকে কখনও Something হয় না।

পূর্ব্বে বলেছি ভগবান্ মান্‌লে শক্তি মান্‌তে হবে, নতুবা ভগবান্ মানা হয় না। ভগবান্ অনন্তশক্তিযুক্ত হলেও তাঁতে তিন শক্তি প্রধানা—অন্তরঙ্গা (চিচ্ছক্তি), বহিরঙ্গা (মায়াশক্তি) ও তন্মধ্যবর্ত্তী তটস্থা (জীবশক্তি)। যে শক্তির আশ্রয়ে ভগবানের ভিতরে, হৃদয়ে প্রবেশ করা যায়, তাকে অন্তরঙ্গা এবং যে শক্তির দ্বারা অভিভূত হলে জীব ভগবান্ হ'তে বাইরে চলে আসে ও বহির্বিষয়ে আসক্ত হয় তাকে বহিরঙ্গা বলে। অন্তরঙ্গা শক্তি উন্মুখতোষণী, বহিরঙ্গা-শক্তি বিমুখমোহিনী। অন্তরঙ্গা শক্তি ভগবানের অদ্বয়মুখে সাক্ষাৎ সেবা করেন বলে তাঁকে ভক্ত বলা হয়। ভক্ত ও ভগবান্ এক অদ্বয় বস্তু। একই বস্তুতে দুটী ভাব—Predominating and Predominated, ভোক্তা ও ভোগ্য, সেব্য ও সেবক, আরাধ্য ও আরাধক।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥ (চৈঃ চঃ)

আবার স্বরূপ শক্তিতে (চিচ্ছক্তিতে) তিনটী প্রভাব লক্ষিত হয়—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। সন্ধিনী প্রভাবের দ্বারা সত্তা সংরক্ষিত হয়, সম্বিদের দ্বারা সম্যক্ বেদন বা

অনুভব এবং হ্লাদিনী হতে ক্রিয়া বা আনন্দ—সন্ধিনী শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীবলদেব, সম্বিৎ-শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ এবং হ্লাদিনী-শক্তিমতী শ্রীরাধিকা। যে শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বোত্তমরূপে আহ্লাদ দেন, তিনিই হ্লাদিনীর সার মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী রাধিকা। বাৎসল্যরসের সেবক-সেবিকা শ্রীনন্দমহারাজ ও শ্রীযশোদা মাতা শ্রীকৃষ্ণকে উত্তমরূপে আহ্লাদ দিয়েছিলেন বলে তাঁরাও ভক্তোত্তম। আজ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবে নন্দমহারাজের আনন্দোৎসব। তাঁর কৃপা হলে আমরা কৃষ্ণকৃপা লাভে সমর্থ হব।

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

—পদ্যাবলী

ভবভীত ব্যক্তিগণ কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করেন করুন, আমি কিন্তু নন্দ-মহারাজকে বন্দনা করছি, কারণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যাঁর প্রেমে বশীভূত হয়ে তাঁর অলিন্দে হামাগুড়ি দিচ্ছেন।

"নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥"

—ভাগবত

—হে ব্রহ্মন্, নন্দ মহারাজ এমন কি সুকৃতি করেছিলেন, যে-জন্য কৃষ্ণ তাঁর পুত্ররূপে এসেছিলেন, যশোদাই বা এমন কি সুকৃতি করেছিলেন, যে-জন্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম কৃষ্ণ তাঁকে 'মা' বলে ডেকে তাঁর স্তন-দুগ্ধ পান করেছিলেন।

একদা ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করবার জন্য গোবৎস ও গোপবালকগণকে হরণ করার পর তৎকর্তৃক মোহিত হলে তচ্চরণে শরণাগত হয়ে স্তব করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয় ব্রজবাসিগণের প্রেমসৌভাগ্যাতিশয্যের প্রশংসা করে বলেছিলেন—

"অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥"

—নন্দগোপ ও ব্রজবাসিগণের ভাগ্যের সীমা নাই যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন তাঁদের মিত্র-রূপে প্রকট হয়েছেন।

ধর্ম্মসভার পঞ্চম অধিবেশনে ভাষণরত শ্রীরাধাকৃষ্ণ কনোরিয়া তাঁহার বামপার্শ্বে
সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার
শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ সেন।

অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব অষ্টোত্তরশতশ্রী ওঁ
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের
পঞ্চষষ্টিতম আবির্ভাব-বাসরে তদীয় শ্রীচরণসরোজে

ভক্তি-অর্ঘ্য

গুরুদেব!

তুমি আরাধ্যতম।
তব শ্রীচরণে অর্ঘ্যপ্রদানে
বাসনা জেগেছে মম॥

কিরূপে অর্ঘ্য র'চি।
নাহিক আমার হৃদয়ে ভকতি,
শরীরে নাহিক প্রচুর শকতি,
সদা চঞ্চল আমার প্রকৃতি,
নহিত শুদ্ধ শুচি॥

আজি তিথি একাদশী।
তোমার প্রকটবাসরে আজিকে,
ভকত সকল মেতেছে পুলকে,
আনন্দ গান ভূলোকে দ্যুলোকে,
দূরে গেছে তমোরাশি॥

তব অমৃতবাণী।
যে-দিন কর্ণকুহরে পশিল,
পরাণ পুলকে পূরিত হইল,
সন্দেহ সব সুদূরে সরিল,
ঘুচালো চিত্ত-গ্লানি॥

তব কথা অনুসরি।
জ্ঞান, করমে অনুরাগ ছাড়ি',
ভকতি-সাধনে মন দৃঢ় করি',
সকল দশায় স্মরিনু শ্রীহরি,
হরষ হইল ভারি॥

মোর প্রতি কৃপা করি'।
আছিনু বদ্ধ মোহ-কারাগারে,
ত্রিতাপ-যুক্ত মায়া-সংসারে,
তথা হ'তে তুমি তুলিলে আমারে,
টানিয়া দু'হাতে ধরি'॥

তব উপদেশ শুনে।
জীবের স্বরূপ জানিতে পারিনু,
প্রয়োজন তার কিবা তা' বুঝিনু,
কিরূপে পাইব তাওত শিখিনু,
উৎসাহ জাগে মনে॥

করম বিপাকে মোর।
উন্নতি নাহি সাধন ভজনে,
বিষয়-বাসনা নাহি ছাড়ে মনে,
ঘিরিয়া রহিল পরিজন-গণে,
ছাড়িছেনা মায়া ঘোর॥

কেমনে ভজন হবে।
তৃণ হ'তে দীন হইতে নারিনু,
তরুসম সব কিছু না সহিনু,
অন্যেরে মান দিতে না পারিনু,
রহিনু অন্ধকূপে॥

অপার করুণা তব।
যোগ্যতা হীন এই অধমেরে,
নিয়েছিল তব আপনার ক'রে,
ভব-পারাবারে পার করিবারে,
কি আর অধিক ক'ব॥

ভাবিতেছি এবে তাই।
বিশেষ করুণা তুমি যদি কর,
দোষ সব ভুলি' গুণ যদি ধর,
শ্রীচরণে স্থান যদি দান কর,
তা'হ'লে উদ্ধার পাই॥

তুমি অন্তরতম।
ভকতি-বিহীন অর্ঘ্য-রচনা,
গ্রহণ করিয়া পূরাও বাসনা,
সফল হইবে দীনের সাধনা,
অপরাধ মোর ক্ষম॥

তব আবির্ভাব-তিথিবরা আজি অশেষ কলুষ নাশি'।
দীপ্ত হইয়া প্রকাশিত হ'ক হৃদয়-মাঝারে আসি'॥
(যেন) করিবারে পারি অনুদিন তব শ্রীচরণ-বন্দন।
তাহাতে লভিব পরমা শান্তি ঘুচিবেই বন্ধন॥

মারিসদা, মেদিনীপুর
২৬শে দামোদর, ৪৮২ গৌরাব্দ।
উত্থান একাদশী।

কৃপালেশ-প্রার্থী দাসানুদাস
শ্রীবিভুপদ দাসাধিকারী

অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের
পঞ্চষষ্টিতম শুভাবির্ভাব-বাসরে তদীয় শ্রীচরণ-কমলে

ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

মূকে বাক্‌শক্তি স্ফুরে, পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি। অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লভে, যাঁর কৃপা বরি'॥
পরম আরাধ্য মোর সে গুরু-চরণে। অসংখ্য প্রণতি আজি করি নিবেদনে॥

বন্দি উত্থানৈকাদশী শ্রীহরি-বাসর,
কৃপা করি' অবতীর্ণ অবনী ভিতর।
তব সমাশ্রয়ে আজ ভগবান্ হরি
প্রকট হইলা মর্ত্ত্যে গুরুরূপ ধরি'॥১॥

কি মহা-আনন্দ আজ চারিদিকে হেরি,
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি দশদিক ভরি'।
বন্দি হরি, গুরুদেব, বৈষ্ণব-চরণ,
এ অধমে কৃপা সবে কর অনুক্ষণ॥২॥

জয় জয় ধ্বনি সর্ব্ব গগন ছাইল,
মোর প্রভু-গুণ-গানে জগৎ ভরিল।
শ্রীগুরু-দর্শনে নাশি' সর্ব্ব অমঙ্গল,
তাপহত জীবকুলে করিল শীতল॥৩॥

গুরুদেব!
মায়াগ্রস্ত জীবকুলে করিতে উদ্ধার,
তব স্নেহ-প্রস্রবণ অনন্ত অপার।
ভবদাবদগ্ধ জীবে সিঞ্চি' স্নেহধারা,
হরিকথামৃত-পানে কৈলে আত্মহারা॥৪॥

ভারতের বহুস্থানে স্থাপি' মঠালয়,
শুদ্ধসেবা-রীতি প্রভো শিখাও সবায়।
তৃণাপেক্ষা হীন দীন মানদ অমানী
হইয়া বিতর' জীবে শ্রীচৈতন্য-বাণী॥৫॥

বিশ্ববাসী আজ সব দেখ পথহারা,
দিশে হারা জগতের তুমি ধ্রুবতারা।
(তা'দের) শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় অভিষিক্ত কর,
জাগিয়া উঠুক জীব ছাড়ি' মোহ ঘোর॥৬॥

কি কাজ বহিয়া এই দরিদ্র জীবন,
বিফলে চলিয়া যায় দিন অকারণ।
অগতির গতি তুমি ওগো দয়াময়,
শ্রীচরণে দেহ স্থান হইয়া সদয়॥৭॥

অনাথ-বৎসল তুমি, তব দাস্য মাগি,
এ প্রসাদ কর দান তব কৃপা লাগি'।
তব অন্তরঙ্গ ভক্ত-জনের সহিত
কাটে যেন দিনগুলি হ'য়ে অপতিত॥৮॥

উপদেশ করিয়াছ অনাসক্ত হ'তে,
নির্ব্বন্ধ করিয়া লক্ষ শ্রীনাম জপিতে।
(এই) লক্ষপতি-হস্ত বিনা অন্য হস্ত হ'তে
একবিন্দু জল গৌর না চান লইতে ॥৯॥

কৃপা করি' কর প্রভো শকতি-সঞ্চার,
শ্রীনাম-ভজনে রতি জাগুক আমার।
অপরাধ-শূন্য হ'য়ে যেন নাম গাই,
অসাধ্য সাধিয়ে যদি তব কৃপা পাই ॥১০॥

সংসার-দুঃখের ক্ষয় কতদিনে হবে,
তুচ্ছ জড়াসক্তি মোর কতদিনে যাবে।
কৃপা করি' অধমেরে কর গো উদ্ধার
পিয়াইয়া হরিনামামৃত-সুধাসার ॥১১॥

ইচ্ছা হয় প'ড়ে থাকি চরণে তোমার,
কৃপা করি' দাও যদি সেবা-অধিকার।
কিন্তু ভক্তসঙ্গে বাস বহু ভাগ্যে মিলে,
কি ভাগ্য ক'রেছি পাব চরণ-কমলে ॥১২॥

বার্দ্ধক্যে এখন রোগে হইয়াছি হত,
শক্তি-বুদ্ধি-হীন মোরে কর আত্মসাথ।
কৃপা করি' পদতলে দেহ মোরে স্থান,
তুমি বিনা কা'র আর লইব শরণ ॥১৩॥

তব পদতলে বসি' গাব হরিনাম,
অপরাধ দূরে যাবে পূর্ণ হবে কাম।
সাধু-সঙ্গে বসি' সদা হরি-লীলারসে
মজিয়া কাটাব কাল প্রেমধন আশে ॥১৪॥

একেত দুর্জ্জন আমি কৃষ্ণভক্তি নাই,
বুঝিতে না পারি কিসে শ্রীচরণ পাই।
তুমিত করুণাময় ইহাই ভরসা,
অবশ্যই স্থান পাব এই মোর আশা ॥১৫॥

সকলেই আসিয়াছে পূজিতে চরণ,
আমিও তাঁদের সঙ্গে এক অভাজন।
ভক্তিহীন আমি, নাই কোন উপায়ন,
কৃপা করি' ধর শিরে তব শ্রীচরণ ॥১৬॥

তব অহৈতুকী কৃপা বিনা দেখি উপায় নাহিত আর।
ভীম ভবার্ণবে দেখে শঙ্কা চিতে হইয়াছে দুর্নিবার ॥
লওহে প্রণতি দণ্ডবৎনতি এ দাসেরে দয়া করি'।
কর মোরে পার ভব-পারাবার ওগো পারের কাণ্ডারি ॥১৭॥
অন্য অভিলাষ জ্ঞান-কর্ম্ম-ফাঁস ঘুচাইয়া কৃপা কর।
তব দাস্য দিয়া কর মোর হিয়া নাম-সেবা-তৎপর ॥
নাম-চিন্তামণি সর্ব্বশ্রেয়ঃ খনি নামে রতি দাও মোরে।
শ্রীনাম-কৃপায় সর্ব্বসিদ্ধি হয় কহে শাস্ত্র তারস্বরে ॥১৮॥

গোপালপুর, দমদম (২৪ পরগণা)
শ্রীউত্থান একাদশী
১লা নভেম্বর, ১৯৬৮

নিত্য শ্রীচরণ-সেবাপ্রার্থী দাসাধম
শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের

পঞ্চষষ্টিতম শুভাবির্ভাব-বাসরে

দীনের বিজ্ঞপ্তি

পতিতপাবন শ্রীল গুরুদেব !

তর্কাতীত ভূমিকায় আপনার শ্রীবিগ্রহের নিত্য প্রকাশ। আপনি প্রকৃতিগুণ-সংসর্গে নিত্য-দোষযুক্ত মাদৃশ অধম জনকেও কৃপা করিবার নিমিত্ত পতিতপাবন মূর্ত্তিতে প্রপঞ্চে সাময়িকরূপে প্রকাশিত থাকিলেও কখনও প্রপঞ্চাধীন বস্তু-বিশেষ নহেন। আপনার শ্রীবিগ্রহের সুষ্ঠু দর্শন তখনই আমার পক্ষে সম্ভব হইবে, যখন আমি সমুদয় তর্কপথ পরিত্যাগ করিয়া আপনার রাতুল শ্রীচরণ-যুগলে একান্তভাবে প্রপন্ন হইতে পারিব। কিন্তু উক্ত সাধন সম্পূর্ণ আপনার অহৈতুকী কৃপা-সাপেক্ষ বলিয়াই জানিয়াছি। আপনি কৃপা করুন।

কার্য্য-কারণাতীত নিত্য চিল্লীলামিথুনান্বয়ে আপনার নিত্য প্রকাশ যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাঁহাদের আর জগদ্দর্শন করিতে হইবে না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানের তুর্ব্বল অধিকারে তাহা কখনই সম্ভব নহে। তদ্বস্তু দর্শনের বা বোধের একই মাত্র উপায়—অধোক্ষজ বস্তু যে আপনি, আপনাতে নির্ব্যলীক শরণাগতি। পরন্তু এই শরণাগতি, শরণাগত ও শরণ্যের শিক্ষা সমুদয় জীবজগৎ অদ্বয়-প্রকাশ আপনার নিকট হইতেই মাত্র লাভ করিতে সমর্থ। আপনি কৃপা করুন।

ব্যষ্টি বা সমষ্টি সুখের স্বতন্ত্র অনুভূতিই জগৎ। ইহার ফল যে তুঃখময়, তাহা আপনার অহৈতুকী করুণা মাত্রেই ক্রমশঃ আমাদের অনুভবের বিষয় হইতেছে। ইহাকে মূলের ব্যতিরেক পরিচয় বলিয়াই আমরা জানিয়াছি। মৌলিক জগতে অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তির বিলাসে কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য্য-জনিত যাবতীয় বিচিত্রতা ঐকতানের মাধুর্য্যকে স্বাতুতর করিতেছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমি যেন তৎপরত্বে নির্মলতা লাভে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিয়া অধোক্ষজ বস্তুতে কখনও তর্কের যোজনা না করি, পরন্তু 'চ' বা 'তু' করিয়া তাঁহার সমূহ ক্রিয়াকেই শিরে ধারণ করতঃ তাঁহার স্বরাট্ত্ব ও নিজ ক্ষুদ্রত্ব অনুভবে কৃতকৃতার্থ হইতে পারি,—এই শুভবাসরে এদাসের ইহাই আপনার শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা। আপনি কৃপা করুন।

পরিদৃশ্যমান ও অপরিদৃষ্ট যাবতীয় ভালবাসা ও বিরোধ বা অমিল (Love and rupture) শ্রীকৃষ্ণ-সুখ-সম্বন্ধপর বিচারে চরমে একতাৎপর্য্যপর জানিয়া যেন নিয়তই কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সুখান্বেষী হইতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধযুক্ত আশ্রয়ানুভূতির যাবতীয় অভিব্যক্তি যেরূপই হউক না কেন, তাহা বিষয়-গৌরব-বশতঃ ঐকতানতা লাভ করায় আপাত বিরুদ্ধভাবসমূহও চরমে অধিকতর সৌন্দর্য্য এবং

মাধুর্য্যেরই ভাবধারা প্রকাশ করিবে, ইহা যেন আমি উপলব্ধি করতঃ তাহাতেই সম্যক্ ব্যবসিত হইতে পারি, ইহাই ভবদীয় শ্রীচরণান্তিকে দাসের প্রার্থনা। আপনি কৃপা করুন।

সংসারসমুদ্রতারণে সুচতুর আপনি, অনন্ত করুণাময় আপনি ও নিরলস আপনি। আপনার সকৃৎ অঙ্গীকৃত এ'দাসকে দুর্দ্দৈব বশতঃ পতিত ও বিমুখ দর্শনে তদুদ্ধার বিষয়ে হতাশ হইয়া পরিত্যাগ করিবেন না, ইহাই সকরুণ প্রার্থনা। আপনি কৃপা করুন।

দুর্ভাগ্য আমার, এই শুভবাসরে আপনার আজানুলম্বিত শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎদর্শনে তথা বন্দনে বঞ্চিত থাকিলাম। আপনার ভুবনসুন্দর সৌম্য ও শান্ত চিদ্বিগ্রহ আপনার ভুবনমঙ্গল নিত্যনামের সহিত অভিন্ন এবং একে অন্যের নিত্য প্রকাশক। এতদুভয় স্বরূপই আপনার নিত্য তনু। আমি যেন উভয় স্বরূপকেই নিত্য আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের নিত্য জয়গান গাহিতে পারি, ইহাই কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা। আপনি কৃপা করুন।

অন্তরে ও বাহিরে আপনার শ্রীচরণকমল হইতে সুদূরে অবস্থিত হইলেও আমরা সর্ব্বাবস্থায়ই আপনার নিত্য দাস এবং আপনি আমাদের নিত্য প্রভু, অভিভাবক ও নিয়ন্তা। আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে কোটি কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইতেছি। আপনি কৃপা পূর্ব্বক অমায়ায় তাহা স্বীকার করুন এবং শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-দাস্যে আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে নিযুক্ত করুন, ইহাই গললগ্নীকৃতবাসে আমাদের বিনীত প্রার্থনা। আপনি কৃপা করুন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
হায়দ্রাবাদ-২, অন্ধ্রপ্রদেশ
২৪।১০।১৯৬৮

সেবকাধম
শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী

পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের

পঞ্চষষ্টিতম শুভাবির্ভাববাসরে তদীয় শ্রীচরণকমলে

দীন সেবিকার ভক্তিকুসুমাঞ্জলি

গুরুদেব!

আজি এই পুণ্যদিনে, বড় সাধ আছে মনে,
পূজিবারে ও' রাঙ্গাচরণ।
সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি, শ্রীচরণে দিব ডালি',
করযোড়ে করিব স্তবন॥

পত্র পুষ্প ফল জল, লহত তুমি সকল,
কিন্তু ভক্তিপূত যদি হয়।
(তাই) শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে, পূজি তোমা ভক্তিভরে,
অধমেরে হওহে সদয়॥

দাসীর অনুদাসী জ্ঞানে, যদি পদে দিলে স্থানে,
এই কৃপা কর অমায়ায়।
অনর্থ ঘুচিয়া যায়, জীবন সার্থক হয়,
নামে যেন রতি বৃদ্ধি পায়॥

তব উপদেশ-কথা, হৃদে যেন থাকে গাঁথা,
সদা যত্ন করি পালিবারে।
তোমার করুণা হবে, সর্ব্ব বিঘ্ন দূরে যাবে,
ছিন্ন ভিন্ন হবে মায়া-ডোরে॥

করিবেন কৃষ্ণ দয়া,　　　তব প্রেমবশ্য হঞা,
ভক্তাধীনে স্বতন্ত্রতা নাই।
ভকত-বৎসল হরি,　　　ভক্তদাস মোরে স্মরি',
আত্মসাৎ করিবে গোঁসাই॥

চিদানন্দময় দেহ,　　　দিয়া করিবেন স্নেহ,
নিত্য সেবায় দিবে অধিকার।
তোমা কৃপা বিনা তাই,　　　আর অন্য গতি নাই,
কৃপা করি' কর অঙ্গীকার॥

জনম সার্থক কর,　　　দিয়া সেবা-অধিকার,
শ্রীচরণ চাহি পূজিবারে।
তব সম দয়ানিধি,　　　নাহি দেখি অত্যাবধি,
করুণা করহ এইবারে॥

হিমগিরি-শিখা সম,　　　উন্নত হৃদয় তব,
করুণায় র'য়েছে ভরিয়া।
শত শত ঝরণার,　　　ধারাসম অনিবার,
বহিতেছে জগৎ প্লাবিয়া॥

সূর্য্য সম জ্যোতির্ম্ময়,　　　তব অঙ্গকান্তি হয়,
চন্দ্র সম স্নিগ্ধ স্নেহধারা।
মলয় পবন বহে,　　　তব গুণগাথা গাহে,
যশোগানে হ'ল বিশ্ব ভরা॥

ওগো করুণার সিন্ধু,　　　দাও মোরে ভক্তিবিন্দু,
ধন্য কর অধন্য জীবন।
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা,　　　স্থাবর জঙ্গম ধরা,
সবে ধন্য পাই' ভক্তি-ধন॥

শ্রীরাধা-প্রাণবল্লভ,　　　'ভক্তিপ্রিয় শ্রীমাধব',
আশ্রয় রূপেতে মহাতীর্থ।
(তথাপি) আর্য্যাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্য,　　ভ্রমিয়াছ সর্ব্বতীর্থ,
নাশিয়াছ জীবের অনর্থ॥

অতীর্থ হইল তীর্থ,　　　তীর্থেরে কৈলা কৃতার্থ,
শ্রীনাম-মহিমা বিতরিয়া।
শুনি' গৌরসিংহ-নাদ,　　　গণিল সে পরমাদ,
পাপ 'করী' গেল পলাইয়া॥

কত মূর্খ জ্ঞানী মানী,　　কর্ম্মী যোগী ন্যাসী ধ্যানী,
তব মুখে সুশাস্ত্র শুনিয়া।
অন্য মত পথ ছাড়ি',　　　শুদ্ধভক্তি পথ ধরি',
তব দাস্যে রহিল পড়িয়া॥

'শ্রীচৈতন্য-বাণী' পত্র,　　　শ্রীগৌর-কীর্ত্তন-সত্র,
সর্ব্বশাস্ত্রমর্ম্ম প্রচারয়।
ভাগ্যবান্ জীবদ্বারে,　　　সে পত্র প্রেরণ ক'রে,
জীবের নাশিছ ভবভয়॥

ভাগীরথী সরস্বতী,　　　দুই পুণ্য স্রোতস্বতী,
সম্মিলিত যথা ভাগ্য-বলে।
সেই মহাপুণ্য ধামে,　　　যোগ-মায়াপুর গ্রামে,
প্রকটিলা গৌর কুতূহলে॥

সঙ্গম-সমীপে স্থান,　　　(শ্রী)মায়াপুর-ঈশোদ্যান,
মাধ্যাহ্নিকলীলা যেথা হয়।
সে-স্থান-মহিমা কত,　　　করিলেন সুব্যকত,
ভকতিবিনোদ দয়াময়॥

স্থাপি' তথা সুবৃহৎ,　　　শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
প্রচারিলে গুরু-গৌর-গাথা।
শুনি' সে অমৃতবাণী,　　　ছুটি' আসে বিশ্বপ্রাণী,
পিবইতে সঞ্জীবনী সুধা॥

আসমুদ্র হিমালয়,　　　তব বাণী বিস্তারয়,
ভাগ্যবান্ জনে আস্বাদিল।
বঙ্গ উৎকল অন্ধ্র,　　　পঞ্জাব, উত্তর-মধ্য-
প্রদেশেতে বহু শিষ্য হৈল॥

আসামেও বহু ভক্ত,　　　হ'লেন তব অনুরক্ত,
ধরিলেন নামের নিশান।
ধন্য হৈলা বসুন্ধরা,　　　নামানন্দে আত্মহারা,
শতকণ্ঠে উঠে জয়গান॥

স্থানে স্থানে শাখা মঠ,　　　করিয়াছ প্রকাশিত,
শুদ্ধা ভক্তি প্রচারের তরে।
ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিয়া,　　　সদাচার প্রবর্ত্তিয়া,
লুপ্ততীর্থ করিলা উদ্ধারে॥

শ্রীমূর্ত্তি-সেবা-স্থাপনে, করিলা বহু যতনে,
আচার্য্যের কার্য্য যত আর।
যথাযথ কৈলা সব, নামযজ্ঞ-মহোৎসব,
পূর্ণানন্দ হইল অপার॥

(শ্রী) গুরুদেব-প্রবর্ত্তিত, 'পরিক্রমা' যথোচিত,
প্রত্যব্দ করিলে অনুষ্ঠান।
গৌর-ধাম-নাম-সেবা, গৌরমনোঽভীষ্ট যেবা,
সকলি করিলা সমাধান॥

তব গুণগাথা গাহি, হেন শক্তি মোর নাহি,
অজ্ঞ আমি, কি জানি বর্ণনে।
অদোষদরশী হ'য়ে, নিজগুণে সংশোধিয়ে,
দেহ স্থান রাতুল চরণে॥

শ্রীউত্থান একাদশী
১৫ই কার্ত্তিক; ১৩৭৫ সন।

অধমা সেবিকা —লীলা সরকার
কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নির্য্যাণ-সংবাদ

অত্যন্ত মর্ম্মবেদনার সহিত জানাইতে হইতেছে যে, গত ১৯শে আশ্বিন (১৩৭৫), ইং ৬ই অক্টোবর (১৯৬৮) রবিবার সন্ধ্যা ৬-১৫ মিঃ সময়ে পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট অনন্তশ্রী বিভূষিত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত ত্যক্ত-গৃহ প্রাচীন মঠবাসী শিষ্যগণের অন্যতম প্রিয় শিষ্যপ্রবর শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু (বিনোদ দা), যিনি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর পরমপূজনীয় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ হইতে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রাপ্ত, তথা শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরমপূজনীয় আচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ নামে বিখ্যাত, উক্ত সমিতির মূল মঠ শ্রীধাম-নবদ্বীপ তেঘরিপাড়াস্থিত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে তাঁহার সংকীর্ত্তনরত কৃতী শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসপূর্ণিমা তিথিতে, বিশেষতঃ প্রতিপৎ সংযুক্ত 'রাকা' পূর্ণিমার শুভবাসরে-পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ-কালে শ্রীহরিনাম-মুখরিত শ্রীনবদ্বীপধামে নিজ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দজীউ তথা শ্রীকোলদ্বীপের অধিষ্ঠাতা শ্রীকোলদেব—শ্রীশ্রীবরাহদেবের শ্রীমন্দির-সান্নিধ্যে তত্তন্নাম-রূপ-গুণ-লীলামৃত শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণমুখে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ষষ্ঠযামোচিত সায়াহ্নলীলা-সেবায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। উক্ত শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরের সংলগ্ন পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিতেই তাঁহার চিন্ময় কলেবর যথাশাস্ত্র সমাধিস্থ হইয়াছেন। গত ২রা কার্ত্তিক, ইং ১৯শে অক্টোবর শনিবার মধ্যাহ্নে উক্ত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে তদীয় বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত বিচিত্র মহা-প্রসাদ বিতরণ মুখে বৈষ্ণব-সেবার জন্য বিশেষ সমারোহের সহিত আয়োজন হইয়াছিল।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সভাপতিত্বে উক্ত সুবিশাল নাট্যমন্দিরে একটি মহতী বিরহ-সভার অধিবেশনে পরমপূজনীয় শ্রীমৎ কেশব মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে তদনুকম্পিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সর্ব্ববাদিসম্মতক্রমে উক্ত সমিতির সভাপতি ও আচার্য্যরূপে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ সহ-সভাপতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ সমিতির সেক্রেটারী বা সম্পাদকরূপে বৃত হইয়াছেন। নিত্যধামপ্রাপ্ত পূজ্যপাদ মহারাজের সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী আমরা 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি।

বিবেচন-পরিপোষক মন্দিরের
উদ্যোগে
আধ্যাত্মিক শীর্ষ সম্মেলন

[*The Spiritual Summit Conference*

UNDER THE AUSPICES OF

THE TEMPLE OF UNDERSTANDING]

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াসিংটন ডি-সিতে স্থাপিত 'বিবেচন-পরিপোষক মন্দির'—প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিশ্বের প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পরস্পর বোঝাপড়ার পরিপোষণের জন্য গত ৫ কার্ত্তিক, ২২ অক্টোবর মঙ্গলবার হইতে ৯ কার্ত্তিক, ২৬ অক্টোবর শনিবার পর্য্যন্ত কলিকাতায় সাউদার্ণ এভিনিউস্থিত বিরলা একাডেমি অব আর্ট এণ্ড কালচারে পঞ্চদিবসব্যাপী এক ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, ইস্‌লাম, ইহুদী, কন্‌ফিউসিয়ান, জোরাষ্ট্রিয়ান্, জৈন, শিখ ও বাহাই ধর্ম্মসমূহের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিগণ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব ধর্ম্মের সারকথা সংক্ষেপে বলেন এবং তাঁহাদের ভাষণ সংরক্ষিত হয়। শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, মাদ্রাজের স্বামী শ্রীচিন্ময়ানন্দ ও ডাঃ শ্রীরাঘবন্, নিউইয়র্কস্থিত রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শ্রীলোকেশ্বরানন্দ হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের অভিভাষণ এবং সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমতী সরলা বিরলা ও শ্রীযুক্ত বি, কে বিরলার অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রযত্নে এই মহান্ বিশ্ব-সম্মেলন সাফল্যের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীবি, কে বিরলা মহোদয় আমেরিকা, চীন, জাপান, সিংহল, আফ্রিকা, তিব্বত, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণের যথোপযুক্ত সৎকারের সুব্যবস্থা করেন।

শ্রী বি, কে বিরলা ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর বিশেষ আহ্বানে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের বাটীতে, তৎপর উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তা (Executive Director) ফিন্‌লে, পি, ডানের সহিত ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড্‌স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং বিরলা একাডেমি অব আর্ট এণ্ড কাল্‌চারে সভাপতি মিসেস্ ডিকারম্যান হোলিষ্টার এর সহিত সম্মেলনের বিষয়বস্তু ও প্রোগ্রাম সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ আলোচনা হয়।

২৫শে অক্টোবর শুক্রবার শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনে সম্মিলিত প্রার্থনা-সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও তাঁহার সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ উপস্থিত ছিলেন।

অন্ধ্র প্রদেশস্থ নিজামাবাদে প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সহ-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, বি, এস-সি মহোদয় শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী সহ বিগত ৪ সেপ্টেম্বর হায়দ্রাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রায় ১৬৯ কিলোমিটার দূরবর্ত্তী নিজামাবাদে প্রচারে যান। তথায়

১৮ দিন অবস্থান করতঃ স্থানীয় মানসমণ্ডল ধর্ম্মসংস্থা কর্তৃক অয়োজিত ধর্ম্মসভায় প্রত্যহ প্রাতঃ ও সায়াহ্নে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিক্ষাবলম্বনে শুদ্ধভক্তিবিষয় ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন হয়। ব্রহ্মচারীজীর ভাষণে মুগ্ধ হইয়া সভাস্থ সকলের পক্ষ হইতে তথাকার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীসত্যনারায়ণ অটল ও তথাকার কানারা ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়র শ্রীরামনিবাস শর্ম্মা সভার শেষ দিনে শ্রীব্রহ্মচারীজীকে ধন্যবাদ প্রদান প্রসঙ্গে এক বাক্যে স্বীকার করেন যে,—পূর্ব্বেও বহু ধর্ম্মপ্রচারক এখানে শুভাগমন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীভগবদ্ভক্তিবিষয়ে সর্ব্বসামঞ্জস্যকর ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক এতাদৃশ আলোক সম্পাত কেহই প্রদান করেন নাই। ব্রহ্মচারীজীকে সভার পক্ষ হইতে চন্দন-কাষ্ঠ নির্ম্মিত সুরম্য মাল্য ও বিবিধ পুষ্প-মাল্যাদির দ্বারা ভূষিত করা হইলে ব্রহ্মচারীজী পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জীউর শ্রীপাদপদ্ম ও গুরু-পরম্পরার জয়গান করিতে থাকেন। যাহাতে শীঘ্রই পুনঃ তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম সহ তথায় শুভাগমন করেন, তজ্জন্য সভাস্থ সকলেই বারংবার অনুরোধ করেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অধিকাংশই মাড়োয়ারী ধনাঢ্য সজ্জন ছিলেন।

ব্রহ্মচারীজী ভাষণ প্রদানকালে প্রায় সময়েই বলিতেন, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতিই সনাতন ধর্ম্মের মূল শিক্ষা। উহা জীবের সমূহ অবিদ্যাহরণকারী ও সর্ব্বশুভদান-কারী। অশরণাগতের যাবতীয় ক্রিয়া, আচার-আচরণ, জপ-তপ সকলই পণ্ডশ্রম মাত্র।

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব গত ৫ কার্ত্তিক, ২২ অক্টোবর মঙ্গলবার সুসম্পন্ন হয়। পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনতত্ত্ব ও তৎপূজার মহিমা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে গিরি-রাজের পূজা ও অভিষেক অন্তে শত শত অন্ন ব্যঞ্জন ও মিষ্ট দ্রব্যাদি ভোগ নিবেদন এবং আরাত্রিক সম্পন্ন হইলে পর সমাগত সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ তাঁহার অভি-ভাষণে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন একাধারে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও যে কৃষ্ণদাসবর্য্য এবং গোবর্দ্ধনপূজার প্রকৃত তাৎপর্য্য কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের পূজা, তদ্ব্যতীত দেবান্তরের পূজার অনাবশ্যকতা ইত্যাদি কথা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা সুন্দর-ভাবে বুঝাইয়া দেন।

এতদ্ভিন্ন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদের কৃপা-নির্দ্দেশক্রমে শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠ, অন্ধ্র-প্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আসাম প্রদেশান্তর্গত গোহাটীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও কামরূপ জেলার সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, নদীয়া জেলার অন্যতম সহর চাকদহের অন্তর্গত যশড়া শ্রীপাটস্থিত শ্রীজগন্নাথ মন্দির এবং পূর্ব্বপাকিস্তানের ঢাকা জেলার অধীন বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ প্রভৃতি শ্রীমঠের বিভিন্ন প্রচারকেন্দ্র সমূহে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন এবং শত শত নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৮ম বর্ষ

১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী (আসাম)
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৩। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৪। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৮ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫। ২৬ কেশব, ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ অগ্রহায়ণ, রবিবার; ১ ডিসেম্বর, ১৯৬৮। | ১০ম সংখ্যা

অন্যান্য যুগের তারকব্রহ্ম নাম হইতে কলিযুগের মহামন্ত্র শ্রীনামব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ'—হরিকে রূপকতা, আধ্যক্ষিকতা বা ঐতিহাসিকতা প্রভৃতির মধ্যে ফেল্‌তে হ'বে না, তিনি মানবজাতির ঐ সকল অবিবেচনা হরণ করেন ব'লে 'হরি'।

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
(ভাঃ ১১।১৪।৩)

বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধভক্তিরূপ জৈবধর্ম্ম কথিত আছে। সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা। প্রলয়কালে তাহা বিনষ্ট হওয়ায় সৃষ্টির সময়ে আমি তাহা বিশদরূপে ব্রহ্মাকে বলি।

মহাকাল যাহাকে ধ্বংস কর্ত্তে পারে না, তাহাই নিত্যকাল, সেই নিত্যকাল মহাকালকেও ধ্বংস করে, তাহাই কৃষ্ণাভিন্ন।

এজগতে বিভিন্ন লেখ-প্রণালীর শব্দে যে সকল বাণী প্রকাশিত হয়, তাহা বুবুক্ষু ও মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের উপযোগী। ঐ সকল আভিধানিক শব্দের আবরণ ও উপযোগিতা হ'তে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় শ্রীহরিনাম।

এখানে আমরা যে কোন শব্দ উচ্চারণ করি, তাহা মূলে কৃষ্ণবাচক শব্দ হ'লেও তা'র সঙ্গে নানাপ্রকার বাজে জিনিষ সংশ্লিষ্ট হ'য়ে আছে। কেন না, মিশ্র জগতের পারিপার্শ্বিকতায় আচ্ছন্ন আমাদের মেধা মায়াকে না মিশিয়ে কোন জিনিষই গ্রহণ কর্‌তে পারে না। এইরূপ পারিপার্শ্বিকতারই সহিত যাঁ'রা সমন্বয়ের নামে ধর্ম্মকে সংমিশ্রিত কর্ত্তে চান, তাঁ'রাই "মায়া মিশাইয়া এস' ভগবান্" বা "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোঃ রূপকল্পনা" এইরূপ বিচারে প্রাকৃত সাহজিক-মতকে বহুমানন করেন।

'হরি' শব্দ বিষ্ঠা-শব্দের সহিত সমান নয় কেন? যেহেতু হরি—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ প্রকাশের বাচ্য। 'হরি' শব্দ আলোচনা করতে গিয়ে হরির নিকট হ'তে আমাদের চেতন-বৃত্তিকে আবৃত ক'রে যে-সকল জিনিষ তা'হতে আমরা অবসর পেতে পারি। হরি সেই আবরণগুলিকে হরণ ক'রে নেন, কিন্তু বিষ্ঠা শব্দ অলোচনা কর্‌তে গিয়ে আমরা উহার মক্ষিকা হওয়ার যোগ্যতা লাভ করি।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

ইহাই তারকব্রহ্ম নাম, ইহা ছাড়া অন্য মানব-কল্পিত শব্দ কোটি কোটি বৎসর গ্রহণ ক'রে যতই আমরা পিত্তবৃদ্ধি করি না কেন তদ্দ্বারা মঙ্গল হবে না। মহাপ্রভুকে প্রহার (?) ক'রে আমাদের অন্যনাম করতে হ'বে না—গৌরবিহিত নাম-কীর্ত্তনই করতে হবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শাস্ত্রীয় "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও প্রচার করেছেন, তাতে কোন প্রকার অন্যাভিলাষ বা মিশ্রিত কথা নাই। আমরা দ্বাপর যুগের লোক নই। দ্বাপর যুগে অর্চ্চন যে প্রকার শুদ্ধ হ'ত, কলিহত মানবের দ্বারা অর্চ্চন সেরূপ বিশুদ্ধ হ'তে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"
(ভাঃ ১১।২।৪৭)

প্রাকৃত অভিমান না থাকলে অর্চ্চন করতে ধাবিত হয় না। "যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ" আমাকে রক্ষা কর, আমার দ্বারোয়ানী কর—প্রাকৃত অস্মিতায় যাঁ'রা ইহা বল্‌ছেন, তাঁ'দের নিশ্চয়ই অন্যাভিলাষ রয়েছে। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" এতে কিন্তু রক্ষা কর বা না কর—একথা বলা হচ্ছে না। যেমন মহাপ্রভু বলেছেন—(শিক্ষাষ্টক ৮ম শ্লোক)

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গন পূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্ম্মাহতই করুন, তিনি লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেরূপই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ।

[শ্রীযুক্ত রাজপ্রকাশ ব্রহ্মচারী নামক একব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—রক্ষা করতে বল্‌লেই যে কামনা হ'ল, তাহা কিরূপে বলা যায়? রক্ষা'ত কত রকমেরই আছে। প্রভুপাদ তদুত্তরে বলিলেন,—]

যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ relativity র মধ্যে থাক্‌বেন ততদিন 'রক্ষা কর'—বল্‌তে গেলে, তাতে একটু না একটু অন্যাভিলাষ অনুস্যূত থাক্‌বেই থাক্‌বে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন তাঁহার দিব্যোন্মাদময়ী বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি প্রকাশ ক'রে "কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্," বলেছিলেন, সেটি আর এক প্রকার রক্ষার কথা। বিরহ-সাগর হ'তে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা কৃষ্ণকে পূর্ণভাবে সেবা ক'রেও তাঁহার অধিকতর সেবার জন্য আরও ব্যাকুলতা, কিন্তু অর্চ্চনের অধিকার নিয়ে 'রক্ষ মাম্' বল্‌তে গেলে তাতে অন্যাভিলাষ এসে যায়। গোপীগণের অর্চ্চনের অধিকার নয়, তাঁরা নিত্যকাল সাক্ষাদ্‌ভাবে নবনবায়মান পূর্ণতম অপ্রাকৃত ভজন করছেন। দ্বাপর-যুগের লোক হ'লে আমরা "নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ"—বল্‌তে পারতাম্; তা'তে আপত্তি ছিল না, কেন না সে যুগে বিবাদের কথা নাই। কিন্তু বিবাদ যুগে—বিবাদ করতে করতে "রক্ষ মাম্" বল্‌লে 'আমাকে রাখ আর আমার শত্রুকে সাবাড় কর,' এরূপ বুদ্ধিও এসে যেতে পারে। সেই জন্যই মহাপ্রভু "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র কীর্ত্তন করতে করতে "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোক উচ্চারণ করেছেন, আর শ্রীরূপ গোস্বামীও তদনুরূপ শ্লোকে বলেছেন,—

"বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াং বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটি নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥"

হে দীনবন্ধো, মেঘ চাতকের উপর অভিনব বারি বর্ষণ করুক, আর বজ্রই নিক্ষেপ করুক, তথাপি চাতক মেঘেরই স্তব ক'রে থাকে; সেইরূপ তুমি আমার প্রতি দয়াই কর বা দণ্ডই বিধান কর, কিংবা উভয়ই যুগপৎ প্রদান কর, তুমি ব্যতীত আমার আর অন্য গতি নাই।

আমি অত্যন্ত দীন, তুমি আমার প্রতি দয়া অথবা অন্য যে কোন বিধান করতে পার, তাহাই আমার প্রতি দয়া, তুমি ছাড়া আমার আর অন্য গতি নাই।

কৃষ্ণ যাকে তাঁর সেবায় নিবেন না, কৃষ্ণ তা'কেই

মায়াবাদী ক'রে দিচ্ছেন, যিনি গুণজাত জগৎ ছেড়ে গেলে আমি ব্রহ্ম হ'য়ে যাব, এরূপ মতলব ভাঁজছেন, কৃষ্ণ তাঁ'কে নিজের Service এ নিলেন না। কতকগুলি লোক ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বা কৈবল্য-লাভের কথা বল্ছেন; যাঁরা ভগবানের নিজস্ব সেবা পেলেন না তাঁদেরই এরূপ দুর্বুদ্ধি হয়।

ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্মনাম,—

"রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥"

আমরা এখন আর ইহা বল্তে পার্ছি না; কেন না, এখন আমরা ভয়ানক তার্কিক হ'য়ে গেছি, আমাদের হাজার হাজার কামনা এসে গেছে, বলির ন্যায় বামনদেবের কাছে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করবার বিচার আস্ছে না। বামনকে তর্ক-পন্থায় বিচার ক'রে একটা মহা জালিয়াৎ ঠিক মনে কর্ছি। শুক্রাচার্য্য-সম্প্রদায়ের কথাই ঠিক আমাদের বিচারে এসেছে। রামকে সাধারণ নৈতিক ব্যক্তি বা কোন রূপক ব্যক্তিবিশেষ মনে কর্ছি। নারায়ণের অজত্ব এবং অজ রামের জন্মত্ব উভয়েই তর্কপন্থায় অস্বীকার কর্ছি। ভগন্নাম—বৈকুণ্ঠ-বস্তু, তাহা হ'তে সমস্ত কুণ্ঠা-ধর্ম্ম বিগত হয়েছে—

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ'—তার্কিক হয়ে গ্রহণ করতে চাচ্ছি না। ভোগ-যজ্ঞে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, আবার তা'তে অতৃপ্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ত্যাগ-যজ্ঞের আবাহন কর্ছি, তাই ত্রেতাযুগের যজ্ঞেশ্বর মুকুন্দ মধুসূদনের নাম-যজ্ঞ তর্কপথে প্রতিহত হয়েছে।

শ্রীযুক্ত রাজপ্রকাশ ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'রাম নারায়ণ' বল্লে কি হবে না?'

প্রভুপাদ বলিলেন,—'হ'বে, যে সকল লোক কৃষ্ণনাম করতে পার্বেন না, তাদের রামনামে মঙ্গল হবে, তবে রামকে প্রাকৃত মানুষ বিচার কর্লেই সংসারের ভূত হয়ে যেতে হবে। আর সেই ভূত ছাড়াবার জন্য যখন 'রাম'-নামের মাহাত্ম্য লোকে বিচার কর্বে, তখন অপ্রাকৃত রাম-নামকে তুচ্ছফলপ্রদরূপে পরিণত করবার চেষ্টা হবে। বস্তুতঃ রামনাম এরূপ তুচ্ছফলপ্রদ বস্তুমাত্র ন'ন, রামকে দিয়ে ভূতমাত্র ছাড়াতে হ'বে না। কুলশেখর বলেছেন,—

"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা-রামা মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥"

(মুকুন্দমালা—স্তোত্র ৪)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আরও সহজ ক'রে বলেছেন,—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥" (শিক্ষাষ্টক ৪)

আমাদিগকে বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণের কথাই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন। যারা অন্যাভিলাষপূর্ণ মন্ত্র গ্রহণ কর্বে, যারা কল্পিত ছড়া গান কর্বে, তা'দের মহা অমঙ্গল হ'বে।

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস তারকব্রহ্ম নাম গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু এখানে তার বিপরীত কার্য্য হ'চ্ছে। আজ ২৪।২৫ বৎসর যাবৎ হরিদাস ঠাকুরকে কি কষ্টই না দিচ্ছে, তা' দেখে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, আর আমরা বুঝ্তে পার্ছি না! আমাদের মুখ বন্ধ কর্তে হবে! আমরা হয় ত' গানে খুব ওস্তাদ হতে পারি, খুব সুর ভাঁজ্তে পারি, লোক-মন মোহন কর্তে পারি, কিন্তু তার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তির কি সম্বন্ধ আছে? কিন্তু অজ্ঞ লোকে তাকেই ভগবদ্ভক্তি মনে কর্ছে! আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের সঙ্গে একাকার কর্ছে! আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকারী ও জনেন্দ্রিয়-তর্পণকারীকেই ভগবদ্ভক্ত বল্ছে!

শ্রীশ্রীচৈতন্যরহস্যম্

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত ‘সজ্জনতোষণী’ পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত]

চতুর্থ রহস্যম্

চৈতন্যচরণাম্ভোজং ভক্তৈর্যৎ পরিষেবিতং।
ভবরোগহরং বন্দে সদানন্দপ্রদায়কম্ ॥১॥
অথ ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ বক্ষ্যে ভগবতোদিতান্।
যানাহৈকাদশস্কন্ধে ভগবানুদ্ধবং প্রতি ॥২॥

যথা

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনং।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণং।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্ ॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ ॥
এবং ধর্ম্মৈর্ম্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যা
বশিষ্যতে ॥৩॥

তত্রৈব চ

ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্ ॥৪॥

শিক্ষাক্রমমপ্যাহ তত্রৈব

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম ॥৫॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥৬॥

স্কন্দপুরাণে

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরোরারাধনং কুরু।
গুরুবক্ত্রে স্থিতা বিদ্যা গুরুভক্তিষু লভ্যতে ॥৭॥

ব্রহ্মযামলে চ

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎপরং নাস্তি গুরুং তস্মাৎ সমাশ্রয়েৎ।
তস্মৈ শ্রীগুরবে নম ইতি স্কান্দে শেষচরণপাঠঃ ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ—ভবরোগ নাশক, সর্ব্বদা আনন্দপ্রদ এবং ভক্তগণ পরিসেবিত চৈতন্যচরণপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥১॥

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে যে ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা এখানে আমি বলিতেছি ॥২॥

ভগবান্ বলিলেন—হে উদ্ধব! সর্ব্বদা আমার অমৃত কথা শ্রবণ ও গুণ কীর্ত্তন, সর্ব্বোতোভাবে আমার পূজায় নিষ্ঠা, স্তুতি দ্বারা আমার স্তব, আমার পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা আমার অভিবন্দন, আমার ভক্তের বিশিষ্টরূপে অর্চ্চনা, সর্ব্বভূতে মৎ সম্বন্ধ বুদ্ধি, আমার জন্য লৌকিক ক্রিয়া, আমার গুণগানে বাক্য ব্যবহার, আমাতে মন অর্পণ ও সমস্ত বাসনা বর্জ্জন, আমার নিমিত্ত অর্থ ভোগ ও সুখ পরিত্যাগ এবং যজ্ঞ, দান, হোমব্রত, জপ ও তপস্যা; এই সকল ধর্ম্মের দ্বারা আমাতে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিরা ভক্তিলাভ করেন, তাঁহাদের অন্য কোন অর্থের প্রয়োজন হয় না ॥৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে প্রবুদ্ধমুনি নিমি রাজাকে উপদেশ দিয়াছেন—গুরুর নিকট ভাগবতধর্ম্মসকল শিক্ষালাভ করিতে পারিলে ভক্তি উৎপন্ন হইবে, সেই ভক্তি-সহকারে নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া দুস্তর মায়া অতিক্রম করিতে পারিবে ॥৪॥

শিক্ষাক্রম কথিত হইতেছে যথা একাদশ স্কন্ধে—শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে শব্দ-নিষ্ঠ ও বেদ-পারঙ্গত শান্ত গুরুর আশ্রয় অবলম্বন করা আবশ্যক ॥৫॥

শক্তিযামলে

গুরুরেব জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকং।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মাদারাধয়েদ্গুরুম্ ॥৯॥

ঊর্দ্ধাম্নায়ে

তাবদারাধয়েচ্ছিষ্যঃ সুপ্রসন্নো যদা ভবেৎ।
গুরৌ প্রসন্নে শিষ্যস্য সদ্যঃ পাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥১০॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদি-দেবতা-মুনি-যোগিনঃ।
কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহং তুষ্টা গুরৌ তুষ্টে ন সংশয়ঃ ॥১১॥

শিবতন্ত্রকুলার্ণবয়োঃ

গুরুমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা লোকেঽস্মিন্ কুলনায়িকে।
তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যং সিদ্ধ্যর্থং
ভক্তিসংযুতৈঃ ॥১২॥

মাহেশ্বর তন্ত্রে

গুরুভক্ত্যা যথা দেবি প্রাপ্যন্তে সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ।
যজ্ঞদানতপস্তীর্থব্রতাদ্যৈর্ন তথা প্রিয়ে ॥১৩॥

চিন্তামণি তন্ত্রে

কায়ক্লেশেন মহতা তপসাপি চ যৎফলং।
তৎফলং কোটিগুণিতং লভতে গুরুসেবয়া ॥১৪॥

পদ্মপুরাণে

কেবলং গুরুশুশ্রূষা ত্বৎকৃপাকারিণী হরে।
সদ্ভক্তিসহিতা সা চেৎ সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥১৫॥

কুলার্ণবে

ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বপাপানি বর্দ্ধন্তে পুণ্যরাশয়ঃ।
সিধ্যন্তে সর্ব্বকার্য্যাণি গুরুশুশ্রূষয়া প্রিয়ে ॥১৬॥
যদযদাত্মহিতং বস্তু তত্তদ্বিত্তমবঞ্চয়ন্।
গুরুপূজারতো যস্তু তস্য পুণ্যং ন গণ্যতে ॥১৭॥
ভক্ত্যা বিত্তানুসারেণ গুরুমুদ্দিশ্য যৎ কৃতং।
স্বল্পে মহতি বা পুণ্যং তুল্যমাঢ্যদরিদ্রয়োঃ ॥১৮॥

গুরুদেবকে নিষ্কপট সেবাদ্বারা তাঁহার নিকট সমস্ত ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন, তদ্দ্বারাই আত্মাস্বরূপ ও ও আত্মপ্রদ হরি সন্তুষ্ট হইবেন ॥৬॥

স্কন্দপুরাণে—অতএব সর্ব্বতোভাবে যত্নের সহিত গুরু-সেবা কর, যেহেতু গুরুমুখস্থিত বিদ্যা গুরুভক্তিতে লভ্য হয় ॥৭॥

আরও ব্রহ্মযামলে—গুরুর অধিক তত্ত্ব নাই, গুরুর অধিক তপস্যা নাই, তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছুই নাই, সেইজন্য গুরুদেবকে আশ্রয় করিবে, সেই গুরু-দেবকে প্রণাম করি। ইহা স্কন্দপুরাণের শেষ চরণের পাঠ ॥৮॥

শক্তিযামলে—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-রূপ গুরুই জগতে এক-মাত্র সর্ব্বস্ব, গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, অতএব গুরু-দেবের সেবা করিবে ॥৯॥

ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে—যাবৎ গুরুদেব প্রসন্ন না হন তাবৎ শিষ্য তাঁহার সেবা করিবে, গুরু প্রসন্ন হইলে শিষ্যের পাপ তৎক্ষণাৎ ক্ষয় হইয়া যায় ॥১০॥

গুরু তুষ্ট হইলে নিঃসংশয় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব প্রভৃতি দেবতা, মুনি ও যোগী সকলে তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করেন ॥১১॥

শিবতন্ত্রে ও কুলার্ণবে—হে কুলনায়িকে! ইহলোকে গুরুই সর্ব্বক্রিয়ার মূল, অতএব সিদ্ধির জন্য ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য গুরুসেবা করিবে ॥১২॥

মাহেশ্বর তন্ত্রে—হে মাহেশ্বরি! গুরুভক্তি দ্বারা যে-রূপ সমুদায় সিদ্ধিলাভ হয়; যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থ, ব্রতাদি দ্বারা সেইরূপ লাভ হয় না ॥১৩॥

চিন্তামণিতন্ত্রে—অতিশয় শরীরের কষ্টের দ্বারা তপস্যা করিলে যে ফল হয় তাহা হইতে কোটিগুণ ফল গুরু-সেবায় লভ্য হয় ॥১৪॥

পদ্মপুরাণে—হে হরি! কেবল গুরুর শুশ্রূষাই তোমার কৃপার কারণ, যদি সদ্ভক্তির সহিত সেবা করা হয় তাহা হইলে সমস্ত অভিলষিত ফল প্রদান করেন ॥১৫॥

তথা

সর্ব্বস্বমপি যো দদ্যাদ্‌গুরৌ ভক্তিবিবর্জ্জিতঃ।
শিষ্যো ন ফলমাপ্নোতি ভক্তিরেব হি কারণম্ ॥১৯॥

সিদ্ধেশ্বর-কুলার্ণবয়োঃ

ন মে প্রিয়শ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স তু পূজ্যো যথাহ্যহম্ ॥
বিপ্রোঽপি গুণযুক্তো বাপ্যভক্তো ন প্রশস্যতে।
ম্লেচ্ছোঽপি গুণহীনো বা ভক্তিমান্ শিষ্য উচ্যতে ॥
শ্বপচোঽপি পরঃ পূজ্যো ন বিদ্বানপি নাস্তিকঃ ॥২০॥

ব্রহ্মপুরাণে

ধর্ম্মার্থকামাঃ কিং তস্য মোক্ষস্তস্য করে স্থিতঃ।
সর্ব্বার্থে শ্রীগুরৌ দেবে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা সদা ॥২১॥

গুরুতন্ত্রে

ধিগ্ধনং ধিগ্বলং তেষাং ধিক্কুলং ধিগ্বিচেষ্টিতং।
যস্য নোৎপদ্যতে ভক্তির্গুরুদেবে মহেশ্বরি ॥২২॥

কুলার্ণবতন্ত্র, স্কন্দপুরাণ, বেদেষু

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥২৩॥

স্কন্দপুরাণে

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরু র্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥২৪॥
গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতং।
গুরুমন্ত্রসমো নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥২৫॥

নীলকুলার্ণবয়োঃ

গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিঞ্চ মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকং।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ ॥২৬॥
গুরুং ন মর্ত্যং বুধ্যেত যদি বুধ্যেত তস্য হি।
ভবেৎ কদাপি ন সিদ্ধি র্মন্ত্রৈ র্বা দেবতার্চ্চনৈঃ ॥২৭॥

কুলার্ণবে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন— হে প্রিয়ে! গুরু-শুশ্রূষা করিলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়, পুণ্যরাশি বর্দ্ধিত হয় এবং সকল কার্য্য সিদ্ধি হয় ॥১৬॥

আত্মহিতকর বস্তুর কামনা পরিত্যাগ না করিয়াও যিনি গুরু পূজায় রত হন তাঁহার পুণ্য অগণনীয় ॥১৭॥

ভক্তিপূর্ব্বক অর্থ অনুসারে গুরুর উদ্দেশে যাহা করা হয়, তাহা স্বল্প হউক বা অধিক হউক, ধনী ও দরিদ্র উভয়ের পক্ষে তুল্য পুণ্য হইয়া থাকে ॥১৮॥

আরও—ভক্তিশূন্য হইয়া গুরুকে সর্ব্বস্ব দান করিলে শিষ্যের কোন ফল হয় না, যেহেতু ভক্তিই ফল প্রাপ্তির একমাত্র কারণ ॥১৯॥

সিদ্ধেশ্বর ও কুলার্ণবে—ভক্তিহীন অধীতচতুর্বেদ ব্রাহ্মণ আমার প্রিয় নহেন, ভক্তিমান নীচজাতি চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়। ভক্তই দান ও গ্রহণের পাত্র এবং আমার ন্যায় তিনি পূজ্য। গুণযুক্ত বিপ্র ভক্তিশূন্য হইলে শিষ্য হইতে পারে না, কিন্তু গুণহীন ম্লেচ্ছ যদি ভক্তিমান হন তিনিই যথার্থ শিষ্য হইবার উপযুক্ত পাত্র। নাস্তিক বিদ্বান্ অপেক্ষা ভক্তিমান চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য ॥২০॥

ব্রহ্মপুরাণে—সর্ব্বার্থস্বরূপ গুরুদেবের প্রতি যাঁহার অচলা ভক্তি; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম দূরে থাকুক মোক্ষ তাঁহার আয়ত্তাধীন ॥২১॥

গুরুতন্ত্রে—হে মহেশ্বরি! গুরুদেবে যাঁহার ভক্তি নাই, তাঁহার ধনে, বলে, কুলে ও চেষ্টায় ধিক্ ॥২২॥

কুলার্ণবতন্ত্রে, স্কন্দপুরাণে ও বেদে—ভগবানের প্রতি যে পুরুষের যেরূপ অচলাভক্তি আছে, গুরুতে সেইরূপ থাকিলে তাঁহার নিকট এই সকল অর্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥২৩॥

স্কন্দপুরাণে—গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই মহেশ্বর এবং গুরুই পরম ব্রহ্ম, সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি ॥২৪॥

গুরুই আদি এবং অনাদি, গুরুই পরম দেবতা, গুরু ও মন্ত্র তুল্য কিছুই নাই, সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি ॥২৫॥

নীল ও কুলার্ণবতন্ত্রে—গুরুকে মনুষ্য-জ্ঞান, মন্ত্রকে অক্ষর-জ্ঞান, প্রতিমাকে শিলা-জ্ঞান করিলে নরকগামী হইতে হয় ॥২৬॥

পিঙ্গলাতন্ত্রে

শ্রীগুরুং প্রাকৃতৈঃ সার্দ্ধং যে স্মরন্তি বদন্তি চ।
তেষাং হি সুকৃতং সর্ব্বং পাতকং ভবতি প্রিয়ে ॥২৮॥

শ্রীভাগবতে

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥২৯॥

গুরুতন্ত্রে

গুরুরেকো হরিঃ প্রোক্তঃ সোঽহং দেবি ন সংশয়ঃ।
গুরুস্ত্বমসি দেবেশি মন্ত্রোঽপি গুরুরুচ্যতে।
ততো মন্ত্রে গুরৌ দেবে নহি ভেদঃ প্রজায়তে ॥৩০॥

রুদ্রযামলে

নরবদ্দৃশ্যতে লোকে নরেণ পাপকর্ম্মণা।
শিববদ্দৃশ্যতে লোকে নরেণ পুণ্যকর্ম্মণা ॥৩১॥

তথা

শ্রীগুরুং পরমং তত্ত্বং তিষ্ঠন্তং চক্ষুরগ্রতঃ।
মন্দভাগ্যা ন পশ্যন্তি হ্যন্ধাঃ সূর্য্যমিবোদিতম্ ॥৩২॥

বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে

যথা দীপ্তানলঃ কাষ্ঠং শুষ্কমার্দ্রঞ্চ নির্দ্দহেৎ।
তথা গুরুকটাক্ষস্তু শিষ্যপাপং দহেৎ ক্ষণাৎ ॥৩৩॥

ঊর্দ্ধাম্নায়ে

গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন ॥৩৪॥

স্কান্দে

মুনিভিঃ পন্নগৈর্বাপি সুরৈর্বা শাপিতে যদি।
কালমৃত্যুভয়াদ্বাপি গুরুঃ রক্ষতি সর্ব্বতঃ ॥৩৫॥

গুরুকে মনুষ্য বুদ্ধি করিবে না, যদি মনুষ্যবুদ্ধি করা হয় তাহা হইলে মন্ত্র বা দেব অর্চ্চন কখনও সিদ্ধ হইবে না।।২৭।।

পিঙ্গলাতন্ত্রে—হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্যের সহিত তুল্য মনে করেন বা বলেন তাঁহার সমুদায় পুণ্য ক্ষয় হইয়া যায়।।২৮।।

শ্রীভাগবতে—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে উদ্ধব! গুরুদেবকে আমার স্বরূপ জানিবে, মনুষ্যবোধে তাঁহাকে অনাদর করিবে না। গুরুই সর্ব্বদেবময় ।।২৯।।

গুরুতন্ত্রে—গুরুই হরি এবং আমিও গুরু, তুমিও গুরু, হে দেবেশি! মন্ত্রও গুরু, অতএব মন্ত্রে, গুরুতে ও দেবতাতে ভেদ জন্মে না।।৩০।।

ব্রহ্মযামলে—জগতে পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা গুরুদেবকে মনুষ্য তুল্য দেখে কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা তাঁহাকে শিব তুল্য জ্ঞান করেন।।৩১।।

আরও—সূর্য্যোদয়ে অন্ধ ব্যক্তিদিগের যেরূপ সূর্য্যের জ্ঞান হয় না, তদ্রূপ গুরুদেবকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও দুর্ভাগ্য ব্যক্তিরা তাঁহার পরমতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না।।৩২।।

বিশুদ্ধেশ্বর-তন্ত্রে—জ্বলন্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠ শুষ্কই হউক বা রসযুক্তই হউক ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ গুরুদেবের ঈষৎ কৃপাদৃষ্টি হইলে শিষ্যের পাপরাশি ক্ষণকাল মধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়।।৩৩।।

ঊর্দ্ধাম্নায়-তন্ত্রে—গুরুই পিতা, গুরুই মাতা, গুরুদেবই মহেশ্বর। শিব ক্রুদ্ধ হইলে গুরু রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহ রক্ষা করিতে পারেন না।।৩৪।।

স্কন্দপুরাণে—মুনি, সর্প বা দেবগণ কর্ত্তৃক অভিশাপ-গ্রস্ত হইলে, অথবা কাল কর্ত্তৃক মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইলে, গুরু সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করেন।।৩৫।।

(ক্রমশঃ)

সেশ্বর ও নিরীশ্বর কপিল

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত সেশ্বর সাংখ্য-দর্শন-প্রবর্ত্তক সাংখ্যাচার্য্য সিদ্ধগণাধীশ ভগবদবতার শ্রীকপিলদেব ও নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শন প্রণেতা অগ্নিবংশজ কপিল এক নহেন। ভাগবতীয় কার্দ্দমি কপিলোক্ত আত্মযোগতত্ত্ব শ্রবণ-পঠন-ফলে গরুড়ধ্বজ ভগবান্ শ্রীহরিতে মতি দৃঢ় হয় এবং অন্তে ভগবৎপাদপদ্ম-সেবা লাভ হয়, ইহাই

ফলশ্রুতি এবং শ্রীভাগবত ৩য় স্কন্ধের ২১ শ অধ্যায় হইতে ৩৩ শ অধ্যায় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ভক্তিযোগ প্রাধান্যই পরিস্ফুট; কিন্তু নিরীশ্বর কাপিল মতে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ" অর্থাৎ প্রমাণাভাব-হেতু কোনপ্রকারেই 'ঈশ্বর' সিদ্ধ হন না — এইরূপ বিরুদ্ধ বিচার বিদ্যমান। তিনি বলেন— ঈশ্বর মানিতে গেলে হয় তাঁহাকে মুক্ত, নয় বদ্ধ বলিবে, তাহা ছাড়া আর কি বলিতে পার? কিন্তু মুক্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই, বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কোথায়?—সাংখ্য দর্শন ১৷৯২-৯৩ সূত্র দ্রষ্টব্য। যদি পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হয়, ঈশ্বর প্রতিপাদক শ্রুতি সমূহের গতি কি হইবে? তদুত্তরাশঙ্কায় ঐ সাংখ্যকার বলেন—"ঈশ্বর বিষয়ক শাস্ত্রবাক্যসমূহ মুক্তাত্মদিগের প্রশংসাসূচক অথবা অণিমাদি সিদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রাদির উপাসনাপর।" এতদ্ব্যতীত নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনে ভাগবতীয় কাপিলমত-বিরোধী বহু মত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ সাংখ্যমতে জড়া প্রকৃতিকেই জগৎ-কারণ বলা হইয়াছে, কিন্তু ভাগবতীয় কাপিলমত বা বেদমত তাহা নহে। বেদান্ত সূত্রের 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্', তৈত্তিরীয়ের 'তদৈক্ষত', গীতার ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ (গীঃ ৯৷১০) ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবাক্যে শ্রীভগবদীক্ষণপ্রভাবেই প্রকৃতির কার্য্যসামর্থ্য সূচিত হইতে দেখা যায়। 'মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্', 'অহং বীজপ্রদঃ পিতা' (গীঃ ১৪৷৩-৪), 'পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ' (গীঃ ৯৷১৭) ইত্যাদি বাক্যে তাঁহারই সর্ব্বময় কর্তৃত্ব প্রদর্শিত।

এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিলেন—

"মহৎস্রষ্টাপুরুষ তিঁহো জগৎকারণ।
আদ্য অবতার, করে মায়ার দরশন॥
মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে॥"
সেই ত' মায়ার দুই বিধ অবস্থিতি।
জগতের উপাদান প্রধান, প্রকৃতি॥
জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণকারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎকারণ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজাগলস্তন॥
মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ।
সেহ নহে, যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ॥
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার॥
কৃষ্ণ—কর্ত্তা, মায়া তাঁর করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপায়॥
দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীব রূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥"

—চৈঃ চঃ আদি ৫৷৫৬-৬৬

পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে (ভাঃ ৩৷২৪৷১৯ চক্রবর্ত্তী টীকাও দ্রষ্টব্য) দুইজন কপিলের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—

"কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ।
ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ॥
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্।
সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ।
সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্ক পরিবৃংহিতম্॥"

—শ্রীবাসুদেবাখ্য কপিলদেব ব্রহ্মাদি দেবগণকে, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণকে, আসুরী নামক ব্রাহ্মণকে ও স্বীয় জননীদেবীকে বেদার্থের দ্বারা স্পষ্টীকৃত অর্থাৎ সর্ব্ববেদ-তাৎপর্য্য সম্বলিত সমস্ত সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। অন্য (অগ্নিবংশজ নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন প্রণেতা) কপিল বৌদ্ধমতাবলম্বী আসুরী নামক অপর একজন ব্রাহ্মণকে সর্ব্ববেদবিরুদ্ধ কুতর্ক পরিপূর্ণ সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন।

কার্দ্দমি কপিল সত্যযুগে আবির্ভূত আর অগ্নিবংশজ নাস্তিক্যবাদপ্রচারক কপিলের আবির্ভাব ত্রেতাযুগে। কার্দ্দমি কপিল মতের স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ নাই, শ্রীমদ্ ভাগবতাদি গ্রন্থেই তাঁহার মত লিপিবদ্ধ। শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া যে সাংখ্যমত বলিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধভক্তিযোগের কথাই বিশেষ-

ভাবে পাওয়া যায়, তিনি ভাঃ ৩।২৯।১১-১৪ শ্লোকে নির্গুণা ভক্তি বর্ণন প্রসঙ্গে সালোক্যাদি মুক্তিকেও ভক্তের নিকট বহুমাননীয় নহে বলিয়া জানাইয়াছেন। সেশ্বর সাংখ্যমতে—প্রাধানিক চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব [৫ মহাভূত+৫ তন্মাত্র+৪ (চিত্ত+মন+বুদ্ধি+অহঙ্কার)+১০ ইন্দ্রিয় (৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়+৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়)] +১ কাল (পুরুষই কাল-স্বরূপ—যাহা 'প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ' অথবা 'পৌরুষ প্রভাব' অর্থাৎ ঈশ্বর-বিক্রম অথবা সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতির ক্ষোভ-চেষ্টা যাহা হইতে, সেই পুরুষাবতারই কাল, ইহাই পঞ্চবিংশ তত্ত্ব)+১ পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বাধীশ পুরুষাবতার ভগবান্ (ইনিই অন্তরে অন্তর্যামিপুরুষরূপে এবং বাহিরে কালস্বরূপে বর্ত্তমান)=এই ২৬ ষড়্বিংশতিতত্ত্ব (ভাঃ ৩।২৬।১১-১৮ দ্রষ্টব্য) স্বীকৃত।

পরন্তু নিরীশ্বর সাংখ্যমতে পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাধীশ পুরুষাবতার ভগবান্‌কে স্বীকার করা হয় নাই, চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি ও পুরুষ লইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। গৌড়ীয়বেদান্তদর্শনাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার "গোবিন্দ-ভাষ্য" ২য় অধ্যায় ২য় পাদে—নিরীশ্বর সাংখ্যমত নিরসন প্রসঙ্গে সাংখ্যমত-সংক্ষেপ এইরূপ জানাইয়াছেন যথা—

"সাংখ্যাচার্য্যঃ কপিলস্তত্ত্বানি সংজগ্রাহ। সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ং স্থূলভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতি র্গণ ইতি।"

অর্থাৎ সাংখ্যাচার্য্য কপিল সমস্ত তত্ত্বের সংগ্রহ এইরূপে করিয়াছেন। তাঁহার মতে সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন) পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত এবং পুরুষ—সাকল্যে এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব।

ঐ তত্ত্ব মধ্যে মূল প্রকৃতি—কেবল প্রকৃতি অর্থাৎ কারণ-রূপিণী, উহা কাহারও বিকৃতি, বিকার বা পরিণাম নহে; মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই সাতটি প্রকৃতিও বটে আবার বিকৃতিও বটে। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত—এই ষোলটি কেবল বিকৃতি। পুরুষ পরিণাম শূন্য বলিয়া কাহারও প্রকৃতি বা বিকৃতি নহে। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণও তাই জানাইয়াছেন—"মূল প্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষ ইতি।"

এইরূপে সাংখ্যের প্রকৃতি—জগন্নিমিত্তোপাদান-রূপিণী, কিন্তু পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, বিভু, চিৎস্বরূপ এবং প্রতিদেহে ভিন্ন ও প্রধানের পরিচালন হইতে অনুমেয়। বিকার ও ক্রিয়ার অভাববশতঃ পুরুষ কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব শূন্য। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের সান্নিধ্যমাত্রে পরস্পরের ধর্ম্মের বিনিময় হয়। অর্থাৎ প্রকৃতিতে চৈতন্যের এবং পুরুষে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অধ্যাস হইয়া থাকে। এই প্রকার বিবেকের অভাবে ভোগ ও বিবেকোদয়ে মোক্ষ লাভ হয়।

সাংখ্য প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম—এই তিনটিকে 'প্রমাণ' মানিয়াছেন। উপমানাদি উহাদের অন্তর্গত, উহারা অতিরিক্ত প্রমাণ নহে। ঐ প্রমাণত্রয়ের সিদ্ধিতে সর্ব্বসিদ্ধি। প্রধানের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব উভয়ই স্বীকৃত হয়, সর্ব্বেশ্বরের সঙ্কল্প ও ঈক্ষণই যে একমাত্র কারণ, তাহা স্বীকৃত হয় না।

প্রকৃতি-পুরুষ-সন্নিধি-মাত্রকেই ভোগের হেতু বলিলে সন্নিধির নিত্যত্ব বশতঃ মুক্তজনগণেরও ভোগ প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। পঙ্গু-অন্ধ ন্যায় বা অয়স্কান্ত মণি অর্থাৎ চুম্বক প্রস্তর ও লৌহ ন্যায়ে একের দৃষ্টিশক্তি ও অন্যের চলচ্ছক্তি বা একের আকর্ষণ শক্তি ও অন্যের আকৃষ্ট হইবার ধর্ম্ম একত্র হইলে যেমন একটি ক্রিয়ার উদয় হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষ সন্নিধিমাত্র বিকার স্বীকার করিলে সন্নিধির নিত্যত্ববশতঃ নিত্যসৃষ্টির ও মোক্ষাভাবের প্রসঙ্গ হয়। বিশেষতঃ পঙ্গু ও অন্ধ উভয়েই চেতন এবং অয়স্কান্ত ও লৌহ উভয়ই জড় বলিয়া এই দৃষ্টান্তের বৈষম্য পরিস্ফুট হইতেছে। নিত্য নিষ্ক্রিয়, নির্ধর্ম্মক পুরুষের বিকার-প্রসঙ্গ আসে কি করিয়া? সুতরাং শ্রীভগবান্‌কেই মূল কারণ স্বীকার না করিলে কেবল শুষ্ক তর্কেরই আবাহন হয় মাত্র। অচেতন গুণসমূহ চেতন পরমেশ্বরের শক্তির অধিষ্ঠান ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে পারে না। আবার

পুরুষও বিভুচিৎ মূল-কারণ পুরুষের সঞ্চারিত শক্তি ব্যতীত কোন কর্ম্ম করিতেই সমর্থ হন না।

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, জন্মাদ্যস্য যতঃ, তত্তু সমন্বয়াৎ, যতো বা ইমানি ভূতানি…তদেব ব্রহ্ম, সর্ব্বে বেদা যৎপদ মামনন্তি নারায়ণ পরাঃ বেদা ইত্যাদি অগণিত শ্রুতিবাক্যে শ্রীভগবানেরই সর্ব্বময় কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব শ্রুত হয়। মনুপরাশরাদি আপ্ত ঋষিবর্গ সকলেই শ্রীভগবানের সর্ব্বময় কারণত্ব স্বীকার করিয়া শ্রৌতপথ প্রবর্ত্তক হইয়াছেন। মনুর আপ্তত্ব সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় বলিয়াছেন—যদ্বৈ কিঞ্চন মনুরবদত্তদ্‌ভেষজমিতি অর্থাৎ মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা মহৌষধি তুল্য। "শ্রীপরাশরোহি পুলস্ত্যবশিষ্টপ্রসাদাদেব দেবতাপরমার্থধিয়ং প্রাপ্নোতি স্মর্য্যতে" অর্থাৎ শ্রীপরাশরও শ্রীপুলস্ত্য-বশিষ্ট-প্রসাদে পারমার্থিক দেববুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাও স্মৃতিবাক্য। এই মনু পরাশরাদি সকল প্রামাণিক ঋষিই শ্রীবিষ্ণু হইতেই সকল জগতের উদ্ভব, ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের বাক্য দ্বারা বেদার্থ উপবৃংহিত অর্থাৎ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা সকলেই আপ্ত—আপ্তস্তু যথার্থ বক্তা। ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সাদোষরহিত-বচনাত্মক-শব্দ এব মূলং প্রমাণম্। আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ অর্থাৎ আপ্তোদিষ্ট শব্দই মূল প্রমাণ। বৈদিক ও লৌকিক ভেদে দুইপ্রকার বাক্য। বৈদিক ঈশ্বরপ্রোক্ত বলিয়া তাহার প্রামাণিকতা স্বতঃসিদ্ধ। লৌকিক আপ্তোক্ত হইলেই প্রামাণিক। সুতরাং মনু প্রভৃতি বেদার্থবেত্তা আপ্তবাক্য প্রমাণ-স্বরূপে অবশ্য স্বীকার্য্য। শ্রুতিসংবাদার্থ স্পষ্টীকরণের নামই উপবৃংহণ। সাংখ্য-স্মৃতিদ্বারা সেই বেদার্থ উপবৃংহিত হয় নাই। সুতরাং শ্রুতিবিরুদ্ধা সাংখ্য-স্মৃতি স্বকপোলকল্পিতা ও অনাপ্তা।

"বেদবিরুদ্ধ স্মৃতিপ্রবর্ত্তকঃ কপিলো হ্যগ্নিবংশজো জীববিশেষ এব মায়য়া বিমোহিতো নতু কর্দ্দমোদ্‌ভূতো বাসুদেবঃ।" (গোবিন্দভাষ্য, ২য় অঃ ১ম পাদ)

অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ স্মৃতিপ্রবর্ত্তক কপিল অগ্নিবংশোদ্ভূত, ভগবন্মায়া বিমোহিত জীব বিশেষ, তিনি কর্দ্দমোদ্‌ভূত বাসুদেব নহেন।

এজন্য শ্রীভগবান্ কপিলদেবের সেশ্বর সাংখ্যমতই প্রকৃত শ্রেয়ঃসাধক।

সাংখ্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়া ইতি সংখ্যা—সম্যক্ জ্ঞানম্। তস্মিন্ প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যং (গীঃ ২।৩৯ শ্রীধর)

ঐ চক্রবর্ত্তী টীকা—সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনেনেতি সাংখ্যং সম্যক্ জ্ঞানম্।

সুতরাং যেখানে সেই বাস্তব-তত্ত্ববিজ্ঞানের কোন কথা নাই, তাহা সুতরাং সম্যক্ জ্ঞান হইতে পারে না। গীতা-শাস্ত্রে ভক্তিকেই জ্ঞানের স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া জানাইয়াছেন। ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপবৃংহয়েৎ অর্থাৎ বেদার্থং স্পষ্টী কুর্য্যাৎ অর্থাৎ মহাভারতেতিহাস ও পুরাণাদি দ্বারা বেদার্থ স্পষ্ট করিবে। বেদ শব্দে বেদয়তি ধর্ম্মং ব্রহ্ম চ—বেদয়তি বস্তুতত্ত্বং—বেদ ধর্ম্ম ও বস্তুতত্ত্ব-বিষয়কজ্ঞানপ্রদানকারী। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ, বেদান্তকৃৎ, বেদবিদেব চাহম্—এই ভগবদ্‌বাক্যে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণই যে বেদবেদ্য, তিনিই যে বেদান্তকর্ত্তা ও বেদজ্ঞ তাহা প্রকাশিত আবার 'সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ' বলিয়া যে "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই শেষবাক্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্ববেদতাৎপর্য্য-স্বরূপ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক সকল তত্ত্বরহস্যই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এইজন্য কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি—বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে, বেদ শাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন॥ (চৈঃ চঃ ম ২০।১৪৩) ইতিহাস পুরাণাদিতে সেই বেদতাৎপর্য্যই বিভিন্ন প্রকারে নানা আখ্যায়িকা মধ্যে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। এজন্য বেদানুকূল শাস্ত্র মাত্রই প্রামাণিক-রূপে গ্রাহ্য। চারিবেদ, তদনুগত নারদপঞ্চরাত্র, মূলরামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদি এবং ইঁহাদের অনুকূল প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি সমস্তই সচ্ছাস্ত্র এবং প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য, নতুবা যেখানে তৎ প্রতিকূল ব্যাখ্যা, সেখানে আর বেদার্থোপবৃংহণ নাই জানিয়া অসম্মত জ্ঞানে তাহা অগ্রাহ্য জানিতে হইবে। শ্রুতি স্মৃতিতে যেখানে বিরোধ লক্ষিত হয়, সেখানে শ্রুতি বা শ্রুত্যনুগত শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাদ মিটাইতে হইবে।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে ঋষিং প্রসূতং কপিলং ইত্যাদি বাক্যে এক আপ্ত কপিলের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু তিনি বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডসমূহ যথারূপে স্বীকার করত জ্ঞান-কাণ্ডের উপবৃংহণার্থ এক সাংখ্যস্মৃতি রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের উপকারার্থ ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে অত্যন্ত পুরুষার্থ এবং অচেতন প্রধানকে জগৎকারণ-রূপে জানাইয়াছেন। সে কপিল সেশ্বর সাংখ্য-প্রবর্ত্তক পরমাপ্ত কপিল সহ এক নহেন। সুতরাং বেদবিরুদ্ধ অনাপ্ত সাংখ্য স্মৃতিকে ব্যর্থ বলিয়া প্রতিপাদনে কোন শ্রুতিবিরোধ বা আপ্তবিরোধ দোষ প্রসঙ্গ আসিতেছে না। শ্রুত্যুক্ত আপ্ত কপিল যিনি, তাঁহার মত সুতরাং পরমাপ্ত ভাগবতীয় কপিল ও মন্বাদি আপ্তবর্গের সেশ্বর সাংখ্য মতের বিরুদ্ধ হইবে না, অতএব ঐ কপিল অন্য কপিল হইবে।

অনাপ্ত সাংখ্য স্মৃতিতে "পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মসমূহ চিন্মাত্র ও বিভু, প্রকৃতিই উহাদের বন্ধ ও মোক্ষের কর্ত্রী, বন্ধ ও মোক্ষ উভয়ই প্রাকৃত, সর্ব্বেশ্বর বলিয়া কোন পুরুষ নাই, 'কাল' তত্ত্বই নহে, প্রাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়েরই বৃত্তি" ইত্যাদি কতকগুলি বেদান্তবিরুদ্ধ মত দৃষ্ট হয়। সুতরাং তাহা কখনও শ্রেয়ঃসাধক আপ্তবাক্য রূপে গৃহীত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীভগবান্ কপিল বাক্যই সুতরাং বেদসম্মত বলিয়া গ্রাহ্য।

শুনা যায়, "ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলই সগর রাজার বংশ ধ্বংস করেন এবং কার্দ্দমি কপিলোক্ত সাংখ্যমত গ্রন্থনিবদ্ধ করিয়া সাংখ্যদর্শন নামে প্রচার করেন। কিন্তু ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলের পঞ্চ-বিংশতিতত্ত্ব-প্রতিপাদক সাংখ্যদর্শনখানি সত্যযুগের কার্দ্দমি কপিলের ষড়্‌বিংশতিঃতত্ত্বপ্রতিপাদক সাংখ্য-মতেরই সার সঙ্কলন হইলেও উহাতে মত পার্থক্য আছে। ঐ সকল মতই শ্রুতিবিরুদ্ধ নাস্তিক মত। পরাশর-পুরাণে লিখিত আছে—'অক্ষপাদ প্রণীত ন্যায়দর্শন, কণাদপ্রণীত বৈশেষিক-দর্শন, কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শন এবং পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশসকল শ্রুত্যেকশরণ সাধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যাজ্য।' বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—'কতকগুলি বিরুদ্ধ মত স্বীকার করিয়া সাংখ্যাদি শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে। অসুরগণের মোহনার্থই ঐরূপ কৌশল করা হইয়াছে। অতএব সুধীগণ উহাদের হেয়াংশ পরিত্যাগ করিয়া উপাদেয়াংশই গ্রহণ করিবেন।' সুতরাং ভাগবতোক্ত কপিল মুনির মত বলিলে ষড়্‌-বিংশতিতত্ত্বপ্রতিপাদক ঈশ্বরারাধনা-লক্ষণযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানই বুঝিতে হইবে।"

—ভাঃ ৩।২১-৩৩ অধ্যায়ের তথ্য হইতে উদ্ধৃত।

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস শাস্ত্রই ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া জানাই-য়াছেন। শ্রীভগবান্ উপনিষদ্ বেদ্য, সর্ব্ববেদবেদ্য—সমস্ত বেদই তাঁহার স্বরূপ গান করিয়াছেন, সমস্ত বেদেই ব্রহ্মের সমন্বয় রহিয়াছে, ইহা জানাইবার জন্যই 'তত্তু-সমন্বয়াৎ' শ্রুতি। নিরীশ্বর সাংখ্যের 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ' বাক্য সুতরাং শ্রুতিবিরুদ্ধ। 'শ্রুতেস্তু শব্দ-মূলত্বাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) সূত্রে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব শ্রুতি প্রমাণ সিদ্ধ, অবিচিন্ত্য বিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ। যেহেতু শ্রুতি শব্দমূলক, সেই শব্দ অপৌরুষেয় বেদবাক্য বা ভ্রম-প্রমাদকরণাপাটববিপ্রলিপ্সাদোষ-চতুষ্টয়রহিত আপ্তবাক্য, সুতরাং তাহাই প্রমাণ—প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান উৎপাদক। সুতরাং যেখানে সেই শ্রুতির আদর পরিলক্ষিত হয় না, তাহা সুতরাং বহিঃ প্রজ্ঞা-চালিত সমাজে যতই না জ্ঞানগর্ভ বলিয়া প্রতিপালিত হউক, তাহা আধ্যক্ষিক অশ্রৌত তর্কপন্থা বা আরোহপন্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা দ্বারা প্রকৃত সাংখ্য বা জ্ঞান লভ্য হইতে পারে না। সুতরাং কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণপ্রেমই জ্ঞানের স্বরূপ লক্ষণ, উহাই সম্যক্ জ্ঞান।

উপরি উক্ত তথ্যে ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলদেবকে 'সগরবংশ ধ্বংসকারী' বলা হইলেও ভাঃ ৩।৩৩।৩৩ শ শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীদেবহূতিনন্দন কপিল-দেবকেই গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্থিরত্ব লাভের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীভাগবতে লিখিত আছে—

কপিলোঽপি মহাযোগী ভগবান্ পিতুরাশ্রমাৎ।
মাতরং সমনুজ্ঞাপ্য প্রাগুদীচীং দিশং যযৌ॥
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈর্ম্মুনিভিশ্চাপ্সরোগণৈঃ।
স্তূয়মানঃ সমুদ্রেণ দত্তার্হণনিকেতনঃ॥

আস্তে যোগং সমাস্থায় সাংখ্যাচার্য্যৈরভিষ্টুতঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানামুপশান্ত্যৈ সমাহিতঃ॥
—ভাঃ ৩।৩৩।৩৩-৩৫

[অনুবাদ—মহাযোগী ভগবান্ কপিলও মাতা দেবহূতির অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া পিতার আশ্রম হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, মুনি ও অপ্সরোগণ তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন এবং সমুদ্রও তাঁহাকে অর্ঘ্য ও নিকেতন দান করিয়াছিলেন। লোকত্রয়ের শান্তি উৎপাদনার্থ তিনি অদ্যাপি যোগাবলম্বনপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া আছেন। সাংখ্যাচার্য্যগণ এখনও তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন।]

উপরি উক্ত ৩৩শ শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—" * * সমনুজ্ঞাপ্য অনুজ্ঞাং প্রার্থ্য প্রাক্ প্রথমং সদাচারাদুদীচীমেব দিশং যযৌ। পশ্চাদ্ গঙ্গাসাগরসঙ্গম এব স্থিরতামবাপ।"

অর্থাৎ "মাতা দেবহূতির অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া প্রথমে সদাচারহেতু উত্তরদিকে গমন করিয়াছিলেন, পরে দক্ষিণে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে সগরবংশধ্বংসকারী কপিলদেব শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি অধোক্ষজ ভগবান্ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মহারাজ সগরের সুমতি নাম্নী পত্নীগর্ভজাত ষষ্টিসহস্র সন্তান এই শ্রীভগবান্ কপিলদেবকে তাঁহাদের পিতার যজ্ঞীয় অশ্বাপহারক মনে করিয়া নিজেদের পাপে নিজেরাই ভস্মীভূত হন, পরে উক্ত সগরপত্নী কেশিনীগর্ভজাত পুত্র অসমঞ্জসতনয় অংশুমান স্তবস্তুতিদ্বারা শ্রীভগবান্‌কপিলদেবকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পিতামহের যজ্ঞীয় অশ্ব প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবান্ অংশুমান্‌কে গঙ্গোদকদ্বারা তাঁহার পিতৃব্যগণের উদ্ধার সাধনার্থ উপদেশ করেন। অংশুমান্ যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করিয়া মহারাজ সগরকে প্রদান করিলে মহারাজ তদ্দ্বারা যজ্ঞকর্ম্ম সমাপ্ত করিলেন। অংশুমান্ ও তৎপুত্র দিলীপ গঙ্গানয়নে সমর্থ হন নাই। পরে দিলীপপুত্র ভগীরথ সুমহতী তপস্যা দ্বারা গঙ্গা আনয়ন পূর্ব্বক পিতৃব্যগণের উদ্ধার সম্পাদন করিয়াছিলেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'প্রাক্ উদীচ্যাং' এইশব্দদ্বয়ের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'প্রাগুদীচ্যাং দিশি হয়ং দদৃশুঃ কপিলান্তিকে'—এই ভাঃ ৯।৮।৯ শ্লোকে 'উত্তর পূর্ব্ব দিকে অর্থাৎ ঈশানকোণে কপিলান্তিকে অশ্ব দর্শন করিলেন' এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে।

অতএব শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের বিচারানুসারে মাতা দেবহূতির আদেশ লইয়া সেশ্বর সাংখ্যপ্রবর্ত্তক দেবহূতিনন্দন শ্রীভগবান্ কপিলদেবই গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্থিত হন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ-ফলে ষষ্টিসহস্র সগরসন্তান ভস্মস্তূপে পরিণত হন, আবার তিনিই কৃপাপূর্ব্বক অংশুমান্‌কে গঙ্গোদকদ্বারা পিতৃব্যগণের উদ্ধার সাধনের পরামর্শ দেন। পরে তৎপৌত্র ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শ্রীগঙ্গাদেবী গঙ্গাসাগরসঙ্গমে আবির্ভূত হইয়া সগর-সন্তানগণের উদ্ধার সাধন করেন।

শ্রীজগন্নাথ-মন্দির

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে নদীয়া জেলার চাকদহ মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত যশড়াস্থিত শ্রীমঠের অন্যতম শাখা শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর তিরোভাব-তিথিবাসরে আগামী ৭ পৌষ, ২২ ডিসেম্বর রবিবার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব ও অপরাহ্ণ ৪টায় ধর্ম্মসভা হইবে। পূর্ব্বদিন ৬ই পৌষ শনিবার অপরাহ্ণ ৩ টায় শ্রীমন্দির হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবে এবং রাত্রি ৭ টায় ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ও বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতিগণ ভাষণ প্রদান করিবেন।

THE SPIRITUAL SUMMIT CONFERENCE

Under the auspices of

THE TEMPLE OF UNDERSTANDING

Under the auspices of the Temple of Understanding, founded by Mrs. Dickerman Hollister, the president of the Organisation in Washington, United States of America, a 5-day Spiritual Summit Conference was held at Birla Academy of Art and Culture in Southern Avenue, Calcutta from October 22 to October 26. Mrs. B. K. Birla is the Chairman of its International Committee. The central purpose of the Organisation is to foster understanding among the great religions of mankind. Representatives of Christianity, Budhism, Hinduism, Islam, Judaism, Confucianism, Zorastrianism, Jainism, Sikhism, Bahai religions participated in the Conference. At the invitation of Mr. and Mrs B. K. Birla and personal request of Mr. Finley P. Dunne, executive director, who came with Mr. V. G. Rathi to Calcutta Math, 35, Satish Mukharjee Road for discussions, His Divine Grace Paribrajak Acharyya Tridandiswami Srimat Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj, president of the Math participated in the Conference and spoke for Hinduism. The illuminating but brief statements of the representatives are preserved to help discussions and mutual understanding. The grand success of the Conference is mainly due to the untiring and sincere efforts of Mr. & Mrs. B. K. Birla.

The president of the Math with His Holiness Tridandi Swami Srimat B. P. Puri Maharaj and Sree B. B. Tirtha, secretary of the Math also attended the joint prayer by all religions for peace and salvation of mankind in the Botanical Gardens, Sibpur.

Address of Sree Chaitanya Gaudiya Math Chief

I heartily welcome the organisers of this symposium in their attempt for an impartial and liberal approach to different views of religious faiths in this world to find out how world-fellowship of different religions or unity of hearts amongst human beings can be promoted. There are two ways of approach — (1) sincere, real and practical having relation to the actual state of conditions and nature of human beings and (2) idealistic approach having little or no practical value merely indulging in the luxury of high-sounding words. If we sincerely want to get real and abiding effect, we should face facts boldly. The fact is that there exists no cent per cent indentity amongst individuals as they are conscious units having independence of thinking, feeling and willing. Individuals as a result of their different actions achieve separate environments and paraphernalia. As such every individual has his peculiar nature distinct from another. So, obviously individuals will vary in their opinions and tastes and this is quite natural. It is an unnatural attempt forcibly to encage individuals into one fold, faith or particular ideology. So, cultivation of tolerance of others' views is essential for world peace and unity. Indian sponsors of religion appeared to have got that insight and tolerance, hence many independent views have cropped up in India and have flourished simultaneously. Want of tolerance makes us sectarian

and that spirit istigates us for forcible conversion of others which brings turmoil and unrest in the world. Religion should give equal scope to all the individuals for their respective spiritual development according to their eligibility. Indian saints have classified the nature of human beings into three broad groups—'Sattvika', 'Rajasika' and 'Tamasika'. Sattvika people are wise, sincere, generous and non-violent as such they have got altruistic mentality and render disinterested service. Rajasika people are egoist although they are active and do good to others with the motive of getting a return of their actions for self-aggrandisement, they won't tolerate harm on them, they have got the spirit of taking revenge. 'Tamasika' people are indolent, out and out egoist and of violent temperament, they are indiscriminate in their attempt for enjoyment, they completely disregard the interest of others and up to anything to fulfil their selfish motive. So, 'Sattvika', 'Rajasika' and 'Tamasika' people vary in their taste, habit and nature. Three forms of teaching religion have been prescribed for the three groups according to their eligibility giving them scope for gradual elevation. The above three modes of teaching are related to the apparent self, as such changeable. There are still higher and higher thoughts of religious existence which transcend the said three qualities and relates to the eternal natural function of the real-self. If we want quantity we are to sacrifice quality and if we want quality, evidently we shall have to sacrifice quantity, both cannot be achieved at a time. However, the primary point is to be noted here that there should be tolerance amongst sponsors of different religious views and respect for others 'views as well as equal scope should be given to all for their spiritual upliftment from the respective status. Another point is to be noted here carefully that we should have the patience to understand the underlying spirit of different religious faiths and not merely indulge in disputes in regard to the ritualistic aspects of religions which will certainly vary in different parts of the world in accordance with the change of climatic conditions and environments.

Now-a-days, we find indiscipline is rampant in every sphere of human life—in political, social, economical and even in educational sphere. Student-unrest (youth-unrest) is one of the most serious problems of the day. It is extremely difficult to proceed with the constructive works when people are proned to indiscipline. To fight against the disruptive tendencies and indiscipline, a radical treatment of the minds of the people is required. Here we feel the necessity of moral and spiritual values in human life. There are two ways of treating diseases—pathological and symptomatic. In pathological treatment root-cause of the disease is ascertained first and then remedy is prescribed. Process of symptomatic treatment may be easier but it has no lasting effect, it may give temporary relief, while we can get enduring relief in pathological process of treatment. To determine the root-cause of unrest we are to determine the self first. I strongly believe, the ignorance of our real-self is the cause of unrest, discord and anxiety. Real-self is not the physical tabernacle, it is something other than the gross and subtle bodies. We call body to be the person so long we observe consciousness in it. The moment the body is bereft of consciousness, it loses its personality. 'I' am 'I' when the conscious entity i.e. the entity that thinks, feels and wills is present in me and 'I' am

'not-I' when it is absent in me. So, the entity whose presence and absence makes me 'me' and 'not-me' respectively must be the person. This conscious entity (Soul) is designated as 'Atma' in Indian scriptures. 'Atma' is indestructible, it has got no origin and no end. If we dive deep into the matter, we can trace our existence with the Absolute Conscious Principle Whom we call Godhead, the Fountain Source of innumerable conscious units. Godhead is termed Sat-Chit-Ananda i. e. He is All-Existence, All-Knowledge and All-Bliss. Individuals are points of ray emanating from Him and as such one of His eternal co-existing potencies. Individuals cannot live independently. They are all interconnected and co-existing though with individual characteristic of each. It has

From Left :—Mr. Finley P. Dunne, Dr. Huston Smith, Srimat B. D. Madhav Goswami Maharaj and Mr. B. K. Birla.

been already clearly stated that differences in the individuals are unavoidable as they are conscious units. Now the problem is to find a common ground and common interest of all for the solution of above differences. That sense of common interest can be fostered amongst individuals if they know that they are inter-connected, they are parts of one Organic System and they are sons and daughters of one Father. Here is the task of all religions to teach people that all beings of the world are closely inter-related. Although steadfastness or firm belief in God (Nistha) according to some particular faith and eligibility of the individual is congenial for healthy spritual growth of every individual, religious bigotry which begets enmity is condemnable as it is against the real interest of the individual and the society. Real religion teaches love for each other. Lord Sri Krishna

OPENING PLENARY SESSION OF THE SPIRITUAL SUMMIT CONFERENCE AT BIRLA ACADEMY OF ART AND CULTURE.

Chaitanya Mahaprabhu propagated the cult of all-embracing Divine Love which brings universal brotherhood in a transcendental plane. According to Him forgetfulness of our eternal relation with Supreme Godhead Sri Krishna is the root-cause of all afflictions. Srikrisna is God of all gods, Supreme Person having All-Existence, All-Knowledge and All-Bliss, Beginningless yet the Beginning of all and Prime-Cause of all causes. The word 'KRISNA' means Who attracts all and pleases all by His Wonderful Enchanting Beauty, Majesty, Munificence and Supremacy, as such denotes the highest conception of Godhead with all perfections. He is the Object of All-Love. So, remembrance of Srikrisna or God is the Divine Panacea of all evils. The easiest and most effective way of remembering God is chanting of the Holy Name which can be practised by all irrespective of caste, creed, religion, age, health, economical, social and educational status in any place and in any time. In Vedic Cult we find the theory of cycle of time within

the period of infinite time which has got four stages in accordance with the predominance of religiousness and irrelegiousness. The four ages are designated as Satya, Treta, Dwapara and Kali. In Satya Yuga (The first age of the cycle of time) when wisdom was predominating in men and as such they were aware of the painful nature of the transitory objects of the world and thereby got no fascination for them for which concentration without interruption was possible, meditation (Dhyanam) was prescribed as the common religion suitable to all. In 'Treta Yuga' (next spiritually degraded age of the cycle of time) when the spirit of activity was predominating and people got some attachment to worldly objects, sacrifices (Yajna) i.e. offering of the things of attachment to Lord was prescribed as the common religion to divert the attention of the people from material objects of attachment and concentrate their minds in Him. In 'Dwapara Yuga' (further next degraded age) when people were too much given to senses and addicted to worldly objects, 'Archana' (worship of Deities) was prescribed as the common religion for gradual attainment of concentration of mind in God by engaging all the senses and objects of attachment in His service. In the present age 'Kali Yuga' (the last spiritually most degraded age of the cycle of time) when people have got firm attachment to wordly objects, are too much given to senses and always diseased, they are incapable of performing meditation, 'Yajna' (Sacrifices) and 'Archana' (worship of Deities) rightly, as such chanting of the Holy Name of God is prescribed for them.

World to-day is marching fast towards tremendous scientific achievements. Modern scientists are doing wonders. But inspite of their marvellous scientific accomplishments and their vanity of twentieth century civilisation, it is surprising why scientists of the world are engaged in inventing weapons like atom-bombs, etc. for digging the grave of the whole human race. Any moment there may be conflagration and the whole world may perish. World saints are deeply thinking how to avert such calamity of the whole animated beings. Mere material scientific accomplishments won't be able to save the world from such danger. Of course, scientific inventions or achievements as such are not condemnable. Everything depends on the proper use of things. Science may be used for the good of humanity and also may be misused for the destruction of human civilisation. So it is imperative to brood over the matter and diagnose the disease of conflicts, mutual disbelief amongst nations and individuals. So long nations and individuals have got separate centres of interest, clashing or fight is inevitable, no-body can avoid it. This world is limited. When there are many claimants for one limited object, dispute amongst claimants is unavoidable. It is because of this Indian saints differ from the leaders of the west or from the westernised leaders of our country in their way of approach to tackle the peace-problem. In fact, genuine saints of the world are wise enough to see the fundamental defect in the attempt of the so-called best brains to achieve world-peace. They assert with great emphasis that practical solution of problems is not possible so long the individuals do not change their present craving for sensuous enjoyment and greediness for mundane wealth and direct their attention towards the Unlimited, the Infinite, the Absolute. The heads of different religious groups should clearly and emphatically point out and teach their followers about the painful and perishable character of worldly objects and futility of sensuous enjoy-

ment. They should create interest in man for worship of God which can give real happiness, Unless and until eternal relationship of the people is known to them and they do realise that they cannot exist and be happy without Godhead Who is All-Bliss, natural inclination of the people for Godhead and diversion of their attention from the material aspects of life cannot be effected. As long as people have the conviction that their only interest lies in material prosperity—sensuous enjoyment, fight cannot be avoided under any circumstance. Mere belief in the existence of God will be of great benefit to humanity to restrain them from committing sins and do good to others as they will have fear and encouragement for bad and good deeds for which they may be punished or rewarded. Want of patience and tolerance originates from lust. Any activity which tends to the

Representatives returning after prayer in the Botanical Gardens, Sibpur—President of the Math seen in the second row

satisfaction of one's own gross and subtle senses is termed lust. Hindrance to the fulfilment of lust breeds anger and that brings conflict, fight and malice amongst individuals and nations. So long people do not understand that they are inseparably connected and the activities of the people are God-centred, mere sentimentalism or fictitious ideas won't be able to foster real love amongst individuals. If we know that infliction of harm to other animated beings is detrimental to our own interest and will bring harm in return, we won't be encouraged to harm any individual, nay even any sentient being of the world. If we can love the Absolute Whole, I mean the Godhead, we cannot have the impetus to injure any of His parts. So according to the teachings of Lord Gauranga, Divine Love is the best solution of all problems of the world.

রুদ্র-মোক্ষণ

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

করিল প্রশ্ন রাজা পরীক্ষিত শুকদেব মুনিবরে।
একটি বিষম সংশয় আজ জাগে মোর অন্তরে॥
ভোগবর্জিত মহেশ্বরের উপাসনা করে যারা।
দেখা যায় এই জগত মাঝারে ভোগশালী হয় তারা॥
লক্ষীর পতি নারায়ণে যারা সেবা করে বিধিমত।
তাহারা প্রায়ই ধনহীন হ'য়ে ক্লেশপায় অবিরত॥
কেন হেন হয়, কহ দয়া করি ওগো তুমি মতিমান্।
অন্তরে মোর সংশয়ে আজ কর তুমি নিরসন॥
শুকদেব কহে—ওহে মহারাজ, শুন অবহিত চিতে।
প্রশ্নের তব দিব উত্তর যাহা জানি, ভালমতে॥
মায়ার সহিত সতত যুক্ত বলিয়া মহেশ্বর।
তিনগুণে বৃত হইয়া র'য়েছে সগুণ নিরন্তর॥
রাজস, তামস, সাত্ত্বিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার।
রূপে প্রকাশিত রহিয়াছে শিব এবিশ্ব সংসার॥
শারীর, মানস সুখের লাগিয়া যাহারা শিবেরে ভজে।
প্রার্থনা মত বিভূতি লভিয়া সংসার সুখে মজে॥
সর্বদর্শী, গুণের অতীত পুরুষোত্তম হরি।
গুণাতীত হয় জীবসমুদয় তাঁহারে ভজন করি॥
যার প্রতি তিনি করেন করুণা তাহা হ'তে ধীরে ধীরে।
হরণ করিয়া বিষয়সকল নানা ক্লেশ দেন তারে॥
বিত্ত তাহার নাহিক কিছুই দেখিয়া স্বজনগণ।
কিছু না পাইয়া হতাশ হইয়া করে তারে বর্জন॥
বন্ধুগণের আগ্রহে পুনঃ যদি সেই দীন জন।
উৎসাহ ভরে ধন-সংগ্রহে নিয়োজয় নিজ মন॥
হরির অশেষ করুণায় সেই হয় না সফলকাম।
নির্বেদযুক্ত হৃদয়ে সে ভাবে বিধি তার হ'ল বাম॥
শ্রীহরি-ভক্তসঙ্গ লভিতে হয় তার আগ্রহ।
তখন তাহারে করেন শ্রীহরি বিশেষ অনুগ্রহ॥
হরির করুণা মানিয়া তখন সেই সুবুদ্ধিমান্।
পরম সূক্ষ্ম ব্রহ্মবস্তু একমনে করে ধ্যান॥
আপন আত্মস্বরূপ জানিয়া, সংসারবন্ধন।
হইতে মুক্ত হইয়া করে সে বৈকুণ্ঠে গমন॥
যাহারা বিষয়ে অত্যাসক্ত মুক্তি চাহে না মনে।
হরির করুণা, তাঁর উপাসনা দুষ্কর বলি মানে॥
অবশেষে তারা হতাশ হইয়া হরির ভজন ত্যজে।
শীঘ্রতুষ্ট দেবতা ভজিয়া পার্থিব সুখে মজে॥
তাঁদের নিকট লভিয়া ইষ্ট মত্ত অহঙ্কারে।
নিজের ইষ্ট দেবতারে শেষে নাহি স্মরে অন্তরে।
আপনার বর-দাতৃদেবেরে ভুলিয়া, অসাবধানে।
উদ্ধত হ'য়ে অবজ্ঞাভরে তাঁহারেও নাহি মানে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর আদি শাপবরদানে ক্ষম।
কিন্তু ব্রহ্মা, শঙ্কর কভু নহে ত' বিষ্ণুসম।
এ দুই দেবতা শীঘ্র তুষ্ট অথবা রুষ্ট হন।
শ্রীহরি কিন্তু ইঁহাদের মত কখনও নাহি হন॥
শুন, তুমি এবে এবিষয়ে এক অদ্ভুত আখ্যান।
কি প্রকারে শিব পড়ে সঙ্কটে, করি এক বরদান॥
শকুনি নামক অসুরের সুত বৃকাসুর তার নাম।
জানিতে চাহিল নারদসকাশে কিরূপে পুরিবে কাম॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর মাঝে শীঘ্র তুষ্ট হন।
কোন সে দেবতা, জিজ্ঞাসা করি, জানিতে চাহিছে মন॥
নারদ বলেন শঙ্কর সদা অল্পে তুষ্ট হন।
আবার অল্প দোষেই তাঁহার রুষ্ট হইবে মন॥
তুমি কর সেই অল্পে তুষ্ট শঙ্কর-আরাধনা।
তাঁহার প্রসাদে শীঘ্র তোমার পুরিবে মনোবাসনা॥
কেদার ক্ষেত্রে গমন করিয়া নারদের উপদেশে।
আরাধনা করে বৃকাসুর বলী শঙ্কর-উদ্দেশে॥

আপন গাত্রমাংস কাটিয়া আগুণে আহুতি দিল।
এই মত ক্লেশ বরণ করিয়া উপাসনা ক'রেছিল॥
তথাপি যখন হইল না তার মহাদেব দরশন।
বিফল জীবন ত্যাগ করিবারে অসুর করিল মন॥
নিজকেশপাশ করে অভিষেক কেদার তীর্থ জলে।
উদ্যত হ'ল করিতে ছেদন মস্তক অবহেলে॥
পরম দয়ালু শঙ্কর তবে উঠিয়া অনল হ'তে।
তাহার হস্ত ধারণ করিল আপনার দুই হাতে॥
ছিন্ন অঙ্গ পূর্ণ হইল শঙ্কর-পরশনে।
কহিল অসুরে—'জীবন বিনাশ কেন কর অকারণে॥
প্রার্থনা কর অভীষ্টবর পুরাইব অভিলাষ।
শরণাগতের জল মাত্র পেয়ে পুরাই তাহার আশ॥'
ভয়ঙ্কর বর প্রার্থনা করে পাপাত্মা বৃকাসুর।
'যার মস্তক পরশিব হাতে যায় যেন যমপুর'॥
একথা শুনিয়া মৌন রহিল ভগবান শঙ্কর।
ক্ষণকাল পরে 'তথাস্তু' বলি দিল অভীষ্টবর॥
পরীক্ষা করিতে শিবের বরের সত্যতা সেইক্ষণে।
শিব-মস্তক স্পর্শ করিতে অসুর করিল মনে॥
আপন হস্ত প্রসারিয়া শিব-মস্তকে দিতে চায়।
শিব তখন ভাবিতে লাগিল কি হবে এবে উপায়॥
নিজপ্রদত্ত বরদানে হ'য়ে শঙ্কর মহাভীত।
পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া হইল পলায়ন-উদ্যত॥
অসুর তখন পিছনে তাহার ধাবিত হইল বেগে।
স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল ঘুরিল শঙ্কর উদ্বেগে॥
ব্রহ্মাদিদেব কেহই করিতে পারিল না প্রতিকার।
মৌন হইয়া রহিল সকলে না দেখি উপায় আর॥
শিব তখন গমন করিল গুণাতীত শ্বেতদ্বীপে।
যেথায় র'য়েছে শ্রীহরি সতত সাধুজন গতিরূপে॥
সংসার গতি লভে না যেখানে গমন করিয়া জীব।
সেই হরিধামে ত্বরিত গতিতে গমন করিল শিব॥
শঙ্করের সেই সঙ্কট হেরি শ্রীহরি দুঃখহারী।
যোগমায়াবলে আপনি হইল বালক ব্রহ্মচারী॥
অজিন, দণ্ড, অক্ষমালিকা মেখলায় সজ্জিত।
দর্ভহস্ত ব্রহ্মতেজেতে অনলের ন্যায় দীপ্ত॥

বৃকসম্মুখে উপনীত হ'য়ে করিল অভিবাদন।
আহ্বান করি কহিল তাহারে-'হে শকুনিনন্দন!॥
আপনারে হেরি মনে হয় মোর শ্রান্ত হ'য়েছ অতি।
ক্ষণকাল হেথা কর ওহে বীর, বিশ্রাম সম্প্রতি॥
কি কারণে তুমি হেন শ্রম করি আসিয়াছ এত দূর।
শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়া ছাড়িয়াছ নিজ পুর॥
সর্বপ্রকার ইষ্টসাধনে সহায়ক এই দেহ।
তাহারে এভাব অবহেলা করি করে না নষ্ট কেহ॥
তোমার কার্য্য যদি আমাদের শ্রবণযোগ্য হয়।
কহ দয়া করি আমার সকাশে, ওগো প্রভো দয়াময়॥
অপর পুরুষগণের দ্বারাই প্রায়শঃ মানবগণ।
এজগতে করে বুদ্ধির বলে কর্ম্মের সুসাধন॥
শ্রীহরি যখন মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসে বৃকাসুরে।
অসুর তখন আপনকার্য্য সব বর্ণন করে॥
ভগবান কহে-"দক্ষের শাপে পিশাচবৃত্তি পেয়ে।
ভূতপ্রেত আর পিশাচগণের অধিপতি শিব হ'য়ে॥
দিয়াছেন যদি করুণা করিয়া তব ঈপ্সিত বর।
আমরা কদাচ এরূপ বাক্যে করিনাক নির্ভর॥
হে দানবরাজ, যদি, শঙ্করে জগতের গুরুজ্ঞানে।
তাঁহার কথায় জনমিয়া থাকে বিশ্বাস তব মনে॥
নিজমস্তক হস্তে পরশি পরীক্ষা কর ত্বরা।
শিবের বাক্য সত্য-মিথ্যা, লক্ষ্য করিবে ধরা॥
যদি কিঞ্চিৎ তাঁহার বাক্য মিথ্যা প্রমাণ হয়।
এই মত কর অসত্যভাষী যাহাতে বিনাশ পায়॥"
মনোরম বাণী শুনিয়া হরির বৃকাসুর মূঢ়মতি।
বরের তত্ত্ববিস্মৃত হ'ল হইয়া ভ্রষ্টমতি॥
নিজ মস্তকস্পর্শ করিল আপন হস্ত দিয়া।
ভূমিতে পড়িল ভীষণ শব্দে বিদীর্ণ হ'ল হিয়া॥
আকাশে উঠিল প্রশংসাবাদ জয়জয়জয়ধ্বনি।
দেব ঋষিগণ পুলকে মাতিল বৃকাসুর হত, শুনি॥
স্বরগ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিল দেবতাগণ।
এইমত হ'ল মহেশ্বরের সঙ্কটবিমোচন॥
মহাজন প্রতি অপরাধ করি মঙ্গল নাহি হয়।
পুনরায় তাঁরে শ্রদ্ধা করিলে নাহিক কিছুই ভয়।

— —

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—ভগবান্‌কে কিভাবে ডাকিতে হইবে ?

উত্তর—শুদ্ধভক্তগণ পাপনিবারণ, পুণ্যসংগ্রহ কিংবা স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য অথবা জগতের দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অশান্তি, রাষ্ট্রবিপ্লব, রোগনিবারণ, ধনকামনা, স্বরাজ্য প্রাপ্তি প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু লাভের জন্য ভগবানকে ডাকেন না। ভগবন্নাম যখন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, তখন সেই পরমেশ্বরের দ্বারা নিজের কোন প্রকার ভোগের কার্য্য করাইতে চাহিলে ভগবান্‌কে—পরমপূজ্যবস্তুকে ভৃত্যরূপে পরিগণিত করা হয়। তাহা অপরাধজনক। এজন্য ভগবানের সেবার জন্য ভগবান্‌কে না ডাকিলে উহাকে ব্যর্থনাম বা বৃথা নাম বলা হয়। যীশু ব'লেছেন—Don't take God's Name in vain. ইহা দ্বারা যে অনুক্ষণ ভগবানের নাম লইতে হইবে না—শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে সকল সময় সর্ব্বস্থানে ভগবানের নাম লইতে হইবে না, তাহা উদ্দিষ্ট হয় নাই। কারণ ভগবানের সেবার জন্য ভগবান্‌কে ডাকা বৃথা নহে, তাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য। সেই উদ্দেশ্যবিশিষ্ট না হইয়া অন্য উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নিজের কোন কামনা পূরণের জন্য ভগবান্‌কে ডাকার অভিনয়ই—বৃথা কার্য্য। ভগবানের নাম কখনও বৃথা অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকামনায় গ্রহণ করিতে হইবে না, কিন্তু অনুক্ষণ ভগবানের সেবার জন্যই ভগবান্‌কে ডাকিতে হইবে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আত্মা, মন ও দেহ—এই তিনটীতে কি ভেদ ?

উত্তর—শ্রৌতশাস্ত্র আত্মা, মন ও দেহ—অর্থাৎ চিৎকণ, চিদাভাস এবং জড়—এই তিনটী বিষয়ের পরস্পর ভেদ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আত্মা, দেহ ও মনোরূপ সত্ত্বের সত্ত্বাধিকারী। দেহ এবং মন আত্মার সম্পত্তি, আত্মা আবার পরমাত্মার সম্পত্তি। পরমাত্মাই কারণ-চেতন, আর জীবাত্মা কার্য্য-চেতন। আত্মার দুইটী দেহ বা উপাধি। একটি সূক্ষ্ম উপাধিরূপ মন, আর একটী স্থূল উপাধিরূপ দেহ। বহির্দেহ পঞ্চভূত বা পরমাণুর সমষ্টি, অন্তর্দেহ বা মানসিক দেহ বহির্দেহের চালক। আত্মা বদ্ধাবস্থায় মনের দ্বারা বিজাতীয় সম্পত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট। আত্মা সুপ্ত বলিয়া অধুনা পরমাত্মার সেবায় অনভিজ্ঞ। মালিককে সুপ্ত দেখিয়া অধীনস্থ কর্ম্মচারীদ্বয় মালিকের স্বার্থ-দেখিবার পরিবর্ত্তে তাহাদের নিজ নিজ অপস্বার্থ দেখিতেছে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আত্মা বদ্ধ হইল কেন ?

উত্তর—জীব বা আত্মা ভগবদ্‌বিস্মৃতিবশতঃ স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হইয়া জগতে মায়াবদ্ধ হইয়াছে। ঐরূপ আবৃত অবস্থায় মনের দ্বারা যে ধ্যান এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে রূপ-রসাদি গৃহীত হয়, তাহাতে আরও অধিকতর ক্লেশ উদিত হয় ও ভগবৎ-স্মৃতিরূপ আত্ম-স্বভাব আবৃত হইতে থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভুলি সেইজীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয়-সংসার দুঃখ ॥

মন পরিবর্ত্তনশীল, আত্মা অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য। মনের কার্য্য—ভোগ বা নির্ভোগ (ত্যাগ), আর আত্মার কার্য্য—ভগবানের সেবা। মন তৃতীয়-মানের বস্তু পর্য্যন্ত জানিতে পারে, চতুর্থ-মানের বস্তু (অধোক্ষজবস্তু) জানিবার অধিকার মনের নাই। জগতের অভিজ্ঞতা হইতে বাস্তবসত্যকে—অতীন্দ্রিয় বস্তু ভগবান্‌কে জানা জানা যায় না। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আমার ত জগতের অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নাই; তাহা হইলে এ সমস্ত বিষয় কি করিয়া জানা যাইবে ?

উত্তর—বর্ত্তমান অবস্থাতে সে সমস্ত বিষয় জানা অত্যন্ত কঠিন ইহা যেরূপ সত্য, তদ্রূপ সে সব বিষয়

জানিবার যে উপায় আছে, তাহাও সত্য। আমাদের দূরদেশস্থ বান্ধবের সংবাদ পিয়ন আনিয়া দেয়।

প্রশ্ন—কাহারও কাহারও সংবাদ 'পিয়ন' না আনিতেও পারে ত ?

উত্তর—পিয়ন যাহাদের চিঠি আনিয়া দিল না, জানিতে হইবে তাহাদের কপাল বড়ই মন্দ। তবে একটা কথা—যাহারা সংবাদের জন্য আর্ত্ত, তাহাদের নিকট অবশ্যই 'পিয়ন' সংবাদ আনিয়া দেয়।

প্রশ্ন—বৈকুণ্ঠের সংবাদ আনয়নকারী পিয়নকে কিরূপে চেনা যাইবে এবং সংবাদের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বই বা কিরূপে জানা যাইবে ?

উত্তর—আমার প্রার্থনা অকপট হইলে সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের কৃপায় সবই জানা যাইবে। বিদ্যার্থী ব্যক্তি বিদ্বানের কৃপা-সাহায্যেই বিদ্বানকে চিনিতে পারে। হৃদয়স্থ ভগবান্ই আমাকে সব বিষয়ে সাহায্য করিবেন, আমি তাঁহার প্রতি নির্ভর করিলেই হইল।

কোন বস্তু-বিষয়ে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইলে জগতে দুইটী উপায় দেখিতে পাওয়া যায়। একটী জগতের অভিজ্ঞতা দ্বারা বস্তু জানিবার প্রয়াস, আর একটী জগতের অভিজ্ঞতার অসম্পূর্ণতা জানিয়া যে রাজ্যের জ্ঞান, সেই রাজ্য হইতে অবতীর্ণ মহাপুরুষের নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শ্রুতিমূলে জ্ঞানলাভ। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—জাগতিক অভিজ্ঞতাই আমাদের সম্বল। তাহা বর্জ্জন করিয়া কোন অতিমর্ত্ত্য বস্তুতে কিরূপে শরণাগত হওয়া যাইবে ?

উত্তর—কঠিন মনে করিয়া ভীত হইলে চলিবে না। সত্যবস্তু জানিতে হইলে হৃদয়ে খুব বল চাই। সাঁতার শিখিতে হইলে প্রথমে জল দেখিয়া ভীত হইলে সাঁতার শেখা যাইবে না। শরণাগতি ব্যাপারটা কঠিন নয়, উহা আত্মার পক্ষে অতি স্বাভাবিক ও সহজ। শরণাগতির বিপরীত যাহা কিছু, তাহাই অস্বাভাবিক ও ক্লেশকর।

প্রশ্ন—কি উপায়ে সেই সাহস অর্জ্জন করা যায়।

উত্তর—ভগবানের কথা শুনিতে হইবে—ভগবানের এজেণ্টের নিকট শুনিতে হইবে। যখন সেই কথা শুনিব, তখন জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতা, কুতর্ক প্রভৃতিকে বন্ধ রাখিয়া দিতে হইবে। জীবন্ত সাধুর নিকট ভগবানের পরাক্রমপূর্ণ বীর্য্যবতী কথা শুনিতে শুনিতেই হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থগুলি কাটিয়া যাইবে, হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সাহস আসিবে, তখন শরণাগতি বা আত্মার সহজধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে উদিত হইবে। সেই শরণাগত হৃদয়ে চতুর্থ-মান অর্থাৎ তুরীয় অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বপ্রকাশ সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হইবে। এই উপায়েই সত্য জানা যায়, অন্য কোন পন্থায় অকৈতব সত্য জানা অসম্ভব। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভাব হয় কিরূপে ?

উত্তর—আদৌ শ্রদ্ধা, ততঃ সাধুসঙ্গ অর্থাৎ সদ্গুরু চরণাশ্রয়, তৎপরে ভজনক্রিয়া, অনন্তর অনর্থনিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তির পর ভাবোদয় হয়। সদ্গুরুর কৃপায় অনর্থনিবৃত্তির পর নিষ্ঠা বা সাধনা-ভিনিবেশ হইলে শীঘ্রই ভাবোদয় হইয়া থাকে।

করুণাময় শ্রীগুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে সাধনাভিনিবেশ অর্থাৎ নিষ্ঠা হইলে রুচি ও আসক্তির পর ভাবোদয়। ইহাই ক্রমপন্থা। এতদ্ব্যতীত ভগবান্ ও ভক্তগুরুর বিশেষ কৃপার ফলেও হঠাৎ কদাচিৎ কাহারও ভাবোদয় হইয়া থাকে। তবে সর্ব্বত্র সাধনাভিনিবেশ হইতেই ভাবোদয় হইতে দেখা যায়। বিশেষ কৃপা বিরল। এই বিশেষ কৃপায় যোগ্যতা-অযোগ্যতার কোন বিচার নাই। স্বতন্ত্র ভগবান্ ও স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্ত স্বেচ্ছায় কখন কাহাকেও বিশেষ কৃপা করেন। বিশেষ কৃপার উদাহরণ শাস্ত্রে খুবই কম আছে। এজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কোন ভক্তই বিশেষ কৃপার আশা করিয়া সাধনে শিথিলতা করেন না, পরন্তু কৃপাভিখারী হইয়া গুর্ব্বানুগত্যে যথাসাধ্য সাধন করিয়া থাকেন। যে সব অল্পবুদ্ধি অলসভক্ত বিশেষ কৃপার আশায় সাধনভজনে শৈথিল্য প্রকাশ করেন, তাঁহাদের কোনদিনই মঙ্গল হয় না, তাঁহারা কৃপালাভে বঞ্চিতই হন। কৃপালাভের জন্যই সাধন, এই কথাটা তাঁহারা ভুলিয়া যান। সাধকই সিদ্ধ হয়, সাধন করিতে করিতেই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তাই ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—'সাধনাগ্রহবিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।' 'নিষ্ঠা হইতে উপজয় প্রেমের

তরঙ্গ।' 'সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কেহ নাহি পায়।'

ভাবোদয়ের উপায় সম্বন্ধে জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলিয়াছেন—'সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োস্তথা। প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে॥ আদ্যস্তু প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ো বিরলোদয়ঃ।' শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা—সাধনাভিনিবেশো নিষ্ঠা; প্রায়িকো বহুত্র জায়তে। বিরলোদয় কুত্রচিজ্জায়তে। অতিধন্য অর্থে সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত।

শ্রীশ্রীজীবটীকা—অতিধন্যানাং—প্রাথমিক-মহৎ-সঙ্গজাতমহাভাগ্যানাম্।

প্রশ্ন—ভগবদ্‌-বিদ্বেষী মহাপাপী বেণরাজার কিরূপে উদ্ধার হইয়াছিল ?

উত্তর—হরিবিদ্বেষী মহাপাপী বেণরাজার ব্রহ্মশাপে মৃত্যু হয়। দেহান্তে বহুকাল যাবৎ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তৎপর শ্রীপৃথুমহারাজের কৃপায় তিনি উদ্ধার পান। শ্রীপৃথু মহারাজ বেণ রাজার পুত্র। বামন পুরাণে বর্ণিত আছে—শ্রীপৃথুরাজেন নারদাৎ স্বপিতুর্নরকভোগানন্তরং কুষ্ঠীম্লেচ্ছতা-প্রাপ্তিং শ্রুত্বা তমানীয় পৃথূদকাখ্যে কুরুক্ষেত্রতীর্থে স্নপনাদিনা তদপরিচ্ছেদ্য-যন্ত্রণাভোগাৎ উদ্ধার।

(ভাঃ ২।৭।৯ চক্রবর্ত্তী-টীকা)

প্রশ্ন—কোন ভক্ত এই জন্মে সিদ্ধিলাভ না করিতে পারিলে তাঁহার কি গতি হয় ?

উত্তর—ভক্তগণ সিদ্ধির পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিলে গুরু-কৃষ্ণ কৃপায় সমুচিত স্থানে 'পুনরপি সমুচিত-দেহং ধৃত্বা কৃতৈঃ সাধনৈঃ সিধ্যতি।' (ভাঃ ২।৭।৪৯ টীকা)

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীরাঘব পণ্ডিত ভবন, পানিহাটী

সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর যুগ্মসম্পাদক শ্রীরাধারমণ দাস ভাগবতভূষণের আহ্বানে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ গত ২০ অক্টোবর রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভাগমন স্মরণোৎসব উপলক্ষে পানিহাটীস্থ শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভবনে অনুষ্ঠিত বিশেষ বৈষ্ণব-সম্মেলনের অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস, শ্রীউমাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, ভারতবর্ষ পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক প্রভৃতি কতিপয় বিশিষ্ট বক্তৃ মহোদয়গণ বক্তৃতা করেন।

শ্রীতারকেশ্বর ধাম

সিঁথি বৈষ্ণব-সম্মিলনীর উদ্যোগে ও হরিসভার আহ্বানে হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীতারকেশ্বর-ধামে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বৈষ্ণব-সম্মেলনের অধিবেশনে গত ১০ই কার্ত্তিক, ২৭ অক্টোবর রবিবার পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ পৌরোহিত্য করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে শ্রীশিবতত্ত্ব এবং শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সম্মেলনের উদ্বোধন ভাষণ প্রদান করেন। তদ্ব্যতীত শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারী মহারাজ, অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস, শ্রীউমাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন। সভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হয়। হরিনাম-প্রদায়িনী সভার সম্পাদক শ্রীদীঘাপতি ভট্টাচার্য্যের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-২৬

১২ কেশব, ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ ;
১ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ ; ১৭ নভেম্বর, ১৯৬৮।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি **ওঁ শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবা-নিয়ামকত্বে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ-জীউর শুভপ্রাকট্যবাসর শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্যাভিষেক তিথিতে **বার্ষিক উৎসব** উপলক্ষে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ৩০ নারায়ণ, ১৯ পৌষ, ৩ জানুয়ারী শুক্রবার হইতে ৪ মাধব, ২৩ পৌষ, ৭ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে।

প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ টা হইতে রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সভামণ্ডপে পাঁচটী ধর্ম্ম-সভার অধিবেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতিগণ ও অন্যান্য বক্তৃমহোদয়গণ ভাষণ প্রদান করিবেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন হইবে।

২১ পৌষ, ৫ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় শ্রীমঠের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ-জীউ **শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে** বিপুল ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত ও আকর্ষিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহযোগে দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান পথ ভ্রমণ করতঃ সর্ব্বসাধারণকে দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিবেন।

মহাশয়, উপরি উক্ত ধর্ম্মসভাসমূহে এবং শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসবে সবান্ধবে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত এই গীতিগ্রন্থদ্বয় আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের নির্য্যাসস্বরূপ। এই গীতিগ্রন্থদ্বয়ের ন্যায় অন্য কোনও গীতি গ্রন্থের এত অধিক সংস্করণ হওয়ার কথা শুনা যায় না শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ের ইহা অপূর্ব্ব ভজনসম্পদ্। ঠাকুরের ভজনগীতি ব্যতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠকুর-কৃত 'নরোত্তম প্রভোরষ্টকম্' মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত।

ভিক্ষা—'৬২ পয়সা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বর্দ্ধিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১'১৫ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকা সহ প্রকাশিত। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ রচিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ভিক্ষা—১'০০ এক টাকা মাত্র। ভিঃ, পিঃ যোগে ডাকবিভাগের বর্দ্ধিত হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ১'১৫ পয়সা।

শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শিশুগণের শিক্ষার জন্য শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক বিগত বঙ্গাব্দ ১৩৬৬, খৃষ্টাব্দ ১৯৫৯ সনে স্থাপিত অবৈতনিক পাঠশালা। বিদ্যালয়টী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটস্থ সর্ব্বদা মুক্তবায়ু পরিসেবিত অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ কাল্‌চার্

(ভাষাবিভাগ)

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, তেতলা

কলিকাতা-২৬

বিগত ৫ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ১৯ জুন, ১৯৬৮ সালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক স্থাপিত। বর্ত্তমানে ইংরাজী কথোপকথন ও জার্ম্মান ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। জুলাই মাস পর্য্যন্ত ভর্ত্তি চলিতে থাকিবে। ভর্ত্তির বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন : ৪৬-৫৯০০)

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৮ম বর্ষ

১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৭৫

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূলমঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী (আসাম)
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৩। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৪। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৮ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৭৫। ২৫ নারায়ণ ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, সোমবার ; ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৬৮। | ১১শ সংখ্যা

শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

"নমো মহা-বদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"
"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে যিনি কথা বলিবেন, তাঁহার পরিচয় আবশ্যক। ইতঃপূর্ব্বে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয়ের পরিচয় অপর একজন দিলেন। আমার পরিচয় আমি নিজেই দিই। আমাদের গুরুদেব শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ)—

"জগাই-মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুই সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ্য-মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ-বিনা জগৎ-ভিতরে॥"

—এই শ্রীগুরুদেবের কথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাষায় আমি আমার অধিকতর পরিচয় আর দিতে পারি না। আমি আমার সেই প্রভুর দাস্যাভিলাষী একজন জীব। কিন্তু এরূপ পরিচয়ে পরিচিত লোকের নিকট হইতে কি কেহ কোনও কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন? অযোগ্য ও অধম ব্যক্তির সঙ্গ প্রভাবে ত' অযোগ্যতা ও অধমতাই লব্ধ হয়।

আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য,—বিভিন্ন চস্‌মা-পরিহিত চক্ষু ও বিচার দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হই ; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের বাস্তব-স্বরূপ আমরা দেখি না। বহুপ্রকার অযোগ্যতা-সত্ত্বেও আমাদের একটি বড় আশার স্থল আছে। যে পুরুষ "পুরীষের কীট হৈতে মুই সে লঘিষ্ঠ" বলিয়াও জীবনে-মরণে চৈতন্যচিন্তা, চৈতন্য-জ্ঞান, চৈতন্যধ্যান ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও ইতরকার্য্যে ব্যস্ত নহেন, চৈতন্য-কথামৃত ব্যতীত যিনি অপরকে অন্য কিছুই পান করান না, সেই মহাত্মার সেব্য-বস্তু না জানি কত বড়, কত মধুর, কত উদার! এরূপ লোভবিশিষ্ট ব্যক্তিই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে ও তাঁহার সেব্য-বস্তুকে দেখিবার ইচ্ছা করেন।

আবার 'বৈষ্ণবের দাস' বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া আমাদের যে অহঙ্কারের উদয় হয়, তাহা হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া আবশ্যক। কোনও বৈষ্ণব-প্রবর গাহিয়াছেন,—

"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়-গামী।"

যাঁহাদের হৃদয়ে—"আমি বৈষ্ণব"—এই বিচার আছে, তাঁহারা 'বৈষ্ণব' নহেন ; তাঁহাদের শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী-প্রভুর পাদপদ্মশোভা দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয় না।

কেহ কেহ দুর্দ্দৈবাপরাধ-বশে বিচার করেন,—"গুরুদেব যখন বলিয়াছেন, 'আমি অত্যন্ত অধম, আমি অত্যন্ত পতিত, আমি অত্যন্ত পামর, 'আমি নীচ জাতি, অধম চণ্ডাল', তখন তাঁহার সত্যবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক আমিও তাঁহাকে 'অধম চণ্ডাল', 'পামর' 'নীচ-জাতি' প্রভৃতি বলিব বা মনে করিব।" এইরূপ অক্ষজ-বিচার অনেকেরই হৃদয় অল্পবিস্তর অধিকার করায় তাহারা বৈষ্ণব ও গুরুবর্গের স্বরূপ-দর্শনে প্রতিহত হইয়া মহা-রৌরবের পথে চলিয়াছে।

শ্রুতি বলেন (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩),—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

যিনি শ্রীভগবান্ ও গুরুদেবে অচলা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাঁহারই হৃদয়ে পরমার্থ-বিষয়ক সত্যবাক্য প্রকাশিত হয়। গুরুদেব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকেই অর্থ প্রদান করেন, শ্রদ্ধা-হীন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করেন ; কারণ, তত্তৎ অধিকারী ব্যক্তির সেই সেই বিষয়ে যোগ্যতা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, অধোক্ষজ সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গল-লাভের আর কোনও পথ নাই। "পরম-সেব্য বস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না"—এই উপলব্ধির অভাব যেখানে, সে-স্থানেই মানব-জ্ঞান অন্য-প্রকারের। যাঁহারা অন্য-কথায় প্রমত্ত আছেন, তাঁহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায় ?

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১।২।৬),—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। তাঁহার সেবা ব্যতীত জীবের আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই বা হইতে পারে না। **"অধোক্ষজ-বস্তুর সেবা" কথাটিতেই গোলমাল বাধিতেছে। প্রকৃত গুরুর নিকট প্রকৃতপক্ষে গমন না করিয়া, "আমরা গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি"—এই কপট অভিমান হইতেই যাবতীয় অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান—লাভ করিবার পর ইতর-বিষয়ে অভিনিবেশ কি-প্রকারে থাকিতে পারে ? আত্মম্ভরি-ব্যক্তিগণ সত্য-সত্য গুরুর নিকট না গিয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ বা সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত না হইয়াই "গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি" এইরূপ নিরর্থক বাক্য বলিয়া থাকে।** আমরা গুরুদেবকে 'গুরু' জ্ঞান না করিয়া কার্য্যতঃ 'শিষ্য' বা শাসনযোগ্য বস্তুতে পরিণত করি,—তাঁহাকে নিজ-ভোগ্য বা অক্ষজজ্ঞান-গম্য মনে করিয়া গুরু-বৈষ্ণবা-পরাধে পতিত হই। 'অক্ষ' শব্দে 'ইন্দ্রিয়' সুতরাং 'অক্ষজ' অর্থে ইন্দ্রিয়জ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন—এই ছয়টী ইন্দ্রিয় যখন ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য-কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তখনই আমাদের শুদ্ধভক্তি আবৃত হয়। ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিদ্বারা অধোক্ষজ ভগবান্ সেবিত হন না, তাহাদ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে পারে। যেমন বালক ক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকিলে কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান আমাদিগকে অসত্য-পথে ধাবিত করায়,—তখন "আমরা দীক্ষা লাভ করিয়াছি" মনে করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত হই। তখন দ্যূত, পান, স্ত্রী, মৎস্য-মাংস, প্রতিষ্ঠা ও অর্থসংগ্রহের স্পৃহা আমাদিগকে নাকে দড়ি দিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে থাকে। কোনও ভক্ত বলিয়াছেন,—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

'ষড়্‌রিপুকে 'প্রভু' সাজাইয়া এ হেন কার্য্য নাই—যাহা আমরা করি নাই। কিন্তু এত সুদীর্ঘকাল উহাদের অকপট সেবা করিয়াও আমি মনিবের মন পাইলাম না।

আমার লজ্জাও হইল না! এতদিন কার্য্যের পরও ইহারা আমাকে অবসর পর্য্যন্ত দিতেছে না! হে যদুপতে, আমার আজ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে ; আমি আর রিপুগণকে 'প্রভু' করিয়া তাহাদের সেবা করিব না। হে কৃষ্ণচন্দ্র, আমাকে সেবকত্বে গ্রহণ কর। ভগবানের সেবকাভিনয়ে বাহ্য-জগতের যে সেবা করিয়াছিলাম, তাহা আর করিব না।'

জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানে এইরূপ আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেন, তখন শ্রীভগবান্ মহান্তগুরুরূপে আবির্ভূত হন। মহান্তগুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না। আবার, অধোক্ষজ-সেবা ব্যতীত আত্মপ্রসাদ-লাভ অসম্ভব। অক্ষজ-বস্তুর সেবায় মনোনেন্দ্রিয়ের তর্পণ হয়, আত্মপ্রসাদ-লাভ হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যরহস্যম্

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত]

চতুর্থ রহস্যম্

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা ২২৩ পৃষ্ঠার পর)

ব্রহ্মযামলে

নির্গতং যদ্গুরোর্বক্ত্রাৎ সর্ব্বশাস্ত্রং তদুচ্যতে ॥৩৬॥

ঊর্দ্ধাম্নায়ে

গুর্ব্বর্থং ধারয়েদ্দেহং তদর্থং ধনমর্জ্জয়েৎ।
নিজপ্রাণান্ পরিত্যজ্য গুরুকার্য্যং সমাচরেৎ ॥৩৭॥

তথা

গুর্ব্বগ্রে ন তপঃ কার্য্যং নোপবাসব্রতাদিকং।
তীর্থযাত্রাং ন কুর্য্যাচ্চ ন স্নায়াদাত্মশুদ্ধয়ে ॥৩৮॥
গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যদেবতাং।
স যাতি নরকং ঘোরং সা পূজা নিষ্ফলা ভবেৎ ॥৩৯॥

তথা

গুরোর্হিতং প্রকর্ত্তব্যং বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ।
অহিতাচরণাদ্দেবি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ ॥৪০॥

গুরুতন্ত্রে

বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরশ্ছেদোঽপি বা ভবেৎ।
ন তথাপি পরিত্যাজ্যং গুরোর্বাক্যং কদাচন ॥৪১॥

তথা

গুরোঃ পাদোদকং যস্তু নিত্যং পিবতি ভক্তিতঃ।
সার্দ্ধ-ত্রিকোটি-তীর্থানাং ফলং স লভতে ধ্রুবম্ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামধিপো জায়তে চ সঃ ॥৪২॥

বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মযামলে—গুরুদেবের মুখ হইতে যাহা নির্গত হয় তাহাই সর্ব্বশাস্ত্র-স্বরূপ ॥৩৬॥

ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রে—গুরুদেবের নিমিত্ত শরীরধারণ ও অর্থ উপার্জ্জন এবং তাঁহার কার্য্যের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য ॥৩৭॥

আরও—গুরুদেবের সম্মুখে তপস্যা, উপবাস, ব্রত, নিয়ম, তীর্থযাত্রা বা আত্মশুদ্ধির জন্য স্নানাদি কোন কার্য্য করা উচিত নয় ॥৩৮॥

গুরুদেবের সম্মুখে যে ব্যক্তি অন্য দেবতার পূজা করেন, তিনি ঘোর নরকে পতিত হন এবং সেই পূজা নিষ্ফল হয় ॥৩৯॥

আরও—বাক্য, মন, শরীর ও কার্য্যদ্বারা সর্ব্বতোভাবে গুরুদেবের ইষ্ট সাধন করা বিশেষ কর্ত্তব্য। হে দেবি! অহিতাচরণ করিলে বিষ্ঠার ক্রিমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয় ॥৪০॥

গুরুতন্ত্রে—বরং প্রাণ পরিত্যাগ বা শিরশ্ছেদ হয় হউক তথাপি গুরুর বাক্য কখনও লঙ্ঘন করা উচিত নহে ॥৪১॥

আরও যে ব্যক্তি গুরুপাদোদক নিত্য ভক্তি পূর্ব্বক পান করেন, নিশ্চয় তিনি সাড়ে তিন-কোটি তীর্থের ফল লাভ করেন, আর ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের অধিপতি হয়েন ॥৪২॥

স্কান্দে চ

অজ্ঞানমৌঢ্যহরণং জন্মকর্ম্মনিবারণং।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং গুরুপাদোদকং পিবেৎ ॥৪৩॥

গুরুতন্ত্রে

যদিভাগ্যবশেনৈব তদুচ্ছিষ্টং লভেন্নরঃ।
প্রণম্য মূর্দ্ধ্না ভোক্তব্যং শুদ্ধাশুদ্ধং ন চাচরেৎ ॥৪৪॥

স্কান্দে

গু শব্দ স্ত্বন্ধকারস্য রু শব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥৪৫॥
শ্রীগুরোর্বিবিধান্যেব লক্ষণান্যাগমাদিষু।
ন তানি লিখিতান্যত্র গ্রন্থবাহুল্যভীতিতঃ ॥
ইত্যুক্তং গুরুমাহাত্ম্যমুত্তমং হি প্রসঙ্গতঃ।
অথ প্রাগুক্তধর্ম্মাণামুদাহরণমুচ্যতে ॥৪৬॥
তত্র ভাগবতামৃতকথায়াং শ্রদ্ধা যথৈকাদশ স্কন্ধে ॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥৪৭॥
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে ॥৪৮॥
শশ্বত্তদনুকীর্ত্তনং ভগবৎসঙ্কীর্ত্তনরহস্যে
প্রাগেবোক্তমিতি ॥৪৯॥

পূজায়াং পরিনিষ্ঠা যথা একাদশ স্কন্ধে

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্ ॥৫০॥

দশমস্কন্ধে

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্ ॥৫১॥

মহাভারতে

মাতৃবৎ পরিরক্ষন্তং সৃষ্টিসংহারকারকং।
যো নার্চ্চয়তি দেবেশং তং বিদ্যাদ্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥৫২॥

গৌতমীয়তন্ত্রে চ

অসারে ঘোরসংসারে সারং কৃষ্ণপদার্চ্চনং।
জন্মাসাদ্য মনুষ্যেষু শুদ্ধে চ পিতৃমাতরি।

স্কন্দপুরাণে—অজ্ঞানরূপ মূঢ়তার নাশ, জন্ম কর্ম্ম হইতে বিরতি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য সিদ্ধির জন্য গুরুর পাদোদক পান করিবে ॥৪৩॥

গুরুতন্ত্রে—যদি ভাগ্যক্রমে মনুষ্য গুরুর প্রসাদ প্রাপ্ত হন, মস্তকে প্রণাম করিয়া ভোজন করিবে, শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করিবে না ॥৪৪॥

স্কন্দপুরাণে—'গু' শব্দে অন্ধকার 'রু' শব্দে অন্ধকার নিরোধক, অজ্ঞানতম নাশ করেন বলিয়া গুরু এই শব্দটী উক্ত হইয়াছে ॥৪৫॥

বেদাদি তন্ত্র প্রভৃতিতে গুরুর বিবিধ লক্ষণ বর্ণিত আছে, এইস্থানে গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে সেগুলি লিখিত হইল না। প্রসঙ্গক্রমে গুরুমাহাত্ম্য বলা হইল। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের উদাহরণ কথিত হইতেছে ॥৪৬॥

ভগবানের অমৃত-কথায় শ্রদ্ধা—যথা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ-স্কন্ধে—ভাগ্যক্রমে যে পুরুষের আমার (ভগবানের) কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, যিনি কর্ম্ম ফলে বিরক্ত বা অনতি আসক্ত, তাঁহার ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ ॥৪৭॥

আরও—যাবৎ কর্ম্মফলে বিরক্তি বা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মায় তাবৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে ॥৪৮॥

নিরন্তর হরি-কীর্ত্তনের বিষয় পূর্ব্বে ভগবৎ-সঙ্কীর্ত্তন-রহস্যে বলা হইয়াছে ॥৪৯॥

পূজায় পরিনিষ্ঠা যথা একাদশ স্কন্ধে—পুরুষ বৈদিক ও তান্ত্রিক-ক্রিয়া-যোগানুসারে আমার পূজা করিয়া অভি-লষিত সিদ্ধি প্রাপ্ত হন ॥৫০॥

দশম স্কন্ধে—ভগবানের চরণ-সেবাই পুরুষের স্বর্গ, মোক্ষ, পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তির এবং সমুদায় সিদ্ধির আদি কারণ ॥৫১॥

মহাভারতে—মাতার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে রক্ষাকারী, সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা ভগবানের সেবা যিনি না করেন, তাঁহাকে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া জানিবে ॥৫২॥

আরও গোতমীয় তন্ত্রে—এই অসার ঘোর সংসারে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম অর্চ্চনই সার। যিনি মনুষ্যকুলে শুদ্ধ পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম অর্চ্চন না করেন, তবে তাহা হইতে অধিকতর পাপী কে আছেন? ॥৫৩॥

যো নার্চ্চয়তি মর্ত্ত্যঃ সন্ তস্মাৎ পাপতরো হি কঃ ॥৫৩॥
পূজাপ্রকারশ্চ গ্রন্থগৌরবভয়ান্নোক্তঃ ॥৫৪॥

স্তুতিভিস্তবনং যথা স্কন্দপুরাণে

শ্রীকৃষ্ণস্তবরত্নৌঘৈর্যেষাং জিহ্বা ত্বলঙ্কৃতা।
নমস্যা মুনিসিদ্ধানাং বন্দনীয়া দিবৌকসাম্ ॥৫৫॥

নৃসিংহপুরাণে

স্তোত্রৈস্তবৈশ্চ দেবর্ষে যঃ স্তৌতি মধুসূদনং।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥৫৬॥

পরিচর্য্যাদরো যথা চতুর্থস্কন্ধে

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥৫৭॥

সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং যথা বিষ্ণুপুরাণে

ধ্যাতঃ স্মৃতঃ পূজিতো বা সর্ব্বাঙ্গৈর্ব্বন্দিতোঽপি বা।
উত্তমা জায়তে ভক্তিঃ শ্রীহরৌ জগদীশ্বরে ॥৫৮॥

তদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডে

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
ততঃ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥
অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥৫৯॥

আদিপুরাণে

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাস্তু তে নরাঃ ॥৬০॥

সর্ব্বভূতেষু তন্মতির্যথা শ্রীভাগবতে

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥৬১॥

তদর্থেঽঙ্গচেষ্টা যথা

তত্রাঙ্গচেষ্টা লৌকিকীক্রিয়েতি স্বামিপাদাঃ ॥

যথা পঞ্চরাত্রে

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সাকার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥৬২॥

গ্রন্থের বাহুল্য-ভয়ে পূজার প্রকরণ বলা হইল না ॥৫৪॥

স্তুতির দ্বারা স্তব করা যথা স্কন্দপুরাণে—শ্রীকৃষ্ণের স্তবরত্নসমূহের দ্বারা যাঁহাদের জিহ্বা অলঙ্কৃত হইয়াছে তাঁহারা মুনিগণ ও সিদ্ধগণের প্রণম্য এবং স্বর্গের দেবতাদিগেরও বন্দনীয় ॥৫৫॥

নৃসিংহপুরাণে—স্তোত্র এবং স্তবের দ্বারা যিনি মধুসূদনের স্তব করেন, হে দেবর্ষে! তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন ॥৫৬॥

পরিচর্য্যার আদর যথা শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে—যজ্ঞসভায় পৃথুরাজা প্রজাবর্গের প্রতি এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, যাঁহার পাদপদ্মের সেবার অভিলাষ বিষ্ণুপদাঙ্গুষ্ঠ হইতে বিনিঃসৃতা গঙ্গার ন্যায় প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইয়া সংসারতাপে তপ্ত জীবগণের বহু জন্মার্জ্জিত বুদ্ধিমল সদ্য দূর করে, তোমরা পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁহারই উপাসনা কর ॥৫৭॥

সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা অভিনন্দন করা যথা বিষ্ণুপুরাণে—জগদীশ্বর হরির ধ্যান, স্মরণ, পূজা বা সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা অভিবন্দন করিলে উত্তমাভক্তি উদয় হয় ॥৫৮॥

ভগবদ্ভক্তের অর্চ্চনা অধিক শ্রেয়স্কর যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডে—পার্ব্বতীকে মহাদেব বলিলেন, হে দেবি! সকল দেবতার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই উত্তম; তদপেক্ষা তাঁহার ভক্তদিগের উপাসনা আরও উৎকৃষ্ট।

যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তদিগের অর্চ্চনা না করিয়া ভগবান্ গোবিন্দের আরাধনা করেন তিনি ভাগবত মধ্যে পরিগণিত না হইয়া দাম্ভিক বলিয়া পরিগণিত হয়েন ॥৫৯॥

আদিপুরাণে—হে অর্জ্জুন, কেবল আমাকে ভক্তি করিলে যে আমার ভক্ত হয় এমন নহে; আমার ভক্তকে ভক্তি করিলে আমার ভক্ত হইতে পারেন ॥৬০॥

সর্ব্বভূতে তদ্বুদ্ধি যথা শ্রীভাগবতে—"মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম। তাঁহা তাঁহা হয় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ ॥" "স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি ॥"৬১॥

ভগবানের নিমিত্ত অঙ্গচেষ্টা যথা—তন্মধ্যে অঙ্গচেষ্টা লৌকিকী ক্রিয়া, স্বামিপাদ এই ব্যাখ্যা করেন।

বচসা তদ্‌গুণ-কথনং যথা প্রথমস্কন্ধে

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥৬৩॥

তস্মিন্ মনসোঽর্পণং যথা একাদশস্কন্ধে

তস্মাদ্বচোমনঃপ্রাণান্ নিযচ্ছেন্মৎপরায়ণঃ।
মদ্ভক্তিযুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে ॥

তথা

এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য নানাত্বভ্রমমাত্মনি।
উপারমেত বিরজং মনো ময্যর্প্য সর্ব্বগে ॥৬৪॥

সর্ব্বকাম বিবর্জ্জনং তথা তত্রৈব

তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োঽর্থী দূরতস্ত্যজেৎ ॥৬৫॥

তদর্থে ভোগত্যাগো যথা পদ্মপুরাণে

হরিমুদ্দিশ্য ভোগানি কালে ত্যক্তবতস্তব।
বিষ্ণুলোকস্থিতা সম্পদলোলা সা প্রতীক্ষতে ॥৬৬॥

তদর্থে সুখত্যাগো যথা পঞ্চমস্কন্ধে

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥৬৭॥

যথা নারদপঞ্চরাত্রে—হে মুনে, ভক্ত্যৌচ্ছুক ব্যক্তিরা লৌকিক বা বৈদিক যে কার্য্য করিবেন, সে সমুদায় কেবল হরিসেবার অনুকূলরূপে জানিয়া করিবেন ॥৬২॥

বাক্যদ্বারা ভগবানের গুণ কথন যথা প্রথম স্কন্ধে—হে ব্যাস, পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদকে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান এবং দানের নিত্যফল বলিয়া স্থির করিয়াছেন ॥৬৩॥

ভগবানের প্রতি মন অর্পণ যথা একাদশ স্কন্ধে—অতএব বাক্য, মন ও প্রাণ সংযত করিয়া মৎপরায়ণ ব্যক্তিরা আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥

আরও একাদশ স্কন্ধে কথিত আছে—(অপিচ) এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক তত্ত্ববিচার দ্বারা আত্মবিষয়ে দেহাদি অভিমান-রূপ নানাত্ব-ভ্রম ত্যাগ করিয়া আমার প্রতি বিশুদ্ধচিত্তকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ পূর্ব্বক উপরত হইবেন ॥৬৪॥

সমস্ত কামনা পরিত্যাগ যথা একাদশ স্কন্ধে—স্বীয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অনর্থমূলক বিষয়-সকলকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন ॥৬৫॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য ভোগত্যাগ যথা পদ্মপুরাণে—হরির উদ্দেশ্যে আপনি যথাসময়ে বিষয়-ভোগ হইতে বিরত হইয়াছেন বলিয়া, বিষ্ণুলোকস্থিত স্থিরা-সম্পদ্ আপনার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন ॥৬৬॥

ভগবানের নিমিত্ত সংসার-সুখত্যাগ যথা পঞ্চমস্কন্ধে—শুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিলেন, সেই রাজর্ষি ভরত পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্‌কে পাইবার লালসায় যৌবনকালে দুস্ত্যজ হৃদয়গ্রাহী স্ত্রী-পুত্র-সুহৃদ্ রাজ্য ইত্যাদি মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥৬৭॥ (ক্রমশঃ)

অপরাধ-সত্ত্বে 'কৃষ্ণনামে'র উদয়াভাব—

'কৃষ্ণনাম' করে অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥
'এক' কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৮ম পঃ)

দীক্ষার্থী বা লব্ধদীক্ষ শিষ্যের অবশ্য পালনীয় সদাচার সমূহ

(বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস হইতে সংগৃহীত)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

১। শিষ্য শ্রীগুরুদেব, স্বীয় আরাধ্য ইষ্টদেবতা ও ইষ্টমন্ত্রকে অভিন্নজ্ঞানে শ্রীগুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিবেন। শিষ্য গুরুদত্ত মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহা ১০৮ বার জপ করতঃ তাঁহার নিকট 'সময়' অর্থাৎ আচারাদি—ন্যাস, ধ্যান ও অন্যান্য বৈষ্ণবধর্ম্মসকল শ্রবণ করিবেন। (টীকা—গুরোঃ সকাশাৎ সময়ান্ আচারান্ ন্যাস-ধ্যানাদীন্ অন্যানপি বৈষ্ণবধর্ম্মান্ শৃণুয়াৎ।)

'সময়' যথা শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

"স্বমন্ত্রো নোপদেষ্টব্যো বক্তব্যশ্চ ন সংসদি।
গোপনীয়ং তথা শাস্ত্রং রক্ষণীয়ং শরীরবৎ॥
বৈষ্ণবানাং পরা ভক্তিরাচার্য্যাণাং বিশেষতঃ।
পূজনঞ্চ যথাশক্তি তানাপন্নাংশ্চ পালয়েৎ॥"

অর্থাৎ গুরুদেব 'সংসদি' সভামধ্যে—সর্ব্বজন-সমক্ষে স্বীয় ইষ্টমন্ত্র শিষ্যকে উপদেশ করিবেন না বা উচ্চারণ করিবেন না, তাহা শাস্ত্রের অর্থাৎ শ্রীমদ্ ভাগবত অথবা পূজাদি সম্বন্ধীয় গ্রন্থের ন্যায় গোপন এবং স্বীয় শরীরের ন্যায় সযত্নে রক্ষণ করিবেন।

শিষ্য বৈষ্ণবদিগের প্রতি, বিশেষতঃ গুরুবর্গের প্রতি পরমা ভক্তি করিবেন, যথাশক্তি তাঁহাদের পূজা করিবেন এবং তাঁহারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে তাঁহাদিগকে পালন করিবেন অর্থাৎ প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা প্রাণপণে তাঁহাদিগের সেবা করিবেন।

[অনেকে ব্যাখ্যা করেন, 'গুরুদেব যে মন্ত্রে স্বয়ং উপদিষ্ট হইয়াছেন, সে মন্ত্র শিষ্যকে উপদেশ করিবেন না', তাহা হইলে কি শিষ্যকে মন্ত্র দিবার সময়ে তাহাকে কাট ছাট করিয়া অর্থাৎ নিজ ইচ্ছামত শব্দ সংযোজন বিয়োজন বা যোগ বিয়োগ করিয়া তাহাকে বিকলাঙ্গ করিতে হইবে? শাস্ত্রে যে চতুরক্ষর, ষড়ক্ষর, অষ্টাক্ষর, দ্বাদশাক্ষর, অষ্টাদশাক্ষর, দ্বাত্রিংশদক্ষরাদি মন্ত্র আছে, গুরুদেব তাঁহার পূর্ব্বগুরুর নিকট হইতে উহা কি পরিবর্ত্তিতাকারে প্রাপ্ত হন? আবার তিনিও কি তাহা পরিবর্ত্তিত আকারে শিষ্যের কর্ণে প্রবিষ্ট করাইবেন? তাহা হইলে ত' সাত নকলে আসল খাস্তা হইয়া যায়! মন্ত্র যদি অক্ষরাত্মক পরং ব্রহ্ম হন, তাহা হইলে তাঁহাকে অপূর্ণাঙ্গ বা পরিবর্ত্তিতাঙ্গ করিবার অধিকার বা সামর্থ্য কাহার থাকিতে পারে? এবং সেইরূপ অপূর্ণাঙ্গ মন্ত্র প্রদানে ও গ্রহণে ত' তাদৃশ গুরু ও শিষ্যব্রুব উভয়কেই ঘোরতর নরকভাক্ হইতে হইবে? ইহাই কি দীক্ষা-বিধান? গোস্বামিবংশোদ্ভূত কোন কোন গুরুব্রুবের হস্তলিখিত বর্ণাশুদ্ধিযুক্ত অপূর্ণাঙ্গ মন্ত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া মনে হয় উপরি উক্ত শ্লোকের বিকৃতার্থ করিয়াই বোধ হয় ঐ-রূপ অপূর্ণাঙ্গ মন্ত্রদ্বারা শিষ্যঘর বজায় রাখার চেষ্টা হইয়াছে!

অথবা ঐ শ্লোকের এরূপ অর্থও শুনা যায় যে, হয়ত' কেহ তাঁহার শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি উহা 'স্বমন্ত্র' বলিয়া গোপন রাখিয়া শিষ্যকে দশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও **গুরুপারম্পর্য্য বজায় থাকিবে কি করিয়া?** শ্রীগুরুদেব তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট যে মন্ত্র পাইয়াছেন, তাহাই ত' তিনি তচ্ছিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করিবেন? অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র পাইয়া দশাক্ষরে দীক্ষা দিলে স্বকপোলকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহাতে শ্রৌতপারম্পর্য্য সংরক্ষিত বা সম্মানিত হইবে কি প্রকারে?

'স্বমন্ত্রো নোপদেষ্টব্যো বক্তব্যশ্চ ন সংসদি' এস্থলে দুইটি 'ন'কার থাকিবার জন্য খণ্ডান্বয় হইলে 'স্বমন্ত্রো নোপদেষ্টব্যো' 'চ সংসদি ন বক্তব্যঃ' এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ অর্থ হইবে। তাহা হইলেই "গুরুদেব যে মন্ত্রে স্বয়ং উপদিষ্ট হইয়াছেন, সে মন্ত্র শিষ্যকে উপদেশ করিবেন না"

এইরূপ অর্থ আসিয়া যায়। কিন্তু 'সংসদি' পদের সহিত একান্বয় হইলে উহার অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় যে সংসদাদিতে অর্থাৎ একাধিক বা বহুজন সঙ্কুল স্থানে নিজ গোপ্য মন্ত্র অন্য কাহাকেও উপদেশ করিতে হইবে না বা উচ্চস্বরে উচ্চারণও করিতে হইবে না। ইহার কোন্ অর্থ সমীচীন হইবে, শ্লোক রচয়িতার হৃদ্গত অর্থ কি প্রকার, তাহা সুধীজন-সমালোচ্য।

অনেকে আবার শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে স্বাহা বা প্রণবপুটিত মন্ত্র দিবার পরিবর্ত্তে বীজ ও নমঃ শব্দ পুটিত করিয়া মন্ত্র দেন, কোথায়ও বা তাঁহাদিগকে বীজ দেন্ই না, নমঃ শব্দ যুক্ত করিয়া মন্ত্র দান করেন। ইহাতে কি তাঁহাদের (মন্ত্রদাতার) আশঙ্কিত পাতিত্য দোষ হইতে নিষ্কৃতিলাভ সম্ভব হইতে পারে? আমি কি মন্ত্রকে আমার ইচ্ছামত রূপায়িত করিতে পারি? তাহাতে কি এক অখণ্ড পূর্ণবস্তুকে খণ্ডিত করিতে যাইবার অপরাধে লিপ্ত হইতে হয় না?

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ ঐ শ্লোকের কোন টীকা প্রদান করেন নাই, সুতরাং শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আচার ও বিচারই অনুসরণীয়।]

২। শ্রীবিষ্ণুমন্দির হইতে নির্ম্মাল্যাদি প্রাপ্ত হইলে তাহা ভক্তিপূতচিত্তে মস্তকদ্বারা বন্দনা করতঃ মস্তকে ধারণ করিবে, পরে তাহা জলে নিক্ষেপ করিবে, কদাচ অবজ্ঞাভরে বা অন্যমনস্কতা বশতঃ তাহা মৃত্তিকায় পতিত না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৩। আরাধ্যদেব শ্রীবিষ্ণুকে চন্দ্র-সূর্য্যমধ্যস্থ, গো-অশ্বত্থ-অগ্নি-মধ্যগত এবং গুরুদেব ও ব্রাহ্মণের শরীরস্থিত-রূপে ভাবনা করিবে।

৪। যে যে স্থানে মাৎসর্য্যহেতু গুরুদেবের নিন্দা হইতেছে শ্রবণ করিবে, সেই সেই স্থানে কখনও অবস্থান করিবে না, শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবে। গুরুনিন্দা শ্রবণ মহাঅপরাধজনক।

হে নারদ, যাহারা শ্রীগুরুদেবের, শ্রীভগবানের ও শাস্ত্রের নিন্দা করিয়াছে, তাহাদের সহিত কখনও এক-সঙ্গে বাস বা কথোপকথন করিবে না।

৫। প্রদক্ষিণকালে, প্রয়াণকালে (যাত্রা কালে), দানকালে প্রভাতে ও প্রবাসে বিশেষভাবে বারম্বার স্বীয় ইষ্ট মন্ত্র স্মরণ করিবে।

৬। স্বপ্নে অথবা অক্ষি সমক্ষে অকস্মাৎ যদি কোন অতি হর্ষপ্রদ (ভগবৎ-সম্বন্ধীয়) আশ্চর্য্যজনক বস্তু দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা গুরুদেব ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবে না।

৭। কাংস্য (কাঁসার) পাত্রে, অশ্বত্থ কিম্বা বটপত্রে ভোজন করিবে না। দেবগৃহে নিষ্ঠীবন (থুথু) পরিত্যাগ করিবে না এবং ক্ষুৎকার করিবে না অর্থাৎ হাঁচিবে না। কখনও পদে পাদুকা পরিধান করিয়া দেবাগারাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে না অর্থাৎ মন্দিরে উঠিবে না।

৮। শুক্ল ও কৃষ্ণ—এই দুই পক্ষেরই একাদশীতে ভোজন করিবে না। উভয় একাদশীতেই নিশি জাগরণ করিবে এবং বিশেষ করিয়া শ্রীভগবানের পূজা করিবে।

'জাগরং নিশি কুর্ব্বীত বিশিষাচ্চার্চ্চয়েদ্ বিভুম্ (হঃ ভঃ বিঃ ২।৯৫)—এই শ্লোকার্দ্ধস্থ 'বিশেষাৎ' শব্দের টীকায় লিখিতেছেন—"বিশেষাদিতি অন্যতিথিভ্যো বিশেষেণ একাদশ্যাং তত্রাপি বিশেষতো জাগরণেঽর্চ্চয়েদিত্যর্থঃ" অর্থাৎ অন্য তিথি হইতে বিশেষ করিয়া একাদশী তিথিতে, তাহাতে আরও বিশেষ এই যে, রাত্রিতে জাগরণ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের অর্চ্চন করিতে হইবে। (চারিপ্রহরে চারিবার বিশেষ পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিকাদি, ভক্তিশাস্ত্র পাঠ ও নামসংকীর্ত্তন-মুখে রাত্রি-জাগরণাদির ব্যবস্থা আছে।)

৯। সম্মোহনতন্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া লিখিতেছেন—স্বীয় অভীষ্টদেব, শ্রীগুরুদেব, নিজ ইষ্টমন্ত্র এবং নিজ মালিকাকে গোপন করিবে :—

"গোপয়েদ্দেবতামিষ্টাং গোপয়েদ্গুরুমাত্মনঃ।
গোপয়েচ্চ নিজং মন্ত্রং গোপয়েন্নিজমালিকাম্॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ২।৯৬)

'সময়' শ্রবণে মতান্তর লিখিত হইয়াছে যে, প্রথমতঃ শিষ্য শ্রীগুরুদেবের নিকট **একশত চারিটী নিয়ম** শ্রবণ করিয়া তাহা পালন করিতে স্বীকৃত হইলেই তিনি দীক্ষিত হইতে পারিবেন। এসম্বন্ধে বিষ্ণুযামলেও লিখিত আছে—শ্রীগুরুদেব মনোযোগ-সহকারে দীক্ষা-

প্রার্থী শিষ্যকে এক বৎসর-কাল পরীক্ষা করিবেন এবং একশত চারিটী গ্রহণীয় ও বর্জ্জনীয় বিধি ও নিষেধপর নিয়ম শ্রবণ করাইবেন। সেই সকল নিয়ম যথাঃ—

(১) ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান, (২) মহাবিষ্ণুর প্রবোধন (জাগরিতকরণ), (৩) বাদ্যের সহিত নীরাজন (মঙ্গলারাত্রিক), (৪) বিধিপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান, (৫) বিশুদ্ধাহতযুগ্‌বস্ত্রধারণ (পবিত্র আহত অর্থাৎ নূতন বা বিশুদ্ধ জলে ধৌত যুগ্‌বস্ত্র অর্থাৎ যুগ্মবস্ত্র—পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ।) 'বিশুদ্ধাহতযুগ্‌বস্ত্রধারণং'—ইহার টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"বিশুদ্ধঞ্চ পবিত্রং আহতঞ্চ নূতনং। পাঠান্তরে—বিশুদ্ধেন জনেনাহৃতমানীতং যৎ যুগ্‌বস্ত্রং বস্ত্রযুগ্মং তস্য ধারণম্।"

অর্থাৎ 'বিশুদ্ধ' বলিতে পবিত্র, 'আহত' বলিতে নূতন। 'আহত' স্থানে 'আহৃত' পাঠান্তর ধরিলে বিশুদ্ধ জন কর্ত্তৃক আহৃত—আনীত যে যুগ্মবস্ত্র, তাহার ধারণ—এইরূপ অর্থ হইবে।

[এস্থলে বিচার্য্য এই যে, যাঁহাদের নিত্যপূজা বিদ্যমান তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যহ একজোড়া করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান সম্ভবপর হয় না, অত্যন্ত সম্পত্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে হয় ত' তাহা সম্ভব হইলেও হইতে পারে, তজ্জন্য নূতন যুগ্মবস্ত্র বলিতে বিশুদ্ধ জলে ধৌত ও শুষ্ক পবিত্র সোত্তরীয় বস্ত্রই বুঝিতে হইবে।]

(৬) নিজ ইষ্টদেবতার পূজন, ['দেবতার্চ্চনং' বলিতে 'দেবতায়া নিজেষ্টদৈবতস্য অর্চ্চনং তর্পণাদিনা জলে পূজনং' অর্থাৎ 'দেবতা' বলিতে এখানে 'নিজ ইষ্টদেবতার', 'অর্চ্চনং' অর্থাৎ তর্পণাদি দ্বারা জলে পূজন। দেবমন্দিরে স্বতন্ত্রভাবে অর্চ্চনের ব্যবস্থা স্নানাহ্নিকাদির পরে বিহিত হইয়াছে। এখানে স্নানকালে তর্পণাদি দ্বারা জলে পূজার কথাই বলিতেছেন।] (৭) গোপীচন্দন ও উৎকৃষ্ট (শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ বা তুলসীতলস্থ) মৃত্তিকা দ্বারা সর্ব্বদা ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র করণ, (৮) প্রত্যহ (গোপীচন্দন দ্বারা) পঞ্চায়ুধ অর্থাৎ শঙ্খ, চক্র গদা, খড়্গ ও বাণের সহিত ধনুর্দ্ধারণ (গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে কেবল দ্বাদশ অঙ্গে তিলকধারণ করা হয়), (৯) চরণামৃত সেবন, (১০) তুলসী ও মণিমালাদি ভূষা অর্থাৎ ভূষণ ধারণ (অস্মৎ সম্প্রদায়ে কেবল গলদেশে তুলসী মালা ধারণ করা হইয়া থাকে), (১১) শ্রীবিষ্ণুর নির্ম্মাল্য উদ্বাসন (বিসর্জ্জন, অপসারণ), (১২) শ্রীবিষ্ণুর নির্ম্মাল্য চন্দন অঙ্গে বিলেপন (প্রসাদ বুদ্ধিতে), (১৩) ভক্তিসহকারে শ্রীশালগ্রাম শিলা ও প্রতিমাদিতে স্বীয় ইষ্টদেবের পূজা (টীঃ শালগ্রামশিলায়াং পূজা প্রতিমাসু চ পূজা), (১৪) শ্রীবিষ্ণুর নির্ম্মাল্য তুলসী ভক্ষণ অথবা ভূষণ-স্বরূপে মস্তকাদিতে ধারণ, (১৫) যথাবিধি তুলসী চয়ন, (১৬) বিধি অনুসারে তান্ত্রিকী (পাঞ্চরাত্রিকী) সন্ধ্যা, (১৭) সন্ধ্যাবন্দনাপূজাদি কর্ম্মারম্ভে শিখাবন্ধন, (১৮) শ্রীবিষ্ণুপাদোদকের দ্বারাই পিতৃলোকের তর্পণক্রিয়া, (১৯) শক্তি থাকিলে মহারাজোপচারে শ্রীহরির সম্পূজন, (২০) যাহা শ্রীবিষ্ণুভক্তির সহিত বিরুদ্ধ না হয়, এরূপ নিত্যনৈমিত্তিকী ক্রিয়া করণ (নিত্যক্রিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি এবং নৈমিত্তিকী ক্রিয়া শ্রাদ্ধতর্পণাদি), (২১) ভূতশুদ্ধ্যাদি ও যথাবিধি সর্ব্ব 'ন্যাস' (অঙ্গন্যাস করন্যাসাদি) করণ, (২২) ভক্তিসহকারে নবীন ফল পুষ্পাদি ভগবান্‌কে নিবেদন, (২৩) নিত্য শ্রীতুলসী পূজা, (২৪) নিত্য শ্রীভাগবত-গ্রন্থ পূজা, (২৫) প্রত্যহ ত্রিকালে (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল] শ্রীবিষ্ণুপূজা, (২৬) প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ শ্রবণ, (২৭) শ্রীবিষ্ণুতে নিবেদিত বস্ত্রাদি ধারণ, (২৮) শ্রীভগবদাজ্ঞাবুদ্ধিতে বা 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' এই প্রকার বুদ্ধিতে বা দাসভাবে সমুদায় পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া, (২৯) শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা গ্রহণ, (৩০) গুরুবাক্যে বিশ্বাস, (৩১) যথা-স্বমুদ্রারচনং (টীকা—যথা-স্বং নিজমন্ত্র-দেবতানুসারেণ মুদ্রাণাং রচনং বন্ধনং অর্থাৎ নিজমন্ত্রদেবতানুসারে মুদ্রাদির রচন। মুর্শিদাবাদ বহরমপুর দ্বিতীয় সংস্করণের ব্যাখ্যা—'সম্প্রদায় অনুসারে নিজমন্ত্র দেবতার তিলক রচন'। ['যথা-স্বং' অর্থাৎ নিজ মন্ত্রদেবতানুসারে মুদ্রা-রচন বলিতে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক বা ঐশ্বর্য্যমার্গীয় বিষ্ণুপাসকগণের গোপীচন্দন দ্বারা প্রত্যহ সর্ব্বাঙ্গে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, খড়্গ, শর সহিত ধনু, মৎস্য, কূর্ম্মাদি চিহ্ন বা মুদ্রা ধারণের যে ব্যবস্থা আছে তাহাই লক্ষিত হইয়াছে। যাঁহার দেহে শঙ্খাদি চিহ্নিতা নারায়ণী মুদ্রা থাকে এবং যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নারায়ণাস্ত্রদ্বারা অঙ্কিত, তাঁহার দেহে পাপ প্রবেশ করিতে

পারে না, ঐ সমস্ত আয়ুধচিহ্ন তাঁহার সম্বন্ধে বৈষ্ণব-কবচ। চক্রাদি ধারণের নিয়ম লিখিত হইয়াছে—"দক্ষিণ বাহুতে চক্র, বাম বাহুতে এবং দক্ষিণ বাহুতেও শঙ্খ, বাম বাহুতে গদা এবং গদার নিম্নে পুনরায় চক্র ধারণ করিবে। শঙ্খের উপরে পদ্ম, পুনরায় দক্ষিণ বাহুতে পদ্ম, বক্ষঃস্থলে খড়্গ এবং মস্তকে শর সহিত ধনুর্দ্ধারণ করিবে। বৈষ্ণব-ব্যক্তি অগ্রে এই পঞ্চ আয়ুধ ধারণ করিয়া পরে দক্ষিণ হস্তে মৎস্য ও বামহস্তে কূর্ম্মচিহ্ন ধারণ করিবেন। আরও উক্ত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ দক্ষিণ বাহুতে সুদর্শন, মৎস্য ও পদ্ম, আর বাম বাহুতে শঙ্খ, পদ্ম ও গদা ধারণ করিবেন।" অতঃপর লিখিত হইয়াছে—

> সাম্প্রদায়িক শিষ্টানামাচারাচ্চ যথারুচি।
> শঙ্খচক্রাদি চিহ্নানি সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু ধারয়েৎ।
> ভক্ত্যা নিজেষ্টদেবস্য ধারয়েল্লক্ষণান্যপি॥
>
> —হঃ ভঃ বিঃ ৪র্থ বিঃ।১১৪

অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক শিষ্টদিগের আচার অনুসারে আপনার অভিরুচিক্রমে শঙ্খচক্রাদি চিহ্নসকল সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিবেন। এবং নিজ ইষ্টদেবতার বেণু প্রভৃতি চিহ্নসকলও (টীঃ লক্ষণানি বেণুপ্রভৃতীনি) সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিবেন। (কোন কোন বৈষ্ণব শঙ্খ ও চক্র এই দুই চিহ্নকে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া, কেহ কেহ বা শঙ্খ চিহ্নকে পৃথকরূপে ধারণ করেন।) মাধুর্য্য-মার্গীয় শ্রীগৌরকৃষ্ণভক্তগণ বেণু বনমালা নূপুরাদি চিহ্ন তথা নামাক্ষর মুদ্রা ধারণ করেন। আমরা কেবল দ্বাদশাঙ্গে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিয়া থাকি।

দেবতারাধনাকালে অঙ্গুল্যাদি সন্নিবেশ-বিশেষকে যে মুদ্রা বলে, তাহা এস্থানে লক্ষিত হয় নাই। আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, ধেনু, মৎস্য, কূর্ম্ম, শঙ্খ, চক্র, গদা-পদ্মাদি মুদ্রা অর্চ্চনকালে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ষোড়শোপচার নিবেদনেও ষোড়শমুদ্রা প্রদর্শিত হয়।], (৩২) ভক্তিসহকারে গীত, ও (৩৩) নৃত্যাদি (কেহ কেহ ৩২ ও ৩৩ নম্বরকে এক অর্থাৎ ৩২নং ধরিয়া ৪৫ নম্বরকে ৪৫ ও ৪৬ ধরেন), (৩৪) শ্রীহরির সম্বন্ধে শঙ্খাদির মাঙ্গলিকধ্বনি, (৩৫) শ্রীহরির লীলাদি অভিনয় (লীলানুকরণম্), (৩৬) যথাবিধি নিত্য হোম বিধান, (৩৭) যথাবিধি নিত্য বলিদান অর্থাৎ নিত্য নৈবেদ্যার্পণ, (৩৮) সাধুগণের স্বাগত অর্থাৎ অভ্যর্থনা ও (৩৯) পূজা-করণ, (৪০) শেষ নৈবেদ্য ভোজন (সাধুগণকে নিবেদন করিয়া দিবার পর অবশিষ্ট নৈবেদ্য-গ্রহণ অথবা প্রসাদ ভোজন), (৪১) তাম্বূল শেষ (অর্থাৎ প্রসাদী তাম্বূল) গ্রহণ (গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে মাথুর-বিরহবিহ্বলা শ্রীরাধারভাবে বিভাবিত—বিপ্রলম্ভ রসাবেশে 'কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন' বলিয়া দিব্যোন্মাদলীলায় কৃষ্ণান্বেষণরত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজনাদর্শানুসরণপ্রয়াসী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের সম্ভোগরসোপভোগ্য তাম্বূলাদি যুগলবিলাসোপকরণকে শ্রীযুগল-সরকারের প্রসাদ-জ্ঞানে মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক বন্দনা করিয়া থাকেন, কিন্তু চর্ব্বণ বা গলাধঃকরণ করেন না। আবার সাক্ষাৎ রসরাজ শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনাভিন্ন বিচারে রসরাজ-মহাভাবমিলিততনু শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগেও উক্ত তাম্বূল অর্পিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ সেই প্রসাদ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার যথাবিহিত সম্মান করেন, ভক্ষণ করেন না। বিশেষতঃ তাম্বূলাদি বিলাস সহচর দ্রব্য জড়কামবর্দ্ধক। শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি মদনমোহন-মনোমোহিনী শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনী স্বয়ং তাঁহার প্রাণকোটি-সর্ব্বস্ব প্রিয়তম অপ্রাকৃত কামদেব মদনমোহন কৃষ্ণকে তাঁহার অপ্রাকৃত কাম বর্দ্ধনার্থ শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণতাৎপর্য্যমূলে যে কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বূল-বীটিকা প্রদান করেন, তাদৃশ বিশুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণসেবাদর্শ অনুসরণের পরিবর্ত্তে প্রসাদী তাম্বূল-গ্রহণচ্ছলে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছামূলক কামবর্দ্ধন কখনই শুদ্ধভক্তিমার্গানুমোদিত বিচার-যোগ্য নহে। অনর্থযুক্ত সাধকজীব অনধিকারচর্চ্চা-মূলে অন্তরে ভোগবাসনা লুক্কায়িত রাখিয়া বাহে প্রসাদ-জ্ঞানের অভিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিতে গিয়া ভোগবিলাসী হইয়া পড়েন। এজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাম্বূল-প্রসাদ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন। অবশ্য অন্যান্য প্রসাদও সেব্য বুদ্ধিতে সম্মাননীয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ—কৃষ্ণ নাহি পায়॥"), (৪২) বৈষ্ণবগণের সহিত

সঙ্গকরণ ('ততো দুঃসমুঙ্গং সৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥' "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥" 'সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥' 'বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ সদা হয় কৃষ্ণপরসঙ্গ॥' 'সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥" ইত্যাদি এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য), (৪৩) বিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা (ভগবদ্ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবকৃত্য জিজ্ঞাসা), (৪৪) দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী—এই দিনত্রয়ে যে ব্রত অর্থাৎ ভক্ষণাদি নিয়ম (দশমী ও দ্বাদশীতে মধ্যাহ্নে হবিষ্যান্ন গ্রহণ, রাত্রে উপবাস এবং একাদশীতে নিরম্বু উপবাস অথবা অনুকল্প স্বীকার) সেই নিয়মানুসারে শ্রদ্ধা সহকারে স্থৈর্য্য অবলম্বন (অর্থাৎ ব্রতবিষয়ক নিয়ম ধারণ করায় অসুস্থ না হইয়া সুস্থ অবস্থায় অবস্থিতি। টীকা যথা—"দশম্যাদি দিনত্রয়েষু দশম্যেকাদশীদ্বাদশীষু যদ্‌ব্রতঞ্চ ভক্ষণাদি নিয়মঃ তস্মিন্ নিয়মেন স্বাস্থ্যং শ্রদ্ধয়া স্থৈর্য্যমিত্যর্থঃ") (৪৫) পর্ব্বযাত্রাদিকরণং (টীকা যথা—"পর্ব্ব জন্মাষ্টম্যাদি মহোৎসবঃ, যাত্রা দেবালয়াদিগমনং, আদি শব্দেন তুলসী পুষ্পবাটিকাদি তত্তদ্‌বিধানং" পর্ব্ব অর্থাৎ জন্মাষ্টম্যাদি মহোৎসব তথা যাত্রা অর্থাৎ দেবালয়াদি গমন করণ, আদি শব্দে তুলসী-পুষ্পোদ্যানাদির বিধান), (৪৬) বাসরাষ্টকসদ্বিধিঃ (টীকা যথা—"বাসরাষ্টকং অষ্টমহাদ্বাদশ্যঃ তস্য সদ্বিধিঃ সৎকারঃ যথাবিধি প্রতিপালনমিত্যর্থঃ" অর্থাৎ (উন্মীলনী বাঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, পাপনাশিনী এই অষ্টমহাদ্বাদশীর যথাবিধি প্রতিপালন), (৪৭) বিষ্ণোঃ সর্ব্বর্ত্তুচর্য্যা চ মহারাজোপচারতঃ (টীকা যথা—"সর্ব্বেষু ঋতুষু বসন্তাদিষু চর্য্যা তত্তৎকালীন পুষ্পাদিভিঃ পরিচর্য্যা দোলান্দোলনাদি ক্রিয়া বা, সা চ মহারাজোপচারতঃ শক্তৌ সত্যামিতি জ্ঞেয়ম্" অর্থাৎ বসন্তাদি ষড় ঋতুতে তত্তৎকালীয় পুষ্পাদি দ্বারা পরিচর্য্যা অথবা দোলা আন্দোলনাদি ক্রিয়া, শক্তি থাকিলে তাহা মহারাজোপচারে করণীয়া), (৪৮) সর্ব্বেষাং বৈষ্ণবানাঞ্চ ব্রতানাং পরিপালনম্ অর্থাৎ সমস্ত বৈষ্ণবব্রতের পরিপালন) [৪৯] গুরাবীশ্বরভাবশ্চ—শ্রীগুরুদেবে ঈশ্বর-বুদ্ধি সংরক্ষণ [এতৎ প্রসঙ্গে "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥", 'মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ', 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥' ইত্যাদি শ্লোক আলোচ্য], [৫০] সর্ব্বদা তুলসী সংগ্রহ অর্থাৎ প্রত্যহ তুলসী চয়ন, [৫১] শয়নাদ্যুপচারশ্চ [টীকা যথা—শয়নং শয্যা আদি শব্দাৎ পাদসম্বাহনাদিঃ তত্তদ্‌রূপো বা উপচারঃ অর্থাৎ শয্যা ও পাদসম্বাহনাদি রূপ উপচার প্রদান], [৫২] রামাদীনাঞ্চ চিন্তনং অর্থাৎ শয়নকালে রামাদির চিন্তন ["রামং স্কন্দং হনুমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরং। শয়নে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুঃস্বপ্নস্তস্য নশ্যতি॥" ইত্যাদ্যুক্তেঃ অর্থাৎ শয়নকালে যিনি রামাদি স্মরণ করিবেন, তাঁহার দুঃস্বপ্ন নষ্ট হইয়া যায়, এই প্রকার শাস্ত্রোক্তি আছে]

এই ৫২টি গ্রহণীয় নিয়ম উক্ত হইল অতঃপর আর ৫২টি বর্জ্জনীয় নিয়ম পরবর্ত্তি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

[ক্রমশঃ]

যশড়া শ্রীপাটের বার্ষিক উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে নদীয়া জেলায় চাকদহে যশড়াস্থিত শ্রীমঠের অন্যতম শাখা শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে গত ৭ পৌষ, ২২ ডিসেম্বর রবিবার শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর তিরোভাব তিথিতে বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণে ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ ও অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস ভাষণ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকান্তে সমাগত সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। পূর্ব্ব দিবস শনিবার অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিঃ এ সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া শ্রীপাদ ঠাকুর দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী আদি ভক্তগণের মূলগায়কত্বে নগর সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ ও সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুক্ত পাঁচুঠাকুর মহাশয়, শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায় ও মঠবাসী ভক্তগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বাত্রিংশত্তম তিরোভাবতিথিপূজাবাসরে দীনের বিজ্ঞপ্তি

[শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব—১২৮০ বঙ্গাব্দ ২৫ মাঘ, ১৮৭৪ খৃঃ ৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণা ৫মী অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকা। তিরোভাব—১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার রাত্রিশেষ কৃষ্ণা ৪র্থীর শেষভাগে ইং ১৯৩৭, ১লা জানুয়ারী প্রত্যূষে।]

গুরুদেব !

অহৈতুকী কৃপা তব, নাহি পারাবার।
মো হেন পামর জনেও ক'রেছ স্বীকার॥
বারেকের তরে যদি দিলা অধিকার।
হৃদয়ে ধরিতে পদ-কমল তোমার॥
বিমুখ দেখিয়া এবে ক'রো না বঞ্চিত।
শ্রীচরণ-সেবাদানে পূরাও বাঞ্ছিত॥
অপ্রকট কালেও তুমি নিত্য প্রকটিত।
মাদৃশ জীবের সদা চাহিতেছ হিত॥
করিয়াছি করিতেছি কত যে অন্যায়।
তথাপি এখনো কৃপা কর অমায়ায়॥
পতিত দুর্গত জীবে শোধিবার তরে।
কহিয়াছ হরিকথা কতনা আদরে॥
বহির্ম্মুখ জীবে দেখি' ত্রিতাপে তাপিত।
ভাসিয়াছ আঁখিনীরে হইয়া ব্যথিত॥
চিন্তিয়াছ কিসে জীব পাইবে উদ্ধার।
কৃষ্ণপ্রেম-ধন কিসে লাভ হ'বে তার॥
কৃষ্ণনাম বিনা আর নাহি দেখি' গতি।
শিখাও জীবেরে—'নামে কর শীঘ্র রতি'॥
প্রতি জীব-দ্বারে যাই' চাহ এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
শ্রীগৌর-করুণা-শক্তি-বিগ্রহ ধরিয়া।
তব রূপে অবতীর্ণ শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া॥
তাই এত দয়া তব দেখি অনিবার।
পতিতেও ঘৃণালেশ নাহিক তোমার॥
ক্রমে তথা হ'তে আসি' মায়াপুরধামে।
স্থাপিলা শ্রীচৈতন্য মঠ গৌর-সেবা-কামে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-জন্মস্থান—এই মায়াপুর।
প্রকটিলা তাহা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর॥
বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথদাস।
করিলেন সমর্থন করিয়া উল্লাস॥
শ্রীগৌরকিশোরদাস আর বংশীদাস।
সবে মিলি' জয় গাহি' পূরালেন আশ॥
শ্রীভক্তিবিনোদ-চেষ্টায় অতি অল্পদিনে।
ইষ্টক মন্দির এক হইল নির্ম্মাণে।
তেরশত বঙ্গঅব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমায়।
উদিলা তথায় বিষ্ণুপ্রিয়া গৌর রায়॥
শ্রীরাধা মাধব আসিলেন ব্রজ হ'তে।
ব্রাহ্মণ পূজারী সেবা কৈলা ভাল মতে॥
শ্রীমন্দির-সমক্ষে এক বৃহৎ আটচালা।
তৎপশ্চিমেতে এক পনসবৃক্ষ ছিলা॥
বারমাস ফলিত তাতে অতি মিষ্ট ফল।
শ্রীগৌর-মাধব-ভোগে লাগিত সকল॥
পরমগুরু (শ্রী) গৌরকিশোর (সহর) নবদ্বীপ হ'তে।
আসিয়া বসিতেন সেই পনস-তলেতে॥
অচ্ছেদ্য তুলসীবন যোগপীঠে রয়।
আম্রবিল্বপনসাদি বৃক্ষশোভা পায়॥
সুগন্ধি পুষ্পের কুঞ্জ স্থানে স্থানে শোভে।
সুগন্ধে পূরিত বায়ু ভক্ত-মনো লোভে॥
শ্রীবাবাজী ভজনানন্দে হ'তেন নিমগন।
(শ্রীধামের) চিন্ময় সৌন্দর্য্যে তাঁর মুগ্ধ হ'তে মন॥
কিছুদিনে গৌর-প্রিয়তম প্রভুপাদ।
(এক) নবমন্দির প্রকাশিতে করিলেন সাধ॥
শ্রীবাবাজী মহাশয় বসিতেন যথা।

ভজিতেন প্রাণপ্রিয় গৌরাঙ্গে সর্ব্বথা ॥
সে-স্থানে মন্দির-ভিত্তি খনন করিতে।
জানালেন অভিপ্রায় ভক্তবৃন্দ-সাথে ॥
প্রভু-মনোহভীষ্ট জানি' হর্ষে ভক্তগণ।
অবিলম্বে সেবাকার্য্য কৈলা আরম্ভণ ॥
শ্রীসখীচরণ ভক্তিবিজয় তখনি।
অর্থ-আনুকূল্যদানে হ'লেন অগ্রণী ॥
শুভদিনে শুভক্ষণে ভিত্তি খনন-কালে।
ভক্তবৃন্দ পাইলা এক মূর্ত্তি ভিত্তিতলে ॥ *
সবিস্ময়ে লই' তাহা গৌর-কুণ্ডজলে।
অভিষেক করিলেন বড় কুতূহলে ॥
জয়গানে যোগপীঠ করি' মুখরিত।
প্রভুপাদ পাশ গেলা হইয়া ত্বরিত ॥
কলিকাতা মঠে তখন প্রভুপাদের বিজয়।
প্রেমানন্দে পূর্ণ তাঁর হইল হৃদয় ॥
প্রত্নতত্ত্ববিদে প্রভু ডাকি দেখাইল।
অতি পুরাতন মুদ্রা সবেই কহিল ॥
সিদ্ধার্থ-সংহিতা দেখি' প্রভু নাম কৈল।
অস্ত্রভেদে 'অধোক্ষজ' নাম তাঁর হৈল ॥
যেই অধোক্ষজ কথা প্রভু পুনঃ পুনঃ।
শিক্ষা দেন ভক্তগণে করিয়া যতন ॥
সেই 'অধোক্ষজ' বিষ্ণু প্রকট হইয়া।
স্বয়ং শিখান তত্ত্ব দরশন দিয়া ॥
"কৃষ্ণনাম-ধাম আদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।
সেবোন্মুখেন্দ্রিয়ে তাহা স্বপ্রকাশ হয় ॥"
(এইমতে) গৌর-ধামে বসি' প্রভু অশেষ বিশেষে।
গৌরধাম-নাম কাম সেবেন হরিষে ॥
অপতিত ভাবে তিন লক্ষ নাম লয়।
অবসরকালে গ্রন্থ পড়য় লিখয় ॥
ঊনিশ শত চৌদ্দ সালে আষাঢ়ী অমাবস্যায়।
শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রবেশেন নিত্যলীলায় ॥
পরবর্ষে পুনঃ উত্থানৈকাদশী দিনে।
পরম-গুরু গৌরকিশোর হৈলা অন্তর্দ্ধানে ॥

*[এই শ্রীঅধোক্ষজবিগ্রহ প্রকটিত হন—৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১, ইং ১৩ই জুন, ১৯৩৪।]

পরপর দুই মহাপুরুষ-নির্য্যাণে।
অতীব কাতর প্রভু হইলেন প্রাণে ॥
বড়ই নির্ব্বেদে প্রভু হা হুতাশ করি'।
কাঁদিতে লাগিলা শুধু ফুকারি' ফুকারি' ॥
মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি' প্রভু কয়।
এছার পরাণ আমি ছাড়িব নিশ্চয় ॥
বৈষ্ণব-জগৎ আজি আঁধার হইল।
অসুর স্বভাব জীবের প্রভাব বাড়িল ॥
কা'র কাছে যাই' আর জুড়াব পরাণ।
মোর ব্যথা বুঝি' কার ঝরিবে নয়ান ॥
কে শুনাবে কৃষ্ণকথা অনুরাগ ভরে।
পর-দুঃখ দেখি' কা'র হৃদয় বিদরে ॥
(মোর) প্রবন্ধ নিবন্ধ গ্রন্থ কা'রে দেখাইব।
আনন্দ করিবে কেবা উৎসাহ দানিব ॥
প্রচার-প্রসার শুনি' কে হ'বে প্রসন্ন।
ধাম-সেবৌজ্জ্বল্যে কা'র বাড়িবে আনন্দ ॥
এইমত বিলাপ প্রভু করেন অনুক্ষণ।
শ্রীগুরু-বিরহে শূন্য দেখেন ত্রিভুবন ॥
হেন কালে একরাত্রে সমাধিস্থাবস্থায়।
দেখিলেন যোগপীঠ দিব্যজ্যোতির্ম্ময় ॥
পুরাতন-নাটমন্দির-অভ্যন্তরে।
পঞ্চতত্ত্ব বিরাজিত প্রসন্ন অন্তরে ॥
তৎপশ্চাৎ শ্রীভক্তিবিনোদ মহাশয়।
সমীপেতে শ্রীগৌরকিশোর প্রভু হয় ॥
প্রভুপাদে সম্বোধিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ কয়।
"সরস্বতি! কেন তব বিষণ্ণ হৃদয় ॥
অদম্য উৎসাহে তুমি করহ প্রচার।
কোন ভয় নাহি কর, হবে জয় কার ॥
অগণিত ধনবল জনবল আর।
অপেক্ষিবে তোমা তরে কি ভয়, কাহার ?"
সবে মিলি' আশীর্ব্বাদ করিলা প্রভুরে।
প্রভুও সাষ্টাঙ্গনতি কৈলা সবাকারে ॥
প্রসন্ন-বদনে সবে অন্তর্দ্ধান হৈলা।
প্রভুপাদ নামানন্দে রাত্রি গোঙাইলা ॥
যোগপীঠে অভ্রভেদী মন্দির উঠিল।

ত্রিপুরাধীশের দ্বারা দ্বারোদ্‌ঘাটন কৈল ॥
ঊনিশ শত আঠার সালে মার্চ্চ মাসে।
গৌরজন্মদিনে প্রভু লইলা সন্ন্যাসে ॥
নিত্যসিদ্ধ গৌরজন লোকশিক্ষা তরে।
ত্রিদণ্ডধারণ-লীলা বৈদিক বিচারে ॥
বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের।
আকর—'শ্রীচৈতন্য মঠ', কেন্দ্র প্রচারের ॥
ষট্‌ষষ্টি মঠ প্রভু স্থাপি' স্থানে স্থানে।
কৃষ্ণকথামৃত-বন্যার আনিলা প্লাবনে ॥
মুদ্রাযন্ত্র স্থাপে প্রভু বড়ই উৎসাহে।
'বৃহৎমৃদঙ্গ' বলি' যার নাম কহে ॥
ছয়খানি সাময়িক পত্র বিভিন্ন ভাষায়।
হরিকথা প্রচারিতে প্রভু প্রকাশয় ॥
ইহা ছাড়া 'বৃহস্পতি', জ্যোতির্ব্বিদ, 'নিবেদন'।
মাসিক, দৈনিক পত্র ছিল সংঘটন ॥
স্বরচিত সম্পাদিত বহুগ্রন্থ ছাপি'।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচারেন সর্ব্বব্যাপী ॥
কুরুক্ষেত্র, মায়াপুর, ঢাকা, কলিকাতা।
পাটনা, কাশী, প্রয়াগ আদি যথা তথা ॥
'সৎ শিক্ষা-প্রদর্শনী' স্থাপিয়া মহতী।
শ্রীমদ্‌ভাগবতী শিক্ষা করিলা বিস্তৃতি ॥
*সভা সম্মিলনী সঙ্ঘ আদি প্রতিষ্ঠানে।
স্থাপিয়া প্রচার-কার্য্য কৈলা সাবধানে ॥
শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ অষ্টোত্তরশত।
স্থাপিবার ইচ্ছা ছিল প্রভু-মনোমত ॥
কিন্তু অষ্ট পাদপীঠ হৈলা প্রকটিত।
সেইসব মহাতীর্থ গৌর-পাদপূত ॥
লুপ্ততীর্থোদ্ধার আর ভক্তিসদাচার।
বৈষ্ণবস্মৃতি-সঙ্কলন, শ্রীমূর্ত্তি-প্রচার ॥
আচার্য্যের এই চারি কৃত্য প্রভু তুমি।
করিয়াছ সবিশেষে সর্ব্বগুণে গুণী ॥
শ্রীধাম নবদ্বীপে (১৬ ক্রোশ) ব্রজ-শ্রীগৌড়মণ্ডলে (৮৪ ক্রোশ)।
মহাসমারোহে পরিক্রমা প্রবর্ত্তিলে ॥
(এই) পরিক্রমা-ফলে পঞ্চ মুখ্য সে সাধন।
কহিয়াছ তারস্বরে লভে জীবগণ ॥
"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥
এক অঙ্গ সাধে, কিম্বা সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥"
তাই পরিক্রমা বড় আদর করিয়া।
প্রত্যব্দ সাধিলা ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লঞা ॥
তদ্রূপ বৈভব—ধাম, ধাম-কৃপা বিনা।
ভক্ত-সঙ্গ, ভক্তিলাভ কভুত' হয় না ॥
মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে পঞ্চবিংশ দিনে।
বারশত আশি সনে বঙ্গাব্দ গণনে ॥
'হৃৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' শাস্ত্রবাণী।
অনুসরি, নীলাচলে উদিলা আপনি ॥
আবির্ভূত হৈলে প্রভু অতি শুভক্ষণে।
শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারিতে তব আগমনে ॥
মহাপ্রভু-আচরিত-প্রচারিত নাম।
প্রচারিলে শুদ্ধভাবে ওহে গুণধাম ॥
তেরশত তেতাল্লিশ পৌষ ষোড়শে।
মাঘী কৃষ্ণা চতুর্থী তিথির শেষ ভাগে ॥
শ্রীরাধা-গোপীনাথের নিশান্ত-লীলায়।
প্রবেশিলা প্রভু প্রথম যাম-সেবায় ॥
নিত্যলীলারস-প্রাপ্তি—আনন্দ তোমার।
তোমার আনন্দে বটে আনন্দ সবার ॥
[কিন্তু] প্রপঞ্চে প্রাকট্য তব না দেখিয়া আর।
থেকে থেকে প্রাণ কেঁদে উঠে বার বার ॥
নিবারিতে নারি নেত্রে বহে অশ্রুধার।
কোথা নাহি পাই খুঁজে স্থান সান্ত্বনার ॥

* [শ্রীভক্তিবিনোদ—আসন-১৯১৮, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা—১৯১৯, সারস্বত-আসন—১৯২৪, গৌড়ীয়--সম্পাদক সঙ্ঘ—১৯২৫, নিখিল বৈষ্ণবসম্মিলনী—১৯২৭, পারমার্থিক আলোচনা সম্মিলনী—১৯৩৩, লণ্ডন গৌড়ীয়-মিশন সোসাইটী—১৯৩৪, শ্রীব্রজধামপ্রচারিণী সভা—১৯৩৫, অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার—১৯৩৬, দৈব বর্ণাশ্রম-সঙ্ঘ—১৯৩৬।]

[মাদৃশ] অজ্ঞান অধম জীবের কিবা গতি হবে।
আর কি পাইব তব চরণ পরাগে ?॥
কর্ণধার-হীন তরী কিরূপে চলিবে ?
এভব-সমুদ্র-মাঝে আবর্ত্তে পড়িবে॥
শুনিয়াছি গুরুতত্ত্ব জীব-নিত্য-বন্ধু।
কভু না ছাড়েন শিষ্যে হন কৃপা-সিন্ধু॥
তাইত' ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।
অধম দুর্গতে না ছাড় অতঃপর॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত করিতেছি দোষ।
সকল শোধিয়া প্রভু করহ নির্দ্দোষ॥
পরোক্ষে রাখিয়া বক্ষে চরণকমল।
ঘুচাও আমার যত আসে অমঙ্গল॥
জনক জননী মাতা পিতা বন্ধু তুমি।
অজ্ঞ অপরাধী জীবে না ছাড়িহ স্বামী॥
তব নিত্যদাস বলি' মোরে অঙ্গীকর'।
তব নিজজন-সঙ্গে রাখ অতঃপর॥
সাধু বা অসাধু কিছু নাহি বুঝি আমি।
অসত্যেরে সত্য ভ্রমে হই বিপথগামী॥
তুমি সদা কৃপা করি আমারে চালাও।
ওহে প্রভো কভু মোরে নাহি ছাড়ি' যাও॥
ভীম-ভবার্ণবে দেখি' বড় শঙ্কা চিতে।
সুপথে বিপথ ভ্রম হয় অজ্ঞানেতে॥
তুমি মোরে হাতে ধরে চালাইয়া লও।
তবে ত'সুপথ ধরি' ব্রজের পথ পাও॥
দয়াময় দীনবন্ধু পতিত-পাবন।
এ অধমে আর নাহি ছাড়িবা কখন॥
শরণ লইনু তব চরণ-কমলে।
এ দাসেরে কর দয়া আপনার ব'লে॥

ভবদীয় চিরদাসানুদাস
শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী।

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের সুপবিত্রজীবন-ভাগবতের দু'একটি কথা

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ ও তৎশাখা গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত নিত্যধামপ্রাপ্ত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভুরই সন্ন্যাস নাম—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ। ইনিই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আচার্য্যপ্রবর। সমিতির মূল মঠ শ্রীধাম নবদ্বীপ তেঘরীপাড়াস্থিত শ্রীদেবানন্দ-গৌড়ীয় মঠে তিনি গত ১৯শে আশ্বিন ১৩৭৫, ইং ৬ই অক্টোবর, ১৯৬৮ রবিবার সন্ধ্যা ৬-১৫ মিঃ সময়ে ভক্তবৃন্দকে বিরহ-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ষষ্ঠযামোচিত সায়ংকালীন নিত্যসেবায় প্রবেশলাভ করিয়াছেন। রাকা পূর্ণিমায় (প্রতিপত্তিথি সংযুক্ত পৌর্ণমাসী) শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসযাত্রা তথা শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল মুরারিগুপ্ত ঠাকুরের তিরোভাব তিথিপূজা-শুভবাসরে, তাহাতে আবার পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ বাসরে হরিনাম মুখরিত নবদ্বীপ ধামে, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহোদ্বেলিত চিত্ত—মর্ম্মবেদনা-প্রপীড়িত—ক্রন্দন-রত ভক্তবৃন্দের অন্তর্হৃদয়ের আবেগ আর্ত্তিভরা প্রাণময় সংকীর্ত্তনমধ্যে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর নামরূপগুণলীলা শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণ করিতে করিতে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক স্বামীজী মহারাজের শ্রীশ্রীগুরুগৌরদত্ত নিজনিত্য-ধামে নিত্যসেবায় অধিকার লাভ নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব জগতের এক চিরস্মরণীয় ইতিহাস। প্রাপঞ্চিক কাল গণনায় ইং ৬।১০।৬৮ তারিখে অপ্রকটতিথিবাসরে স্বামীজীর বয়ঃক্রম ৭১ বৎসর ৮ মাস ১২ দিন ছিল।

(সুতরাং এই হিসাবে তাঁহার প্রকটকাল—ইংরাজী ১৮৯৭ খৃঃ ২৪শে জানুয়ারী হইতে পারে)। স্বামীজী বরিশাল জেলার অন্তর্বর্ত্তী বানরীপাড়া গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত জমিদার 'গুহঠাকুরতা' বংশে এক বিশিষ্ট ভক্ত-পরিবারে শুভমুহূর্ত্তে প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। তাঁহার পিতৃদেব—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গুহঠাকুরতা মহাশয় শ্রীঅদ্বৈতপরিবারসম্ভূত শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং বিবিধ সদ্গুণমণ্ডিত ছিলেন। গুরুপাদাশ্রয়ের পর তিনি গুরুদত্ত ভজন সাধনে ও ভক্তি-গ্রন্থানুশীলনে দিবসের অধিকাংশ সময় নিয়োগ করিতেন। তাঁহার মাতৃদেবী—শ্রীযুক্তা ভুবনমোহিনীদেবী। তিনিও স্বামীর ন্যায় সর্ব্বসদ্গুণালঙ্কৃতা ও পরমা ভক্তিমতী ছিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজজন ব্রহ্মচারীজীকে এইরূপ এক মহৎকুলে ও ভক্তিপরিবেশ মধ্যে জন্মগ্রহণ করাইয়া অতি শিশুকাল হইতেই তাঁহার সচ্চরিত্রতা, ধর্ম্মানুরাগিতা, অন্যায়ের প্রতি নির্ভীকভাবে তীব্রপ্রতিবাদ প্রভৃতি সদ্গুণ প্রকট করতঃ এই বালক অচিরেই যে এক অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিবেন, তাহা তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও বিজ্ঞজনের বিস্ময় উৎপাদন ও সমালোচনার বিষয় হইয়াছিল।

ব্রহ্মচারীজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপ্রমোদবিহারীজীও পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে শ্রীভাগবতধর্ম্ম যজন-যাজনসঙ্কল্পে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মচারী বেষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়লোমি মহারাজ নামে খ্যাত হন। বর্ত্তমানে তিনি বাগবাজারস্থ "গৌড়ীয় মিশনের" আচার্য্য ও সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত আছেন।

শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভু ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন পূর্ব্বক পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়া তৎসমীপে হরিকথা শ্রবণের প্রচুর সুযোগ লাভ করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করতঃ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা বৃহদ্ব্রতীরূপে শ্রীগুরুপদাশ্রিতকে ব্রজপত্তন শ্রীচৈতন্য মঠে স্থায়িভাবে অবস্থান-পূর্ব্বক প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে শ্রীগুরুদেবের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বহু শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন।

মায়াবাদ যে সর্ব্বতোভাবে ভক্তি-বিঘাতক আত্মঘাতী বিচার, শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উহাকে কোনমতেই স্বীকার করেন নাই, পরন্তু উহা ভক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ অননুমোদিত, ইহা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বিশেষভাবে শ্রবণ করতঃ তাঁহার (ব্রহ্মচারীজীর) হৃদয়ে ঐ শিক্ষা দৃঢ়তালাভ পূর্ব্বক বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। তদনুসারে তিনি বেদান্ত দর্শন শাস্ত্রের বিভিন্ন ভাষ্যকার কৃত ১০।১২ খানি ভাষ্য সংগ্রহ করেন। ঐ গুলি আলোচনা করতঃ কটক র‍্যাভেন্সা কলেজে ও বহু বিদ্বৎ সমাজে তিনি শাঙ্কর দর্শনের অযৌক্তিকতা ও অপ্রামাণিকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে প্রকাশিত তৎকালীন 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' পত্রে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি মূলতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামভজন-শিক্ষা অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মসূত্রের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'ব্রহ্ম' বলিতে 'শব্দব্রহ্ম'কে লক্ষ্য করে, এই শব্দ ব্রহ্মই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত 'শ্রীনামব্রহ্ম'। নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণস্বরূপ ব্রহ্মের কথা ব্রহ্মসূত্রের আনুমানিক ৫৫০ সূত্রের মধ্যে কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই। ব্রহ্ম যদি নির্গুণ হন, তবে ব্রহ্মে দয়া-গুণ কখনই থাকিতে পারে না। শ্রীবেদব্যাস উক্ত শব্দত্রয় বেদান্তের কোন স্থলেই উল্লেখ করেন নাই।

১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী প্রত্যূষে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতায় বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে অপ্রকটলীলা অবিষ্কার করিলে তাঁহার চিন্ময় কলেবর স্পেশ্যাল ট্রেন-যোগে শ্রীধাম-মায়াপুরে আনিয়া সমাধিস্থ করা হয়। অতঃপর মিশনে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইয়া পড়ে, তাহাতে ২।৩ বৎসর কাটিয়া যায়। ১৯৪০ সালে জুনমাসে ব্রহ্মচারীজী কতকগুলি অনিবার্য্য কারণে অত্যন্ত দুঃখের সহিত শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে চলিয়া আসিয়া ১৯৪১ সালে অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে বাগবাজার পল্লীতে

৩৩।২, বোসপাড়া লেনস্থ একটি ভাড়া বাড়ীতে 'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' স্থাপন করেন।

অতঃপর ১৯৪১ সালে ভাদ্র পূর্ণিমায় (অনুমান সেপ্টেম্বর মাসে) শ্রীল ব্রহ্মচারীজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসক্ষেত্র কাটোয়ায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তদবধি তিনি বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতে থাকেন।

স্বামীজীর জীবনভাগবতে একটি অলৌকিক ঘটনা পাওয়া যায়—একসময়ে (১৯৪১-৪২ সাল হইবে) স্বামীজী তাঁহার ৩৩।২, বোসপাড়া লেনস্থিত গৌড়ীয়বেদান্ত সমিতির আসন ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে স্বামীজীর সতীর্থ শ্রীপাদ নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায় সেবাসুহৃৎ প্রভু তাঁহার ১৪নং ফরডাইস্ লেনস্থ বাসাবাটী হইতে একাদশী দিবস স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সকালে আসিয়াছেন, কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে, বাসায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া মহারাজ তাঁহাকে কিছু জলযোগ করাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু তখন হাতে এমন একটি পয়সা নাই, যদ্দ্বারা অন্ততঃ কএকখানি বাতাসা সহ একটু জল তাঁহার গুরুভ্রাতাকে হাতে করিয়া দেন। শুধু মুখে কি গুরুভাইকে বিদায় দেওয়া যায়? সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে—মহারাজের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ঠিক এমনই সময়ে একটি চড়াই পাখী ভগবৎপ্রেরিত হইয়া ঘরের দেওয়ালের উপরিস্থিত বায়ুনির্গমন পথে (Ventilator এ) পক্ষ সঞ্চালন করায় একটি ছোট মোড়ক টপ করিয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। তাহা কুড়াইয়া লইয়া মোড়ক খুলিয়া দেখা গেল, তাহাতে ছয় আনা পয়সা রহিয়াছে। মহারাজ তাহা নিতান্ত দৈবপ্রেরিতজ্ঞানে তাঁহার এক ব্রহ্মচারী সেবককে ডাকিয়া তদ্বিনিময়ে সন্দেশ আনিতে বলিলেন এবং অতীব প্রীতিভরে সতীর্থ সেবাসুহৃৎ প্রভুকে একটু জলযোগ করাইলেন। তহবিলে আর একটি পয়সাও নাই, যদ্দ্বারা নিজেদের কিছু অনুকল্পের ব্যবস্থা করেন। এমন সময়ে সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হইল, পিওন আসিয়াছে। অভাবনীয় ব্যাপার! ধন্য ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের অঘটনঘটনপটীয়সী অহৈতুকী কৃপা—অপূর্ব্ব ভক্তবাৎসল্য তাঁহার। পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরিমহারাজ (অধুনা নিত্যধামপ্রাপ্ত) স্বামীজী মহারাজের অপর গুরুভ্রাতা তাঁহার নামে একশত টাকার একটি মনিঅর্ডার পাঠাইয়াছেন। এই ঘটনায় উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হইয়া পুনঃ পুনঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গান করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যেও স্বামীজী শ্রীভগবানের কৃপার ইঙ্গিত অনুভব করিয়া অদম্য সেবোৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিলেন।

১৯৪৩ সালে স্বামীজী চুঁচুড়া সহরে 'শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ' স্থাপন করিয়া তথায় এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগুণগাথা প্রচার করিতে থাকেন। এক সময়ে চুঁচুড়ার নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুর সহরে মাননীয় উকীল শ্রীযুত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী এম-এ, বি-এল মহোদয়ের সংস্কৃতটোলে স্বামীজী সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করেন। সেই সময়ে তাঁহার গৃহে একটি বিরাট লাইব্রেরী দেখিতে পাইয়া তথায় বহু গ্রন্থ অনুসন্ধানের সুযোগ লাভ করেন। ঐ সকল গ্রন্থ মধ্যে 'লঙ্কাবতার সূত্রম্' নামক একখানি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ স্বামীজীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি উহা আলোচনা করিবার জন্য উকীলবাবুর নিকট হইতে চাহিয়া লন। ঐ গ্রন্থের একস্থানে লিখিত আছে—"রাবণ ব্যোমযানে করিয়া তথাগত বুদ্ধের নিকট সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বোতোপরি অদ্বৈতবাদ আলোচনা করিবার জন্য যাইতেন। স্বামীজীর 'মায়াবাদের জীবনী' গ্রন্থে (২০শ পৃঃ) এই 'লঙ্কাবতার-সূত্র' হইতে গৃহীত প্রমাণ উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাতে ত্রেতাযুগের অদ্বৈতবাদিগণের ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে।

১৯৪৬ সালে স্বামীজী কাশী মহানগরীতে ঊর্জ্জব্রত পালন-কালে একদিন বুদ্ধগয়ায় গিয়াছিলেন। তথায় দেখেন বুদ্ধগয়ার মন্দিরাদি প্রাচীনকাল হইতেই অদ্বৈত-বাদি-সম্প্রদায়ের এক বিশিষ্ট শঙ্করাচার্য্য মোহান্তের কর্ত্তৃত্বে ও পরিচালনাধীনে রহিয়াছে। তিনিই বুদ্ধগয়ার

স্বত্বাধিকারী। "শঙ্করসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য বৌদ্ধ মঠের অধিপতি হন কি প্রকারে? তাহা হইলে শঙ্কর-সম্প্রদায় কি বৌদ্ধ?" স্বামীজী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উক্ত স্বত্বাধিকারী মঠাধীশ মহাশয়কে ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একটু অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে (স্বামীজীকে) 'ললিত বিস্তার' গ্রন্থখানি আলোচনার কথা বলেন ও গ্রন্থখানি তাঁহার হস্তে দেন। এই গ্রন্থের একটি প্রমাণ 'মায়াবাদের জীবনী' গ্রন্থের ১৯শ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহাতে ('ললিত বিস্তার' গ্রন্থের ২১ শ অধ্যায়ে ১৭৮পৃঃ) লিখিত আছে—'শাক্যবুদ্ধ পূর্ব্ববুদ্ধের আবির্ভাব স্থান বুদ্ধগয়াকে তাঁহার সিদ্ধিলাভের অনুকূল বিচারে তথায় একটি অশ্বত্থবৃক্ষতলে বসিয়া তপস্যা করেন।' স্বামীজী লিখিয়াছেন — এই বুদ্ধগয়ারই প্রাচীন নাম—কীকট। এই স্থানে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি এখনও শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গিরি সন্ন্যাসিগণের অধিনায়কত্বে সেবিত হইতেছেন। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, বুদ্ধগয়া স্থলটি পূর্ব্ববুদ্ধ বা আদিবুদ্ধ বা বিষ্ণুবুদ্ধেরই আবির্ভাব স্থান। এই স্থান শাক্যসিংহ বুদ্ধের মুক্তিলাভের উপাসনা-ক্ষেত্রমাত্র। ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, প্রাচীন 'অবতার বুদ্ধ' ও বর্ত্তমান 'গৌতমবুদ্ধ' এক নহেন। 'অমরকোষ' কথিত ভগবান্ বুদ্ধের অপর নাম 'সমন্তভদ্র'। বোধিসত্ব বুদ্ধের মধ্যে সমন্তভদ্রকে উল্লেখ করিয়াছেন। মনুষ্যবুদ্ধ মধ্যে গৌতম একজন। ইনি জ্ঞানলাভের পর 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন। (সুতরাং) মনুষ্যবুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ ও আদি-বুদ্ধ—এই তিন শ্রেণীর বুদ্ধের কথা জানিতে পারি। 'লঙ্কাবতার সূত্র' গ্রন্থ সম্বন্ধে স্বামীজী তাঁহার 'ময়াবাদের জীবনী' গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

"লঙ্কাবতারসূত্র একখানি প্রসিদ্ধ প্রামাণিক বৌদ্ধগ্রন্থ। ইহাতেও যে বুদ্ধের উল্লেখ দেখা যায়, তিনি শাক্যসিংহ বুদ্ধ নহেন। এই গ্রন্থের প্রথমভাগেই লঙ্কাধিপতি রাবণ জিন-পুত্র ভগবান্ পূর্ব্ববুদ্ধকে এবং ভবিষ্যতেও যে যে বুদ্ধ বা বুদ্ধসুত আবির্ভূত হইবেন, তাঁহাদিগকেও স্তব করিয়াছেন।"

শ্রীমদ্ ভাগবতে (ভাঃ ১০।৪০।২২) "নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্য-দানব-মোহিনে", (ভাঃ ১।৩।২৪) "ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্। বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥" প্রভৃতি শ্লোকে এবং লিঙ্গ-পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, বরাহপুরাণ, নৃসিংহপুরাণাদিতে যে অবতার-স্বরূপ বিষ্ণুবুদ্ধের কথা আছে, তিনি শুদ্ধোদনের পুত্র শূন্য-বাদী গৌতম বুদ্ধ নহেন। বৈষ্ণবগণ শূন্যবাদী বুদ্ধের পূজক নহেন। এই সকল কথা স্বামীজী তাঁহার 'মায়াবাদের জীবনী' বা 'বৈষ্ণব বিজয়' গ্রন্থে বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও ও যুক্তিসহকারে প্রতিপাদন করিয়াছেন। বুদ্ধগয়া স্থানটি পূর্ব্ববুদ্ধ, আদিবুদ্ধ বা বিষ্ণুবুদ্ধেরই আবির্ভাব-স্থান, ইহা শাক্যসিংহ বুদ্ধের উপাসনা-ক্ষেত্র মাত্র বলা যাইতে পারে।

১৯৪৯ সাল হইতে স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে নিত্যধাম-প্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের সম্পাদকতায় সমিতির মুখপত্রস্বরূপে মাসিক 'শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা' প্রকাশিত হইতে থাকেন। শ্রীপাদ নারসিংহ মহারাজের বিশেষ আগ্রহে এই পত্রিকার ৫ম বর্ষ (১৯৫৩ সাল) ১ম সংখ্যা হইতে স্বামীজীর পূর্ব্বোল্লিখিত 'মায়া-বাদের জীবনী' প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে ক্রমশঃ উহা ৫ম বর্ষের ১১টি এবং ৬ষ্ঠ বর্ষের ৯টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহাই উক্ত 'মায়াবাদের জীবনী' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ।

এই গ্রন্থে গ্রন্থকার স্বামীজী পদ্মপুরাণাদি বহু প্রামাণিক শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক মায়াবাদ যে অশাস্ত্রীয় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত, বেদার্থের ন্যায় প্রতীয়মান অথচ বেদ-বিরুদ্ধ অবৈদিক মতবাদ, জগতের নাশহেতুই ঐ সকল প্রচারিত হইয়াছে, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। পদ্ম ও বরাহ-পুরাণোক্ত শ্রীবিষ্ণুর শ্রীরুদ্রপ্রতি মোহশাস্ত্রপ্রণয়ন ও ভগবৎ-স্বরূপকে আবৃত করিবার উপদেশসমূহ বস্তুতঃই জগদ্ধ্বংসের উপাদানস্বরূপ, উহাই রুদ্রের ত্রিপুটী বিনাশ বা আত্ম-বিনাশরূপ সংহার মূর্ত্তি। গ্রন্থের ১২-১৩ পৃঃ ও ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায় এই সকল বিষয় বিশদ্‌ভাবে বিচারিত হইয়াছে।

আচার্য্য শঙ্করের জ্ঞানবাদকে স্বামীজী ব্রহ্মবাদ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। শাণ্ডিল্য সূত্রের ২য় অধ্যায়ের ২৬শ সূত্রে ব্রহ্মকাণ্ডকে ভক্তিকাণ্ড বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাও স্বামীজী উক্ত শাণ্ডিল্যসূত্রের আচার্য্য স্বপ্নেশ্বর

কৃত ভাষ্য উদ্ধার পূর্ব্বক প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই শাণ্ডিল্য ঋষির প্রামাণিকতাও স্বামীজী শ্রীবেদব্যাসরচিত স্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে বর্ণিত ভাগবত মাহাত্ম্যের ১ম অধ্যায়োক্ত বাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার বেদব্যাসগুরু দেবর্ষি নারদের ভক্তিসূত্রবাক্য (৮৩ সূত্র) উদ্ধার করিয়াও স্বামীজী দেখাইয়াছেন—কুমার (চতুঃসন), বেদব্যাস, শুকদেব, শাণ্ডিল্য, গর্গাচার্য্য, বিষ্ণু (স্মৃতিকার ঋষি), কৌণ্ডিন্য, শেষ, উদ্ধব, আরুণি, বলি, হনুমান, বিভীষণাদি ইঁহারা সকলেই ভক্তিতত্ত্বের আচার্য্য, ভক্তিমার্গই প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন মার্গের প্রদর্শক বা অনুমোদক ইঁহারা কেহই কখনই নহেন। শ্রীনারদ বেদব্যাস ও শাণ্ডিল্য ঋষিকে ভক্তিশাস্ত্রপ্রণেতা ভক্ত্যাচার্য্য বলিয়া মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন এবং ব্যাসসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রকে ভক্তিসূত্র বলিয়াই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। শাণ্ডিল্য ঋষিও ব্রহ্মসূত্রকে ভক্তিশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্বামীজী আচার্য্য শঙ্করের জীবব্রহ্মৈক্যলীলায় জ্ঞানবাদ স্থাপন কল্পে ব্রহ্মের নিরাকারত্ব, নির্বিশেষত্ব, নির্গুণত্ব ও নিঃশক্তিকত্বাদি-প্রতিপাদন-প্রয়াস আদৌ বহুমানন ও অনুমোদন করেন নাই, পরন্তু উপনিষদুক্ত ঐ সকল 'নি' উপসর্গযুক্ত বাক্য দ্বারা প্রাকৃতত্ব নিষেধ পূর্ব্বক যে অপ্রাকৃত বিশেষত্বই সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহাই বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ' (চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ) ইত্যাদি এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "বিষয়বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন। ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ॥ সে দু'য়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল। মায়াবাদিসঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল॥ মায়াবাদ-দোষ যার হৃদয়ে পশিল। কুতর্কে হৃদয় তার বজ্রসম ভেল॥ ভক্তির স্বরূপ আর 'বিষয়', 'আশ্রয়'। মায়াবাদী 'অনিত্য' বলিয়া সব কয়॥ ধিক্ তা'র কৃষ্ণসেবা শ্রবণ কীর্ত্তন। কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্রহানে তাহার স্তবন॥ মায়াবাদ-সম ভক্তি প্রতিকূল নাই। অতএব মায়াবাদিসঙ্গ নাহি চাই॥" প্রভৃতি বাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক মায়াবাদ রূপ ভক্তিপ্রতিকূল-ভাব এবং মায়াবাদীরূপ ভক্তিবিঘাতক সঙ্গকে অস্বীকার পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন বিষয়ে ভক্তিমার্গানুসরণকারী সাধকগণকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়াছেন।

স্বামীজী তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"বেদব্যাস জীবের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নততম মঙ্গলের চিন্তা করিয়াই ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম—ভক্তিসূত্র। ইহা আমি নারদ ঋষি ও শাণ্ডিল্য ঋষির গ্রন্থ হইতে পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনে ভক্তি বা নামভজনের প্রসঙ্গ আলোচনা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা বা শিক্ষা বিচার করিতে গেলে তাহা মহাজনগণের অনুমোদিত হইবে না। ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ সকলেই ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, এমন কি উহা পরামুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। **বিশেষতঃ মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, উহা 'সিদ্ধসাধন'-দোষযুক্ত; এমন কি 'বাধিতানুবৃত্তি'-দোষেও সম্পূর্ণ দোষী।"

এইরূপে মায়াবাদনিরসনচেষ্টা-দ্বারা ভক্তিদেবীর হার্দ্দি সুখোৎপাদন শ্রীল স্বামীজীর জীবন-ভাগবতের একটি প্রধান পর্ব্ব। 'পরমারাধ্য শ্রীলপ্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আসিবার প্রথম হইতেই প্রভুপাদ তাঁহাকে শ্রীধাম মায়াপুরের সেবোজ্জ্বল্য বর্দ্ধনের গুরুভার প্রদান করেন। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ ছিলেন তাঁহার অভিন্ন সুহৃদ্, তিনি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীধামের নানাবিধ সেবা-সম্পাদন পূর্ব্বক পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের সুখবিধান করিতেন। তৎকালে তিনি শ্রীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রজাবর্গের নিকট 'ম্যানেজার বাবু' বলিয়াই সম্মানিত হইতেন। হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহাকে তাহাদের পরম হিতকারী বান্ধব বলিয়া জানিত। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন বিষয়ে তাঁহার ন্যায়সঙ্গত বিচার-সামঞ্জস্য সকলেই একবাক্যে মানিয়া লইত, অথচ অন্যায়কে তিনি কোনওদিন কোন প্রকারেই প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহার সুমীমাংসাফলে গরীব প্রজাদিগকে প্রায়শঃই কোর্ট কাছারী করিয়া বৃথা পয়সা নষ্ট করিতে হইত না। মুসলমান প্রজাগণও মঠের কার্য্যে প্রাণপণ সহায়তা করিয়াছে।

নদীয়ার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে আরম্ভ করিয়া মুন্সেফ, উকীল, জমিদার ও সম্ভ্রান্ত উচ্চ পদমর্য্যাদাসম্পন্ন প্রায় সকল ব্যক্তি তথা স্কুলকলেজের শিক্ষক, অধ্যাপক ও অধ্যক্ষাদি প্রায় সকল শিক্ষিত সজ্জনই স্বামীজীকে (তৎকালীন বিনোদবাবুকে) নদীয়া জেলার একজন প্রধান গণ্যমান্য নাগরিক ও ধর্ম্মপ্রাণ হিতাকাঙ্ক্ষী সজ্জন হিসাবে একবাক্যে সম্মান করিতেন ও তাঁহার গুণমুগ্ধ হইতেন।

প্রত্যব্দ শ্রীধাম-নবদ্বীপপরিক্রমা ও শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব সম্পাদন এবং শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার শুভাধিবেশনকালে এবং ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে শ্রীধাম-মায়াপুরে পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মোচন সময়ে তিনি তাঁহার অলৌকিকী সেবাচেষ্টা দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের প্রচুর সুখ বিধান করিয়াছেন।

এতদ্‌ব্যতীত শ্রীধামে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও তথায় দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ নামক পারমার্থিক পত্র ও বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রণ বিষয়ে তথা শ্রীধামের রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, জমিজমা পর্য্যবেক্ষণাদি বিভিন্ন সেবাকার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা স্বামীজী তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শ্রীগুরুপাদপদ্মের যথেষ্ট সুখোৎপাদন করিয়াছেন।

মঠবাসী সেবকগণ সকলেই তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেন। মঠাশ্রিত ছোট ছোট বালকও তাঁহার ও শ্রীপাদ নরহরি দা'র আত্মীয়তা সুধা-মাখা স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে অনায়াসে স্নেহময় মাতৃপিতৃ-ক্রোড় ছাড়িয়া থাকিতে পারিত। আবার তাঁহাদের স্নেহপূর্ণ শাসনেরও ভয় করিত। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যগণের হৃদয়ও সতীর্থ তাঁহাদের কাছে যাইবার জন্য সতৃষ্ণ হইত—আনন্দে নাচিয়া উঠিত, তখন শ্রীধাম মায়াপুর ছিল সকল ভক্তেরই প্রাণের প্রাণ-স্বরূপ। আর 'বিনোদ-দা' 'নরহরি-দা' ছিলেন যেন সকলেরই প্রাণ—প্রিয়তম হৃদয়ে'র বন্ধু। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন, সেখানে গিয়া যেন তাঁহার প্রাণ জুড়াইত, শান্তি মিলিত। কিন্তু হায় আজ 'তে হি নো দিবসা গতাঃ'।

শ্রীধাম মায়াপুর ছিল শ্রীপাদ কেশব মহারাজের জীবাতুস্বরূপ। মৎস্য যেমন জল ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীধাম মায়াপুরবাস ব্যতীত স্বামীজী তাঁহার জীবনটাকে বিড়ম্বনাপূর্ণ জ্ঞান করিতেন। তাই পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর অভিন্নসুহৃদ্ শ্রীপাদ নরহরি দা'র সহিত যুক্তি করিয়া শ্রীপাদ কেশব মহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপ মণ্ডলবর্ত্তী কোল-দ্বীপ তেঘরী পাড়ায় আসিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সর্ব্বপ্রধান আসন স্থাপন করিলেন। মঠের নাম হইল—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ। ছয় বিঘা জমির উপর বিরাট অভ্রভেদী মন্দির, নাটমন্দির ও সেবকগৃহাদি বহু বৈভব বিস্তৃত হইল। নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের অন্তর্গত পঞ্চম দ্বীপ কোলদ্বীপের পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য স্বামীজী শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জিউর সিংহাসনের পার্শ্বেই স্বতন্ত্র সিংহাসনে শ্রীভগবানের বরাহাবতার মূর্ত্তি প্রকট করিয়া উপযুক্ত আচার্য্যদ্বারা সাত্বত বিধানানুযায়ী উঁহার প্রতিষ্ঠাকার্য্য মহাসমারোহে সম্পাদন করেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে বিশাল নাটমন্দির অবস্থিত। আবার সেই নাটমন্দিরেরই পশ্চিমদিকে অধুনা গত ৬।১০।৬৮ তারিখে তাঁহার চিন্ময় কলেবর সমাধিস্থ হইয়াছেন। সেখানেও অচিরকালমধ্যেই ভক্তগণ বিরাট সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার আশা পোষণ করিতেছেন।

কোলদ্বীপ বা কুলিয়া—অপরাধভঞ্জনের পাট বলিয়া শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ, এস্থানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদভক্ত শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে শ্রীভাগবত-পাঠক শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত অপরাধ করিয়াছিলেন। পরে শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত ঠাকুরের সঙ্গক্রমে স্বীয় অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রথমে শাসনবাক্য প্রয়োগ করতঃ পরে শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনাদ্বারা অপরাধ মুক্ত হইবার উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীমহাপ্রভুর আদেশ পালন করিয়া বৈষ্ণবকৃপায় বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তবর শ্রীশ্রীবাসচরণে অপরাধী চাপাল গোপালের

অপরাধও এখানে ক্ষমা করিয়াছিলেন। শ্রীদেবানন্দ ও চাপাল গোপালাদির অপরাধ এইস্থানে ভঞ্জন হইয়াছিল বলিয়া এই কোলদ্বীপ বা কুলিয়া 'অপরাধভঞ্জনের পাট' বা 'দেবানন্দের পাট' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এইস্থানের পৌরাণিক আখ্যায়িকাও এইরূপ যে, সত্যযুগে বাসুদেব নামক এক ভক্ত বিপ্র ভগবদ্দর্শনার্থ অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীভগবান্ বিষ্ণু পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ কোল বা যজ্ঞ বরাহমূর্ত্তি প্রকট করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন, এইজন্যও এইস্থানের নাম কোলদ্বীপ এবং ইহাকে কুলিয়া পাহাড়পুরও বলা হইয়া থাকে। ভক্তগণ এইস্থানে শ্রীভগবান্ বরাহদেবের সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ বধলীলাও অনুভব করিয়া থাকেন। আমাদের পরমেষ্ঠী গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনস্থান ও সমাধি-স্থান, যাহা 'ভজনকুটী' বলিয়া প্রসিদ্ধ- তাহা এই স্থানেই বিদ্যমান। ইনিই ১৩০০ বঙ্গাব্দে স্বয়ং কতিপয় ভক্তসহ শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় পূর্ব্বক পরম প্রেমভরে শ্রীগৌরাবির্ভাব-ভূমি নির্দ্দেশ করেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' গ্রন্থে এই কোলদ্বীপের বহু মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এস্থানকে তিনি পঞ্চবেণী সঙ্গমস্থল (মন্দাকিনী, অলকানন্দা, ভাগীরথী, সরস্বতী ও যমুনা) মহাতীর্থ মহামহাপ্রয়াগ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইঁহাকে অভিন্ন শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনও বলা হইয়া থাকে। ইঁহার তটদেশস্থ জাহ্নবীপুলিন অভিন্ন শ্রীরাসস্থলী।

পূজ্যপাদ মহারাজ চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে— প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, গতবৎসর শ্রীকোলদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠেও মহাসমারোহে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, চুঁচুড়ায় শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, মথুরায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, মেদিনীপুর পিছলদায় শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ, বালেশ্বরে শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচার-কেন্দ্র, আসামে গোয়ালপাড়ায় শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ ও বাসুগাঁও এ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ— শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির এই সকল প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজ্যপাদ মহারাজ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করত বহু ভাগ্যবান্ জীবহৃদয়ে শুদ্ধভক্তিবীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণে বহু নরনারী পরমারাধ্য প্রভুপাদের প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তিমার্গ অনুসরণের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন—শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদপূত ধারায় স্নাত-স্নিগ্ধ হইয়া মানবজীবন ধন্য—ধন্যাতিধন্য—কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন।

তিনি যাহাকে একবার সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহাতে এমন নির্ভীকভাবে পরিনিষ্ঠিত হইতেন যে, তাহা হইতে তাঁহাকে চ্যুত করিতে স্বয়ং ভয়ও যেন ভয় পাইত।

তিনি 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি' স্বভাবের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিতেন। তাঁহার শিষ্যবাৎসল্য ছিল আদর্শস্থানীয়। কোন শিষ্যের কোন মারাত্মক অসুখ-বিসুখ হইলে তাঁহার কুসুম-কোমল হৃদয় অত্যন্ত বিগলিত হইত। মনে করিতেন তাঁহার সর্ব্বস্ব বিনিময়ে তাহার প্রাণ ফিরিয়া আসুক। প্রথম প্রথম খুব দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলেও শেষে ভগবদিচ্ছাক্রমে কএকজন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ভক্তের সহায়তায় তিনি স্থানে স্থানে বিশেষতঃ শ্রীধাম নবদ্বীপে বিরাট্ মঠমন্দির সংস্থাপন করিয়াছেন।

তাঁহার আচার্য্যলীলায় শ্রীগৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে, এতদ্‌ব্যতীত আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থানই তিনি সশিষ্য পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীশিবধাম শ্রীবৈদ্যনাথধামও তিনি বিপুল সমারোহে পরিক্রমা করিয়াছেন এবং তথায়ও একমাস কাল অবস্থান পূর্ব্বক যথাবিধি পাঠকীর্ত্তনমুখে নিয়মসেবা পালন করিয়াছেন।

তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা ছিল আদর্শ স্থানীয়, শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ মঠে তিনি সংস্কৃতশিক্ষাপ্রসারার্থ টোল, ছাত্রাবাস, গ্রন্থপত্রিকাদি প্রচারকল্পে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, গ্রন্থাগার সংস্থাপনাদি সেবাকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীমঠমন্দিরের সেবায় সকলকেই প্রোৎসাহিত করিয়াছেন। আজ

তাঁহার ন্যায় একজন সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্ন সেবোৎসাহী আচারবান্ আচার্য্যকে হারাইয়া আমরা যে প্রকার মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছি, তাহা ভাষাদ্বারা ব্যক্ত করিবার নহে। শ্রীপাদ কেশব মহারাজ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, ইহাই সকাতর প্রার্থনা।

তিনি তাঁহার অপ্রকটলীলাবিষ্কারের প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবমন্দির প্রবেশ উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক মহোৎসবকালে অত্যন্ত অসুস্থাতিনয় সত্ত্বেও স্বয়ং সপার্ষদে অত্রস্থ শ্রীমঠে সমুপস্থিত থাকিয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদ ও অন্যান্য সতীর্থগণের পরমানন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। সভায় বক্তৃতাও দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অপ্রকটকালের দুই একদিন পূর্ব্বেও পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদ তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় একজন শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গৌরধামগতপ্রাণ সতীর্থ বিচ্ছেদে আমাদের হৃদয় বড়ই কাতর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা তাঁহার বিরহকাতর সন্তানপ্রতিম শিষ্যবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

নির্য্যাণ সংবাদ

শ্রীহরিপ্রমোদিনী ঘোষ :—শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হরিপ্রমোদিনী ঘোষ তাঁহার সন্তান ও পরিজনবর্গ এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধযুক্ত ভক্তগণকে বিরহসাগরে নিমজ্জিত করিয়া বিগত ১৬ কার্ত্তিক, ২ নভেম্বর শনিবার শেষরাত্রে অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার কলিকাতা টালীগঞ্জস্থ নিজালয়ে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীঅজিত কৃষ্ণ ঘোষ ফোনে উক্ত বেদনাদায়ক সংবাদ মঠে জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ তাঁহার বাটীতে উপনীত হন এবং অজিতকৃষ্ণবাবুর জননীর কলেবরে প্রসাদী-মালা, তুলসী-চন্দনাদি অর্পণান্তে সংকীর্ত্তন সহযোগে প্রথমে ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে এবং তৎপর কেওড়াতলা শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত গমন করেন। তথায় তাঁহার পুত্র ও স্বজনগণ কর্তৃক যথাবিহিতভাবে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। একাদশাহে ২৬ কার্ত্তিক, ১২ নভেম্বর তাঁহারা টালীগঞ্জস্থ বাটীতে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তাঁহাদের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব উক্তদিবস পূর্ব্বাহ্ণে তাঁহাদের বাটীতে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষা-পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীহরিকথা বলেন এবং মঠের ভক্তগণ কীর্ত্তন করেন। ১৪ নভেম্বর শ্রীমঠে ঠাকুরের বিশেষ ভোগরাগ ও বহু বৈষ্ণব সেবার দ্বারা বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তৎপর পুনঃ ১৭ নভেম্বর রবিবার শ্রীঅজিতকৃষ্ণবাবু ও তাঁহার আত্মীয় বান্ধবগণ মঠে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীমতী হরিপ্রমোদিনী ঘোষ মহাশয়ার শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহারই প্রেরণাক্রমে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অরুণা সেন শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করেন।

শ্রীমতী চারুবালা দাসী :— নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা শ্রীমতী চারুবালা দাসী গত ১৩ অগ্রহায়ণ, ২৯ নভেম্বর শুক্রবার শ্রীধাম বৃন্দাবনে ব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ যমুনাতীরে পানিঘাটে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। তিনি বৃদ্ধবয়সে সংসার ছাড়িয়া নিষ্ঠার সহিত ব্রজে বাস পূর্ব্বক সাধনভজন করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

শ্রীমতী সুধাহাসিদেবী :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা কলিকাতা-কালীঘাট যদু

ভট্টাচার্য্য লেনস্থিত পরলোকগত শ্রীবিমলকান্ত মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সুধাহাসি দেবী গত ১৫ অগ্রহায়ণ, ১ ডিসেম্বর রবিবার কলিকাতায় স্বধাম প্রাপ্তা হইয়াছেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে কএক দিন যাবৎই তিনি নিরন্তর গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল এবং মঠের ভক্তগণের প্রতিও তিনি যথেষ্ট স্নেহপরায়ণা ছিলেন। শেষকৃত্য সমাপনের পূর্ব্বে তাঁহাকে মঠে আনা হইলে মঠ হইতে ঠাকুরের প্রসাদী মালা, চন্দন ও চরণতুলসী আদি দেওয়া হয় এবং ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে কেওড়াতলা শ্মশান ঘাট পর্য্যন্ত যান। ২৫শে অগ্রহায়ণ তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীমঠে ঠাকুরের বিশেষ ভোগরাগ ও বৈষ্ণবসেবা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীপাদ গোপালকৃষ্ণ গোস্বামী :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত ত্যক্তাশ্রমী শ্রীপাদ গোপালকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু গত ১৯ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার যখন গোবর্দ্ধন হইতে পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ সার মহারাজের সহিত মথুরায় আসিতেছিলেন তখন পথিমধ্যে ব্রজরজঃ প্রাপ্ত হন। পূজনীয় মহারাজের ব্যবস্থায় মথুরার কেশবজী গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের সেবা-প্রচেষ্টায় গোপালকৃষ্ণ প্রভুর শেষকৃত্য শ্রীধামে সুসম্পন্ন হয়। নির্য্যাণসময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি প্রথমে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে, তৎপর কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মধুবনস্থ শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনে কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করতঃ দীর্ঘকাল সেবা করিয়াছেন। নির্য্যাণলাভের পূর্ব্বে তিনি গোবর্দ্ধনে থাকিয়া ভজন করিতেন।

শ্রীতুলসারাণী ঘোষ :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের শ্রীচরণাশ্রিতা (শ্রীঅতুল কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের পত্নী) শ্রীতুলসীরাণী ঘোষ ষট্‌ষষ্টিতম বয়সে গত ২৬ অগ্রহায়ণ, ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁহার কলিকাতাস্থ নিজগৃহে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি ভক্তিমতী ও সেবাপরায়ণা ছিলেন।

শ্রীপাদ নিমাইদাস বনচারী :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের দীক্ষিত শিষ্য শ্রীপাদ নিমাইদাস বনচারী প্রভু গত ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৫ ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় কলিকাতাতে প্রায় ষট্‌সপ্ততিতম বয়সে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রসাদীমালা, চরণ তুলসী ও চরণামৃতাদি অর্পণান্তে তাঁহার কলেবর মঠের ভক্তগণ সংকীর্ত্তন-সংযোগে বহন করতঃ কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে লইয়া যান এবং তথায় তাঁহার শেষ কৃত্য সম্পন্ন করেন।

তিনি প্রথম জীবনে বাগেরহাট কলেজে অধ্যয়নাদি করেন এবং পরে দেশসেবায় কিছুকাল আত্মনিয়োগের পর জামসেদপুরে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতার কার্য্য করেন। ক্রমশঃ তিনি সাধুভক্ত সঙ্গক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারেতে আকৃষ্ট হইয়া স্বীয় একমাত্র পুত্র ও কন্যাকে পরিত্যাগ করতঃ অনন্যভাবে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করেন এবং অবশিষ্ট জীবন মঠ-সেবায় নিযুক্ত থাকেন। নির্য্যাণলাভের পূর্ব্বে তিনি শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ আমাদের মূল মঠ হইতে ভক্তগণের সহিত উত্তর ও পশ্চিম ভারত তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া বহু তীর্থ দর্শন করিয়া আসেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পূর্ব্বে কএকবার শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় যোগদান করতঃ প্রচুর সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী ও বাংলা হস্তাক্ষর অতীব সুন্দর ছিল। তিনি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা, গৌহাটী, কৃষ্ণনগর, যশড়া-শ্রীপাট, হায়দরাবাদ, বৃন্দাবন মঠাদিতে অবস্থান করতঃ বিবিধ সেবা সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার নির্য্যাণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ বিশেষভাবে তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিসাধক নিষ্কিঞ্চন মহারাজ :— শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাসিক্ত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রভু—সন্ন্যাসবেষাশ্রয়ের পর শ্রীমদ্ভক্তিসাধক নিষ্কিঞ্চন মহারাজ বিগত ১ পৌষ, ১৬

ডিসেম্বর সোমবার শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি-বাসরে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠে সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় প্রায় পঞ্চাশীতিতম বয়ঃক্রমকালে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন।

তিনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারলীলার প্রথমভাগে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকত্রয়ের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃতে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তিনি বিদ্যাৎসাহী ছিলেন। গৌড়ীয় সাময়িকী বার্ত্তাবহের সম্পাদনা ও গ্রন্থ-প্রকাশনাদি বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া তিনি তাঁহার বিদ্যার সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীঅদ্বৈতভবন প্রকাশনে তাঁহার সহায়তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মঠ-সেবায় সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগের পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-এ, বি-এল্ ডিগ্রী লাভের পর দীর্ঘকাল বিভিন্ন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতায় কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রয়াণে সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমরা সকলেই তাঁহার অভাবে বিরহ সন্তপ্ত।

শ্রীপাদ গোলোকবিহারী দাসাধিকারী :— নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত একনিষ্ঠ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপাদ গোলোকবিহারী দাসাধিকারী প্রভু আসাম প্রদেশে কামরূপ জেলান্তর্গত সরভোগ চক্‌চকাবাজারস্থ তাঁহার নিজালয়ে ভক্তগণকে বিরহসাগরে নিমজ্জিত করিয়া গত ৪ পৌষ, ১৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাত্রি প্রায় ১-৩০ ঘটিকায় নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্ত সরভোগ গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ সংবাদ পাওয়ামাত্র তাঁহার গৃহে যান এবং সংকীর্ত্তন সহযোগে তাঁহার শেষ-কৃত্য সম্পন্ন করেন। তিনি ভক্তিসদাচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দীর্ঘকাল ঐকান্তিকতার সহিত সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। তাঁহার প্রয়াণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভক্তমাত্রই বিশেষ বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীবিলাইতিরাম পুষ্প (শ্রীবৃন্দাবনদাস) :— পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলায় গুরুহরসাহী মণ্ডিনিবাসী শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাসিক্ত শ্রীবিলাইতিরাম পুষ্প (শ্রীবৃন্দাবনদাস) এর অল্প বয়সে হঠাৎ দেহরক্ষার সংবাদ জালন্ধরনিবাসী ভক্ত শ্রীরাধারমণ দাসের পত্রে জানিতে পারিয়া ভক্তবৃন্দ সকলেই ব্যথিত হইয়াছেন। ১৯৫০ সালে পূর্ণকুম্ভকালে যে সময়ে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিদ্বারে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠে ছিলেন সেই সময় তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব লীলাস্থান দর্শনেচ্ছু হইয়া আসিয়া বহুদিন শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং পরে শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত আসামের বিভিন্ন স্থানে প্রচারেও গিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের পাঞ্জাবে প্রচারকালে প্রতি বৎসর তিনি প্রচার-সেবায় সহায়তা করিয়াও আসিতেছিলেন।

কৃষ্ণনগর ও চাকদহে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ নদীয়া জেলাসদর কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ১৫ই ডিসেম্বর রবিবার এবং তৎপর স্থানীয় টাউন হলে ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ টায় তিনটি ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন। প্রত্যহ ধর্ম্মসভায় যোগদানকারী সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃতবাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

তৎপর শ্রীল আচার্য্যদেব নদীয়াজেলার চাকদহ সহরের যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীমঠের অন্যতম শাখা শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শুভপদার্পণ করতঃ সহরের স্থানীয় অভয় আশ্রমে ১৮ ডিসেম্বর হইতে ২০ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিনটি ধর্ম্মসভায় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বক্তৃতা করেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে ১৩ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ১৯ ফাল্গুন ৩ মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা, ২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা ও পরদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তন-ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৮ম বর্ষ

১২শ সংখ্যা

মাঘ, ১৩৭৫

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ— ২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী (আসাম)
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ— চাকদহ (নদীয়া)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৩। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৪। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৮ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৭৫। ২৬ মাধব ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ মাঘ, বুধবার; ২৯ জানুয়ারী, ১৯৬৯। | ১২শ সংখ্যা

শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৮ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৪৩ পৃষ্ঠার পর)

উত্তম বা মহা-ভাগবত সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন, কিন্তু ভূতদর্শন করেন না; (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ)—

"স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁ'র ইষ্টদেব মূর্ত্তি॥"

শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শনচক্রের অনুগ্রহে যাঁহারা বাস করেন, কুদর্শন তাঁহাদিগকে আচ্ছাদন করিতে পারে না। বৈষ্ণবের দাস না হইয়া অবৈষ্ণবকে গুরুরূপে গ্রহণ করিলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা হইবার পরিবর্ত্তে হৃষীকেরই সেবা হয়, তাহাতে ভক্তি প্রতিহতা হন।

শ্রীব্যাসদেব যখন বহু পুরাণ ও মহাভারতাদি শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তখন একদিন শ্রীব্যাসের অবসাদ দেখিয়া শ্রীনারদ আসিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীব্যাসদেব বলিলেন,—'আমি কৃষ্ণকথা আলোচনা করিয়াছি, তবুও কেন হৃদয়ে প্রসন্নতা লাভ হইল না?' সেই প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতে এরূপ বর্ণিত আছে, (১।৭।৪-৭)—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোক-মোহ-ভয়াপহা॥"

[ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যক্‌রূপে সমাহিত হইলে শ্রীব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত বহিরঙ্গা মায়াকে দর্শন করিলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হওয়ায় জীব, বস্তুতঃ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক জড়ের অতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক কর্ত্তৃত্বাদি বশতঃ অভিমান সংসার-ব্যসন লাভ করে। জড়েন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিতা ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলেই সংসার-ভোগ দুঃখ নিবৃত্ত হয়, তাহাও দর্শন করিলেন। এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস এ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত নামক 'পারমহংসী সাত্বত-সংহিতা' রচনা করিলেন—যে পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।]

ভজনশীল প্রাপ্ত-সেবন ব্যক্তির শোক, ভয় ও মোহ নাই। যখন 'অহং'-'মম'-বুদ্ধি-বশতঃ নামাপরাধ করিবার মত্ততা এবং 'হরিনাম (?) যেমন তেমন করিয়া লইলেই হইল'—এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক বিচার উপস্থিত হয়, তখনই জীব শোক, ভয় ও মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অপরাধযুক্ত নামের ফল—ত্রিবর্গ-লাভ। শ্রীগুরুর নিকট হইতে যাঁহারা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন নাই, তাঁহারাই নামাপরাধকে 'নাম' বলিয়া ভ্রম করেন। 'দেবদারু-পত্র' (সম্মুখস্থ উক্ত বৃক্ষের পত্রদ্বারা সজ্জিত তোরণ দেখাইয়া প্রভুপাদ বলিতেছেন)—এই নামটীর ও 'দেবদারুর পত্রের পত্রত্বে'র মধ্যে মায়িক ব্যবধান আছে, কিন্তু ভগবান্ এরূপ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানগম্য মায়িক বস্তু নহেন। যাহারা শ্রীনামের দ্বারা ওলাউঠা-নিবারণ প্রভৃতি সাংসারিক মঙ্গলাদি করাইয়া লইতে ইচ্ছুক, তাহারা নামাপরাধী, তাহাদের মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হয় না; নামাপরাধ দূর হইলে কোনও-সময় নামাভাস পর্য্যন্ত হইতে পারে।

শাস্ত্রে দশবিধ নামাপরাধের উল্লেখ আছে। নামাপরাধী যে ফল ভোগ করেন, আত্মা কখনও তাহা গ্রহণ করেন না; উহাদ্বারা দেহ ও মনের তর্পণ হয়। সেই-জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—'যয়াত্মা সুপ্রসীদতি'। সুতরাং নামাপরাধ ভগবন্নাম নহে। শুদ্ধনামাশ্রিত ব্যক্তির প্রাকৃতাভিনিবেশ বা জাড্য নাই। 'লোকস্যাজানতঃ'—ভাগবত-প্রতিপাদ্য নিরস্তকুহক সত্যের কথা মানব-জাতি জানে না। মূর্খ লোকের মূর্খতা অপনোদন করিবার জন্যই ভাগবতের কীর্ত্তন ও সুপঠন হয়। ভক্তভাগবতের মুখে গ্রন্থভাগবত কীর্ত্তিত হইলে সৎসঙ্গ-প্রভাবে জীবের যাবতীয় কুহক ও মনোধর্ম্ম বিদূরিত হয়। ভগবদ্‌বিমুখ-জগতে নানা-শাস্ত্র প্রচারিত আছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র-প্রচারের প্রয়োজন এই যে, মানবজাতি প্রত্যক্ষাদি ইন্দ্রিয়জ্ঞানে চালিত হইয়া যে অসুবিধায় পড়িয়াছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নিষ্কপট-কৃপায় দূরীভূত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বিচারপর হইয়া সুষ্ঠুভাবে পাঠ করিতে করিতে কৃষ্ণানুশীলন-স্পৃহা বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু আমরা যদি পুনরায় অর্থাদি প্রাপ্তির লোভ বা প্রতিষ্ঠাশাদিসমূহ অন্যাভিলাষ আনিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মকে আবরণ করি, তাহা হইলে আমাদের সুবিধা হইবে না,—নামাপরাধ ফল-মাত্র আমাদের লভ্য হইবে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যরহস্যম্

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত]

চতুর্থ রহস্যম্

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৪৬ পৃষ্ঠার পর)

তদর্থমিষ্টাদি যথা একাদশস্কন্ধে

মদর্থে ধর্ম্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে॥

বঙ্গানুবাদ—ভগবানের জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম যথা একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কহিয়াছেন—হে উদ্ধব, আমার নিমিত্ত ধর্ম্মার্থ-কামসকল আচরণ করিয়া পুরুষেরা আমার প্রতি নিষ্কাম ভক্তি লাভ করেন।

গীতায়াঞ্চ

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

শ্রীভগবদ্ গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিলেন—হে কুন্তীপুত্র, তুমি দেহ-রক্ষার্থ যে কোন কর্ম্ম কর বা ভক্ষণ কর, হোম কর বা দান কর, তপস্যা কর, সে সমস্ত আমাতে অর্পণ কর।

তথা

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ॥

একাদশস্কন্ধে

ইতি মাং যঃ স্বধর্ম্মেণ ভজন্নিত্যমনন্যভাক্।
সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতেঽচিরাৎ॥৬৮॥
কিন্তু নিষ্কামং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং কামনাপূর্ব্বকং ন তু॥

যথৈকাদশ স্কন্ধে

নিবৃত্তং কর্ম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ॥

তথাচ মনুঃ

ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥
প্রবৃত্তং কর্ম সংসেব্য দেবানামেতি সার্ষ্টিতাং।
নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ॥

কামনাপূর্ব্বকং কর্ম্ম শরীর-প্রবৃত্তিহেতুত্বাৎ প্রবৃত্তং তদেব কর্ম্ম কামনারহিতং পুনর্ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যাস-পূর্ব্বকং সংসারনিবৃত্তিহেতুত্বাৎ নিবৃত্তমুচ্যতে। সার্ষ্টিতাং সমানগতিতাং ঋষের্গত্যর্থত্বাৎ। পঞ্চভূতান্যতিক্রামতি মোক্ষং প্রাপ্নোতীত্যর্থত্বাৎ॥৬৯॥

বিষ্ণুপুরাণম্

বিশিষ্টফলদাঃ কাম্যা নিষ্কামানাঞ্চ মুক্তিদাঃ॥৭০॥

ভগবদ্গীতাপি

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥

যুক্তঃ ঈশ্বরায় কর্ম্মাণি ন ফলায়েত্যেবংসমাহিতঃ ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নিতি শেষঃ। শান্তিং মোক্ষাখ্যাং। নৈষ্ঠিকীং নিষ্ঠায়াং ভবাং। সত্ত্বশুদ্ধি-জ্ঞানপ্রাপ্তি-সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস-জ্ঞাননিষ্ঠাক্রমেণ ইতি বাক্যশেষঃ। অযুক্তঃ তদ্বহির্ম্মুখঃ কামকারেণ কাম-প্রেরিততয়া কামতঃ প্রবৃত্তেরিতি যাবৎ, ফলে সক্তঃ মম ফলায়েদং কর্ম্ম করোমীত্যেবং ফলে সক্তো নিবধ্যতে নিতরাং বন্ধং প্রাপ্নোতি॥৭১॥

তথাচার্জ্জুনং প্রতি ভগবদ্বাক্যম্

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুদ্ধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥

আরও গীতায় ভগবান্ কহিয়াছেন—হে পার্থ! মৎপরায়ণ হইয়া যাঁহারা একান্ত ভক্তিসহকারে সমস্ত কর্ম্ম আমাকে অর্পণ করেন এবং আমার নিত্য বিগ্রহের ধ্যান ও উপাসনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে অতি শীঘ্র মৃত্যুসংসারসাগর অর্থাৎ বদ্ধাবস্থার মায়িক সংসার হইতে উদ্ধার করি।

একাদশ স্কন্ধে—স্বধর্ম্মানুসারে যিনি নিত্য একান্তভাবে সর্ব্বভূতে আমাকে ভাবনা করিয়া আমার উপাসনা করেন, তিনি মদ্বিষয়িণী ভক্তি শীঘ্র লাভ করেন। (মূলে অচিরাৎ স্থানে 'দৃঢ়ম্' আছে অর্থাৎ দৃঢ়ভক্তি লাভ করেন)॥৬৮॥

কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ত্তব্য, কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাজ্য।

যথা একাদশ স্কন্ধে—আমার আশ্রিত হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিবে, কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে।

আরও মনুসংহিতায় কথিত আছে—ইহলোকে ও পরলোকে কাম্যকর্ম্ম সকলকে প্রবৃত্ত কর্ম্ম বলা যায়, ব্রহ্ম-জ্ঞানাভ্যাস জন্য নিষ্কাম কর্ম্মসকলকে নিবৃত্তকর্ম্ম বলা যায়। প্রবৃত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে দেবতাতুল্য গতি লাভ হয়, নিবৃত্ত কর্ম্মাভ্যাসে পঞ্চভূতকে অতিক্রম করিয়া মোক্ষ লাভ হয়।

কামনা পূর্ব্বক কর্ম্মসকলকে সংসার প্রবৃত্তির হেতু বলিয়া প্রবৃত্তকর্ম্ম বলা যায়, এবং ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যাস পূর্ব্বক কামনাশূন্য কর্ম্ম-সকলকে সংসার-নিবৃত্তি-হেতু নিবৃত্ত কর্ম্ম বলা যায়। 'সার্ষ্টিতাং' শব্দের অর্থ সমানগতি। পঞ্চভূত অতিক্রম শব্দে মোক্ষপ্রাপ্তি বুঝা যায়॥৬৯॥

বিষ্ণুপুরাণে—কাম্যকর্ম্মসকল বিশিষ্টফলদায়ক আর নিষ্কাম কর্ম্মসকল মুক্তিপ্রদ॥৭০॥

আরও শ্রীভগবদ্গীতাতে—যুক্তব্যক্তি অর্থাৎ যোগী কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কৈবল্য শান্তি লাভ করেন, কিন্তু

সংন্যস্য নিক্ষিপ্য সমর্প্যেতি যাবৎ। অধ্যাত্ম-চেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা নিরাশীস্ত্যক্তসংকল্পঃ। অতএব নির্ম্মমো মমতারহিতঃ বিগতজ্বরঃ সন্তাপরহিতঃ ॥৭২॥

ব্যক্তমাহ

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥৭৩॥

বিষ্ণুপুরাণে

কর্ম্মাণ্যসঙ্কল্পিততৎফলানি।
সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মরূপে।
অবাপ্য তাং কর্ম্মমহীমনন্তে
তমালয়ং যে ত্বমলাঃ প্রয়ান্তি ॥৭৪॥
তাং কর্ম্মমহীং ভারতবর্ষরূপাম্ ॥

একাদশস্কন্ধে

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো ন তু নিষিদ্ধম্। ননু কর্ম্মণি ক্রিয়মানে তস্মিন্নাসক্তিস্তৎফলঞ্চ স্যাৎ ন তু নৈষ্কর্ম্ম্যরূপফলসিদ্ধিঃ। অতএব আহ নিঃসঙ্গঃ অনভিনিবেশবান্। ঈশ্বরেঽর্পিতং ন তু ফলোদ্দেশেন। অথ ফলস্য শ্রুতত্বাৎ কর্ম্মণি কৃতে ফলং ভবেদেব ইত্যত আহ, রোচনার্থেতি কর্ম্মণি রুচ্যুৎপাদনার্থম্ ॥৭৫॥

অতএব তত্রৈব

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরং।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনম্ ॥
উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ।
আসক্তমনসো মর্ত্ত্যা আত্মনোঽনর্থহেতুষু ॥
ন তানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বৃজিনাধ্বনি।
কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্তেষু তাংস্তমো বিশতো বুধঃ ॥

অযুক্ত পুরুষ অর্থাৎ সকল কর্ম্মী কামনা-বশতঃ ফলাসক্ত হেতু বদ্ধ হন।

ঈশ্বরের নিমিত্ত যে কর্ম্ম করা হয়, তদ্দ্বারা যুক্ত হওয়া যায়। ফলের কামনায় যাহা করা যায় তাহা অযুক্ত। অতএব সমাহিত ব্যক্তি ফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন। শান্তি—মোক্ষ। নৈষ্ঠিকী—নিষ্ঠাজাত। সত্ত্বশুদ্ধি, জ্ঞান-প্রাপ্তি, সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস, জ্ঞাননিষ্ঠা এই ক্রমে শান্তি বা মোক্ষ লাভ করেন।

ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ কাম্যকর্ম্ম, কামদ্বারা প্রবৃত্ত। অতএব ফলাসক্তি অর্থাৎ আমার ফল লাভ হইবে এই মনে কর্ম্ম করিলে অযুক্তপুরুষ সর্ব্বদা বন্ধ প্রাপ্ত হয় ॥৭১॥

আরও গীতাতে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য—অর্জ্জুন, তুমি অন্তর্য্যামী পুরুসের অধীনে কর্ম্ম করিতেছ স্থির করিয়া সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ কর এবং কামনা, মমতা ও সন্তাপ রহিত হইয়া তোমার স্বধর্ম্মে অর্থাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

সন্ন্যস্য শব্দের অর্থ সমর্পণ করিয়া, অধ্যাত্মচিত্তের নাম বিবেক বুদ্ধি। নিরাশীঃ অর্থে কামসংকল্প ত্যাগ ॥৭২॥

আরও গীতায় স্পষ্ট কথিত আছে—হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা কর, যাহা খাও, যাহা দাও, হোম বা তপস্যা যে কিছু কর, সে সমস্ত আমাতে অর্পণ কর ॥৭৩॥

বিষ্ণুপুরাণে—যাঁহারা কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মের ফল-কামনা ত্যাগ করতঃ (নিষ্কাম) কর্ম্ম পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুতে সমর্পণপূর্ব্বক বিশুদ্ধ-চিত্ত হন তাঁহারা তাঁহার ধাম (বিষ্ণুলোক)-প্রাপ্ত হন ॥৭৪॥

কর্ম্মমহী অর্থাৎ ভারতবর্ষ।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে—অনাসক্তভাবে ভগবানে অর্পণ করিয়া বেদবিহিত কর্ম্ম করিলে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হইতে পারে, কর্ম্মফলের প্রশংসা কেবল রুচ্যুৎপাদনের নিমিত্ত।

বেদোক্তকর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিবে। ফল কামনা কোন মতে করিবে না। শাস্ত্রে সেই সেই কর্ম্মের যে ফলশ্রুতি, সে কেবল তৎতৎ কর্ম্মে রুচি উৎপাদনের জন্য, ফললাভের জন্য নয় ॥৭৫॥

একাদশস্কন্ধে আরও বলা হইয়াছে—এই ফলশ্রুতি পরম পুরুষার্থপর শ্রেয়ঃ নহে, কিন্তু বহির্ম্মুখদিগকে মোক্ষে রুচি করাইবার জন্য তাহাদের স্বরুচি সম্মত অবান্তর কর্ম্ম-ফলরূপে কথিত হইয়াছে। ঔষধে রুচি উৎপাদন

এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা ব্রুবন্তি হি॥

ইয়ং ফলশ্রুতি র্ন শ্রেয়ঃ পরমপুরুষার্থপরা কিন্তু বহির্মুখানাং মোক্ষবিবক্ষয়াবান্তরকর্ম্মফলৈঃ কর্ম্মসু রুচ্যুৎপাদনমাত্রম্। যথা ভৈষজ্যে ঔষধে রুচ্যুৎপাদনম্। যথা পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ড লড্ডুকান্। পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেব তু। তত্র চাগদপানস্য ন খলু খণ্ডাদিলাভ এব প্রয়োজনং কিন্তু আরোগ্যং তথা বেদোঽপ্যবান্তরফলৈঃ প্রলোভয়ন্ মোক্ষায়ৈব কর্ম্মাণি বিধত্তে। ননু কর্ম্মকাণ্ডে মোক্ষস্য নামাপি ন শ্রূয়তে কুত এবং ব্যাখ্যায়তে যথাশ্রুতস্য ঘটনাদিত্যাহ। উৎপত্ত্যৈবেতি দ্বাভ্যাম্। উৎপত্ত্যা স্বভাবত এব কামেষু পশ্বাদিষু প্রাণেষু আয়ুরিন্দ্রিয়বলবীর্য্যাদিষু স্বজনেষু পুত্রদারাদিষু আত্মনোঽনর্থহেতুষু পরিপাকতো দুঃখহেতুষু। অতস্তান্ স্বার্থং পরমসুখমবিদুষঃ অজানতঃ। অতো নতান্ প্রহ্বীভূতান্ বেদো যদ্বোধয়তি তদেব শ্রেয় ইতি বিশ্বসিতান্। তানেবংভূতান্ বৃজিনাধ্বনি কামবর্ত্মনি দেবাদিযোনিষু ভ্রাম্যতঃ। পুনস্তমো বৃক্ষাদি যোনিং বিশত ইতি। কথং পুনস্তেষু অয়ং বুধো বেদো যুঞ্জ্যাৎ প্রবর্ত্তয়েৎ। তথা সতি অনাপ্তঃ স্যাদিতি ভাবঃ। কথং তর্হি কর্ম্মমীমাংসকাঃ ফলপরতাং বদন্তি তত্রাহ এবমিতি। ব্যবসিতং বেদস্যাভিপ্রায়ং অবিজ্ঞায় কুসুমিতাং অবান্তরফলপ্ররোচনয়া রমণীয়াং পরমফলশ্রুতিং বদন্তি। কুতস্তে কুবুদ্ধয়ঃ তদাহ হি যস্মাৎ বেদজ্ঞা ব্যাসাদয়স্তথা ন বদন্তি ইতি। অতঃ পণ্ডিতেন মূর্খেঽপি কাম্যকর্ম্মণি ন প্রবর্ত্তয়িতব্যঃ ॥৭৬॥

যথা ষষ্ঠস্কন্ধে

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥

একাদশস্কন্ধে

তাবৎকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

করিবার জন্য বলা যায়—ওহে বৎস! নিম্ব খাও আমি তোমাকে খণ্ড লড্ডু দিব। পুত্র তাহা শুনিয়া নিম্ব ক্বাথ পান করে। এস্থলে খণ্ডাদিলাভ তাৎপর্য্য নয়, পীড়া আরোগ্যই তাৎপর্য্য। সেইরূপ বেদ অবান্তর ফলের প্রলোভন দেখাইয়া মোক্ষ সাধনের জন্য কর্ম্মের ব্যবস্থা করেন। যদি কেহ বলেন, কর্ম্মকাণ্ডে মোক্ষের নাম মাত্র নাই, সেই জন্য কহিতেছেন যে, স্বভাবতঃ আত্মার অনর্থস্বরূপ কাম্যবস্তু—পশ্বাদিতে, প্রাণ অর্থাৎ আয়ু ইন্দ্রিয়-বলবীর্য্যাদিতে, স্বজন অর্থাৎ পুত্র কলত্রাদিতে আসক্তি পরিণামে দুঃখের হেতু হয়। পরম-সুখ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ না জানিয়া কাম্য বস্তুতে রত হয়। পণ্ডিতগণ তাহাতে রত হন না। অজ্ঞগণ বেদবাক্যের বাহ্যার্থ বিশ্বাস করিয়া তাহাই শ্রেয়ঃ বলিয়া সংসারমার্গে দেবাদি যোনি, বৃক্ষাদি যোনিতে প্রবেশ করে। বেদের অভিপ্রায় না জানিয়া কুসুমিত অবান্তর ফলে রুচিপূর্ব্বক আপাত রমণীয় ফল কামনা করে, যেহেতু তাহারা কুবুদ্ধি। বেদজ্ঞ বেদব্যাস প্রভৃতি এরূপ বলেন না। মূর্খকে কাম্যকর্ম্মে পণ্ডিতেরা প্রবৃত্তি দিবেন না।৭৬॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে—বিজ্ঞব্যক্তি স্বয়ং নিবৃত্তি-মার্গ অবগত থাকিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রবৃত্তি-মার্গ কর্ম্মের উপদেশ দেন না। রোগী কুপথ্য প্রার্থনা করিলেও সদ্বৈদ্য কখনই অপথ্য ব্যবস্থা করেন না। এই শ্লোকে রাতি শব্দের অর্থ দদাতি। শুদ্ধ ভক্তের পক্ষে স্বধর্ম্ম-ত্যাগ দোষ হয় না।

একাদশ স্কন্ধে—যাবৎ কর্ম্মফলে বিরক্তি না জন্মায় তাবৎ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকে। এখানে "ন নির্ব্বিদ্যেত" শব্দে এই বুঝায় যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিষয়-ভোগে বিতৃষ্ণা না জন্মায় ততক্ষণ কাম্য কর্ম্ম হইয়া থাকে, বিতৃষ্ণা হইলে দেহ রক্ষার জন্য কেবল নিষ্কাম নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম কৃত হয়। এ বিষয়ে একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ উদ্ধবকে কহিয়াছেন। ধর্ম্মাধর্ম্মের গুণদোষ জ্ঞাত হইয়াও আমার আদিষ্ট বেদ-বিহিত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ

অপিচ তত্রৈব

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স তু সত্তমঃ ॥৭৭॥

কিঞ্চ শ্রীভগবদ্গীতায়াম্

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৭৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যরহস্যে ভাগবতধর্ম্মরহস্যকথনং নাম চতুর্থ রহস্যম্।

করতঃ যিনি আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সাধু-শ্রেষ্ঠ ॥৭৭॥

আরও শ্রীভগবদ্ গীতাতে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—তুমি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও, আর শোক করিও না, আমি তোমার সমুদায় পাপ মোচন করিব।

ভাগবতের মতে শ্রদ্ধাবান্ ভক্তদিগের পক্ষে ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগে পাপ অসম্ভব ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। বহু প্রমাণ-বচন সংগ্রহের অনাবশ্যকতা। এক্ষণে সংক্ষেপে প্রকৃত ফল বলা হইল ৷৭৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যরহস্যে ভাগবতধর্ম্মরহস্য-কথন-নাম চতুর্থরহস্য।

দীক্ষার্থী বা লব্ধদীক্ষ শিষ্যের অবশ্য-পালনীয় সদাচারসমূহ

(বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস হইতে সংগৃহীত)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৮ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৫১ পৃষ্ঠার পর)

[আমরা পূর্ব্ববর্তী ১১শ সংখ্যায় লব্ধদীক্ষ শিষ্যের অবশ্যপালনীয় ৫২টি গ্রহণীয় নিয়ম প্রকাশ করিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় ৫২টি বর্জ্জনীয় নিয়ম প্রকাশিত হইতেছে।]

(৫৩) উভয় সন্ধ্যায় শয়ন না করা, (৫৪) 'ন শৌচং মৃত্তিকাং বিনা'—মৃত্তিকা ব্যতীত শৌচ না করা অর্থাৎ শৌচাদিতে মৃত্তিকা ব্যবহারের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা, (৫৫) দণ্ডায়মান হইয়া আচমন না করা অর্থাৎ দাঁড়াইয়া আঁচান নিষেধ, (৫৬) গুরুদেবের আসনে উপবেশন নিষেধ, (৫৭) গুরুদেবের অগ্রে পাদবিস্তার করিবে না অর্থাৎ পা ছড়াইয়া বসিবে না, (৫৮) গুরুদেবের ছায়া লঙ্ঘন করিবে না বা ছায়াতে পাদস্পর্শ করাইবে না, (৫৯) শক্তি থাকিতে স্নানক্রিয়া হানি করিবে না অর্থাৎ সুস্থ থাকা সত্ত্বেও আলস্যাদি বশতঃ স্নান বাদ দিবে না, অসুস্থাবস্থায় মানস স্নান সম্পাদনান্তে পবিত্র বস্ত্রাদি ধারণ বিধেয়, (৬০) সামর্থ্য থাকিতে দেবতার অর্চ্চন লোপ না করা, (৬১) দেবতা ও গুরুবর্গের প্রত্যুত্থানাদি দ্বারা অভ্যর্থনার অভাবন অর্থাৎ অকরণ, (৬২) গুরুর সম্মুখে পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করা, (৬৩) গুরুদেবের সম্মুখে প্রৌঢ়পাদ হইয়া না বসা অর্থাৎ আসনে বসিয়া জানু ও জঙ্ঘাকে (গুল্ফ বা গোড়ালী হইতে জানু পর্য্যন্ত অংশ জঙ্ঘা) উর্দ্ধ্বভাবে রাখাকেই প্রৌঢ়পাদ বলে। টীকা যথা:— প্রৌঢ়পাদ-লক্ষণমুক্তম্—"আসনারূঢ়পাদস্তু জানুনোর্ব্বাথ জঙ্ঘয়োঃ (পাঠান্তর—জানুনোর্জ্জঙ্ঘয়োস্তথা)। কৃতাবসক্থিকো যস্তু প্রৌঢ়পাদঃ স উচ্যতে ॥", (৬৪) বিনামন্ত্রে তিলক রচনা ও (৬৫) আচমন না করা, (৬৬) নীলবর্ণ বস্ত্র পরিধান না করা, (৬৭) অভক্তের সহিত বন্ধুত্ব না করা ("কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত না হ'বে তাহে অনুরক্ত"—'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'), (৬৮) অসৎশাস্ত্র গ্রহণ না করা, (৬৯) তুচ্ছ সঙ্গে ও তুচ্ছ সুখে আসক্ত না হওয়া, (৭০) মদ্য মাংস সেবন অর্থাৎ ভোজন না করা, (৭১) মাদক ঔষধ সেবা না করা, (৭২) মসুরাদি অন্ন ভোজন না করা (আদি শব্দ দ্বারা

দগ্ধান্নাদিরও নিষেধ সূচিত হইয়াছে), (৭৩) শাক, তুম্বী ও কলঞ্জ অর্থাৎ বিষাক্ত শস্ত্রদ্বারা হত মৃগপক্ষী ভক্ষণ না করা ['শাক' বলিতে এখানে যে সকল শাক চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তি হ্রাস করে, বীর্য্যনাশক—এককথায় স্বাস্থ্য বিঘাতক, তাহাই নিষিদ্ধ, পরন্তু পটোলশাক (পল্‌তা), বাস্তুক বা বাস্তক (বাথুয়া বা বেথো শাক), কাকমাচী (কাকমাচীকে স্থানবিশেষে কাঁইস্তা, গুড়কামাই, টোপাগুড় ও কাঁই বলে), পুনর্ণবা, নালিতা, হিঞ্চা বা হেলেঞ্চা (সংস্কৃত নাম হিল-মোচিকা) প্রভৃতি শাক শ্রীভগবানের ভোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বাস্তুকাদি শাক শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ প্রিয়—'গৌরপ্রিয় শাক সেবনে জীবন সার্থক মানি', 'শুকৃতা শাকাদি ভাজি নালিতা কুষ্মাণ্ড' ইত্যাদি পদ আমরা প্রত্যহ কীর্ত্তনও করিয়া থাকি।

'তুম্বী', অলাবু, লাবু—একার্থ বোধক। আমরা যাহাকে চলিত ভাষায় 'লাউ' বলি। এস্থলে বর্ত্তুলাকৃতি তুম্বা, সাদা লাউ, কটুতুম্বী (তিতলাউ) প্রভৃতিই ভোগে নিষিদ্ধ। 'লাউ' মাত্রেই নিষিদ্ধ নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'দুগ্ধতুম্বী' ভাল বাসিতেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণার্থ কাটোয়া যাত্রার পূর্ব্ব রাত্রেও ভক্তরাজ শ্রীধর আনীত এবং শ্রীশচীমাতার শ্রীহস্ত-পাচিত দুগ্ধ-লাউ ভক্ষণ করিয়া গিয়াছেন।

'কলঞ্জ' শব্দার্থ আমরা শব্দকল্পদ্রুমে পাই—'বিষাস্ত্র-হত মৃগপক্ষিণৌ', অন্যত্রও পাই—"বিষাক্ত বাণেন হতৌ যৌ মৃগপক্ষিণৌ। তয়োর্মাংসং কলঞ্জং স্যাৎ শুষ্কমাংস-মথাপি বা॥" অর্থাৎ বিষাক্ত বাণ-দ্বারা হত মৃগ ও পক্ষিমাংসই কলঞ্জ অথবা শুষ্ক মাংসকেও কলঞ্জ বলা হয়। 'ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ' এইরূপ বাক্য উপনিষদেও আছে। শুষ্কমাংস, আপনা হইতে অধিক বয়স্কা স্ত্রী সম্ভোগ, বালার্ককিরণ, তরুণ দধি (অর্থাৎ সদ্যঃসদ্যঃ দুগ্ধে অম্ল-সংযোগ দ্বারা প্রস্তুত দধিভক্ষণ, প্রভাতে মৈথুন ও নিদ্রা—এই ছয়টি সদ্যঃ প্রাণবিনাশক। ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে গৃহস্থ ক্ষত্রিয় রাজাদের পক্ষে মৃগয়ালব্ধ মৃগাদি পশু-মাংস মেধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কলিতে অশ্বমেধ, গোমেধযজ্ঞ, কর্ম্ম সন্ন্যাস, মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দেবর দ্বারা বংশরক্ষা এই পাঁচটী নিষিদ্ধ হইয়াছে, যথা—

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥"

'শাকং তুম্বী কলঞ্জাদি তথাহভক্তান্ন সংগ্রহঃ' এই মূল শ্লোকাংশে 'কলঞ্জ'-শব্দে সংযুক্ত 'আদি' শব্দের টীকায় লিখিত হইয়াছে—"আদি শব্দাৎ বৃন্তাকাদি"। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৮ম বিলাসে ৬৪ ও ৬৫ তম সংখ্যায় উডুম্বর, কপিথ, জম্বীর, বার্ত্তাকী, পলাণ্ডু লশুন, গৃঞ্জন, কাঞ্জিক, অলাবু, বৃহতী, দগ্ধ অন্ন, মসুর, কলম্বীশাক, মদ্য, মাংস, বৃন্তাকাদি অভক্ষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্ত ৮ম বিলাসের ৬৫তম সংখ্যায় কলম্বিকা (কলম্বীশাক), মদ্য, মাংস, বৃন্তাক ও মূলকাদি-নিষিদ্ধ দ্রব্যের মধ্যে 'মাংস' বলিতে 'কলঞ্জ' উদ্দিষ্ট হইতে পারে। যেহেতু 'আদি' বলিতে মাংসের পরবর্ত্তি শব্দ বৃন্তাকাদির নিষেধ ধরা হইয়াছে। 'কলঞ্জ' স্থানে করঞ্জাদি বা কলম্ব্যাদি পাঠ ধরিলে করঞ্জ অর্থে করমচা বা কলম্বী আদি বলিতে কলম্বী ও বৃন্তাকাদি দ্রব্য বুঝায়, বৈষ্ণবের পক্ষে মাংসাদ ভক্ষণ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ থাকায় মাংসাদির প্রসঙ্গ আর আসে না। 'করঞ্জাদি' বা 'কলম্ব্যাদি' পাঠে মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ 'র' স্থানে 'ল' বা 'ম্ব্য' স্থানে 'ঞ্জ' পাঠান্তর হওয়া কিছু অস্বাভাবিকও নহে। যাহা হউক মূল পাঠ 'কলঞ্জ' হইলে তাহা পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার কাহারও নাই। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ প্রসন্ন হউন।], (৭৪) অভক্ত বা অবৈষ্ণবের নিকট হইতে অন্ন সংগ্রহ না করা, (৭৫) বিষ্ণু সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য অবৈষ্ণব ব্রত আরম্ভ না করা, (৭৬) বিষ্ণুমন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্র জপ না করা, (৭৭) অভি-চারাদি অর্থাৎ মারণ, উচাটন, বশীকরণাদি না করা, (৭৮) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গৌণ অর্থাৎ অমুখ্য বা ন্যূনকল্পে উপচার প্রদান না করা, (৭৯) শোকাদির বশীভূত না হওয়া, (৮০) দশমী বিদ্ধা একাদশী না করা, (৮১) শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীতে ভেদ বুদ্ধি না করা (অর্থাৎ শুক্লপক্ষীয়া একাদশীই ভাল, তাহাতেই উপবাস কর্ত্তব্য, কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী না মানিলেও চলে ইত্যাকার ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উভয়পক্ষীয় একাদশীকেই সম্মান পূর্ব্বক উপবাসাদি করা কর্ত্তব্য।), (৮২) ব্রত ধারণ পূর্ব্বক অসদ্ব্যাপার অর্থাৎ দ্যূতক্রীড়াদি না করা, (৮৩)

সামর্থ্য থাকিতে ব্রতাদিতে ফলাদি ভোজন না করা, (৮৪) একাদশী ব্রতদিনে শ্রাদ্ধ না করা, (৮৫) দ্বাদশীতে দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ, (৮৬) দ্বাদশীতে তুলসী চয়ন নিষিদ্ধ, (৮৭) দ্বাদশীতে দিবাভাগে বিষ্ণুকে স্নান না করান', (৮৮) শ্রীবিষ্ণুতে অনিবেদিত অন্নদ্বারা শ্রাদ্ধ না করা, (৮৯) বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে তুলসীব্যতীত শ্রাদ্ধ না করা, তথা (৯০) অবৈষ্ণব শ্রাদ্ধ না করা অর্থাৎ অবৈষ্ণব পুরোহিত দ্বারা কিম্বা ভগবদনিবেদিত অন্নাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ না করা ['বৃদ্ধাবতুলসী শ্রাদ্ধং তথা শ্রাদ্ধমবৈষ্ণবং, ইহার শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদকৃত টীকা—বৃদ্ধৌ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে তুলসীং বিনা শ্রাদ্ধং, অবৈষ্ণবং বৈষ্ণবজনরহিতং ভগবদনিবেদিতান্নাদি বিহিতং বা], (৯১) চরণামৃত পান সত্ত্বেও শুদ্ধির নিমিত্ত অন্যজল দ্বারা আচমন না করা [চরণামৃত পানেঽপি শুদ্ধার্থাচমনক্রিয়া' ইহার টীকা :—'চরণামৃতপানে সত্যপি শুদ্ধার্থং ইতরজলপানবিহিতাচমনং যথাকথঞ্চিৎ পূর্ব্বজাতশুদ্ধেঃ পাবিত্র্যায়াচমনমিত্যর্থঃ'], (৯২) কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ বাসুদেবের পূজা না করা (কাষ্ঠাসনের অর্থাৎ পিঁড়ি প্রভৃতির উপর বস্ত্রাসন পাতিয়া লইতে হয়), (৯৩) পূজাকালে অসদালাপ না করা, (৯৪) 'করবীরাদি পূজনং' ইহার টীকা :—করবীর শব্দেন গৃহকরবীরং ও আদি শব্দাচ্চার্কাদি জ্ঞেয়ং অর্থাৎ করবীর শব্দে গৃহজাত করবীর ও আদি শব্দে আকন্দ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা নিষিদ্ধ, (৯৫) লৌহনির্মিত ধূপপাত্রাদি ব্যবহার না করা, (৯৬) ভ্রমক্রমেও তির্য্যক অর্থাৎ বক্র পুণ্ড্র (তিলক) না করা, (৯৭) অসংস্কৃত বা অপবিত্র দ্রব্য দ্বারা তথা চঞ্চল চিত্ত হইয়া পূজা করা নিষেধ, (৯৮) এক হস্তে প্রণাম ও একবার মাত্র প্রদক্ষিণ না করা, (৯৯) 'পর্য্যুষিতাদিদুষ্টানামন্নাদীনাং নিবেদনং' অর্থাৎ পর্য্যুষিতাদি-দূষিত অন্নাদির নিবেদন না করা, (১০০) সংখ্যা ব্যতিরেকে 'মন্ত্র' জপ না করা (স্বাহা প্রণব বা বীজপুটিত-শ্রীগুরুদত্ত দীক্ষামন্ত্রই এস্থলে 'মন্ত্র' শব্দে উদ্দিষ্ট, 'মন্ত্র' সংখ্যা রাখিয়া জপই বিধি, কিন্তু মহামন্ত্র সংখ্যাতঃ অসংখ্যাতঃ জপ্য ও কীর্ত্তনীয়।), তথা (১০১) মন্ত্র প্রকাশ না করা, (১০২) শক্তি থাকিতে মুখ্যকালের লোপ না করা এবং (১০৩) গৌণকালের পরিগ্রহ না করা, 'সদা শক্ত্যাং' স্থলে কদাসক্ত্যেতি পাঠে কুৎসিত কর্ম্মাদ্যভিনিবেশেন অর্থাৎ কুৎসিত কর্ম্মাদিতে অভিনিবেশবশতঃ মুখ্যকালের লোপ ও গৌণকালের পরিগ্রহ না করা, (১০৪) শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণে অনাদর প্রকাশ না করা।

বৈষ্ণব ব্যক্তি এই ৫২টি নিষেধ সর্ব্বদা বর্জ্জন করিবেন। শ্রীগুরুদেব দীক্ষাগ্রহণার্থী শিষ্যকে এই একশত চারিটি (৫২টি বিধি ও ৫২টি নিষেধমূলক) বিধিনিষেধমূলক আচার সযত্নে শ্রবণ করাইবেন। শিষ্য সেই নিয়ম সকল 'বাঢ়ং' অর্থাৎ 'অঙ্গীকার করিলাম' বলিয়া স্বীকার করিলে শ্রীগুরুদেব তাঁহার (শিষ্যের) নীরাজন বিধান পূর্ব্বক দেবতার পূজা করাইয়া তাঁহার দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্র জপ করিবেন। (অঙ্গীকারে কৃতে বাঢ়ং তন্নীরাজন পূর্ব্বকং। দেবপূজাং কারয়িত্বা দক্ষকর্ণে মন্ত্রং জপেৎ॥) তদনন্তর লব্ধদীক্ষ 'পূর্ণাত্মা' শিষ্য প্রসন্ন চিত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তিসহকারে দণ্ডবৎ প্রণতি বিধান করিবেন। শ্রীগুরুদেবের চরণকমল নিজমস্তকে বহুক্ষণযাবৎ ধারণ করিয়া তৎকৃপাপ্রার্থী হইবেন এবং যথাশক্তি দক্ষিণাদানসহকারে শ্রীপাদপদ্মের পূজা ও প্রণাম বিধান করতঃ অন্যান্য (বৈষ্ণব) ব্রাহ্মণগণকেও যথাশক্তি পূজা করিয়া ভোজন করাইবেন। অতঃপর শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও ব্রাহ্মণগণের শুভ আশীর্ব্বাদ দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া শ্রীগুরুদেব ও সেই সকল (বৈষ্ণব) ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণানন্তর বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিবেন। যিনি এইরূপ যথাশাস্ত্র দীক্ষা বিধানানুসারে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে মন্ত্র প্রাপ্ত হন, তিনি ভাগ্যবান্ চিরজীবী ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। শিষ্য দীক্ষা গ্রহণ কালে কুম্ভ প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য আনয়ন করেন, তৎসমুদায় দ্রব্য এবং সামর্থ্যানুযায়ী মন্ত্রদক্ষিণাদি শ্রীগুরুদেব কিছুই না চাহিলেও শ্রীগুরুদেবকে উগ্র ভক্তিভরে সমর্পণ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে সযত্নে তুষ্ট করিবেন। সদ্গুরু শিষ্যের নিকট 'জ্ঞানসন্দেশ' রূপ দক্ষিণা ব্যতীত অন্য কিছু না চাহিলেও শিষ্য যথাশক্তি ভূমি ধেনু বস্ত্র হিরণ্যাদি দানে কৃপণতা করিবেন না। গুরু পুত্র-কলত্রাদিকেও হিরণ্যাদি দ্বারা তুষ্ট করিবেন। দরিদ্র শিষ্য হৃদয়ের আর্ত্তি দান করিলেই গুরুদেব সন্তুষ্ট হন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে মন্ত্রদানানন্তর

তদুপদিষ্ট মন্ত্র স্বসামর্থ্য রক্ষণার্থ অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করিবেন ("সাষ্টং সহস্রং তন্মন্ত্রং স্বশক্ত্যক্ষতয়ে জপেৎ")।

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকেই দীক্ষা বলেন যাহা হইতে জীব দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া অনিত্য বস্তুর আকর্ষণ বিকর্ষণ জনিত সুখদুঃখাদি মায়ামোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি হন এবং যাহার আনুষঙ্গিক ফলক্রমে জীবের পাপপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। জীবের ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিস্পৃহা-শূন্য নিষ্কপট ভজন প্রয়াস দর্শনেই শ্রীগুরুদেব প্রকৃত প্রীত হন এবং তাহাকেই শিষ্যের "জ্ঞানসন্দেশ"রূপ 'গুরুদক্ষিণা' জ্ঞান করেন। গুরুব্রুব শিষ্য সকাশে পরিচর্য্যা যশোলাভাদি-লিপ্সু হইতে পারেন, কিন্তু সদ্‌গুরু সদ্‌ শিষ্যের ভজন-লালসা বর্দ্ধিত হইতে দেখিলেই তুষ্ট হন।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—আমার উদ্ধারকর্ত্তা কে?

উত্তর—'দয়াময় কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন'—ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে এই কথা বলিলে শ্রীসনাতন প্রভু বলিলেন—

সনাতন কহে,—'কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার-হেতু তোমার কৃপা মানি॥'
(চৈঃ চঃ মঃ ২০শ ৬৪)

তদ্রূপ গুরুকৃপাপ্রাপ্ত গুরুনিষ্ঠ ভক্ত বলেন—

গুরুদাস কহে,—আমি কৃষ্ণ নাহি জানি।
আমার উদ্ধারহেতু গুরুর কৃপা মানি॥

শিষ্য গুরুরই আশ্রিত এবং গুরুনিষ্ঠ। আশ্রিত-বৎসল গুরুই শিষ্যের উদ্ধার-কর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা। গুরুই ভবপারের কর্ণধার।

প্রশ্ন—আরোহবাদ কি একেবারে ছাড়া যায়?

উত্তর—যতদিন আমাদের নিজের শক্তির উপর—নিজের আত্মম্ভরিতার উপর—নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর কর্‌বার্ বুদ্ধি থাকে, ততদিন মানুষ ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হ'তে পারে না। প্রপত্তি বা শরণাগতি বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমরা আরোহবাদকে বহুমানন ক'রে থাকি। যখন নিজের ধার করা শক্তির ক্ষুদ্রতা—নিজের আত্মম্ভরিতার অকিঞ্চিৎকরতা—নিজের চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝ্‌তে পারি, তখনই আমরা শরণাগত হ'য়ে অবরোহবাদ স্বীকার করি। শ্রীমদ্ভাগবতে গজেন্দ্রের উপাখ্যান আছে। ঐ গজেন্দ্র পূর্ব্বে মদমত্ত হ'য়ে সরোবরে হস্তিনীগণের সঙ্গে যখন ক্রীড়াতে উন্মত্ত হ'য়েছিল, তখন সকল জলচর জীবের জীবনসঙ্কট উপস্থিত হ'য়েছিল। তা'র ভয়ে অন্যান্য প্রাণীর তিষ্ঠানো দায় হ'য়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দৈবাৎ একটা মহাবলবান্ কুম্ভীর এসে ঐ মদমত্ত গজেন্দ্রের পা আঁক্‌ড়ে ধ'র্‌লে। হাতীতে ও কুম্ভীরে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'লো, এমন যুদ্ধ হ'তে থাক্‌লো যে, একহাজার বৎসর কেটে গেল, তথাপি যুদ্ধ শেষ হয় না, দু'জনেই দু'জনের শক্তির বাহাদুরী দেখাতে লাগ্‌লো। এদিকে গজেন্দ্রের বল ক্রমশঃই কমে আস্‌তে থাক্‌লো, বল হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততা, নিজশক্তির বড়াই, বাহাদুরী সবই কমে যেতে লাগ্‌ল। গজেন্দ্র কুম্ভীরের গ্রাসে প'ড়ে আর কোন উপায় না দেখ্‌তে পেয়ে একমাত্র ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করাই সবচেয়ে মঙ্গল স্থির ক'র্‌ল। যতখন জীব ঐ মদমত্ত গজের ন্যায় নিজের ক্ষুদ্র অহমিকাকে বড় মনে করে, ততদিন পর্য্যন্ত সে আরোহবাদকে বহুমানন করে, আর যখন তা'র চিত্তে ভগবদাশ্রয়ত্বের মহিমা উদিত হয়, তখন প্রপত্তি বা অবরোহবাদে তা'র চিত্ত ধাবিত হয়। সাধুগণ প্রপত্তির কথাই ব'লে থাকেন। তাঁ'রা আরোহবাদের উপদেশ দেন না। যিনি যত বড়ই হউন না কেন,

আরোহবাদকে মঙ্গলের পথ মনে ক'রলে তাঁ'র পতন অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়। অন্যাশ্রয়বুদ্ধি কখনও আমাদিগকে রক্ষা করতে পারে না।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মাগণেরই কর্ম্মকাণ্ডীয় বুদ্ধি, তাঁ'রা অভ্যুদয়বাদী—তা'রাই আরোহবাদী; আর মোক্ষবাদী জ্ঞানি-যোগিগণ নিজের চেষ্টায় উঁচু হ'তে চান। "জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।" জ্ঞানী ব্রহ্ম হ'তে চান। ক্ষুদ্রের বড় হবার পিপাসার নামই—আরোহবাদ। যোগী দু'চার-পাঁচ হাত উঁচু হ'তে চান,—বিভূতি বা কৈবল্য লাভ ক'র্তে চান। এসকলই আরোহচেষ্টা। এতে জীব—

'আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥'

আমরা যে যেখানে আছি, সেখানে থেকে আরোহবাদী জ্ঞানী হওয়ার যত্ন না ক'রে—আরোহবাদী কর্ম্মী-যোগী হওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি না ক'রে—বুভুক্ষা বা মুমুক্ষা-দ্বারা তাড়িত না হ'য়ে যদি কায়মনোবাক্যে প্রপন্ন হ'য়ে সাধুর কথা শ্রবণ করি, তা'হলেই অজিত ভগবান্ আমাদের কাছে জিত হ'বেন। যতটা পণ্ডিত আছি বা মূর্খ আছি—যে যেখানে আছি, সেখানে থাকা-কালেই সাধুদিগের শ্রীমুখ হ'তে অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠবার্ত্তা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে আমরা পরিচ্ছিন্ন ভূমিকায় অর্থাৎ কুণ্ঠরাজ্যে বাস ক'র্‌ছি। আমরা যদি এখানে আমাদের Mental Speculation নিয়ে শাস্ত্র বিচার ক'র্‌তে আরম্ভ করি, তা'হলে আমরা বঞ্চিত হ'ব। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার দ্বারা তাড়িত হ'য়ে শাস্ত্র আলোচনা করা মানে—শাস্ত্রকে আমাদের অধীন ক'রে ফেল্‌তে চাওয়া, কিন্তু শাস্ত্র—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—কৃষ্ণের অবতার। তিনি বল্‌ছেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

মায়ার প্রভু হওয়ার জন্য যে চেষ্টা, সেটা—কর্ম্মকাণ্ড। প্রভুত্বমদমত্ত হ'য়ে যে উপদেশ লাভ কর্‌বার অভিনয় করি, তাতে আমরা বঞ্চিত হই, শাস্ত্র আমাদের কাছে প্রকাশিত হন না। শাস্ত্র শরণাগতের কাছেই প্রকাশিত হন,—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

যাঁ'র ভগবানে উত্তমা ভক্তি, পরাভক্তি অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-শূন্যা অহৈতুকী ভক্তি আছে, আবার যেমন ভগবানে, তেমনি শ্রীগুরুদেবেও অচলা ভক্তি আছে, তাঁ'র কাছেই শ্রুতির মর্ম্মার্থ প্রকাশ পেয়ে থাকে। মহাপ্রভুর উপদেশ—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

যে সময় 'তৃণাদপি সুনীচ' থাকা যাবে, সেই সময় হরি কীর্ত্তন হ'বে; একটুকু উঁচু হ'তে চাইলেই কীর্ত্তন হ'তে ছুটী পেতে হ'বে।

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—সিদ্ধি কি শ্রদ্ধানুসারে হয়?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

ধর্ম্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্।
যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৬১)

ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—অন্যান্য সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমাকেই বিশ্বস্তচিত্তে ভজন কর। যেরূপ শ্রদ্ধা, সিদ্ধিও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের দেহ কি ভৌতিক?

উত্তর—না। শাস্ত্র বলেন (কৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ)—

তদানন্দময়ী রাধা তদানন্দময়ো হরিঃ।
ন ভৌতিকো দেহবন্ধস্তয়োরানন্দরূপয়োঃ॥

(সম্মোহন-তন্ত্র)

সাক্ষাৎ আনন্দস্বরূপ শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভৌতিক দেহ-বন্ধন নাই। তাঁহারা অপ্রাকৃত, সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি।

অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ॥ (ভাঃ ১০।১৪।২)

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে প্রভো, আপনি লোক-মঙ্গলার্থে নিত্যধাম হইতে স্বেচ্ছায় জগতে প্রকটিত হইয়া থাকেন। আপনার দেহ ভৌতিক অর্থাৎ প্রাকৃত নয়।

যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বস্মাদ্ বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ॥
মুখং, তস্যাবলোক্যাথ সচেলো জলমাবিশেৎ।
পশ্যেৎ সূর্য্যং স্পৃশেদ্ বারি ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতি॥
(বৃহদ্বামনপুরাণ)

যে ব্যক্তি কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গকে ভৌতিক মনে করে, সেই পাষণ্ডী ব্যক্তি শ্রৌত স্মার্ত্তাদি যাবতীয় শুভকার্য্যে পরিত্যাজ্য। সেইরূপ ব্যক্তিকে দেখিলে সবস্ত্র স্নান করিয়া সূর্য্য দর্শন ও ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।

প্রশ্ন—মায়া হইতে উদ্ধারের উপায় কি?

উত্তর—শ্রীশিবজী পার্ব্বতী দেবীকে বলিতেছেন—

গুরূপদেশমার্গেণ সদ্গুরোরাধনেন চ।
মায়াং ছিত্বা তু দেবেশি প্রাপ্নোতি পরমং পদম্॥
(কালীতন্ত্র)

হে দেবেশি। সদ্গুরুর উপদিষ্ট পন্থা আচরণ করিলে এবং ভক্তি সহকারে তাঁহার আরাধনা করিলে অনায়াসে মায়াপাশ অতিক্রম করিয়া পরম পদ লাভ করিতে পারা যায়।

প্রশ্ন—সাধু ও অসাধুতে পার্থক্য কোথায়?

উত্তর—সাধু ভগবদ্বিষয়ে জাগ্রত বা উৎসাহবিশিষ্ট এবং বিষয়াদিতে বা নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে নিদ্রিত বা উদাসীন। আর অসাধু নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে, স্বসুখে বা বিসয়াদিতে উৎসাহ-বিশিষ্ট, জাগ্রত বা তৎপর, কিন্তু ভগবদ্বিষয়ে নিদ্রিত বা উদাসীন। সাধু নিজ কর্তৃত্ব-বিষয়ে নিদ্রিত এবং ভগবৎ-কর্তৃত্বে জাগ্রত বা নির্ভরশীল। কিন্তু অসাধু নিজ কর্তৃত্বাভিমান লইয়াই মত্ত। অভক্ত অসাধু বা জগতের লোক শিশ্নোদরে তর্পয়ন্তি অর্থাৎ আহার-বিহারে সুখ পায়, কিন্তু সাধু বা ভক্ত সে বিষয়ে নিদ্রিত অর্থাৎ সম্পূর্ণ উদাসীন। সাধু ভগবৎ সেবায় বা ভগবৎসুখ-বিধানে তৎপর বা জাগ্রত, আর অসাধু ভগবৎসেবা বিষয়ে নিদ্রিত, অন্যমনস্ক বা উদাসীন। এই-জন্যই শাস্ত্র বলেন—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগর্ত্তি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥
(গীতা ২।৬৯)

সাধু যে বিষয়ে জাগ্রত, অসাধু সে বিষয়ে নিদ্রিত, আর সাধু যে বিষয়ে নিদ্রিত বা উদাসীন, অসাধু সে বিষয়ে জাগ্রত বা তৎপর।

প্রশ্ন—আত্মা কি বৃদ্ধ হয়?

উত্তর—না। শাস্ত্র বলেন—

ন বাল্যমস্তি বৃদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবনং জনুঃ।
সদৈকরূপশ্চিন্মাত্রো বিকারপরিবর্জ্জিতঃ॥
(কালীতন্ত্র)

আত্মার জন্ম নাই, বাল্যাবস্থা নাই এবং বার্দ্ধক্যও নাই। তিনি একরূপ, চিন্ময় ও বিকাররহিত।

প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন কাহাকে বলে?

উত্তর—শ্রী + কৃষ্ণ = শ্রীকৃষ্ণ। শ্রী অর্থ লক্ষ্মী অর্থাৎ রাধা। রাধা কৃষ্ণের কীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন। 'হরে কৃষ্ণ' নামই সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ। সুতরাং 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন। বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্।

কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তন সঙ্কীর্ত্তন। ইষ্ট-স্মৃতির সহিত বা লীলাস্মরণের সহিত কীর্ত্তনও সঙ্কীর্ত্তন। সম্যক্ কীর্ত্তন অর্থাৎ নিরন্তর বা অনুক্ষণ কীর্ত্তনও সঙ্কীর্ত্তন। প্রীতির সহিত কীর্ত্তনও সঙ্কীর্ত্তন। নিরপরাধে কীর্ত্তনও সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণসুখার্থ যে কীর্ত্তন, তাহাও সঙ্কীর্ত্তন। প্রেমের সহিত কীর্ত্তনও সঙ্কীর্ত্তন। বিরহীর কীর্ত্তনও সঙ্কীর্ত্তন। নিষ্কাম হইয়া যে কীর্ত্তন তাহাও সঙ্কীর্ত্তন। শুদ্ধকীর্ত্তনও সঙ্কীর্ত্তন। সঙ্কীর্ত্তনে কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্যং ন তু স্বসুখে।

তৃণাদপি সুনীচ হইয়া অর্থাৎ কৃষ্ণদাসাভিমানে যে কীর্ত্তন, তাহাও সঙ্কীর্ত্তন। শ্রীর আনুগত্যে—রাধা-নুগত্যে বা গুর্ব্বানুগত্যে কীর্ত্তনও সঙ্কীর্ত্তন। গুরুদেবতাত্মা

হইয়া গুরুর আদেশে যে কীর্ত্তন তাহাও সংকীর্ত্তন। গুরু-দেবতাত্মা স্নিগ্ধ শিষ্যের অনুক্ষণ কীর্ত্তন-ক্রন্দনও সঙ্কীর্ত্তন। উচ্চ কীর্ত্তনও সঙ্কীর্ত্তন শব্দবাচ্য। আর্ত্তির সহিত কীর্ত্তনও সঙ্কীর্ত্তন। রাত্রিদিন কীর্ত্তনও সঙ্কীর্ত্তন। খাইতে শুইতে সদা-সর্ব্বদা যে কীর্ত্তন, তাহাও সঙ্কীর্ত্তন। নিষ্ঠার সহিত কীর্ত্তনও সঙ্কীর্ত্তন। কীর্ত্তন নিষ্ঠ বা কীর্ত্তনৈক জীবন ভক্তের কীর্ত্তনও সঙ্কীর্ত্তন। সাধুসঙ্গে বা শুদ্ধভক্ত সঙ্গে যে কীর্ত্তন তাহাও সঙ্কীর্ত্তন। হৃদয় হইতে কীর্ত্তনও সঙ্কীর্ত্তন। স্বতঃস্ফূর্ত্তকীর্ত্তনও সঙ্কীর্ত্তন। মনে-প্রাণে কীর্ত্তনও সঙ্কীর্ত্তন। যুগল-কীর্ত্তনও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন। সদ্গুরু চরণাশ্রিত হইয়া সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত যে কীর্ত্তন তাহাও সঙ্কীর্ত্তন।

প্রশ্ন—জপ কতবার করিতে হয়?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

অষ্টোত্তরং সহস্রং বা শতং বা দশধাপি চ।
জপানাং নিয়মো ভদ্রে সর্ব্বত্রাহ্নিক কর্ম্মণি॥
(কালীতন্ত্র)

যাবতীয় আহ্নিক ক্রিয়াতে এক সহস্র আটবার, এক শত আটবার অথবা দশবার মাত্র জপ করিবার নিয়ম আছে।

প্রশ্ন—পুণ্যতীর্থ কি?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

গঙ্গানদী মহানদ্যো গুরোঃ সদনমেব চ।
প্রসিদ্ধং দেবতাক্ষেত্রং পুণ্যতীর্থং প্রকীর্ত্তিতম্॥
(ঐ)

গঙ্গা ও অন্যান্য পুণ্যসলিলা নদী, গুরুর গৃহ এবং ভগবদ্ধাম সকলই পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিগণিত।

প্রশ্ন—কাহার সিদ্ধি হয় না?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

কুসঙ্গী বহুসঙ্গী চ গুরুসেবাবিবর্জ্জিতঃ।
নিষ্ঠুরানৃতভাষী চ সদা লোলুপমানসঃ॥
ইন্দ্রিয়বশগশ্চৈব অবিশ্বাসী চ যঃ পুমান্।
ন সিদ্ধিং লভতে সোঽসৌ কল্পকোটিশতৈরপি॥ (ঐ)

যে ব্যক্তি অসজ্জনের সঙ্গ করে, যে বহুজনের সংসর্গে অবস্থিতি করে, যে গুরু-সেবা করে না, যে নিষ্ঠুরভাষী ও মিথ্যাচারী, যাহার মন সর্ব্বদা লুব্ধ, যে অজিতেন্দ্রিয় ও অবিশ্বাসী, শতকোটি কল্পেও তাহার সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই।

প্রশ্ন—পুষ্পচয়নের বিধি কি?

উত্তর—স্নান না করিয়া পবিত্র হইয়া পুষ্পচয়ন করাই বিধি, তবে তুলসীচয়ন স্নান করিয়া করিতে হইবে। এখানে একটী কথা এই যে—যাঁহারা প্রাতঃস্নান করেন, তাঁহারা স্নান করিয়া পুষ্পচয়ন করিতে পারিবেন। কিন্তু মধ্যাহ্ন স্নানের পর পুষ্পচয়ন করিলে তদ্দ্বারা বিষ্ণুপূজা হইবে না একথা হরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন। স্নান না করিয়া তুলসীচয়ন করিলে তদ্দ্বারাও বিষ্ণুপূজা হইবে না।

প্রশ্ন—ঠাকুরকে কখন পঞ্চামৃতে স্নান করান কর্ত্তব্য?

উত্তর—যে কোন শুভদিনে, যে কোন উৎসবে ঠাকুরকে পঞ্চামৃতে স্নান করান কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন—পঞ্চামৃত কি?

উত্তর—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা—এই পাঁচটী বস্তু মিশ্রিত করিলে পঞ্চামৃত হয়।

প্রশ্ন—তাম্রপাত্রে দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি গব্যদ্রব্য রাখিলে কি তাহা মদ্য সদৃশ হয়?

উত্তর—হাঁ। তবে তাম্রপাত্রে ঘৃত রাখিতে দোষ নাই। ঘৃত ব্যতীত দুগ্ধাদি অন্য দ্রব্য রাখিলে তাহা অশুদ্ধ হয়। (শ্রীহরিভক্তিবিলাস)

প্রশ্ন—অদীক্ষিত ব্যক্তি কি পূজা করিতে পারেন?

উত্তর—অনুপনীত দ্বিজাতির যেরূপ বেদাধ্যয়ন ও সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মে অধিকার নাই, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির মন্ত্র-তন্ত্র অর্চ্চনাদি কর্ম্মে অধিকার নাই।
(গৌতমীয় তন্ত্র)

প্রশ্ন—শরণাগতের বিচার কিরূপ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
র্জানামাধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

'স তং যৎ কারয়তি তদেব করোতি, যত্র স্থাপয়তি তত্র তিষ্ঠতি, যদ্ ভোজয়তি তদেব ভুঙ্ক্তে'—ইহাই শরণাগতির লক্ষণ।
(গীতা—'সর্ব্বধর্ম্মান্' শ্লোকের চক্রবর্ত্তী টীকা)

ভগবান্ যাহা করান তাহাই করি, যেখানে রাখেন সেখানেই থাকি, যা খাইতে দেন তাহাই খাই—ইহাই শরণাগতের বিচার। ইহারই নাম স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ বা কর্তৃত্বাভিমান বর্জন।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণের বার্ষিক শুভ প্রকটতিথিব্রত-পালন উপলক্ষে বিগত ১৯ পৌষ, ৩ জানুয়ারী শুক্রবার হইতে ২৩ পৌষ, ৭ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত পাঁচদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান শ্রীমঠে সুসম্পন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, ভারতের অন্যান্য রাজ্য হইতে ও কলিকাতার ভক্তবৃন্দ এই উৎসবানুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যায় যোগদান করেন। ১৯ পৌষ, ৩ জানুয়ারী শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে শ্রীবিগ্রহগণের শুভ প্রকট-বাসরে শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌরোহিত্যে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, বিশেষ পূজা, শৃঙ্গার, আরাত্রিক ও ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক-কালে মুহুর্মুহুঃ জয়কারধ্বনি ও হরিসংকীর্ত্তনে শ্রীমঠ মুখরিত হইয়া উঠে এবং ভক্তগণ অপূর্ব্ব মহাভিষেক দর্শন করিয়া হৃদয়ে বিমল আনন্দ অনুভব করেন।

২১ পৌষ, ৫ জানুয়ারী রবিবার শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বিচিত্র বাদ্যভাণ্ড সহযোগে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া লাইব্রেরী রোড, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, হাজরা রোড, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, হাজরা রোড, শরৎ বোস রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, মনোহর পুকুর রোড ও সতীশ মুখার্জ্জি রোড —দক্ষিণ কলিকাতার এই সকল রাজপথ দিয়া পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যা ৫-৩০ টায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রথাকর্ষণে নরনারী নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় এবং রাজপথের দুই পার্শ্বে আসিয়া সহস্র সহস্র দর্শনার্থী ভীড় করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ প্রভুর মূলগায়কত্বে মঠের ভক্তগণ নৃত্য কীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হন। সংকীর্ত্তনরত ভক্তগণের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর হইতে আগত সংকীর্ত্তন পার্টির সুমধুর কীর্ত্তন ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধন করে। শোভাযাত্রা চলিতে থাকাকালে মুহুর্মুহুঃ মঙ্গল শঙ্খধ্বনি, নারীগণের উলুধ্বনি ও পুষ্প বর্ষিত হইতে থাকে। পূজ্যপাদ মঠাধ্যক্ষ মহারাজ এবং পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস ভারতী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীপাদ নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসম্বন্ধ পর্ব্বত মহারাজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডী যতিগণ রথাগ্রে সংকীর্ত্তনের পুরোভাগে গমন করেন। রথনির্ম্মাণে শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী ও শ্রীনৃত্যগোপাল দাস ব্রহ্মচারীর সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনমণ্ডপে পাঁচটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীপুরুষোত্তম চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীতরুণ কুমার বসু, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীজ্ঞানধীর শর্ম্মা সরকার, শ্রীগৌরীনাথ মিত্র, বার-য়্যাট্-ল, ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত হন এবং শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, য়্যাড্‌ভোকেট, কলিকাতা হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থসচিব ও কমিশনার শ্রীজিতেন্দ্র লাল কুণ্ডু, ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, শ্রীসলিলকুমার হাজরা, বার-য়্যাট্-ল, অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস, এম-এস্‌সি, সারস্বতরত্ন, অধ্যাপক শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা বিদ্যালঙ্কার, কাব্য-তর্ক-ভক্তি-বেদান্ততীর্থ, তর্কবাগীশ, শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও সহ-সম্পাদক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্‌সি, বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। 'শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান,' 'গীতারহস্য', 'জীবনের মৌলিকত্ব কোথায় ?', 'ধর্ম্ম ও নীতি' এবং 'শ্রীনামসংকীর্ত্তন' যথাক্রমে নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয়সমূহের উপর বক্তৃমহোদয়গণ তাঁহাদের সারগর্ভ ভাষণে প্রচুর আলোক সম্পাত করেন।

বিচারপতি শ্রীপুরুষোত্তম চট্টোপাধ্যায় ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,— "আজ এত ভক্ত ও সাধুগণকে দর্শন করে আমি সুখী। 'শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান' সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ কথা শুন্‌লাম। বিষয়টী এত ব্যাপক যে উহা সম্যক্ আলোচনা করতে গেলে সংশ্লিষ্ট বহু বিষয়ের আলোচনা এসে যায়, স্বল্প সময়ে ঐরূপ আলোচনা সম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্যলীলার আলোচনা হওয়া এখন বিশেষ আবশ্যক। যে বিদ্যা বা পণ্ডিত্যের গরিমা আমরা করি তা' দ্বারা অনেক সময় দেখা যায় আমরা আরও অন্ধতমেতে প্রবেশ করি। পাণ্ডিত্যে আমাদের প্রয়োজন নাই, চাই উপলব্ধি। এক সময় নবদ্বীপ পাণ্ডিত্যের একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রথম জীবনে অদ্বিতীয় পণ্ডিত রূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে তিনি পাণ্ডিত্য ছেড়ে দিয়ে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনে প্রমত্ত হলেন। তিনি বল্লেন হরিনাম কর্‌তে কর্‌তেই চিত্তের সকল ইতর অভিলাষ দূর হয়ে চিত্ত মার্জ্জিত হবে এবং কৃষ্ণের দর্শন পাওয়া যাবে। যদি বিশ বৎসর ধরে হরিনাম করে কিছু উপলব্ধি না হয়, বিশহাজার বৎসর ধরে করেও যদি কিছু না হয় তথাপি ধৈর্য্যচ্যুত না হয়ে দৃঢ়তার সহিত হরিনাম কর্‌বে, একদিন না একদিন উপলব্ধি হবেই। তিনি ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার উপর জোর না দিয়ে সর্ব্বদা হরিস্মরণ বা হরিনাম কর্‌তে উপদেশ দিয়েছেন। এখানে মঠে সেই কৃষ্ণনাম হচ্ছে, আপনারাও কর্‌ছেন, আপনারা সৌভাগ্যবান্ ও ধন্য, আপনারা আমার পূজ্য।"

প্রধান অতিথি শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—"শ্রীচৈতন্যদেব পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হ'য়ে সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মে, শাস্ত্রে একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী এনে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রচার্য্য বিষয় ছিল—কৃষ্ণপ্রেম। তিনি ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার ক'রে—কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে অধ্যাত্মিক ভূমিকায় হৃদয়ের সম্প্রীতি স্থাপন করেছিলেন। তৎকালে ভারতের সর্ব্বত্র অশান্তি ছিল, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে তাহা দূর হয়। বর্ত্তমানে, আমরা যে অশান্তি জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করছি তার কারণ আমার মনে হয় আমরা আমাদের কুকীর্ত্তির জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা হতে দূরে সরে পরেছি বলে, ভরসার কথা এই এখনও আমরা বহু দূরে সরে পড়িনি কারণ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা হওয়ায় আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা মধ্যে মধ্যে শুনবার সুযোগ পাচ্ছি।

এটা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ অবদান বলে আমি মনে করি।"

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—"কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন সৈন্য সমাবেশ দেখে যখন বিষণ্ন হলেন, রাজ্য লাভের জন্য এত লোক ক্ষয় করুতে হবে, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য এবং স্বজনগণকে মার্‌তে হবে, যাঁদের নিয়ে রাজ্যসুখ তাঁরাই যদি না থাকেন তবে সেই রাজ্যে কি প্রয়োজন, তখন বল্লেন 'আমি যুদ্ধ কর্‌বো না'। যুদ্ধে নিস্পৃহতা থেকে অর্জ্জুন এ কথাগুলি বল্লেন তা মনে হয় না, অর্জ্জুন কিছু ভীতও হয়েছিলেন। তাই কৃষ্ণ বল্লেন—"এই ভীষণ সঙ্কটকালে তুমি এত নির্বীর্য্য হলে কেন? পাপী দুর্য্যোধনকে তুমি শাস্তি দিবে বলেছিলে, কিন্তু এখন তোমার এই ক্লীবতা কেন? যাদের জন্য শোক করা উচিত নয় তাদের জন্য শোক করছো, এদিকে জ্ঞানীর মত কথা বল্‌ছো। ক্লীবতা ছেড়ে দাও।" তখন অর্জ্জুন বল্লেন—'আমার অধর্ম্ম হবে।'—এখানেই গীতার শিক্ষার রহস্য। কৃষ্ণ বল্লেন—"সুখ দুঃখকে সমান বোধ করে যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ কর। তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ যুদ্ধ কর্‌বে বলে, তজ্জন্য তোমার যুদ্ধ করা উচিত।" তাঁর মনের স্থৈর্য্যের জন্য কৃষ্ণ জ্ঞানযোগ উপদেশ কর্‌লেন। কিন্তু যখন জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ উপদেশ করেও বুঝ্‌লেন এতে হবে না, তখন ভক্তিযোগ উপদেশ কর্‌লেন। ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠযোগ। কৃষ্ণ বল্লেন—'সব কিছু বিচার ছেড়ে আমাতে শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবো। অর্জ্জুন তুমি ভেবো না, তুমি কেবল আমাকেই চিন্তা কর, তা'হলে আমাকেই পাবে।' কিন্তু মন্মনা হওয়া বড় কঠিন। সমস্তদিন অসচ্চিন্তা করা যায়, কিন্তু দুই মিনিট ভগবানের চিন্তা করা যায় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হয়ে আমাদিগকে সহজ উপায় বলে দিলেন, হেলায় হউক শ্রদ্ধায় হউক ভগবানের নাম কর। তার দৃষ্টান্ত রত্নাকর দস্যু 'রাম-নাম' করে বাল্মীকি হয়েছিলেন।"

শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা বলেন,—"উভয়পক্ষীয় সেনার মধ্যে কৃষ্ণ রথ স্থাপন কর্‌লে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা প্রভৃতি সুহৃদ্‌গণকে দেখে যখন অর্জ্জুন শোক সন্তপ্ত হয়ে যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত হলেন তখন কৃষ্ণ তাঁ'কে ক্লীবতা ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রেরণা দিয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও অর্জ্জুন পুনঃ 'কি করে আমি পূজনীয় ভীষ্ম ও গুরু দ্রোণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ কর্‌বো, গুরুগণকে বধ করা অপেক্ষা ইহলোকে ভিক্ষার দ্বারা জীবনধারণ করা ভাল।' ইত্যাদি উক্তির দ্বারা কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে বলেছিলেন—'আমি ধর্ম্মবিমূঢ়চিত্ত, আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃ তাহা নিশ্চয় করে উপদেশ করুন, আমি আপনার শিষ্য।'

'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌॥'

একদিকে অর্জ্জুন বল্‌ছেন 'আমি শিষ্য, আপনার শরণাপন্ন' আবার পরক্ষণেই বল্‌ছেন 'আমি যুদ্ধ কর্‌বো না' অর্থাৎ ভগবানের আজ্ঞা পালনে অনিচ্ছা প্রকাশ কর্‌ছেন। এ প্রকার বিরুদ্ধ বাক্য শুনে কৃষ্ণ হাস্‌লেন এবং ধর্ম্মবিমূঢ়চিত্ত যে আমরা আমাদের হিতের জন্য অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করে গীতার উপদেশ আরম্ভ কর্‌লেন।

'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥'

'অর্জ্জুন তুমি জ্ঞানীর মত কথা বল্‌ছো কিন্তু অশোচ্যবিষয়ে শোক কর্‌ছো, পণ্ডিতগণ মৃত, কি জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না।'

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥'

'জন্ম হলেই মৃত্যু হবে, মৃত্যু হলেই জন্ম হবে, যা অপরিহার্য্য তদ্বিষয়ে শোক করা কর্ত্তব্য নহে।'

কৃষ্ণ গীতাতে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ সবই উপদেশ করেছেন। যিনি যেভাবে দেখ্‌তে চান তিনি সেভাবে দেখ্‌তে পাবেন কিন্তু তার জন্য সাধন কর্‌তে হবে অর্থাৎ শারীরিক, বাচিক ও মানসিক তপের আবশ্যকতা আছে। জীবের মধ্যে যত ভাল জিনিষ তা

ভগবদ্‌কৃপায় প্রাপ্ত আর যত খারাপ জিনিষ তা তার নিজস্ব। গীতার উপদেশ শুনার পর অর্জ্জনের যখন জ্ঞানোদয় হলো তখন তিনি বল্লেন—

'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥'

'হে অচ্যুত তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর হয়েছে, আমি যে নিত্য কৃষ্ণদাস এই স্মৃতি আমার লাভ হয়েছে, আমি সংশয়হীন হয়েছি, তোমার আজ্ঞা পালন করবো।'

'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥'

অধ্যাপক **শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস** বলেন— 'অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র কৃষ্ণের প্রিয় বলে অষ্টাদশাধ্যায়ে কৃষ্ণ গীতা উপদেশ করলেন। মহাভারতের অন্তর্গত গীতার উপদেশের একটী মূল কথা এই—ধর্ম্মের নাশ নাই, অধর্ম্মের স্থায়িত্ব নাই। ডাক্তারখানায় যেমন সবরকম ঔষধ পাওয়া যায় এবং ব্যাধি অনুসারে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র প্রদত্ত হয় তদ্রূপ গীতাতে বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়েছে। যার যেটা প্রয়োজন সেটাই তিনি গীতা হ'তে পেতে পারেন। তবে যদি গীতার রহস্য কি বল্‌তে হয় তা' হলে ভক্তির মহিমাকেই বল্‌তে হবে।

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে বিচারপতি **শ্রীসব্যসাচী মুখোপাধ্যায়** সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"জীবনের মৌলিকত্ব কোথায় বুঝ্‌তে হলে আমি কে, কোথা হ'তে এসেছি, কোথায় যাব এই মূল প্রশ্নগুলির সুসমাধান আবশ্যক। এই বিষয়ে বহু কথা আপনারা শুন্‌লেন। কেউ কর্ম্মের পথ, কেউ জ্ঞানের পথ, কেউ ভক্তির পথের নির্দেশ দেন। এই তিনটীর মধ্যে সমন্বয় দেখ্‌তে পেলেই প্রকৃত মঙ্গলের পথের সন্ধান আমরা পেতে পারি। কিন্তু সাধুদের নিকট আমার প্রশ্ন জ্ঞান যত প্রসার পাচ্ছে, বুদ্ধি যত বাড়্‌ছে তত আমাদের হৃদয় সঙ্কুচিত হচ্ছে কেন? আজকার মানুষ এই প্রশ্নের জবাব হতেই তাদের জীবনের মূল বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন বলে আমি মনে করি।"

ব্যারিষ্টার **শ্রীসলিল হাজরা** বলেন—"মৌলিক শব্দের সাধারণ অর্থ মূল জাত, মূলসম্বন্ধীয় বা মূল হ'তে আগত। অর্থাৎ জীবনের মূল কোথায়—উদ্দেশ্য কি? প্রথমতঃ বালকের মূল কথা খেতে চায়, বড় হ'লে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চায়, তজ্জন্য বিদ্যার্জ্জন, ধন উপার্জ্জন, বিবাহ আদি করে, কিন্তু এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী কারণ প্রিয়জনের বিয়োগ হয়। তখন জিজ্ঞাসার উদয় হয় কোথা হ'তে এলাম, কোথায় যাব, কে আমি, কি সে পাব অনন্ত সুখ—মন বহির্বিষয় হতে অন্তর্মুখ হয়—তখন জ্ঞানের সন্ধান। সাধুরা একে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজের জীবনচরিত আলোচনা করুন। তিনি মহাপুরুষ হয়েও আমাদিগকে তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর দ্বারা কি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এবং প্রজাবর্গের কল্যাণের জন্য অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু তিনি পরে অভিশপ্ত হলেন, সমিক মুনির পুত্র শৃঙ্গী অভিশাপ দিয়েছেন সপ্তম দিবসে তাঁর সর্পদংশনে প্রাণ বিযুক্ত হবে। পরীক্ষিৎ মহারাজ রাজ্য ছেড়ে গঙ্গাযাত্রা করলেন। তাঁর মনে হলো তাঁর জীবনের সমস্ত কৃতিত্বই বৃথা হলো। কিন্তু শুকদেব গোস্বামী তাঁকে বুঝালেন সাত দিনেই তাঁর জীবনের সমস্ত নিষ্ফলতা দূর হয়ে যাবে, সাতদিন শ্রীমদ্ভাগবত, কৃষ্ণকথা শুন্‌বার জন্যে উপদেশ করলেন।"

বিচারপতি **শ্রীজ্ঞানধীর শর্ম্মা সরকার** ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—

"ধর্ম্ম কেবল আচার, আচরণ, মত ও পথ নহে। যাহা আমাদের ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধর্ম্ম। এই অর্থে ধর্ম্ম হইল বৃত্তি, কর্ম্ম ও কর্ত্তব্য। এইভাবে দেখিতে গেলে আমরা পাই মনুষ্যধর্ম্ম, জীবনধর্ম্ম, জগৎধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম। আর এক দিক দিয়া আমরা দেখি

শিশুধর্ম্ম, যৌবন ধর্ম্ম, বার্দ্ধক্যের ধর্ম্ম। তেমনি আমরা জানি চতুর্বর্ণ ধর্ম্ম—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। বলা হইয়াছে—"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" এই বিভাগ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মানুষের জীবনে নহে সমগ্র মানব জাতির অগ্রগতির সূচক।

নীতিহীন বা নীতি বিগর্হিত যে ধর্ম্ম পালন করা যায় তাহার ফল মানব হিতায় বা জগদ্ধিতায় হয় না। তৈল-ব্যবসায়ী বা ডাক্তার দেশের উপকার করে। ঐ ব্যবসা তাহাদের ধর্ম্ম। কিন্তু তৈলে যদি শিয়ালকাঁটা থাকে এবং ইন্‌জেক্‌সনে জল থাকে তবে তাহা নীতি বিগর্হিত ধর্ম্ম অতএব বর্জনীয়। কিছুদিন পূর্ব্বে একটী আন্তর্জাতিক কমিশন সমস্ত পৃথিবীব্যাপী আইন অমান্য ও উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাইলেন যে আইনের সঙ্গে নীতির সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ আইনে ভেজাল আসিয়াছে সেই জন্য অমান্য করিতেছে। অনেক সময় আইন ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে সৃষ্ট হইতেছে—সমস্ত দেশের ও দশের স্বার্থে নহে।

নীতি অব্যক্তের ইঙ্গিত আনে—অব্যক্তকে আনে না। নীতি আমাদের প্রস্তুতি দেয়, পথ নির্দ্দেশ করে কিন্তু চরমপ্রাপ্তি আনিতে পারে না। চরমপ্রাপ্তি কি এবং কোথায়—তাহা গুহার মধ্যে লুক্কায়িত। জ্ঞানের দ্বারা তাহা জানিতে হয়, কর্ম্ম বা তপস্যাদ্বারা তাহা আবিষ্কার করিতে হয় এবং ভক্তি বা প্রেমদ্বারা তাহা উপলব্ধি করিতে হয়। ভক্তির একটা অভিব্যক্তি প্রেমে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ইহা যেমন সহজ, তেমনি ব্যাপক। সাধারণ গৃহী ও অপার আনন্দের অধিকারী হইতে পারে। কিন্তু এই প্রেমে যদি ভেজাল আসে বা ব্যবসায়ে পরিণত হয় তবে মানুষের বা আত্মার কোনও উন্নতি হইবে না।

মনুষ্য সমাজে, জীবনে বা দেশে ও ধর্ম্মে যদি অন্যায় আসিয়া থাকে তাহার জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে আমরা সবাই দায়ী ও দোষী। আজ যদি দেখি ধর্ম্মের নামে অনাচার, রাজনীতির নামে অরণ্যনীতি, অধিকারের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যবসায়ের নামে শোষণ, তবে বুঝিতে হইবে ধর্ম্মের সহিত ন্যায়ের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ইহার জন্য রাষ্ট্র, সমাজ বা শ্রেণীর উপর দোষারোপ করিয়া লাভ নাই—'এ আমার ও তোমার পাপ'।"

ডাঃ **শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—"ভগবদ্ কথা শুন্‌তে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সবাই সাধু। ভগবানের সম্বন্ধ ধারণ করলে 'শ্রীমান্' হওয়া যায়। বিভীষণ যতক্ষণ রাবণের সঙ্গে ছিলেন ততক্ষণ বিভীষণকে বাল্মীকি মুনি শ্রীমান্ বলেন নাই, যখন রাবণের দ্বারা তিরস্কৃত ও বিতাড়িত হয়ে বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হ'লেন তখন হ'তে তাঁর নামের পূর্ব্বে 'শ্রীমান্' শব্দ প্রয়োগ করলেন। মঠাধ্যক্ষ মহারাজ অনেক ভাল ভাল কথা বলেছেন, সে সমস্ত কথা আপনারা চিন্তা করবেন। এমন কোন ব্যক্তি নাই যে ধর্ম্ম মানে না। এমন কি কমিউনিষ্টরাও মানেন, কারণ তাঁরা discipline মানেন এবং তাঁদের নেতাকে মেনে চলেন। সুতরাং প্রত্যেকে ঈশ্বর মানেন। উক্ত ঈশ্বর মানার বা ধর্ম্মের সত্ত্ব-রজঃ-তমগুণের স্তরভেদে ব্যবস্থাপিত বৈজ্ঞানিক রূপই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য হরিতোষণ। মীরাবাঈ তুলসীদাসকে জানিয়েছিলেন—'আমি গিরিধারীকে ভালবাসি বলে, তাঁর উপাসনা করি বলে, সংসারের বান্ধবগণ আমার ভজনে বাধা প্রদান করছেন, আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন।' তদুত্তরে তুলসীদাস তাঁকে লিখেছিলেন— "যে রাম-সীতার ভজন করে না, তাতে বাধা প্রধান করে, তাকে শত্রু মনে করে ত্যাগ করবে।" যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁদের পতিগণকে ত্যাগ করেছিলেন, ভরত তাঁর জননীকে ত্যাগ করেছিলেন, পুত্র প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে হরিসেবা করেছিলেন।

'গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥'

(ভাঃ ৫।৫।১৮)

স্ত্রীর ধর্ম্ম পতিকে মানা, তাঁর সেবা করা, কিন্তু যদি পতি ঈশ্বর না মানেন তবে তাঁর অধীন হয়ে তিনি ঈশ্বরের উপাসনা ছেড়ে দিবেন না, পিতা যদি ঈশ্বর

না মানেন পুত্র তাঁর অধীন হয়ে ঈশ্বর উপাসনা ছেড়ে দিবেন না, অর্থাৎ ঈশ্বর উপাসনাই যে আমাদের মুখ্য ধর্ম্ম তা সর্ব্বাবস্থায় আমাদিগকে স্মরণ রাখ্‌তে হবে।"

ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল **শ্রীগৌরীনাথ মিত্র** পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে দৈন্যভাবযুক্ত ভক্তি-পূরিত হৃদয়ে বলেন—"আজকের এই অধিবেশনে পৌরোহিত্য করবার মত পাণ্ডিত্য আমার নাই এবং এই মহাপুরুষদের সঙ্গে একই আসনে বস্‌বার অধিকারও আমি রাখি না। এঁদের অত্যাগ্রহবশতঃ আমাকে বস্‌তে হলো। কিন্তু আমি মনে করি এতে আমার পাপ হয়েছে। তবে ভরসার কথা এই এতক্ষণ ধরে সাধুর শ্রীমুখ উচ্চারিত হরিনাম শুনে আমার সেই পাপ ক্ষালন হলো। এঁরা মানেন না তাই জানেন না, আমি মানি তাই জানি। আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুসরণে বলি—"কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! পাহি মাম্‌। রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম্‌॥"

ধানবাদে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ ২৬ পৌষ, ১০ জানুয়ারী শুক্রবার ধানবাদে শুভপদার্পণ করতঃ ১১ই জানুয়ারী শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, ধানসার; ১২ই শ্রীহরি-মন্দির, হীরাপুর; ১৩ই স্নেহমিলন, ধানবাদ; ১৪ই শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির, ঝরিয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমদ্‌ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে অবস্থান করতঃ গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন ও বিবিধ সেবাকার্য্য সম্পাদন করেন। ধার্ম্মিক-প্রবর শ্রীযশবন্ত রায়জী তাঁহার হার্দ্দী সেবাপরায়ণতার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে আসাম প্রদেশে দরং জেলার সদর তেজপুরস্থিত মঠের শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ৮ মাঘ, ২২ জানুয়ারী বুধবার হইতে ১০ মাঘ, ২৪ জানুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আসামের বিভিন্ন জেলা হইতে বহু গৃহস্থ ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনমণ্ডপে অনুষ্ঠিত দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসভার প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে আসাম প্রদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রী শ্রীবিশ্বদেব শর্ম্মা ও আসাম বিধান সভার স্পীকার শ্রীমহীকান্ত দাস যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত হন এবং শ্রীভগবৎপ্রসাদ আগরওয়ালা ও শ্রীউদ্ভব কুমার শ্রীমল যথাক্রমে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। দরং জেলার ডেপুটী কমিশনার শ্রীঅরুণোদয় ভট্টাচার্য্য প্রথম দিন উদ্বোধন ভাষণ দেন। 'শ্রীবিগ্রহসেবার প্রয়োজনীয়তা', 'পরা ও অপরা বিদ্যা', 'ভগবৎপ্রেমই সর্ব্বার্থসাধক' যথাক্রমে বক্তব্য বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত ছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবের সুযুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। শ্রোতৃ-বৃন্দের মধ্যে কতিপয় সামরিক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীও উপস্থিত থাকিয়া ভাষণ শ্রবণ করেন। এতদ্ব্যতীত উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ ও শ্রীচিন্তাহরণ পাট-গিরি বিদ্যাবিনোদ মহোদয় বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

৮ মাঘ, ২২ জানুয়ারী বুধবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা নয়নমোহন জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে নগর ভ্রমণ করেন। পরদিন মহোৎসবে কএক সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে মঠরক্ষক শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী ডাঃ শ্রীসুনীল আচার্য্য, শ্রীপুলিন বিহারী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে-উল্লেখযোগ্য।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান

পোঃ ও টেলিঃ—শ্রীমায়াপুর
জিলাঃ—নদীয়া
১২ কেশব, ৪৮২ শ্রীগৌরাব্দ;
১ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫; ১৭ নভেম্বর, ১৯৬৮।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ, বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানুসরণে তদীয় প্রিয় ও অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে আগামী ২৩ গোবিন্দ, ১৩ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ১ বিষ্ণু (৪৮৩ শ্রীগৌরাব্দ), ২১ ফাল্গুন, ৫ মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত পর পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরিক্রমা ও উৎসবপঞ্জী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ **শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ**, ৩০ গোবিন্দ, ২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ মঙ্গলবার **শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা** ও তৎপরদিবস মহোৎসব এবং শ্রীমঠে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের বিরাট আয়োজন হইবে।

মহাশয়, সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

পরিক্রমা ও উৎসব-পঞ্জী

২৩ গোবিন্দ, ১৩ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার—শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস কীর্ত্তনমহোৎসব। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসভা।

২৪ গোবিন্দ, ১৪ ফাল্গুন, ২৬ ফেব্রুয়ারী বুধবার—আত্মনিবেদন ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীনন্দনাচার্য্যভবন, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাসাঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবনাদি দর্শন।

২৫ গোবিন্দ, ১৫ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার—শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা। মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট, শ্রীজয়দেবের পাট আদি দর্শন করতঃ শ্রীগঙ্গানগর, শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া), বেলপুকুর, সরডাঙ্গা, শ্রীজগন্নাথ-মন্দির, শ্রীধর অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি আদি দর্শন।

২৬ গোবিন্দ, ১৬ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার—উন্মিলনী মহাদ্বাদশীর উপবাস। কীর্ত্তন ও স্মরণ-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীসরস্বতী পার হইয়া শ্রীগোদ্রুমস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও শ্রীসমাধি, সুবর্ণবিহার, দেবপল্লী, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীহরিহর ক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী ও শ্রীমধ্যদ্বীপ আদি দর্শন।

২৭ গোবিন্দ, ১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ শনিবার—পাদসেবন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমণ। মধ্যাহ্নে যাত্রিগণের নিজ নিজ বিছানাদি টিকিট লইয়া অফিসে জমা দিতে হইবে। বেলা ১ টায় শ্রীগঙ্গা পার হইয়া কোলদ্বীপে গমন। শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া (পোড়ামাতলা) দর্শন ও শ্রীকোলদ্বীপের মহিমা শ্রবণান্তে বিদ্যানগর গমন ও অবস্থান।

২৮ গোবিন্দ, ১৮ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ রবিবার—অর্চ্চন ভক্তির ক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ। সমুদ্রগড়, চম্পহট্ট, শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ সেবিত শ্রীগৌর-গদাধর, শ্রীজয়দেবের পাট, শ্রীবিদ্যানগর, শ্রীবিদ্যাবিশারদের আলয় ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহাদি দর্শন ও বিদ্যানগরে অবস্থান।

২৯ গোবিন্দ, ১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ, সোমবার—বন্দন, দাস্য ও সখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ, শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমণ। শ্রীজহ্নুমুনির তপস্থাস্থল, শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীসারঙ্গ মুরারি সেবিত শ্রীরাধামদনগোপাল ও শ্রীরাধা-গোপীনাথ বিগ্রহ, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুর দর্শনান্তে শ্রীগঙ্গা পার হইয়া শ্রীরুদ্রদ্বীপ দর্শন ও শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে প্রত্যাবর্ত্তন। শ্রীগৌরাবির্ভাব অধিবাস কীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণের বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর)।

৩০ গোবিন্দ, ২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ মঙ্গলবার---শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বসন্তোৎসব ও দোলযাত্রা। শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারিণী-সভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন।

১ বিষ্ণু (৪৮৩ শ্রীগৌরাব্দ), ২১ ফাল্গুন, ৫ মার্চ্চ বুধবার---শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব ও সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. C 4329

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ

[১৩৭৪ ফাল্গুন হইতে ১৩৭৫ মাঘ]

(১ম—১২শ সংখ্যা)

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

———○———

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

———○———

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' প্রেসে মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্ সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

———○———

শ্রীগৌরাব্দ ৪৮২

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ সূচী

অষ্টম বর্ষ

(১ম—১২শ সংখ্যা)

শ্রীধামমায়াপুর-মহিমা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

সর্ব্বধাম-শিরোমণি সন্ধিনী-বিলাস।
ষোল ক্রোশ নবদ্বীপ চিদানন্দবাস॥

সর্ব্বতীর্থ-দেব-ঋষি-শ্রুতির বিশ্রাম।
স্ফুরুক নয়নে মম নবদ্বীপধাম॥

মাথুরমণ্ডলে ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন।
গৌড়ে নবদ্বীপ তথা দেখুক নয়ন॥

একের প্রকাশ দুই অনাদি চিন্ময়।
প্রভুর বিলাস-ভেদে শুদ্ধ ধামদ্বয়॥

প্রভুর অচিন্ত্য শক্তি অনাদি চিন্ময়ে।
জীব নিস্তারিতে আনে প্রপঞ্চনিলয়ে॥

সেই কৃষ্ণ-কৃপাবলে জড়-বদ্ধ জন।
বৃন্দাবন নবদ্বীপ করুক দর্শন॥

যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ।
চিন্ময় বিশেষ সুধা করে আস্বাদন॥

অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আস্বাদিতে নারে।
ক্ষুদ্র জড় বলি' তারে নিন্দে বারে বারে॥

কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত-কৃপা-যোগ্যতা-কারণ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন॥

জ্ঞান-কর্ম্মযোগে সেই যোগ্যতা না হয়।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয়॥

জড় জাল জীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেই ক্ষণ।
জীবচক্ষু করে ধাম-শোভা দরশন॥

আহা কবে সে অবস্থা হইবে আমারে।
দেখিব শ্রীনবদ্বীপ জড় মায়াপারে॥

অষ্টদল পদ্মনিভ ধাম নিরমল।
কোটি চন্দ্রজ্যোৎস্না জিনি' অতীব শীতল॥

কোটি সূর্য্যপ্রভা জিনি' অতি তেজোময়।
আমার নয়নপথে হইবে উদয়॥

অষ্টদ্বীপ অষ্টদল মধ্যে দ্বীপবর।
অন্তর্দ্বীপ নাম তার অতীব সুন্দর॥

তার মধ্যভাগে যোগপীঠ মায়াপুর।
দেখিয়া আনন্দলাভ করিব প্রচুর॥

'ব্রহ্মপুর' বলি শ্রুতিগণ যাকে গায়।
মায়ামুক্ত চক্ষে আহা মায়াপুর ভায়॥

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল নাম মহাবন।
যথা নিত্য লীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥

ব্রজে সেই ধাম গোপগোপীগণালয়।
নবদ্বীপে শ্রীগোকুল দ্বিজবাস রয়॥

জগন্নাথ মিশ্র গৃহ পরম-পাবন।
মায়াপুরমধ্যে শোভে নিত্য নিকেতন॥

মায়াজালাবৃত চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাগার।
জড়ময় ভূমি, জল, দ্রব্য যত আর॥

মায়া কৃপা করি' জাল উঠায় যখন।
আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন॥

যথা নিত্য-মাতাপিতা, দাসদাসীগণ।
শ্রীগৌরাঙ্গে সেবে, প্রেমে মত্ত অনুক্ষণ॥

লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া সেবে প্রভুর চরণ।
পঞ্চতত্ত্বাত্মক প্রভু অপূর্ব্ব দর্শন॥

নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সেই মায়াপুরে।
গদাধর শ্রীবাসাদি স্থানে স্থানে স্ফুরে॥

অসংখ্য বৈষ্ণবালয় চতুর্দ্দিকে ভায়।
হেন মায়াপুর কৃপা করুন আমায়॥

নৈর্ঋতে যমুনা গঙ্গা স্বসৌভাগ্য গণি'।
নাগরূপে সেবা করে গোরা দ্বিজমণি॥

ভাগীরথীতটে বহু ঘাট দেবালয়।
প্রৌঢ়ামায়া, বৃদ্ধশিব, উপবনচয়॥

অসংখ্য ব্রাহ্মণ-গৃহ মায়াপুরে হয়।
রাজপথ, চত্বর, বিপিন, শিবালয়॥

পূর্ব্ব-দক্ষিণেতে এক সরস্বতী-ধার।
নিরবধি বহে ঈশোদ্যান তটে যার॥

এসব বৈভব নিত্য চিন্ময় অপার।
কেন পাবে কলিজীব মায়াবদ্ধ ছার॥

ত্রিনদী-ভাঙ্গন-ছলে লুকাইল মায়া।
জড় চক্ষু দেখে মাত্র মায়াপুর ছায়া॥

সশক্তিক নিত্যানন্দ-কৃপাবলক্রমে।
স্ফুরুক নয়নে মায়াপুরী সসম্ভ্রমে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-গৃহলীলা করি' দরশন।
অতি ধন্য হই এই মূঢ় অকিঞ্চন॥

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান ঃ—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।